আদিলীলা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সুবিখ্যাত ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
বিরচিত।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত।

'ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে'।
শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত
ও
২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১২৯৬—জ্যৈষ্ঠ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নিত্যানন্দ তত্ত্বাখ্যান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—শ্রীঅদ্বৈত স্কন্ধ শাখা বর্ণন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—জন্ম মহোৎসব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—বাল্যলীলা বর্ণন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পৌগণ্ড লীলা বর্ণন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—কৈশোর লীলাবর্ণন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—যৌবনলীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণ।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

কল্পনা প্রিয় ভারতে ইতিহাস ও জীবনচরিত অতি দুর্ল্লভ বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিলে একখানিও প্রকৃত ইতিহাস অথবা বিশুদ্ধ জীবন চরিত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; সর্ব্বত্রেই অত্যুক্তি, কল্পনা ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালে ইতিহাস জীবন চরিত লেখার প্রথাও প্রচলিত ছিল না; সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত যে অতীতের উদর কন্দরে নিহিত থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রায় এই দশা; তবে অপেক্ষাকৃত অভিনব সময়ের বলিয়াই হউক অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বত্র চিরাগত প্রথার অনুসরণ না করার জন্যই হউক তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাহিত্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব অক্ষুণ্ণ পাওয়া যায়। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা পূজ্য পাদ ৺ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের একটী ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ জীবনী পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের সামিল ঝামট্‌পুর নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামখানি অজয়নদের উত্তর এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, ভাগীরথীর তীর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে কৃষ্ণদাস বৈদ্য জাতীয় কোন ভদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৬১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে) চৈতন্য

চরিতামৃত গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল *; এবং সে সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া ছিলেন। এদিকে ১৪৫৫ শকে চৈতন্য দেব লীলাসম্বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রথমাংশে অর্থাৎ চৈতন্যান্তর্ধানের অল্প কাল পরেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান ঝামটপুরে তদীয় বংশের কোন শাখা সম্পর্ক দেখা যায় না; কেবল একটী বৈষ্ণবাশ্রম আছে; তাহাকে আশ্রম বাসীগণ ৺ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

প্রথম বয়সে কৃষ্ণদাস জাতীয় ব্যবসা শিক্ষারজন্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং দেশের তৎকালের প্রথানুসারে মৌলবীর মক্তব খানায় কিছু পারসী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থপাঠে তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ভূরি শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন ধীশক্তি সম্পন্ন ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শৈশব সময় হইতেই তিনি অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন। যে সময়ে সাধারণ লোকে যৌবন সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত হইয়া অশেষ প্রকারে জীবন কলুষিত করিতে থাকে; তিনি সে কালেও সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন ও সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে কালযাপন করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই শ্রীচৈতন্যের মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের এক ভ্রাতা ছিলেন; তিনিই গৃহস্থের সমস্ত

* শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে; সূর্য্যাহেহসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন; কৃষ্ণদাস কেবল সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের বাটীতে বিগ্রহসেবা ছিল এবং গুণার্ণব মিশ্র নামে ঐ বিগ্রহের একজন পূজারী ছিল। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা ও গুণার্ণব মিশ্র চৈতন্য প্রভুকে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করিয়াও নিত্যানন্দকে তদ্রূপে অঙ্গীকার করিতেন না; এজন্য সময়ে সময়ে তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিত। একদিন উৎসব উপলক্ষে মীন কেতন রামদাস নামে নিত্যানন্দের এক জন সঙ্গী ও শিষ্য তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে গুণার্ণব মিশ্রের সহিত রামদাসের নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল; এবং কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতাও গুণার্ণবের পক্ষ হইয়া রামদাসের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। মীনকেতন রামদাস উভয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন হস্তস্থিত বংশী ভাঙ্গিয়া ও অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ভ্রাতার ঈদৃশ ঔদ্ধত্যাচরণে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দের অলৌকিক গুণরাশি বর্ণনা করিয়া তদীয় ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। কথিত আছে যে সাধুভক্তের ক্রোধোদ্রেক হেতু তাঁহার ভ্রাতার তৎকালেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এবং সেই রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নযোগে কৃষ্ণদাসকে দেখা দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। বিশ্বাসী কৃষ্ণদাস পরদিন প্রত্যূষেই জন্মের মত গৃহসংসার পরিত্যাগ করতঃ স্বপ্নাদেশক্রমে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তৎকালে রূপগোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী জীবিত ছিলেন; কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন; এবং রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন প্রেমভক্তি শিক্ষা শাস্ত্রালোচনা, মহাপ্রভুর চরিত্রানুশীলন ও সাধনভজনে অতি-

বাহিত করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পূর্ব্বে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থিতি করিতেন এবং স্বরূপ দামোদরের সহিত এক যোগে প্রভুর মহাভাবের অবস্থায় শরীর রক্ষা ও গুপ্তসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর মনের গুপ্তভাব সমস্তই অবগত ছিলেন; তিনি তৎসমস্ত রঘুনাথের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস স্বীয় অভীষ্টদেব রঘুনাথের নিকট সে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে উত্তরকালে চৈতন্য চরিতামৃত রচনা বিষয়ে সেই সব বৃত্তান্তই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

চৈতন্য চরিতামৃত ব্যতীত কৃষ্ণদাস আরও কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'গোবিন্দ লীলামৃত' ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবব্যাখ্যা বিষয়ক 'ভাগবতশাস্ত্র গূঢ়ার্থরহস্য' নামক গ্রন্থই প্রধান। এ উভয় গ্রন্থই চৈতন্য চরিতামৃতের অনেক পূর্ব্বে রচিত হয়; চরিতামৃতের পর তিনি যে আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে। চৈতন্য চরিতামৃত রচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যের মধ্যে কেবল জীব গোস্বামী ও শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের উৎপত্তি এই প্রকারে হইয়াছিল:—বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রতি দিন অপরাহ্নে শ্রীযুত বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্য দেবের শেষ-লীলা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত না থাকায়, তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। সে জন্য গোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস পণ্ডিতপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাসকে তদ্বিষয়ে একখানি গ্রন্থ

রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও তখন বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, কিন্তু বৈষ্ণবাজ্ঞাবলে নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; এবং সেই দিনেই মদন মোহন মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। কথিত আছে যে ঐ সময়ে দেবতার কণ্ঠদেশ হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে মদন মোহনের আজ্ঞানুমতি হইয়াছে বুঝিয়া সকলে আনন্দে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং গ্রন্থকার সেই খানেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করিলেন। এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হইতে কত দিন লাগিয়াছিল তাহা জানা যায় না; তবে গ্রন্থখানির আয়তন ও বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকাবলী দৃষ্টে অনুমান হয়, যে দীর্ঘ সময় ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাধাকুণ্ডতীরে গ্রন্থ প্রণয়ণ পরিসমাপ্ত হইলে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্য ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি প্রকাশ যোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবে গ্রন্থশেষে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন; তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। তৎকালে জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব সমাজের অভিনেতা ছিলেন; বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ রূপ, সনাতন ও তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে;

কেহ আর সে সকলের আদর করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া জীব গোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জলস্রোতে ঐ গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে গ্রন্থ ভাসিতে ভাসিতে মদন মোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল ; তখন জীব গোঁসাই তাহা তুলিয়া আনিয়া গোস্বামীদিগের অপরাপর গ্রন্থের সামিল একটী কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রন্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীবগোস্বামী এই কৃত্রিমকোপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বয়সের বহুযত্নের ধন গ্রন্থের এই দশা হইল দেখিয়া, কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া শোকাকুল চিত্তে মথুরায় গমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি বহু যত্নে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে যখন চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইতেছিল ; তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি (মুকুন্দ) উহা চাহিয়া লইয়া এক এক প্রস্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতি লিপি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধনান্তে তাহা গোপনে রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি-কর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং কৃষ্ণদাসের বাচনিক গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া জীবকে তাহা জানাইলেন ; এবং ঐ গ্রন্থের টীকা করিয়া তাহা প্রচার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী

অগত্যা কবিকর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কুঠরী হইতে গ্রন্থ বাহির করত তাহাতে অনুমোদনস্বাক্ষর করিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পর্য্যন্ত লিখিত ছিল; তিনি 'কহে কৃষ্ণদাস' ভনিতা বসাইয়া দিলেন।

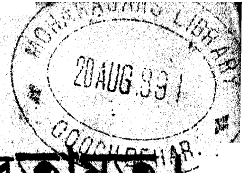
তখন বৃন্দাবনবাসীগণ সকলে ঐ গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন; এবং ব্রজ ধামে উহা প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এগ্রন্থ বঙ্গদেশে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস মুকুন্দ দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত নকলটি নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি উহা ক্রমে ক্রমে এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত মূলগ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর জীবনলীলা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যের গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি কাল ২৪ বৎসর আদিলীলা, সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন ছয় বৎসরের ঘটনা মধ্যলীলা ও শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থিতি অন্ত্যলীলা, নামে অভিহিত হইয়াছে। আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পূর্ণ; তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব ও চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিককারণ এবং চৈতন্য ভক্তগণের শ্রেণী বিভাগ ও নামোল্লেখ বর্ণিত আছে। এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদকে গ্রন্থের মুখ বন্ধ বলা যাইতে পারে; অবশিষ্ট পাঁচ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্তের স্থূল স্থূল ঘটনা সংক্ষিপ্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্যলীলায় চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্য্যন্তের ঘটনা, বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চ বিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই

লীলা বিস্তার ও বৃহৎ এবং নানা ঘটনা পূর্ণ। অন্ত্য লীলায় চৈতন্য জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনা কথিত হইয়াছে। ইহা বিংশতি পরিচ্ছেদে পূর্ণ।

হিন্দুর নিকট যেরূপ বেদ, মুসলমানের যেরূপ কোরাণ, এবং খ্রীষ্টীয়ানের যেরূপ বাইবেল, বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্যচরিতামৃত সেইরূপ সম্মান ও ভক্তির বস্তু। যদিও ইহা চৈতন্য-মঙ্গলের পর বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকরূপে চৈতন্যের ধর্ম্ম-মত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনার বৈচিত্রতা প্রদর্শন, ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে, ইহা বৈষ্ণবীয় সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারের একটী অমূল্য রত্ন ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্রবণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা, তাঁহাদের মধ্যে কোন অংশেই ন্যূন নহেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনই দুর্দ্দশা যে তাঁহারা আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি কি রত্ন আছে, তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

গ্রন্থ প্রকাশক।



শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদি লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ ১ ॥

প্রণম্য ভগবন্তং তদ্ভক্তান্
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতস্য
বিতন্যতে ব্যাখ্যেয়ং সরলা
ভক্তানামিহ পরিতোষায় ॥

ভ্রান্তির্যা লক্ষ্যতে ধীরৈঃ শোধ্যা সা কৃপয়া বুধৈঃ
দোষহীনা কৃতিঃ সম্ভাব্যতে বা মনুজৈঃ কুতঃ।

অথ গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকৃদ্বস্তুনির্দ্দেশাশীর্ব্বাদনমস্কাররূপং মঙ্গলাচারং মন্যমানঃ প্রথমে শ্লোকেঽস্মিন্ গুর্ব্বাদিনমস্কাররূপং সামান্যং মঙ্গলমাচরতি 'গুরূন্' মন্ত্রদাতৃগুরুশিক্ষাগুর্ব্বাদীন্ সর্ব্বান্ 'ঈশভক্তান্' ঈশস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ভগবতঃ ভক্তান্ শ্রীবাসাদীন্, 'কৃষ্ণ চৈতন্যসংজ্ঞকং' 'ঈশং' কৃষ্ণচৈতন্যঃ সংজ্ঞা নাম যস্য তং কৃষ্ণচৈতন্যাভিধেয়ং ঈশ্বরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বমাধুর্য্যাদিভিঃ পূর্ণং 'ঈশাবতারকান্' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ভগবতস্ত্রিবিধান্ অংশপুরুষশক্ত্যাবেশাবতারকান্ অদ্বৈতাদীন্ প্রধানরূপানিত্যর্থঃ, 'তৎপ্রকাশান্' দ্বিতীয়স্বরূপান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীনিত্যর্থঃ 'তচ্ছক্তীশ্চ' তস্য কৃষ্ণচৈতন্যস্য ত্রিবিধশক্তিরূপান্

জীবশক্তিমায়াশক্তিচিচ্ছক্তিরূপান্ গদাধরপণ্ডিতাদীন্ সর্ব্বাংশ্চ 'বন্দে' অষ্টাঙ্গৈর্ভূমৌ সম্পতিতং পুনঃ পুনর্নমামীত্যর্থঃ সর্ব্বত্র যোজ্যমেতৎ অহমিতি শেষঃ। ১।

প্রণমি শ্রীভগবানে, সাধুভক্ত মহাজনে,
মাগিতেছি প্রসাদ সবার।
চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত,
লিখি ব্যাখ্যা সরলা তাহার॥
জ্ঞানহীন মূর্খ আমি, ভক্তি তত্ত্ব কিবা জানি ?
তবু লিখি এঘোর বাসনা।
ভক্তপাবে পরিতোষ, না লইবে কোন দোষ,
দীনদাসের এইতো প্রার্থনা॥

গ্রন্থারম্ভে নমস্কাররূপমঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন দীক্ষাগুরুশিক্ষাগুরুপ্রভৃতি গুরুদিগকে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যনাম ঈশ্বরকে, শ্রীবাসাদি তাঁহার ভক্তদিগকে, শ্রীঅদ্বৈতাদি তাঁহার অবতারস্বরূপ, নিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশস্বরূপ, ও শ্রীগদাধরাদি তাঁহার শক্তিস্বরূপদিগকে, আমি বন্দনা করি॥ ১ ॥*

---

* এই শ্লোকে গ্রন্থকার সমস্ত ঈশ্বর তত্ত্বের বন্দনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা গুরু, স্বয়ংঈশ্বর, তাঁহার ভক্তগণ, ও অবতারগণ, এবং তাঁহার শক্তি, ও প্রকাশ স্বরূপ। গুরু দ্বিবিধ, মন্ত্রদাতা গুরু ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু আবার দুই প্রকার, অন্তর্যামী ভগবান্ মনুষ্য চিত্তে থাকিয়া সদসৎ বিষয় বুঝাইয়া দেন ; তাঁহার নাম চৈত্যগুরু। এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠগণ, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুই স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার ভক্ত দুই প্রকার ; পার্ষদগণ, অর্থাৎ যাঁহারা সাধনাব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরকৃপায় স্বতঃসিদ্ধ ; যথা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

বিশেষ মঙ্গলাচরণং আরভ্যতে। 'গৌড়োদয়ে' গৌড়ঃ গৌড়দেশ এব উদয় উদয়াচলস্তস্মিন্ 'সহোদিতৌ' সহ একদা সমানকালং যুগপৎ ইত্যর্থঃ প্রথম মিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ নতু সহজাতৌ উভয়োর্জন্মকালভেদাৎ 'উদিতৌ' উদয়ংপ্রাপ্তবন্তৌ 'পুষ্পবন্তৌ' দিবাকরনিশাকরৌ ইব অতএব 'চিত্রৌ' আশ্চর্য্যৌ সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ যুগপদুদয়াসম্ভবাৎ 'শন্দৌ' শং কল্যাণং মঙ্গলং বা

শুকদেবাদি ও গৌরলীলায় শ্রীবাসাদি। দ্বিতীয়তঃ সাধনসিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁহারা তপস্যাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, যেমন নারদ ও প্রহ্লাদাদি। ঈশ্বরের অবতার ত্রিবিধ, অংশাবতার, গুণাবতার, ও শক্ত্যাবেশাবতার। অংশাবতার দ্বিবিধ; পুরুষাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতারগণ যথা; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। লীলাবতার যথা;— মৎস্যকূর্ম্মাদি। ভগবানের সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের অবতার ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবতাগণ। এবং শক্ত্যাবেশাবতার সনক, সনাতন, পৃথু, ব্যাসাদি। গৌরলীলায় অদ্বৈতাদিই তাঁহার মুখ্যাবতার। ভগবানের প্রকাশ দুই প্রকারে হয়; তাঁহার একই স্বরূপ এক সময়ে বহু প্রকারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে তাঁহার প্রকাশ বলা যায়; যেমন রাস স্থলে একই কৃষ্ণ বহু রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার স্বরূপ বিভিন্নাকারে পরিণত হইলে তাহার নাম তাঁহার বিলাস; যেমন ভগবানের বিলাস নারায়ণ ও নারায়ণের বিলাস বাসুদেব; প্রথমোক্তটিকে প্রাভব বিলাস ও দ্বিতীয়টিকে অংশবিলাস বলা যায়। গৌরাঙ্গলীলায় নিত্যানন্দাদি তাঁহার মুখ্যপ্রকাশ। ঈশ্বরের শক্তি ত্রিবিধ; জীবশক্তি, মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি। জীবশক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব মধ্যে প্রকাশিত। মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তি তিন ভাবে প্রকাশিত হয়; লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও কান্তাগণ। গদাধর পণ্ডিতাদিতে তাঁহার কান্তাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছেন এই সমস্ত তত্ত্বই পরমেশ্বরের স্বরূপ; অতএব সকলেরই বন্দনা করা হইয়াছে। ১।

দদন্তৌ 'তমোনুদৌ' তমাংসি মহান্ধকারাণি অজ্ঞানরূপাণি (নুদ খণ্ডনে) নুদন্তৌ নাশয়ন্তৌ অজ্ঞানতমোনাশকাবিত্যর্থঃ 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যনিত্যানন্দৌ' 'বন্দে' মনোবাক্কায়ৈ র্নমস্করোমীত্যর্থঃ অহমিতিশেষঃ। ২।

গৌড় দেশরূপ উদয়াচলে যুগপৎ উদয়প্রাপ্ত, অদ্ভুত চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ, কল্যাণদাতা ও অজ্ঞানতমোনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। ২।*

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩॥

বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণমাহ 'উপনিষদি' বেদশিরোভাগে 'যদদ্বৈতং ব্রহ্ম' কথ্যতে ইতিশেষঃ 'তদপি' অস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য 'তনুভা' শরীরকান্তিঃ; 'য আত্মান্তর্যামী পুরুষঃ' আত্মাচ অন্তশ্চ তয়োর্মধ্যে যচ্ছতি উপরমতে আত্মান্তর্যামী স এব পুরং শরীরমধ্যং ব্যাপ্য বসতীতি পুরুষঃ জীবশরীরস্থচৈতন্যরূপিপুরুষ ইত্যর্থঃ 'ইতি' প্রসিদ্ধ ইতিশেষঃ 'সঃ' 'অস্য' 'অংশ বিভবঃ' ঐশ্বর্য্যরূপঃ 'ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ' 'যঃ' পুরুষঃ পরমাত্মেতিশেষঃ 'ইহ' ব্রহ্মনির্দ্দেশে ইত্যর্থঃ 'সঃ' 'ভগবান্' উচ্যতে ইতি শেষঃ। 'অয়ং' তু দৃশ্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুঃ ইতিযাবৎ 'স্বয়ং' অনন্যাপেক্ষং যদ্রূপং স্বয়ং রূপং তদুচ্যতে। অতএব 'চৈতন্যাৎ' 'কৃষ্ণাৎ' কৃষ্ণ-

---

* এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ আশ্চর্য্য চন্দ্রসূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য এক সময়ে উদয় হয়না এবং জীবের কলুষ নাশ করিতে পারেনা; কিন্তু ইঁহারা যুগপৎ উদয় হইয়া জীবের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করতঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করেন বলিয়া আশ্চর্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

চৈতন্যাদিত্যর্থঃ 'পরং' ভিন্নং 'ইহ' 'জগতি' 'পরতত্ত্বং' শ্রেষ্ঠতত্ত্বং 'ন' বিদ্যতে ইতি নিষ্কর্ষঃ। ৩।

উপনিষদে যিনি অদ্বৈতব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি ইহাঁর অঙ্গকান্তিমাত্র; যিনি জীবশরীরস্থ আত্মান্তর্যামী পুরুষ তিনি ইহাঁর অংশস্বরূপ; ব্রহ্মনিরূপণে যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ, তাঁহার নাম ভগবান্; কিন্তু এই দৃশ্যমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং; ইঁহা হইতে জগতে পরতত্ত্ব আর নাই। ৩।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অধুনা শ্রীরূপগোস্বামিকৃতবিদগ্ধমাধবনাটকস্য দ্বিতীয়শ্লোক মুদ্ধৃত্য আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণমারভ্যতে।

'শচীনন্দনঃ' 'হরিঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ পক্ষান্তরে সিংহঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'হৃদয়কন্দরে' হৃদয়মেব কন্দরং পর্ব্বতগুহা তস্মিন্ 'সদা' সর্ব্বস্মিন্ কালে 'স্ফুরতু' প্রকটী ভবতু ইত্যন্বয়ঃ। অত্র জগজ্জনরূপপর্ব্বতস্য হৃদয়রূপগুহায়াং শচীনন্দন সিংহঃ, স্ফুরণরূপহুঙ্কারেণ কলুষ পশূন্ দ্রাবয়ত্বিত্যভিপ্রায়ঃ। শচীনন্দনঃ কথম্ভূত ইত্যাহ 'পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ' পুরটং স্বর্ণং তস্য সুন্দরী যা দ্যুতিঃ কান্তিস্তস্যাঃ কদম্বানি সমূহাস্তৈ সং সম্যক্ দীপিতঃ প্রকাশিতঃ 'কলৌ' কলিযুগে 'স্বভক্তিশ্রিয়ং' স্বস্য নিজস্য ভক্তিরেব শ্রিয়ং মঙ্গলরূপাং সম্পদম্ 'সমর্পয়িতুম্' প্রদাতুম্ 'করুণয়া' কৃপয়া 'অবতীর্ণঃ' প্রকটীভূতঃ। কীদৃশীং স্বভক্তিশ্রিয়ং তত্রাহ 'উন্নতো-জ্জ্বলরসাং' উন্নতঃ প্রধানঃ মুখ্য উজ্জ্বলরসঃ মধুররসো যস্যাং 'চিরাৎ' চিরকালং বহুকালং ব্যাপ্য 'অনর্পিত চরীং' ন অর্পিতং অনর্পিতং

পূর্ব্বস্মিন্ অনর্পিতং চরতি যা সা অনর্পিতচরী তাং ভিক্ষাং চরতি যেতিবৎ; পূর্ব্বৈর্ন অর্পিতং যৎ তৎ অর্পয়তীতি অনর্পিত পূর্ব্বাং ইত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয়-নাই, সেই নিজভক্তি সম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন। ৪।*

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥ ৫ ॥

অস্মাদারভ্য নবশ্লোকাঃ শ্রীরূপগোস্বামিকড়চোদ্ধৃতাঃ। তেষাং প্রথমদ্বিতীয়াভ্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারস্য মূলপ্রয়োজনং তৃতীয়াবধিসপ্তমেন শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং অষ্টমনবমেনাদ্বৈততত্ত্বমাহ। শ্লোকেঽস্মিন্ বিশেষনমস্কাররূপমঙ্গলাচারচ্ছলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-য়োরৈক্যভাবত্বং যদনাদিকালপর্য্যন্তং স্থিতং ভুবি পৃথগাত্মা ভুত্বা পুনরেকাত্মতাং প্রাপ্তং তৎ প্রদর্শয়তি; 'কৃষ্ণস্বরূপং' 'চৈ-তন্যাখ্যং' কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং 'নৌমি' নমস্করোমি কীদৃশং তত্রাহ 'রাধা' রাধাস্বরূপং গ্রন্থস্য মধ্যখণ্ডে রামানন্দ রায় সঙ্গোৎ-সবনামাষ্টমপরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্যং 'কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' কৃষ্ণস্য প্রেমবিকারঃ প্রেমভাব ইত্যর্থঃ অতএব 'হ্লাদিনীশক্তিঃ' হ্লাদ-য়িতুং কৃষ্ণমাহ্লাদয়িতুং শক্যা যা চ যা শক্তিশ্চেতি আনন্দরূপা শক্তিঃ অস্মাদেতয়োঃ 'একাত্মানাবপি' একাত্মানৌ অপি অনাদি-

---

* বিশেষ বিবরণ ভূমিকায় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখ।

কালপর্য্যন্তমভিন্নশরীরৌ অপি 'তৌ' রাধাকৃষ্ণৌ 'পুরা' পূর্ব্বস্মিন্ কালে বৈবস্বতীয়সপ্তমমন্বন্তরাষ্টবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরযুগান্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ 'ভুবি' পৃথিব্যাং শ্রীবৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ 'দেহভেদং' পৃথক্ পৃথক্ রূপং 'গতৌ' প্রাপ্তৌ লীলার্থমিত্যভিপ্রায়ঃ 'অধুনা' ইদানীং কলিকালে 'চ' নিশ্চয়ার্থে চ 'তদ্দ্বয়ং' রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং 'প্রকটং' ব্যক্তং যথাস্যাৎ তথা 'ঐক্যমাপ্তং' একত্বং প্রাপ্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরেএকত্রমিলিতমিত্যভিপ্রায়ঃ পুনঃ কীদৃশং 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং' রাধায়া ভাবশ্চ মহাভাবশ্চ তস্য দ্যুতিশ্চ অঙ্গকান্তিশ্চ তাভ্যাং সুবলিতং সুষ্টুযুক্তং মিলিতমিত্যর্থঃ। ৫।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবরূপিনী হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থ পৃথক্ শরীর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুইটী স্বরূপ একীভূত হওতঃ চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়া, এবং রাধার ভাব ও অঙ্গ কান্তিতে সুগঠিত হইয়া, পুনরায় সম্মিলিত হইয়াছেন; অতএব তদ্রূপ কৃষ্ণস্বরূপেকে প্রণাম করি॥ ৫ ॥*

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যাবতারায় মূলপ্রয়োজনকারণরূপং বাঞ্ছানীয়াভিলাষত্রয়ং বিবৃণোতি।

'শ্রীরাধায়াঃ' 'প্রণয়মহিমা' প্রণয়স্য প্রীতেঃ মহিমা পরিমাণং তস্যামদনুভবসুখপরিমাণমিত্যর্থঃ 'কীদৃশোবা' কিম্প্রকারো বা

---

* বিশেষবিবরণ ভূমিকায় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখ।

বিতর্কার্থে বা 'যেন' প্রণয়মহিম্না হেতুনা 'অনয়া' রাধয়া একয়া নান্যাভিরিত্যর্থঃ মদীয়ঃ 'অদ্ভুতমধুরিমা' আশ্চর্য্যমাধুর্য্যং বিশ্বমোহনকারি অমৃতত্বমিতিভাবঃ 'আস্বাদ্য' আস্বাদনীয়ঃ আস্বাদ্যতে ইতিযাবৎ স মধুরিমা 'কীদৃশোবা' 'মদনুভবতঃ' মদনুভবাৎ মদ্রূপাস্বাদনানুভবাৎ 'চ' অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ 'সৌখ্যং সুখং 'কীদৃশংবা' কিং প্রকারো বা 'ইতি' জ্ঞাতুম্ 'লোভাৎ' লোভ-ত্রয়েণ অভিলাষত্রয়েণ আকৃষ্টঃ 'তদ্ভাবাঢ্যঃ' তস্যা রাধায়াঃ ভাবেন যুক্তঃ সন্ 'হরীন্দুঃ' হরিঃ কৃষ্ণ এব ইন্দুশ্চন্দ্রঃ 'শচীগর্ভসিন্ধৌ' শচীদেব্যাঃ গর্ভঃ এব সিন্ধু স্তস্মিন্ 'সমজনি' প্রাদুরভূৎ। ৬।

আমার প্রতি শ্রীরাধিকার প্রণয় পরিমাণ কত? আমার অদ্ভুত মাধুর্য্যরস যাহা তিনিই কেবল আস্বাদন করিতে সক্ষম তাহাই বা কিরূপ? আর ঐ মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাই বা কীদৃশ? এই তিনটী তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে রাধার ভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে উদয় লাভ করিলেন। ৬।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ সনিত্যা
নন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

অধুনা শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈরাহ।

'সঙ্কর্ষণঃ' মহাবিষ্ণুঃ সৃষ্টিমিচ্ছুর্মহাবিষ্ণুরিত্যর্থঃ 'কারণতোয় শায়ী' সৃষ্টেরিচ্ছাপরিণামরূপকারণমিত্যর্থঃ তদেবতোয়ং তোয়-রূপং জলরূপং তস্মিন্ শেতে তিষ্ঠতি যঃ স মহাবিষ্ণোরংশ বিশেষঃ মায়ান্তর্যামী প্রথমপুরুষাবতার ইত্যর্থঃ স চ বিরাট্ ইত্যপি কথ্যতে 'চ' তথা 'গর্ভোদশায়ী' গর্ভ এব অভ্যন্তরমেব

সৃষ্টেরিতিশেষঃ উদং জলং তস্মিন্ শেতে যঃ স হিরণ্যগর্ভোনাম সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয়পুরুষঃ সতু প্রদ্যুম্নরূপঃ 'পয়োব্ধিশায়ী' পয়ঃ ক্ষীরং ভোজ্যদ্রব্যমিত্যর্থঃ তস্মিন্ শয়নশীলঃ সমষ্টি জীবান্তর্যামী পালনকর্ত্তা তৃতীয়পুরুষঃ অনিরুদ্ধরূপী ইত্যর্থঃ 'চ' তথা 'শেষঃ' অনন্তঃ বিনাশরূপী ইত্যর্থঃ 'যস্য' 'অংশকলাঃ' অংশ-সমূহাঃ সন্তি 'সঃ' 'নিত্যানন্দাখ্যরামঃ' নিত্যানন্দাভিধেয়শ্রীবল-রামস্য অবতারঃ 'মম' 'শরণং' আশ্রয়ঃ 'অস্তু' ভবতু। ৭।

সৃষ্টিকরণেচ্ছু সঙ্কর্ষণ, ঐ সঙ্কর্ষণের অংশবিশেষ কারণ-শায়ী প্রথমপুরুষাবতার, সমস্ত সৃষ্টির অভ্যন্তরে ব্যবস্থিত হিরণ্যগর্ভ বা গর্ভোদশায়ী নামে দ্বিতীয় পুরুষ, সমস্ত জীবা-ন্তর্যামী পালনকর্ত্তা তৃতীয় পুরুষ, এবং বিনাশরূপী অনন্ত যাঁহার অংশকলামাত্র, শ্রীবলরামের অবতার সেই নিত্যানন্দ রামের শরণাপন্ন হই। ৭।*

---

* নিত্যানন্দের তত্ত্ব বর্ণনাচ্ছলে এই শ্লোকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে সচ্চিদানন্দ পূর্ণভগবান্ জগদাদি সৃষ্টির কার্য্য কিছুই করেন না; তিনি কেবল নিত্যচিন্ময়ধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। এই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর লীলার জন্য নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও পরে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর সৃষ্টি আদি যাঁহা হইতে হইয়া থাকে, তিনি সঙ্কর্ষণ বা মহাবিষ্ণু; ইনি যুগধর্ম্মাদি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দেবকীনন্দন বলরাম ও পরে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেদান্তমতে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুই সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম বস্তু হইতে যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা প্রসূত হয়, তখন তিনি মহাবিষ্ণু বা সঙ্কর্ষণ নাম ধারণ করেন। ঐ সঙ্কর্ষণ হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে, তদাশ্রয়ী চৈতন্য পুরুষকে বিরাট্ বলিয়া কল্পনা করা যায়; ইহাঁকে কারণার্ণবশায়ী বা প্রথমপুরুষাবতারও বলে। আবার সমস্ত সৃষ্টির অন্তরালে সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া মহাবিষ্ণুর যে চৈত-ন্যাংশ অবস্থিতি করে তাহার নাম গর্ভোদশায়ী, হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয়

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে
রূপংযস্যোদ্ভাতিসঙ্কর্ষণাখ্যং
তংশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দরামস্য বিলাসমূলসঙ্কর্ষণতত্ত্বনিরূপণমাহ। 'মায়াতীতে' মায়ায়াঃ সৃষ্টেরাদ্যায়াঃ ইচ্ছাশক্ত্যাঃ অতীতে পরপারে স্পর্শরহিতে মায়াশূন্যেইত্যর্থঃ 'ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে' ব্যাপ্নোতি যঃ সঃ ব্যাপী সচাসৌ বৈকুণ্ঠলোকশ্চেতি তস্মিন্ পরব্যোমনামধাম্নি 'পূর্ণৈশ্বর্য্যে' পূর্ণং চতুষ্পাদং ঐশ্বর্য্যং যত্র তস্মিন্ 'শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে'* চতুর্ভি র্বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৈঃ সন্নিবেশিত ব্যূহমধ্যে 'যস্য' নিত্যানন্দাখ্যরামস্য 'সঙ্কর্ষণাখ্যং' 'রূপং' 'উদ্ভাতি' দেদীপ্যমানং ভবতি 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' 'প্রপদ্যে' প্রাপ্তোঽস্মি প্রকর্ষেণ নমামীত্যর্থঃ। ৮।

মায়াশূন্যপরব্যোম নামক ব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে, বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধকর্ত্তৃক সন্নিবেশিত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ চতুর্ব্যূহ মধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণ নামে রূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রামকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৮।

পুরুষাবতার। ইহাঁকে প্রদ্যুম্ন বা তৈজস্ পুরুষও বলে। আর সমস্ত সমষ্টি জীবান্তর্যামী পালনকর্ত্তারূপে যে চৈতন্যপুরুষ বাস করিতেছেন তিনি ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার; ইহাঁকে অনিরুদ্ধরূপীও কহিয়া থাকেন এবং বিনাশরূপী অনন্তের মধ্যে যে চৈতন্যপুরুষ উপহিত রহিয়াছেন, তিনিও সঙ্কর্ষণের অংশ বিশেষ। এই গুলিকে নিত্যানন্দের অংশ বলা হইয়াছে। মোটা কথায় বলিতে গেলে নিত্যানন্দ বা মহাবিষ্ণু সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সকলেরই কর্ত্তা।

*(১) বাসুদেব—ইনিই অধিভূতরূপে মহত্তত্ত্ব, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত, অধিষ্ঠাতৃরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং উপাস্যরূপে বাসুদেব।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে
যস্যৈকাংশঃশ্রীপুমানাদিদেব
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

কারণতোয়শায়িত্বনিরূপণমাহ,
'যঃ' 'কারণাম্ভোধিমধ্যে' সৃষ্টেরিচ্ছারূপকারণমহাসমুদ্রে 'সাক্ষাৎ' বর্ত্তমানঃ 'শেতে' অবতিষ্ঠতে, যঃ 'মায়াভর্ত্তা' মায়ায়াঃ আত্মায়াঃ ইচ্ছাশক্তেঃ ভর্ত্তা পতিঃ যস্মান্মায়া প্রকটমাপন্না ইত্যর্থঃ যঃ 'অজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ' অজানাং ত্রিগুণময়মায়াদীনাং অণ্ডানাং স্থূলব্রহ্মাণ্ডানাং সংঘাতাঃ সমূহাঃ সমষ্টয়ঃ তেষাং আশ্রয়ঃ আশ্রয়ীভূতংঅঙ্গং যস্য স ব্রহ্মাণ্ডানাং আশ্রয়রূপীত্যর্থঃ 'যস্য' 'একাংশঃ' 'শ্রীপুমান্' 'আদিদেবঃ' পুরুষাণাং প্রধানঃ আদিপুরুষাবতার ইত্যর্থঃ 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে'। ৯।

যিনি সৃষ্টির ইচ্ছারূপ কারণ মহাসমুদ্রে বর্ত্তমানে শয়িত রহিয়াছেন, যাঁহা হইতে মায়া প্রকটিত হইয়াছে, মায়াশক্তি সম্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাদি যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং মায়ান্তর্যামী আদিপুরুষ যাঁহার একাংশ, সেই নিত্যানন্দরামকে প্রণাম করি। ৯।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।

---

(২) সঙ্কর্ষণ—ইনি অহঙ্কারতত্ত্ব, আদিরূপ; অধিষ্ঠাতৃরূপে রুদ্র; উপাস্যরূপে সঙ্কর্ষণ।

(৩) প্রদ্যুম্ন—ইনি বুদ্ধিতত্ত্ব, সূক্ষ্মান্তর্যামী; অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রহ্মা; উপাস্যরূপে প্রদ্যুম্ন।

(৪) অনিরুদ্ধ—ইনি মহত্তত্ত্ব স্থূলান্তর্যামী; অধিষ্ঠাতৃরূপে চন্দ্র; উপাস্যরূপে অনিরুদ্ধ।

লোকস্রষ্টুঃসূতিকাধামধাতু
স্তংশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দরামস্য বিলাসরূপঃ সঙ্কর্ষণস্তস্যাংশঃ কারণশায়ী তস্যাংশ শ্রীলগর্ভোদশায়ী তস্য তত্ত্ব নিরূপণমাহ।

'যস্যাংশাংশঃ' যস্য নিত্যানন্দরামস্যঅংশস্য অংশঃ অংশ-বিভাগঃ ইতিযাবৎ 'শ্রীলগর্ভোদশায়ী' শ্রীযুক্তগর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষঃ ব্যাখ্যাস্য সপ্তমশ্লোকে দ্রষ্টব্যা 'লোকসংঘাত-নালং' লোকানাং চতুর্দ্দশভুবনানাং সংঘাতাঃ সমূহা স্ত এব নালং মৃণালং যস্য তৎ 'যন্নাভ্যব্জং' যস্য গর্ভোদশায়িনো নাভিরেব অব্জং পদ্মং 'লোকস্রষ্টুঃ' লোকানাং চতুর্দ্দশভুবনস্থজনানাং নির্ম্মাতুঃ 'ধাতুঃ' ব্রহ্মণঃ 'সূতিকাধাম' প্রসবাগারং উৎপত্তি-স্থানমিত্যর্থঃ 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে' পূর্ব্ববৎ। ১০।

শ্রীযুক্তগর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ যাঁহার অংশ বিভাগ, যাঁহার নাভিপদ্মনালে চতুর্দ্দশলোক অবলম্বিত রহিয়াছে, এবং লোকনির্ম্মাতা বিধাতার যে নাভিপদ্ম সূতিকাগারস্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ রামের শরণাপন্ন হই। ১০।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টাবিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তাযৎকলাসোঽপ্যনন্ত
স্তংশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১১॥

সম্প্রতি ক্ষীরোদশায়িনস্তত্ত্বমাহ।

'যস্যাংশাং শাংশঃ' যস্য নিত্যানন্দরামস্য বিলাসরূপশ্রীসঙ্ক-র্ষণস্য অংশঃ শ্রীকারণশায়ী তস্যাংশঃ শ্রীগর্ভোদশায়ী তস্যাংশঃ 'অখিলানাং' চতুর্দ্দশভুবনানাং তন্মধ্যস্থজীবানামিত্যর্থঃ 'পরাত্মা' পরমাত্মা জীবাধিষ্ঠাতৃপুরুষ ইত্যর্থঃ 'পোষ্টা' 'বিষ্ণুঃ' বিষ্ণুর্নাম

লোকপালনকর্ত্তা, অতএব 'ক্ষৌণীভর্ত্তা' ক্ষৌণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভর্ত্তা স্বামী প্রভুরিত্যর্থঃ 'দুগ্ধাব্ধিশায়ী' ক্ষীরোদশায়ী 'ভাতি' দেদীপ্যমানো ভবতি 'সোঽপ্যনন্তঃ' সোঽপি ক্ষৌণীভর্ত্তৃরূপা নন্তঃ 'যৎকলা' যস্যকলা গণ্যতে ইতিশেষঃ 'তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে' পূর্ব্ববৎ। ১১।

যিনি অখিলবাসী জীবগণের পরমাত্মারূপী, পালনকর্ত্তা হেতু যিনি বিষ্ণুনামে খ্যাত এবং যিনি পৃথিবীর ভর্ত্তা, এমন যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, যাঁহার অংশের অংশবিভাগরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং অনন্ত যাঁহার কলারূপে পরি-গণিত হয়েন, এবম্ভূত নিত্যানন্দ রামের শরণাপন্ন হই।১১।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ
তস্যাবতার এবায় মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

শ্লোকদ্বয়েন অদ্বৈতাচার্য্যতত্ত্বমাহ,

'যঃ' 'জগৎকর্ত্তা' জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা 'মহাবিষ্ণুঃ' শ্রীসঙ্কর্ষণরূপইত্যর্থঃ 'মায়য়া' প্রকৃত্যা কারণভূতয়া 'অদঃ' পুরোবর্ত্তি অনন্তকোটি জগৎব্রহ্মাণ্ডং 'সৃজতি' 'অয়মদ্বৈতাচার্য্যঃ' অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ নাস্তি দ্বৈতং পৃথক্‌স্বরূপংযস্য স অদ্বৈতঃ, ধর্ম্মং আচরতি যঃ স আচার্য্যঃ ধর্ম্মগুরুঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ''ঈশ্বরঃ' ঈশং ঐশ্ব-র্য্যং প্রকাশয়িতুম্ শক্যঃ 'তস্য' মহাবিষ্ণোঃ 'অবতার এব' স ইতিশেষঃ। ১২।

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, এই অদ্বৈতাচার্য্যঈশ্বর, তাঁহারই অবতার।১২।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

'হরিণা' মহাবিষ্ণুনা সহেতিশেষঃ 'অদ্বৈতাৎ' ভেদরহিতত্বাদ্ধেতোঃ 'অদ্বৈতং' তথা "ভক্তিশংসনাৎ' ভক্তিপ্রকাশনাৎ ভক্তিকথনাদ্ধেতোঃ 'আচার্য্যং' ধর্ম্মোপদেষ্টারং 'তং' 'ভক্তাবতারং' ভক্তরূপ এব অবতারো যস্য তং 'ঈশং' প্রভুং 'অদ্বৈতাচার্য্যং' 'আশ্রয়ে' অহমিতিশেষঃ তস্য শরণাপন্নো ভবামীত্যর্থঃ। ১৩।

হরির সহিত অভেদত্ব হেতু যাঁহার নাম অদ্বৈত, ভক্তি প্রকাশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য্য, এরূপ ভক্তাবতার প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের শরণাপন্ন হই। ১৩।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পঞ্চতত্ত্বমাহ।
'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং' এতেষাং বক্ষ্যমাণানাং পঞ্চতত্ত্বানাং আত্মকং আত্মা এব তং পঞ্চতত্ত্বানাং জীবনীভূত মিত্যর্থঃ 'কৃষ্ণং' 'নমামি' কিন্তদ্ পঞ্চতত্ত্বং তদাহ 'ভক্তরূপস্বরূপকং' ভক্তরূপং ভক্তভাবাঙ্গীকৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামইত্যর্থঃ তথা ভক্তস্বরূপকং শ্রীনিত্যানন্দরামং 'ভক্তাবতারং' শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যরূপং 'ভক্তাখ্যং' ভক্ত এব আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং শ্রীবাসাদীন্ ভক্তগণান্ 'ভক্তশক্তিকং' ভক্তা এব শক্তি র্যস্য তম্ শ্রীগদাধরাদীন্ শক্তিগণান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমিতি পঞ্চতত্ত্বং যাবৎ। ১৪।

ভক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ রাম, ভক্তাবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, এবং ভক্তশক্তি শ্রীগদাধরাদিগণ, এই পঞ্চতত্ত্বের জীবনী ভূত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ১৪।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

অস্মাদারভ্য গ্রন্থকারস্য শ্লোকত্রয়েন শ্রীরাধামদনমোহনয়োঃ শ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ শ্রীরাধাগোপীনাথয়োশ্চ বন্দনরূপমঙ্গল প্রার্থনামাহ'সুরতৌ' কৃপালূ 'মন্দমতেঃ' মন্দা কুৎসিতামতির্বুদ্ধির্যস্য তস্য পাপবুদ্ধেরিত্যর্থঃ 'পঙ্গোঃ' স্থানান্তরগমনে অশক্তস্য গত্যন্তররহিতস্য অনন্যশরণস্যেতিযাবৎ 'মম' 'গতী' আশ্রয়রূপৌ 'মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ' মমসর্ব্বস্বং ধনরূপমেব পদান্যেব অম্ভোজানি অম্ভোজরূপানি যয়ো স্তৌ 'রাধামদনমোহনৌ' তদাখ্য শ্রীবৃন্দাবনস্থ বিগ্রহৌ 'জয়তাং' সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাং ।১৫

কৃপালু শ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন। আমি মন্দমতি এবং গতিবিহীন ; তাঁহারা আমার গতি এবং তাঁহাদের পাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্বধন । ১৫ ।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌপ্রেষ্ঠালীভিঃসেব্যমানৌ
স্মরামি ॥ ১৬ ॥

'দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ' দীব্যতি দিব্যকান্তৌ পরমশোভামরে ইত্যর্থঃ বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমস্য কল্পবৃক্ষস্য অধঃ মূলে যোগপীঠে গোবিন্দকুঞ্জে ইত্যর্থঃ 'শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ' শ্রীমৎ শ্রীবিশিষ্টং রত্নেন রচিতমাগারং রত্নমন্দিরং তস্মিন্ সিংহাসনে স্থিতৌ 'প্রেষ্ঠালীভিঃ' প্রিয়সখীভিঃ 'সেব্যমানৌ' পুজিতৌ 'শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দৌ' তদাখ্য বিগ্রহৌ 'স্মরামি' । ১৬ ।

শোভাময় বৃন্দাবনে, কল্পবৃক্ষমূলে রত্ননির্ম্মিতমন্দিরস্থিত

সিংহাসনোপবিষ্ট এবং প্রিয়সখীগণ সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে স্মরণ করিতেছি। ১৬।

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈ র্গোপীর্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তুনঃ ॥ ১৭ ॥

'বংশীবটতটস্থিতঃ' তন্নামবটবৃক্ষস্যমূলে যমুনাকূলেচ অবস্থিতঃ সন্ 'বেণুস্বনৈঃ' বেণুরবৈঃ বংশীধ্বনিভিঃ 'গোপীঃ' গোপবধূঃ 'কর্ষণ্' আকর্ষণ্ সন্ 'শ্রীমান্রাসরসারম্ভী' শ্রীমান্ রাসঃ লীলাবিশেষঃ স এব রসস্তং আরব্ধুম্ শীলংযস্য রাসলীলারম্ভনকারী 'গোপীনাথঃ' শ্রীকৃষ্ণস্যতদাখ্যবিগ্রহবিশেষঃ 'নঃ' অস্মাকং 'শ্রিয়ে' মঙ্গলায় 'অস্তু' ভবতু। ১৭।

বংশীবট তটবিহারী যে গোপীনাথ বেণুরবে গোপীদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি আমাদের মঙ্গল করুন্। ১৭।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!। (১)
এই(২)তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে(৩)করিয়াছেন(৪)আত্মসাথ;
এতিনের চরণ বন্দি, তিনে মোর নাথ।
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ;
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিনের স্মরণ।

---

১ প্রথম শ্লোক কোন প্রাচীন পুঁথিতে নাই।

২ এই তিন ঠাকুর—মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ। মদনমোহন পদে মদন গোপাল বুঝিতে হইবে।

৩ গৌড়িয়াকে—গৌড়দেশস্থ লোক; বাঙ্গালী; অর্থাৎ আমাকে।

৪ করিয়াছেন আত্মসাথ—আমাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন; একেবারে আপনার করিয়া ফেলিয়াছেন।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন (১);
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ;—
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার।
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার ;
সামান্য বিশেষরূপে দুইত প্রকার।
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ ;
যাহা হইতে হয় পরতত্ত্বের (২) উদ্দেশ।
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ ;
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার (৩) কারণ ;
পঞ্চষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল (৪) প্রয়োজন।
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব ;
আর পঞ্চশ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ;
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বাখ্যান ;
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ;
এই চৌদ্দ শ্লোকে কহি মঙ্গলাচরণ।
(৫) তহি মধ্যে কহি সব বস্তু নিরূপণ।

---

১ বিনাশন—'নিরসন' পাঠও আছে।

২ পরতত্ত্বের উদ্দেশ—ঈশ্বর তত্ত্বের লক্ষ্য স্থির হয়।

৩ বাহ্যাবতার কারণ—কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনাদি প্রবর্ত্তন।

৪ মূল প্রয়োজন—রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক ষষ্ঠ শ্লোকোল্লিখিত অভিলাষত্রয় চরিতার্থ করণ; অর্থাৎ রাধার প্রণয়-পরিমাণ ও সুখের স্বভাব এবং স্বকীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করণাদি।

৫ তহি মধ্যে—তাহাদিগের মধ্যে।

সবশ্রোতাবৈষ্ণবেরে করি নমস্কার
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার।
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন,
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র (১) মত নিরূপণ।
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, (২) ভক্তাবতার, প্রকাশ,
শক্তি,—এই ছয় রূপে (৩) করেন বিলাস।
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন;
প্রথমে সামান্যে (৪) করি মঙ্গলাচরণ।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

'বন্দে গুরূনীশভক্তা নীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণ চৈতন্য সংজ্ঞকং।'

মন্ত্র গুরু, আর যত শিক্ষা গুরু জন (৫);
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন।
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ,
এই ছয় গুরু, শিক্ষা গুরু যে আমার;

---

১ মত নিরূপণ—কৃষ্ণ চৈতন্যের শাস্ত্রমতে এই সব অর্থ যেরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

২ গুরুদ্বয়—মন্ত্র গুরু ও শিক্ষাগুরু।

৩ এই ছয় রূপে—১ কৃষ্ণ, ২ গুরুদ্বয়, ৩ ভক্ত, ৪ অবতার, ৫ প্রকাশ ৬ শক্তি এই ছয় রূপে।

৪ সামান্যে—সাধারণ রূপে।

৫ শিক্ষাগুরু—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে গুরু।

তাঁ'সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার (১)।
ভগবানের ভক্তযত—শ্রীবাস প্রধান (২);
তাঁ'সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম।
অদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর অংশ অবতার;
তাঁর পাদপদ্মে, কোটি প্রণতি আমার। (৩)
নিত্যানন্দ রায়, প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ;
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ, যাঁর মুঞি দাস। (৪)
গদাধর পণ্ডিতাদি, প্রভুর নিজ শক্তি; (৫)
তাঁ'সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম। (৬)
সাবরণ (৭) প্রভুরে করিয়া নমস্কার
এই ছয় তেঁহ (৮) যৈছে; করি সে বিচার।

---

১ তাঁ'সবার—অন্য পাট 'এই গুরুগণে আগেকরি নমস্কার।' এই পর্য্যন্ত 'গুরূন্' পদের অর্থ।

২ শ্রীবাস প্রধান—যে ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস অগ্রগামী; শ্রীবাস-প্রমুখ। এই পর্য্যন্ত 'ঈশভক্তান্' পদের অর্থ।

৩ 'ঈশাব তারকান্' পদের অর্থ।

৪ 'তৎপ্রকাশান্' পদের অর্থ।

৫ 'তচ্ছক্তীঃ' পদের অর্থ।

৬ প্রণাম—এইটী 'ঈশং' পদের ব্যাখ্যা।

৭ সাবরণ—ভক্ত গোষ্ঠী সহিত।

৮ এই ছয় তেঁহ ইত্যাদি—ভক্তগণ সহিত প্রভুকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় তত্ত্ব তিনি যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা এই ছয় তত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া যেরূপে কথিত হইয়াছেন, তাহার বিচার করিতেছি

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস;
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। (১)
গুরু, কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে;
গুরু রূপে কৃষ্ণ, কৃপা করেন্ ভক্তগণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে দ্বাবিংশতিশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' ॥ ১৮ ॥

'আচার্য্যং' গুরুরূপং 'মাং' 'বিজানীয়াৎ' 'মর্ত্যবুদ্ধ্যা' মনুষ্য-বুদ্ধ্যা করণভুতয়া 'কর্হিচিৎ' কদাচিদপি 'ন' 'অবমন্যেত' অসন্মানং ন কুর্য্যাৎ 'ন' 'অসূয়েত' গুণেষু দোষারোপণমসূয়া তস্য গুণাদৌ দোষং মা রোপয়েচ্চ ইত্যর্থঃ অতএব 'গুরুঃ' 'সর্ব্বদেবময়ঃ' ইতি চিন্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে; মনুষ্য বুদ্ধিতে কখন অবমাননা করিবে না, বা অসূয়া করিবে না। গুরুই সর্ব্বদেবময় এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১৮ ॥

---

১ তথাপি জানিয়ে ইত্যাদি—যদ্যপিও আমার গুরুগণ চৈতন্যের দাস হয়েন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া জানিতেছি। বাস্তবিক যে এই ছয় প্রকার গুরুগণই তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ তাহা নহে; কিন্তু আমি তদ্রূপে তাঁহাদিগকে জানিতেছি। নিত্যানন্দ প্রভুই কেবল বাস্তবিক তাঁহার প্রকাশ স্বরূপ। এইথান হইতে 'জীবেসাক্ষাৎ' শ্লোক পর্য্যন্ত 'গুরূন্' পদের বিশেষার্থ।

শিক্ষা গুরুকে, ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ;
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ (১)।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং ;—

'নৈবোপয়ন্ত্যপ চিতিং কবয় স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপিকৃত মৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব
ন্নাচার্য্য চৈত্য বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি' ॥ ১৭ ॥

'ঈশ' হে ভগবন্ 'ব্রহ্মায়ুষাপি' ব্রহ্মণোজীবন পরিমাণেনাপি 'কৃতং' ত্বৎকৃতোপকারং 'স্মরন্তঃ' 'ঋদ্ধমুদঃ' উপচিতপরমানন্দাঃ 'কবয়ঃ' দেবাদয়ঃ মুনয়ঃ 'তব' 'অপচিতিং' ঋণবিমুক্তিং 'নৈবোপয়ন্তি' নএব প্রাপ্নুবন্তি। 'যঃ' ভবান্ 'তনুভৃতাং' শরীরধারিণাং সর্ব্বেষাং 'অন্তর্বহি' বাহ্যান্তরয়োঃ 'অশুভং' অমঙ্গলং 'বিধুন্বন্' দূরীকুর্ব্বন্ 'আচার্য্য চৈত্যবপুষা' আচার্য্যস্য গুরোঃ চৈত্যবপুষা চিত্তরূপ শরীরেণ অথবা আচার্য্যবপুষা পুরুষ রূপেণ, চৈত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ করণভূতেন 'স্বগতিং' ভজনোদ্দেশং 'ব্যনক্তি' প্রকাশয়তি ॥ ১৭ ॥

উদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন হে ঈশ! কবি সকল ব্রহ্মার আয়ুপরিমাণ লাভ করিয়াও পরমানন্দ লাভ দ্বারা তোমার কৃত উপকারের ঋণজাল হইতে বিমুক্তি লাভ

---

১ অন্তর্যামী ইত্যাদি ;—শিক্ষা গুরু দ্বিবিধ ; প্রথম অন্তর্যামী ভগবান্, দ্বিতীয় ভক্তশ্রেষ্ঠগণ। অন্তর্যামী ভগবান্ জীবের অন্তরে সদসৎবুদ্ধি প্রেরণা দ্বারা এবং ভগবদ্ভক্তগণ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন।

করিতে পারেন না। যে হেতু তুমি দেহধারী জীবের সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গল দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদের স্ব স্ব গতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে ও অন্তরে আচার্য্যরূপে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেনমামুপযান্তিতে'॥ ২০ ॥

'সতত যুক্তানাং'মষ্যাসক্ত চিত্তানাং 'প্রীতি পূর্ব্বকং' 'ভজতাং' 'তেষাং' পূর্ব্বোক্তানাং সম্বন্ধে 'তং' 'বুদ্ধিযোগং' বুদ্ধিরূপং যোগ-মুপায়ং 'দদামি' 'যেন' বুদ্ধিযোগেন 'তে' ভক্তাঃ 'মাম্' 'উপযান্তি' প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২০ ॥

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক ভজনশীল লোকদিগকে আমি সেই বুদ্ধি যোগ দিই, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইয়া থাকেন। ২০।

যথা ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশদ-বধি পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং;—

'জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া'॥ ২১ ॥

'যথা' যেন প্রকারেণ ভগবান্ 'ব্রহ্মণে' 'উপদিশ্য' উপদেশং কৃত্বা 'স্বয়ং' 'অনুভাবিতবান্' অনুভবংকারিতবান্ তদাহ ইত্যর্থঃ।

'মে' মম 'যৎজ্ঞানং' মমপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং শব্দদ্বারাযাথার্থ্য-

নির্দ্ধারণং 'তদঙ্গঞ্চ' তৎসাধনঞ্চ 'ময়া' 'গদিতং' কথিতং তৎ 'গৃহাণ' ত্বমিতি শেষঃ। জ্ঞানং কীদৃশং 'পরম গুহ্যং' সুগোপ্যং অন্যৈরজ্ঞাতমিত্যর্থঃ; 'বিজ্ঞানসমন্বিতং' অনুভবেন যুক্তং; 'সরহস্যং' সভক্তিকং ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—অনুভব-সমন্বিত এবং ভক্তিযুক্ত আমার পরম গুহ্য জ্ঞান এবং তাহার সাধন তুমি গ্রহণ কর, আমি বলিতেছি। ২১।

'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞান মস্তুতে মদনুগ্রহাৎ' ॥ ২২ ॥

'অহং' 'যাবান্' স্বরূপতঃ যাদৃক্, 'যথা ভাবঃ' যথা ভাবঃসত্ত্বা যস্যসঃ যাদৃক্ সত্ত্ববানিত্যর্থঃ 'যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ' যানিরূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণিচ যস্য সঃ; 'তথৈব' তেনপ্রকারেণ 'মদনুগ্রহাৎ' মমাশীর্ব্বাদহেতোঃ. 'তে' তব 'তত্ত্ববিজ্ঞানং' যাথার্থ্যানুভবঃ 'অস্তু' ভবতু ॥ ২২ ॥

আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ সত্ত্ব আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে সে সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনি হউক। ২২ ॥

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং' ॥ ২৩ ॥

'অহমেব' 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং 'আসমেব' স্থিতএব 'নান্যদ্যৎ' নান্যৎ কিঞ্চিৎ 'সদসৎপরং' সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং তয়োঃপরং কারণং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ আসীদিতিশেষঃ 'পশ্চাদহং' সৃষ্টেরন্ত-রমহমেবাস্মি। 'যদেতচ্চ' এতদ্বিশ্বং যৎ, তদপ্যহমেবাস্মি।

'যোঽবশিষ্যেত' প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত অবশিষ্টস্তিষ্ঠতি 'সোঽস্ম্যহং' সোঽপ্যহমেব ॥ ২৩॥

এই সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিলনা; স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ প্রকৃতিও ছিলনা; সৃষ্টির পরেও আমিই আছি; এই যে বিশ্ব ইহাও আমিই; এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি। ২৩।

'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ'॥ ২৪ ॥

'অর্থং ঋতে' বাস্তবমর্থং বিনা সত্যং বস্তু বিনা ইত্যর্থঃ 'আত্মনি' 'যৎ' 'প্রতীয়েত' প্রতিভাতি 'ন' 'চ' 'প্রতীয়েত' সদপিচ ন প্রতিভাতি 'তৎ' 'আত্মনঃ'মম 'মায়াং' 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ 'যথা' 'আভাসঃ' সত্যবৎ প্রতীতিঃ দ্বি চন্দ্রাদিরিতি অর্থং বিনা প্রতিতৌ দৃষ্টান্তঃ; 'যথা তমঃ' রাহুঃ সতোঽপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ।২৪

যাহা অবস্তুহইয়াও আত্মাতে বস্তুবৎ প্রতীত হয়; এবং বস্তুহইয়াও আত্মাতে প্রতীত হয় না; তাহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। আকাশস্থ চন্দ্র জলে প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়া যেমন দ্বিচন্দ্র, অবস্তু হইয়াও প্রতিভাত হয়, আর যেমন তমঃ স্বরূপ রাহু যথার্থ বস্তু হইয়া ও প্রতীয়মান হয় না। ২৪।

'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথাতেষু নতেষ্বহং' ॥ ২৫ ॥

যথাভাস ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি 'যথা' 'মহান্তি' 'ভূতানি' মহাভূতানি পৃথিব্যাদীনি 'উচ্চাবচেষু' উত্তমাধমেষু 'ভূতেষু' ভৌ-

তিক পদার্থেষু 'অনু' সৃষ্টেরন্তরং 'প্রবিষ্টানি' 'তেষু' 'অপ্রবিষ্টানি' সৃষ্টেঃ প্রাগেব কারণতয়া তেম্ববিদ্যমানত্বা ৎ 'তথা' তেন প্রকারেণ 'তেষু' ভূতভৌতিকেষু 'অহং' 'নচ' নচতেষু অহং এবম্ভূতা মম সত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মহাভূত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিকপদার্থে প্রবেশ করে; আর সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে; তদ্রূপ আমিও ভূতভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট আছি। ২৫।

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা' ॥ ২৬ ॥

সাধনমাহ। 'আত্মনঃ' 'তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনা' জনেন 'এতাবদেব' এতদেবহি তত্ত্বং 'জিজ্ঞাস্যং' বিচার্য্যং ভবেদিতিশেষঃ। তত্ত্বমাহ 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং' অন্বয়ঃ কার্য্যেষু কারণত্বেনানুবৃত্তিঃ; কারণাবস্থায়াঞ্চ তেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ ব্যতিরেকঃ; তথা জাগ্রদাদ্যবস্থাসু তত্তৎসাক্ষিতয়ান্বয়ঃ ব্যতিরেকশ্চ সমাধ্যাদৌ। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং হেতুভ্যাং 'যৎস্যাৎ' 'সর্ব্বত্র-সর্ব্বদাচ' তদেবাত্মে ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি আত্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তিনি ইহাই বিচার করিবেন যে অন্বয় (১) ও ব্যতিরেক (২) কারণ দ্বারা যে বস্তু সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র থাকেন তিনিই আত্মা। ২৬।

---

১ অন্বয় কারণ—কোন বস্তুর সত্বাতে যদি অপর বস্তুর সত্বা নির্ভর করে ও তাহার অসত্বায় অপরটীরও অসত্বা হয়, তবে প্রথমোক্তটীকে দ্বিতীয়টীর অন্বয় হেতু বলা যায়। যেমন ঈশ্বরের সত্বায় জগতের সত্বা; আর ঈশ্বর

তথাহি শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে প্রথম শ্লোকঃ *

'চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি গু র্রু র্মে
শিক্ষা গুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ম্বর রসং লভতে জয়শ্রীঃ' ॥ ২৭ ॥

'চিন্তামণিঃ' 'সোমগিরিঃ' তদাখ্যঃ 'মে' মম 'গুরুঃ' 'জয়তি'; 'শিখিপিচ্ছমৌলিঃ' ময়ূরপুচ্ছং মৌলৌ মস্তকে যস্য সঃ, 'ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণঃ 'শিক্ষা গুরুশ্চ' জয়তীতি শেষঃ। 'যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু' যস্য গুরোঃ শিক্ষাগুরোর্ব্বা পাদাবেব কল্পবৃক্ষস্তস্য পল্লবানাং নখানামিত্যর্থঃ শেখরেষু অগ্রেষু 'লীলাস্বয়ম্বর রসং' লীলা এব শ্রেষ্ঠ রসং 'লভতে' মম মতিরিতি শেষঃ। অতএব 'জয়শ্রীঃ' এবম্ভূতোঽহং শ্রীবিল্লমঙ্গলঃ জয় যুক্তোঽস্মি ॥ ২৭ ॥

চিন্তামণি স্বরূপ সোমগিরি নামক আমার গুরু; এবং শিখি পুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার শিক্ষা গুরু; ইহাঁরা জয়যুক্ত হউন্। তাঁহাদের চরণরূপকল্পবৃক্ষের নখাগ্রেতে আমার মতি লীলা রস লাভ করে; অতএব আমি শ্রীবিল্লমঙ্গল জয় যুক্ত হই ॥ ২৭ ॥

না থাকিলে জগতের সত্তা থাকিতে পারে না; সুতরাং জগতের অন্বয়হেতু ঈশ্বর।

২ ব্যতিরেক কারণ—অন্বয় কারণ হইতে পৃথক্ কারণের নাম ব্যতিরেক। যেমন পরমাত্মা মায়িক পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও তিনি মায়ার অতীত; কিন্তু জীবাত্মা তদ্রূপ হইতে পারেনা।

শ্লোকরচয়িতা শ্রীবিল্লমঙ্গলঠাকুর প্রথম জীবনে ব্যভিচারী ও মদ্য-

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে;
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে (১)।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ' ॥ ২৮ ॥

'ততঃ' তস্মাদ্ধেতোঃ 'বুদ্ধিমান্' জনঃ 'দুঃসঙ্গং' অসৎসঙ্গং 'উৎসৃজ্য' ত্যক্ত্বা 'সৎসু' সাধু সঙ্গেষু 'সজ্জেত' সঙ্গং কুর্য্যাৎ। 'সন্তঃ' সাধবঃ 'উক্তিভিঃ' ভগবৎগুণকীর্ত্তনৈঃ হিতোপদেশৈরিত্যর্থঃ 'অস্য' সাধুসঙ্গকৃতবতোজনস্য 'মনোব্যাসঙ্গং' মনসঃ সন্দেহাদিকং 'এব' নিশ্চিতং 'ছিন্দন্তি' দূরীকুর্ব্বন্তি। ২৮।

ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—সেই হেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবে; কারণ সাধুগণ হিতোপদেশ দ্বারা তাঁহার মনের সন্দেহাদি নিশ্চয়ই দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ২৮ ॥

স্বভাবের লোক ছিলেন। চিন্তামণি নামে তাঁহার এক বেশ্যা ছিল। কোন সময়ে ঐ বেশ্যা কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। টীকাকারগণ বলেন যে ঐ বেশ্যাকে তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের 'চিন্তামণি' শব্দ দ্ব্যর্থক, ঐ বেশ্যা এবং ভগবান্ উভয়কেই বুঝাইতে পারে।—ভক্তমাল, দ্বাদশ মালা দেখ।

১ জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্য রূপে—যখন চৈত্ত্য অর্থাৎ অন্তর্যামী রূপে ভগবান্ জীবহৃদয়ে সাক্ষাৎকার (প্রতিভাত) হয়েন না; তখন তিনি মহান্তরূপে শিক্ষাগুরু হইয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত 'গুরূন' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে দ্বাবিংশতি শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং

'সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি' ॥ ২৯ ॥

'সতাং' সাধূনাং মদ্ভক্তানামিত্যর্থঃ 'প্রসঙ্গাৎ' গুণচরিত্রকথনাৎ 'মম' 'বীর্য্য সম্বিদঃ' বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাস্তেজোস্বিন্য ইত্যর্থঃ 'হৃৎকর্ণরসায়নাঃ' হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদাঃ 'কথাঃ' ভবন্তি। 'তজ্জোষণাৎ' তাসাং কথানাং জোষণাৎ সেবনাৎ শ্রবণাদিত্যর্থঃ 'আশু' শীঘ্রং 'অপবর্গবর্ত্মনি' অপবর্গো হ্যবিদ্যানিবৃত্তিঃ বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ অথবা অপবর্গএববর্ত্ম তস্মিন্ নিবৃত্তিমার্গে 'শ্রদ্ধারতির্ভক্তিঃ' প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তিঃ 'অনুক্রমিষ্যতি' ক্রমেণভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।২৯।

দেবহূতিকে কপিলদেব বলিতেছেন—সাধু জনের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বার্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখ দায়ক; অতএব তাহা শ্রবণ দ্বারা আশু নিবৃত্তি মার্গে অথবা অপবর্গ বর্ত্ম স্বরূপ হরিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি এবং শেষে ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ২৯ ॥

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁ'র অধিষ্ঠান; (১)
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সদত বিশ্রাম।

---

১ ঈশ্বর স্বরূপ ইত্যাদি—ভক্ত এই জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ যে তিনি ঈশ্-

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একপঞ্চাশৎ শ্লোকে দুর্ব্বাসসংপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি' ॥ ৩০ ॥'

'সাধবঃ' সর্ব্বে 'মহ্যং' 'হৃদয়ং' অর্পয়ন্তীতি শেষঃ 'তু' পুনঃ 'সাধূনাং' 'হৃদয়ং' 'অহং' অহমেব। 'তেঃ' সাধবঃ 'মদন্যৎ' মাং বিনা অন্যৎ কিঞ্চিৎ 'ন জানন্তি' 'তেভ্যঃ' বিনা 'অহং' 'মনাগপি' অল্পমপি 'ন' জানামীতিশেষঃ। ৩০।

দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবানের উক্তি—সাধুসকল আমাকে হৃদয় অর্পণ করেন এবং আমিই সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না এবং আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন অল্প মাত্র-কিছুই জানিনা (১) ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং

'ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থী ভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা' ॥ ৩১ ॥

হে 'প্রভো' বিদুর 'ভাগবতাঃ' ভগবদ্ভক্তাঃ 'ভবদ্বিধাঃ' ভবাদৃশ-জনাঃ 'স্বয়ং' 'তীর্থী ভূতাঃ' তীর্থ স্বরূপাঃ ভবন্তীতি শেষঃ। যতঃ 'স্বান্তস্থেন' স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তস্থিতেন বা 'গদাভৃতা' গদাধরেণ হরিণা 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি' ভবদ্বিধা জনাঃ ইতিশেষঃ।

রের অধিষ্ঠান ভূমি; যথা শেষচরণে বর্ণিত হইয়াছে। এই ও পরবর্ত্তী পয়ারে 'ঈশভক্তান্' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা।

১ ইহার ভাবার্থ এই যে সাধুদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন ভগবৎ প্রাপ্তি দুর্লভ।

মলিনজনসম্পর্কেন মলিনানি তীর্থানি সন্তি; অন্তঃপুনস্তীর্থী-কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। ৩১।

যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিতেছেন হে প্রভো! আপনার-ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ। তীর্থ পর্য্যটনে আপ-নাদের কোন স্বার্থ নাই। কিন্তু মলিন জন সম্পর্কে তীর্থ, অতীর্থ হইলে আপনাদের অন্তরস্থ গদাধারী ভগবান্ কর্ত্তৃক পবিত্র হইয়া তাহা পুনর্ব্বার তীর্থ হয় ॥ ৩১ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার (১);
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর।
(২) ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার :—
অংশ অবতার, আর গুণ অবতার,
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার—পুরুষ (৩) মৎস্যাদিক যত।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু (৪) ব্যাস মুনি।

---

১ দ্বিবিধ প্রকার—ঈশ্বরের ভক্ত দুই প্রকার :—পারিষদগণ ও সাধক-গণ। ভগবৎ পারিষদগণ, সাধনা ব্যতিরেকে ভগবৎকৃপায় নিত্যসিদ্ধ; যেমন শুকাদি। সাধকগণ সাধনা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; যেমন নারদাদি। এই পর্য্যন্ত 'ঈশভক্তান্' পদের বিশেষার্থ।

২ ঈশ্বরের অবতার—এই হইতে 'পৃথুব্যাস মুনি' পর্য্যন্ত 'অবতার-কান্' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা।

৩ পুরুষ মৎস্যাদিক যত—তিন প্রকার পুরুষাবতার, আর মৎ-স্যাদি দশাবতার।

(৪) পৃথু—খ্যাত নামা রাজারনাম। বেণরাজার বাহু মন্থিত হইলে

দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ (১);
একেত প্রকাশ হয়, আরেত বিলাস।
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ
আকারেহ ভেদ নাহি একই স্বরূপ; (২)
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈলরাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ।

তাথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে তৃতীয়-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং—

'রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ' ॥ ৩২ ॥

পৃথুর জন্ম হয়। ইনি পরম ধার্ম্মিক ও তেজস্বী রাজা ছিলেন। ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায় দেখ। ব্যাস—সত্যবতী তনয় মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

১ দুই রূপে—এই হইতে 'যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ' পর্য্যন্ত 'তৎ প্রকাশান্' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা। প্রকাশ—এখানে প্রকাশ শব্দের অর্থ আবির্ভাবমাত্র। ভগবানের প্রকাশ বা আবির্ভাব দুই প্রকারে হইয়া থাকে; তাহার একটীকে 'প্রকাশ' অপরটীকে 'বিলাস' এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। শেষের প্রকাশ শব্দ পারিভাষিক, প্রথমটী তাহা নহে।

২ একই বিগ্রহ যদি ইত্যাদি—একই মূর্ত্তি যদি এক সময়ে একই আকারে বহুরূপে প্রকাশ পায় তবে সেই ভিন্ন ভিন্ন রূপকে প্রথমটীর প্রকাশ বলা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে দ্বারকা লীলায় শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহে যুগপৎ ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর সহিত বিহার করিয়া ছিলেন; এবং শ্রীবৃন্দাবনে একা বহু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুশত গোপরামাদিগের সহিত রাস ক্রীড়া করিয়া ছিলেন। আকারের সহিত অভিন্নত্ব হইয়া এই প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মুখ্য প্রকাশ।

'তাসাং' গোপাঙ্গনানাং 'দ্বয়োর্দ্বয়োঃমধ্যে' 'যোগেশ্বরেণ অচিন্ত্যশক্তিনা 'কৃষ্ণেন' নিমিত্তেন 'রাসোৎসবঃ' 'সংপ্রবৃত্তঃ'। কথম্ভূতঃ স রাসোৎসবঃ 'গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ'। ৩২।

পরীক্ষিত প্রতি শুকবাক্য—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-শক্তিবলে দুই দুইটী গোপীকার মধ্যে এক একটী নিজ মূর্ত্তি রক্ষা করিয়া গোপীমণ্ডল শোভিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। ৩২।

তথাহি তত্রৈব চতুর্থশ্লোকঃ

'প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসংকুলং
দিবৌকসাং স্বদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং
ততো দুন্দুভয়োনেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ' ॥ ৩৩ ॥*

তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে 'প্রবি-ষ্টেন' তেনৈব কৃষ্ণেন 'কণ্ঠেগৃহীতানাং' উভয়তঃ সমালিঙ্গি-তানাং কথং ভূতেন 'যং' কৃষ্ণং 'স্ত্রিয়ঃ' সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ 'স্বনিকটং' মামেবাশ্লিষ্টবানিতি 'মন্যেরন্' মানিতবত্যঃ তেন; তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। 'নভস্তাবৎ' আকাশস্তাবৎ 'দিবৌকসাং' দেবানাং 'বিমানশতসংকুলং' দিব্যরথশতৈঃ পূর্ণ-মভূদিতি শেষঃ। দিবৌকসাং কথম্ভূতানাং 'স্বদারাণাং' স্ব স্ব ভার্য্যাভিঃসহবর্ত্তমানানাং 'অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং' অত্যৌৎ-

---

* মূল শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের প্রথম পাদ ইহার পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট আছে; এবং ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পাদও আর একটী স্বতন্ত্র পাদ লইয়া দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক সংখ্যাত হইয়াছে।

সুক্যেন অতিকৌতুহলেন ভৃতাঃ পূর্ণাঃ আত্মনঃ যেষাং তেষাং। 'ততঃ' তদনন্তরং 'দুন্দুভয়ঃ' স্বর্গবাদ্যানি 'নেদুঃ' 'পুষ্পবৃষ্টয়শ্চ' 'নিপেতুঃ' পতিতবত্যঃ। ৩৩।

গোপীবৃন্দ দ্বারা মণ্ডলাকারে পরিশোভিত রাসমণ্ডলে দুই দুইটী গোপীকারমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশকরা মাত্রেই তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের কণ্ঠ-ধারণ করিয়া প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিতেছেন। তৎ-কালে দেবতাগণ স্ব স্ব ভার্য্যার সহিত অতি ঔৎসুক্য সহ-কারে শত শত দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল আকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এবং দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

তথাহি তত্রৈব একোনসপ্তত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরী-ক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং

'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ' ॥ ৩৪ ॥

'একঃ' ভগবান্ 'একেন' 'বপুষা' শরীরেণ 'যুগপৎ' এক-কালে 'পৃথক্' 'গৃহেষু' 'দ্ব্যষ্টসাহস্রং' ষোড়শসাহস্রং 'স্ত্রিয়ঃ' রাজকন্যাঃ 'উদাবহৎ' পরিণীতবান্ 'বত' বিস্ময়ে (অব্যয়ং) 'এতৎ' 'চিত্রং' আশ্চর্য্যং। ৩৪।

একা ভগবান্ একসময়ে ষোড়শসহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করতঃ একশরীরে প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করিতেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৩৪ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে নবম-শ্লোকঃ

'অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সা প্রকাশ ইতীর্য্যতে' ॥ ৩৫ ॥

'একস্য' 'রূপস্য' 'একদা' একস্মিন্ কালে 'যা' 'অনেকত্র' অনেকস্মিন্ বহুরূপতেত্যর্থঃ 'প্রকটতা' প্রকাশঃ ভবেদিতিশেষঃ 'সর্ব্বথা' সর্ব্বপ্রকারেণ 'তৎস্বরূপা' 'এব' ভবতীতিশেষঃ 'সা' 'প্রকাশঃ' তস্যপ্রকাশঃ 'ইতীর্য্যতে' ইতি কথ্যতে। ৩৫।

এক সময়ে একটীরূপ যদি বহুরূপে প্রকাশ পায় এবং সর্ব্বতোভাবে সেই রূপ আকারই থাকে, তবে তাহাকে সেই রূপের প্রকাশ কহা যায় ॥ ৩৫ ॥

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন,
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম। (১)

তথাহি তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে পঞ্চমশ্লোকঃ

'স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্যভাতি বিলাসতঃ
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা সবিলাসো নিগদ্যতে' ॥ ৩৬ ॥

'যৎ' যদা 'তস্য' ভগবতঃ 'স্বরূপং' আত্মরূপং 'বিলাসতঃ' লীলায়া হেতোঃ 'শক্ত্যা' ভগবচ্ছক্তিকরণভুতয়া 'অন্যাকারং'

---

১ একই বিগ্রহ—একইস্বরূপ যদি লীলার জন্য বিভিন্নাকারে প্রকাশিত হয়, তবে তাহাদিগকে প্রথমোক্তের বিলাস কহা যায়। প্রায় তত্তুল্য শক্তি সে সকলে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত পরের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে; যেমন পরব্যোমস্থ নারায়ণ, বলদেব, ও বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদিমূর্ত্তি সকলই ঈশ্বরের বিলাস মূর্ত্তি, ও প্রায় তত্তুল্য,শক্তি বিশিষ্ট।

অন্যরূপং যথাস্যাৎ তথা 'প্রায়েণ' কিঞ্চিদূনং 'আত্মসমং' ভগবত্তুল্যং 'ভাতি' প্রকাশতে দেদীপ্যতে 'সঃ' এব 'বিলাসঃ' 'নিগদ্যতে' কথ্যতে। যথা ভগবতো বিলাসৌ নারায়ণবলদেবৌ। ৩৬।

ভগবানের একই স্বরূপ লীলাজন্য ভগবচ্ছক্তিদ্বারা যেরূপে বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া তাঁহার তুল্য রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই তাঁহার বিলাস কহা গিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ;
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ।
ঈশ্বরের (১) শক্তি হয় তিন প্রকার ঃ—
এক মহিষীগণ (২) পুরে, লক্ষ্মীগণ আর;
ব্রজে গোপীগণ, আর স'বাতে (৩) প্রধান;
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে (৪) স্বয়ং ভগবান্।
(৫) স্বয়ং রূপ কৃষ্ণের, কায়ব্যূহ তার সম;
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ।
ভক্ত আদিক্রমে কৈল স'বার বন্দন।
এস'বার বন্দন, সর্ব্বশুভের কারণ;

---

১ শক্তি—এই হইতে 'আর স'বাতে' পর্য্যন্ত 'তচ্ছক্তীঃ' এই পদের বিশেষ ব্যাখ্যা। শক্তি—আনন্দদায়িনী শক্তি।

২ পুরে—দ্বারকায় মহিষীগণ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ।

৩ আরসব'াতে—অন্যসকল শক্তি অপেক্ষা ব্রজাঙ্গনাগণই প্রধান-শক্তি।

৪ যা'তে—যেখানে অর্থাৎ ব্রজে স্বয়ং রূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন। আরপুরে স্বয়ং রূপ বসুদেব নন্দন।

৫ স্বয়ংরূপ—এই শ্লোকে 'ঈশং' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা। যে রূপ অন্যের

প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ;
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

'বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ' ॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম;
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম। (১)
(২) সেই দুই জগতের হইয়া সদয়,
গৌড়দেশ পূর্ব্বশৈলে হইল উদয়। (৩)
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ;
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ।
সূর্য্যচন্দ্র হ'রে যৈছে সব অন্ধকার;
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার। (৪)
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-
তমঃ নাশকরি করে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান। (৫)

অপেক্ষা না করে তাহার নাম স্বয়ংরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপই ঈশ্বরের স্বয়ং রূপ; সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস তাঁহার কায়ব্যূহরূপ; সমস্ত ভক্তগণ সেই কায়ব্যূহের আবরণ।

১ দোঁহার নিজধাম—দুই জনের নিজধাম অর্থাৎ অঙ্গকান্তি।

২ সেই দুই জগতের—সেই দুই প্রভু; জগতের—জগতের প্রতি।

৩ হইল উদয়—'করিল উদয়' পাঠও আছে।

৪ ধর্ম্মের প্রচার—চন্দ্রসূর্য্য যেরূপে জগতের অন্ধকার নষ্ট করিয়া প্রাকৃতিক বস্তুর 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি আদি প্রকাশ করে।

৫ বস্তুতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান। ঈশ্বরই সার বস্তু।

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব—
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা আদি এই সব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে ব্যাসদেবেনোক্তং

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ' ॥ ৩৭ ॥

শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রদর্শয়তি। 'অত্র' 'মহামুনিকৃতে' শ্রীনারায়ণনামমুনিরচিতে 'শ্রীমদ্ভাগবতে' শ্রীমতি পরমসুন্দরে ভাগবতে 'নির্ম্মৎসরাণাং' হিংসাদিরহিতানাং 'সতাং' জীবানুরক্তচিত্তানাং সাধূনাং 'পরমঃ' 'ধর্ম্মঃ' নিরূপ্যতে; পরমত্বেহেতুঃ 'প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ' প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটংযস্মিন্‌সঃ'প্র'শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃকেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। 'অত্র' 'বাস্তবং' পরমার্থভূতং তথা 'শিবদং'পরমসুখদং তথা'তাপত্রয়োন্মূলনং' আধ্যাত্মিকাদিজন্মমৃত্যুজরাদিবিনাশকং 'বস্তু' পদার্থ স্বরূপং 'বেদ্যং' অযত্নেনৈবজ্ঞাতুংশক্যং; অনেনজ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। 'পরৈঃ' অন্যৈঃ শাস্ত্রৈঃ 'কিম্বা' বিলম্বেনৈব কথঞ্চিদপি 'অত্র' তু 'কৃতিভিঃ' কল্যাণকৃতিভিঃ 'শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভি স্তৎক্ষণাদেব 'ঈশ্বরঃ' 'হৃদি' হৃদয়ে 'সদ্য' 'অবরুধ্যতে' স্থিরীক্রিয়তে।৩৭।

মহামুনি নারায়ণরচিত এই সুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে হিংসারহিত ও সর্ব্বভূত বৎসলসাধুদিগের অনুষ্ঠেয়, মোক্ষ-

পর্য্যন্ত ফলাভিসন্ধিরহিত পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে; ইহাতে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলনকারী, পরমসুখদ, পরমার্থস্বরূপ বস্তুতত্ত্ব অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায়; আর অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত সাধনে হৃদয়ে অতি কষ্টে এবং বিলম্বে ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন্; কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছু পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ স্থিরীকৃত হন্॥ ৩৭॥

তা'রমধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান;
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণেন

'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি।

প্রোজ্‌ঝিতশব্দে 'প্র' উপসর্গ থাকাতে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত কৈতব বলিয়া বুঝিতে হইবে! (১)

কৃষ্ণভক্তির বাধক, যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম।
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ;
তমোনাশ করি, করে তত্ত্বের প্রকাশ।
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ;
নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ।
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে;
বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে।

---

(১) কৈতব-ছল; পাপ, পুণ্য, মোক্ষবাঞ্ছা সকলেই অজ্ঞানের ধর্ম্ম।

(১) দুই ভাই, হৃদয়ের (২)ক্ষালি অন্ধকার
দুই ভাগবত সঙ্গে করা'য় সাক্ষাৎকার।
এক ভাগবত বড় (৩) ভাগবত শাস্ত্র ;
আর ভাগবত ভক্ত, ভক্তিরস পাত্র। (৪)
দুই ভাগবত দ্বারা, দিয়া ভক্তিরস
(৫) তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ।
এক অদ্ভুত ! সমকালে দোঁহার প্রকাশ !
আর অদ্ভুত ! চিত্ত গুহার তমো করে নাশ !
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই, পরম সহায় ;
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল (৬) উদয়।
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন ;
(৭) যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট পূরণ ;
এই দুই শ্লোকে, কৈলোঁ মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন।
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে
বিস্তারি না বর্ণি ; সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।

---

১ ক্ষালি—প্রক্ষালন করিয়া, ধৌত করিয়া।

২ দুইভাই—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, জ্ঞানেরধর্ম্ম নষ্ট করিয়া জীবের নিত্য সিদ্ধতা ও দাস্য ভক্তির ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

৩ ভাগবতবড়—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগবত ; ভাগবত শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত, অর্থাৎ ভক্তি প্রধান শাস্ত্র।

৪ ভক্তিরসপাত্র—ভক্তিরসের আধার।

৫ তাঁহার হৃদয়ে—উপরোক্ত দুই ভাগবত দ্বারা ভক্তিরস দান করিয়া সেই ভক্তহৃদয়ে তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া অবস্থিতি করেন।

৬ করিল উদয়—সেকেলে কথা। হইল উদয়।

৭ যাহাহৈতে—যে বন্দনা হইতে বিঘ্ননাশ ও বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

তথাহি অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনশাস্ত্রে

'উক্তঞ্চ মিতঞ্চ সারঞ্চ বচোহি বাগ্মিতেতি'। ৩৮।

'মিতঞ্চ' চাল্লাক্ষরং 'সারঞ্চ' সারগর্ভঞ্চ 'বচঃ' বাক্যং 'হি' নিশ্চিতং 'বাগ্মিতা' কবিত্বং 'ইতি' 'উক্তঞ্চ' কথিতঞ্চ। কবিবচনং সত্যমেব ইত্যর্থঃ। ৩৮।

সল্লাক্ষরে সারগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করাই কবিত্ব। ৩৮।

শুনিলে, খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ;
কৃষ্ণে, গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব,
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেম রসতত্ত্ব, (১)
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার;
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। (২)।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দন-নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

---

(১) তাঁরভক্ত—তাঁহার ভক্তগণের তত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব ও রসতত্ত্ব।

(২) কৃষ্ণদাস—গ্রন্থকর্ত্তা।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥ ৩৯ ॥

'শ্রীচৈতন্য প্রভুং' 'বন্দে'; 'বালোঽপি' শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নোঽপি অজ্ঞোঽপি 'যদনুগ্রহাৎ' যস্য শ্রীচৈতন্যস্য কৃপয়া 'সিদ্ধান্তসাগরং' শাস্ত্রমীমাংসারূপসাগরং 'তরেৎ' উত্তীর্ণো ভবেৎ। কথম্ভূতং সিদ্ধান্তসাগরং 'নানামতগ্রাহব্যাপ্তং' নানাশাস্ত্রমতং সারাসারপ্রাচুর্য্যং তদেবগ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং বিস্তৃতং পরিপুরিতমিত্যর্থঃ। ৩৯।

শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি। যাঁহার অনুগ্রহে মূর্খও নানাশাস্ত্রমতরূপ কুম্ভীরপূর্ণ মীমাংসাসাগর উত্তীর্ণহইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গান নর্ত্তন কলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি হংস চক্র মধুপ শ্রেণিবিহারাস্পদং
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বা মরু প্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ৪০ ॥

হে 'দয়ানিধে' 'শ্রীচৈতন্য' 'তব' 'লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী' লসন্ত্যঃ শোভমানা লীলাএব সুধাস্তাসাং স্বর্ধুনী স্বর্গগঙ্গা 'মে' মম 'জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে' জিহ্বারূপশুষ্কক্ষেত্রে 'বহতু' প্রবাহিতা ভবতু। কথম্ভূতা 'কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা'

কৃষ্ণস্য উৎকীর্ত্তনং নামাদীনাং উচ্চৈর্জল্পনং তেনসহ গাননর্ত্তন-বৈদগ্ধি সাএব পাথোজন্যঃ পাথোজলং তত্র জনি জন্ম যেষাং তানি পদ্মানি তাভিঃ ভ্রাজিতা শোভিতা পুনঃ 'সদ্ভক্তাবলিহংস-চক্রমধুপশ্রেণিবিহারাস্পদং' সন্তঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ সাধবঃ তেচতে ভক্তাশ্চেতি তেষাং যা আবল্যঃ সমুহাস্তাএব হংসাস্তেষাং চক্রাণি মণ্ডলানি মধুপশ্রেণিবৎ তেষাং বিহারস্য বিলাসস্য আস্পদং স্থানং; তস্যাং লীলাগঙ্গায়াং শ্রীকৃষ্ণগাননর্ত্তনরূপকমলবনমেব ভক্তমধুপশ্রেণীনাং বিলাসস্থান মিত্যাভাসঃ। পুনঃ কীদৃশী 'কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ' শ্রবণানন্দদায়িনী মধুরধ্বনিঃ সুমধুর-শব্দবিন্যাসঃ যস্যাংসা ।৪০।

হে করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য! তোমার শোভমানা লীলা-রূপ অমৃতগঙ্গা আমার জিহ্বারূপ শুষ্কমরুক্ষেত্রে প্রবাহিত হউক। ঐ অমৃত গঙ্গাতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকীর্ত্তন, গান, নর্ত্তনা-দিরূপ পদ্মসকল শোভা পাইতেছে; সদ্ভক্তগণ হংস-মণ্ডলীর ন্যায় মধুপশ্রেণিরূপে তথায় বিহার করিতে-ছেন এবং কর্ণসুখদ মধুর শব্দ সকল তাহাতে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ!
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ, করি বিবরণ
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ'।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ (১) তিন,
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় (২) চিহ্ন।
অনুবাদ (৩) আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন;
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্র বিবরণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণপরতত্ত্ব, (৪)
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব।
নন্দসুত বলি, যাঁরে ভাগবতে গাই, (৫)
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই।
প্রকাশ বিশেষে, তেঁহ ধরে তিননাম—
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে সৌনকাদি প্রতি সূতবাক্যং

'বদন্তি তত্তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' ॥ ৪১ ॥

---

১ অনুবাদ তিন—তৃতীয়শ্লোকোক্ত তিন পদার্থের অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়, ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ বুঝায়।

২ তিন বিধেয় চিহ্ন—ঐ তিনটীর বিধেয়চিহ্ন অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয় অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ।

৩ অনুবাদ আগে—উক্তশ্লেকের প্রথমে অনুবাদ বস্তু ৩টী স্থাপিত হইয়া পরে তাহাদের বিধেয় পদ কথিত হইয়াছে।

৪ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব—কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

৫ গাই—গাইতেছে।

'তত্ত্ববিদঃ' তু 'তৎ' তদেব 'তত্ত্বং' 'বদন্তি'। কিংতৎ যৎ 'অদ্বয়ং' অদ্বিতীয়মখণ্ডমিতি যাবৎ জ্ঞানংনাম; 'যজ্জ্ঞানং' তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈঃ 'ব্রহ্মেতি' হিরণ্যগর্ভৈঃ 'পরমাত্মেতি' সাত্বতৈঃ 'ভগবানিতি' 'শব্দ্যতে' অভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন; স্ব স্ব মতানুসারে সেই তত্ত্বের অনেক নাম আছে; যথা উপনিষদে তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভোপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

তাঁহার (১) অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল,
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।
চর্ম্মচক্ষে (২) দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ;
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশ শ্লোকঃ

'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৪২ ॥

---

(১) তাঁহার অঙ্গের ইত্যাদি—ঈশ্বরের অঙ্গের কান্তি অর্থাৎ সৃষ্ট-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী শোভাই উপনিষদে নির্ম্মল ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(২) চর্ম্ম চক্ষে ইত্যাদি—স্থূল চক্ষে যেরূপ সূর্য্যকিরণকে সূর্য্যবিগ্রহ-হইতে ভিন্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানমার্গে তাঁহার কান্তি অর্থাৎ শো-হইতে তাঁহাকে ভিন্ন দেখা যায় না। নির্বিশেষ—প্রভেদ—রহিত। বিশেষ—ভিন্ন।

'যস্য' গোবিন্দস্য 'প্রভা প্রভবতঃ' প্রভায়াঃ প্রভাবাৎ পরা-ক্রমাৎ 'তদ্ব্রহ্ম' তদ্ব্রহ্মতেজঃ প্রকাশতে ইতিশেষঃ 'তং' 'আদি-পুরুষং' আদিদেবং 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি'। তদ্ব্রহ্ম-তেজঃ কিম্ভূতং তদাহ 'জগদণ্ডকোটিকোটিষু' অসংখ্যেষু ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু 'অশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং' অসংখ্যপৃথীব্যা-দয় এব বিভূতয় ঐশ্বর্য্যাণি তাসু ভিন্নং প্রকাশিতম্ যৎ; 'নিষ্ক-লম্' অংশরহিতং; 'অনন্তং' সীমারহিতং 'অশেষভুতং' অশেষাণাং প্রাণিনাং ভুতং উৎপত্তির্যস্মাৎতৎ। ৪২ ॥

কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য পৃথিব্যাদিরচনায় যে তেজ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, যাহা অংশশূন্য, অনন্ত এবং অশেষ প্রাণীগণের উৎপত্তির নিয়ামক; যাঁহার প্রভা-প্রভাবে তদ্রূপ ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি;
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি।
সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেঁহ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধব বাক্যং

---

১ মোর হয় সৃষ্টি শক্তি—৪২ সংস্কৃত শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি। ইহা ঐ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র। এই পর্য্যন্ত 'ব্রহ্ম' পদের ব্যাখ্যা।

'মুনয়ো বাতরসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ' ॥৪৩।

'তে' 'মুনয়ঃ' সাধবঃ 'ব্রহ্মাখ্যং' তেজোময়ং 'ধাম' 'যান্তি' গচ্ছন্তি। কথম্ভূতা মুনয় স্তদাহ 'বাতরসনাঃ' বাতাএব রসনানি আস্বাদনানি ভোজ্যানীত্যর্থঃ যেষাং। 'শ্রমণাঃ' ভগবৎকথা-শ্রবণ তৎপরাঃ 'ঊর্দ্ধমন্থিনঃ' ঊর্দ্ধরেতসঃ সংযমিন ইত্যর্থঃ পুনঃ 'শান্তাঃ' 'সন্ন্যাসিনঃ' সর্ব্বত্যাগিনঃ 'অমলাঃ' নিষ্পাপিনঃ ॥ ৪৩ ॥

বায়ুই যাঁহাদিগের আহার, যাঁহারা ভগবৎকথাশ্রবণ-তৎপর, এবং সংযমী, শান্ত, সংসার ত্যাগী ও নিষ্পাপ; সেই সকল সাধুগণই ব্রহ্মাখ্য তেজোময় ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

---

(১) আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে, যোগশাস্ত্রে কয়,
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়।
অনন্ত স্ফটিকে ২ যৈছে এক সূর্য্য ভাসে;
তৈছে জীব, গোবিন্দের অংশ প্রকাশে। *

---

১ আত্মান্তর্যামী—জীব শরীরস্থ পরমাত্মা।

২ অনন্তস্ফটিকে—অসংখ্য কাচাধারে।

* আত্মান্তর্যামী—অংশপ্রকাশে—যোগশাস্ত্রোক্ত আত্মান্তর্যামী পরমাত্মাও কৃষ্ণের অংশ বিভূতি; যেমন এক সূর্য্য অসংখ্য কাচাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্নরূপে আপনার তেজ প্রকাশ করে, সেইরূপ পরমাত্মা এক হইয়া অনন্ত জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পর্য্যন্ত 'আত্মা' পদের ব্যাখ্যা।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনংপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ॥ ৪৪ ॥

হে 'ধনঞ্জয়' 'অথবা' 'এতেন' 'বহুনা' 'জ্ঞাতেন' 'কিং' এবম্প্রকারবহুজ্ঞানেন কিং প্রয়োজনং অল্পেনোচ্যতে ময়া শৃণু ত্বমিতিভাবঃ। 'ইদং' পরিদৃশ্যমানং 'কৃৎস্নং' সকলং 'জগৎ' 'একাংশেন' 'বিষ্টভ্য' ধৃত্বা ব্যাপ্য বা 'অহং' 'স্থিতঃ' তিষ্ঠামীতি জানাসি ॥ ৪৪ ॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! আমার ঐশ্বর্য্যের বিষয় বাহুল্যরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে, আমি একাংশ দ্বারা এই জগৎ সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ইহাই জানিবে॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ভীষ্মবাক্যং

'তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদিধিষ্ঠিত মাত্মকল্পিতানাং
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ' ॥ ৪৫ ॥

'তম্' 'ইমং' 'অজং' জন্মরহিতং ভগবন্তং সম্যক্ প্রাপ্তঃ সন্ 'অহং' 'বিধূতভেদমোহঃ' বিধূতঃ অপগতঃ ভেদঃ আত্মপর-ভেদজ্ঞানমেব মোহঃ ভ্রমঃ যস্মাৎ সঃ 'অস্মি'। অজং কিং স্বরূপম্ তদাহ 'আত্মকল্পিতানাং' স্বয়ং নির্ম্মিতানাং 'শরীর-ভাজাং' প্রাণিনাং 'হৃদি হৃদি' প্রতিহৃদয়ং 'ধিষ্ঠিতং' অধিষ্ঠিতং

অকারলোপস্তুার্ষঃ। 'নৈকধা' অনেকধা অধিষ্ঠানভেদাদনেকধা ভাতমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ 'প্রতিদৃশং' সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং দৃশং প্রতি 'একং' একমেব 'অর্কং' অনেকধা প্রতীতং'ইব' ॥ ৪৫ ॥

ভীষ্ম কহিতেছেন হে কৃষ্ণ! তোমার অজস্বরূপ দর্শন-করিয়া আমার আত্মপররূপ মোহ দূরীভূত হইল। এক সূর্য্য বহু আধারে যেরূপ অনেকরূপে প্রতীত হন্, তুমিও সেইরূপ সৃষ্টিপ্রাণীদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ।৪৫ ॥

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে (১) দয়ালু আর নাই।
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম;
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্; (২)
বেদ ভাগবত, উপনিষদ, আগম, (৩)
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম।
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন্।
সূর্য্য যেন স্ববিগ্রহ দেখে দেবগণ। (৪)

---

১ ঐছে—এরূপ। 'জীব নিস্তারিতে তৈছে আর কেহ নাই' পাঠও আছে।

২ পরব্যোমেতে ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে সমগ্র-ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ও পরম শোভাময় যে ভগবান্ অবস্থিত রহিয়াছেন অর্থাৎ অনন্ত-বিশ্ব রচনায় যাঁহার ঐশ্বর্য্য সকল ও শোভা প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারই নাম নারায়ণ অথবা ভগবান্। লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীগণের স্বামী অর্থাৎ শোভাময় ও ঐশ্বর্য্যশালী।

৩ আগম—'আ'গতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু, 'গ'তঞ্চ গিরিজাননে, 'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে। অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র।

৪ সূর্য্যযেন সবিগ্রহ &c—পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল কেবল তেজোময়-

জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব
ব্রহ্ম, আত্মারূপে তারা করে অনুভব। (১)
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা;
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা। (২)
সেই নারায়ণ (৩) কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ।
ইঁহোত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত;
ইঁহো বেণুধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ।

নির্ব্বিশেষ মণ্ডলাকার দেখা যায়; কিন্তু স্বর্গ হইতে দেবগণ যদ্রূপ তাঁহার রথআদি সবিশেষ প্রতিমূর্ত্তি ঠিক দেখিতে পারেন; তদ্রূপ জ্ঞানযোগ-প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিলে তাঁহাকে কেবল তেজোময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করা যায় মাত্র; কিন্তু ভক্তিযোগে তাঁহার স্ববিশেষ প্রতি-মূর্ত্তি (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ) দেখা যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ বৃত্তান্ত দেখ।

১ জ্ঞানযোগমার্গ—অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা ভজিলে ব্রহ্মরূপে, আর যোগ-দ্বারা ভজিলে আত্মারূপে, তাঁহাকে অনুভব করা যায়।

২ অতএব সূর্য্য তাঁর &c—এই জন্য সূর্য্যের সহিত তাঁহার উপমা দিতেছি যে যেমন স্বর্গস্থ দেবতাগণ সূর্য্যের সবিশেষ প্রতিমা দেখিতে পান, কিন্তু মর্ত্তলোক বাসীগণ পায় না; সেইরূপ জ্ঞান ও যোগপথাবলম্বীগণ ঈশ্বরের সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দেখিতে পান্ না; কিন্তু ভক্তিপথাব-লম্বীগণ তাহা পান্।

৩ সেই নারায়ণ—শাস্ত্রোক্ত নারায়ণে ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুগতঃ ও গুণগত পার্থক্য নাই; কেবল বাহ্যিক আকারগত বৈলক্ষণ্য মাত্র। নারায়ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ-মুরলীধর। অর্থাৎ নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপী মাত্র।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'নারায়ণ স্ত্বংনহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না
ওচ্চাপিসত্যং ন তবৈব মায়া'। ৪৬॥

হে ব্রহ্মন্ ত্বং নারায়ণস্য পুত্রোহসি মমকিং ইত্যাশঙ্ক্যাহ 'ত্বং' 'নারায়ণঃ 'নহি' 'কিং'? অপিতু নারায়ণ এব; তত্র কারণানি দর্শয়তি হে 'অধীশ' যতস্ত্বং পুরুষাদ্যবতারাণাং অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ প্রথমপুরুষ ইত্যর্থঃ 'সর্ব্বদেহিনাং' 'আত্মাসি' আত্মান্তর্যামি পুরুষোহসি 'অখিললোকসাক্ষী' অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি এভ্যঃ কারণেভ্যস্ত্বং নারায়ণোহসি ইত্যভিপ্রায়ঃ 'নরভূজলায়নাৎ' নরে, ভুবি, জলে অয়নাৎ নিবাসাদ্ধেতোঃ অধিষ্ঠানাদ্ধেতোর্বা যো 'নারায়ণঃ' কথ্যতে স নারায়ণস্তু তব 'অঙ্গং' অংশবিশেষঃ 'তচ্চাপি' তদপিচ তবাঙ্গমিত্যপি 'সত্যং' সত্যমেব 'তবৈব মায়া ন' নতু মায়িকমিত্যর্থঃ। ৪৬।

ব্রহ্মা ভগবান্কে বলিতেছেন হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে আপনিই নারায়ণ। কারণ আপনি পুরুষাদি অবতারগণের প্রবর্ত্তক, দেহীদিগের আত্মা, এবং অখিল লোকের সাক্ষীরূপী। আর নরে, জলে ও পৃথিব্যাদিতে অয়ন অর্থাৎ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া যাঁহাকে নারায়ণ বলা যায়, তিনিও আপনার অংশবিশেষ ও সত্যবস্তু, মায়িক নহেন। ৪৬।

অস্যার্থঃ।

শিশু বৎস (১) হরি, ব্রহ্মা করি অপরাধ,
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ঃ—
'তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয় ;
তুমি পিতা মাতা ; আমি তোমার তনয়।
পিতামাতা, বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ'।
কৃষ্ণ কহেন, 'ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ ;
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন' ?
ব্রহ্মা বলেন 'তুমি কিনা হও নারায়ণ ?
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ঃ—
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে (২) যত জীবরূপ ;
তাহার যে আত্মা তুমি, মূলস্বরূপ।
পৃথ্বী (৩) যৈছে ঘটকুলের কারণআশ্রয়,
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
'নার' শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয় ;
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়।
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু ; শুন, দ্বিতীয় কারণ ঃ—
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার ;
তাঁহা স'বা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।

---

১ শিশুবৎস—গোপবালক এবং গোবৎসগণ।

২ সৃষ্টে—সৃষ্টির। 'রূপে' পাঠও আছে।

৩ পৃথ্বী যৈছে—যেরূপ মৃত্তিকা ঘটসমূহের আশ্রয়ীভূত কারণ।

অতএব অধীশ্বর, তুমি সর্ব্ব পিতা ;
তোমার শক্তিতে তা'রা জগৎ রক্ষিতা (১)।
নারের অয়ন (২) য'াতে করহ পালন ;
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ।
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্ ঃ—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ;
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম,
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান তার (৩) মর্ম্ম।
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে ক'ার নাহি স্থিতি গতি।
নারের অয়ন যা'তে কর দরশন (৪) ;
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ।'
কৃষ্ণ কহেন 'ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন ;
(৫) জীবহৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ।'

---

১ তোমার শক্তিতে—তোমা হইতে শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অর্থাৎ তিন প্রকার পুরুষ অবতারগণ জগৎরক্ষা করিতেছেন।

২ নারের অয়ন—যেহেতু নারের অর্থাৎ নরসমূহের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়রূপী পুরুষাবতারগণকে তুমি পালন করিতেছ, অতএব তুমি মূল নারায়ণ। যাতে—যেহেতু।

৩ জান তার—বটতলার পুস্তকে 'তার' কিন্তু নৃত্যলালশীলের ছাপায় 'সব' এইরূপ পাঠ আছে।

৪ নারের অয়ন—যেহেতু নরসমূহের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ব্রহ্মাণ্ডাদি সমুদায় তুমি দেখিতেছ, অতএব তাহাতেও তুমি মূল নারায়ণ। উপরিউক্ত ত্রিবিধ কারণেই তুমি নারায়ণ।

৫ জীবহৃদি, জলে—জীবের হৃদয়ে ও জলে।

ব্রহ্মা কহে 'জলে, জীবে যেই নারায়ণ,
সে সব তোমার অংশ এসত্য বচন।
(১) কারণাব্ধি ক্ষীরোদ গর্ভোদকশায়ী;
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে, (২) তা'তে তা'রা মায়ী।
এই তিন (৩) জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী,
ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা. (৪) পুরুষ নামী।
(৫) হিরণ্যগর্ভের আত্মা, গর্ব্ভোদক শায়ী;
(৬) ব্যষ্টিজীব অন্তর্যামী, ক্ষীরোদক শায়ী।
এসবার দরশনে আছে মায়াগন্ধ;
তুরীয় (৭)কৃষ্ণেতে নাহি মায়ার সম্বন্ধ।

---

১ কারণাব্ধি—সংস্কৃত ৭ হইতে ১১ শ্লোকে দেখ।

২ তাতে তারা—বটতলার ছাপায় 'তারা' কিন্তু নৃত্যলাল শীলের ছাপায় 'সব' পাঠ লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ৩ জনেই মায়াকে আশ্রয় না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেননা; তদ্ধেতু তাঁহারাও মায়ী অর্থাৎ মায়াযুক্ত।

৩ এই তিন জলশায়ী—অর্থাৎ কারণরূপ জল, ক্ষীররূপ জল ও গর্ভরূপ জল; তিনই রূপকার্থে ব্যবহৃত।

৪ পুরুষনামী—তিন জনই পুরুষাবতার নামে বিখ্যাত।

৫ হিরণ্যগর্ভের আত্মা—সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতারই হিরণ্যগর্ভনামে পরিচিত।

৬ ব্যষ্টিজীব—ভিন্ন ভিন্ন জীবের পালন কর্ত্তা তৃতীয় পুরুষাবতারই ক্ষীরোদকশায়ী।

৭ তুরীয়—বেদান্তমতে এক শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু; তদ্ভিন্ন জগদাদি মিথ্যা; কেবল পারমেশ্বরী মায়া উপহিত হইয়া মিথ্যাজগৎ সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি বা ভিন্ন ভিন্ন জড় শরীরে উপহিত যে চৈতন্য তাহাকে বেদান্তে 'বিশ্ব' বলে। এইরূপ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামি ধৃত শ্লোকঃ

'বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদংবিদুঃ।৪৭।

'ঈশস্য' শ্রীমন্নারায়ণস্য 'ইতি' 'উপাধয়ঃ' নামানি সন্তি 'বিরাট্' স্থূলদেহঃ ক্ষীরোদকশায়ী জীবান্তর্যামিতৃতীয়পুরুষাবতারঃ 'হিরণ্যগর্ভঃ' গর্ভোদকশায়ী ব্রহ্মান্তর্যামিদ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ 'কারণঞ্চ' কারণাব্ধিশায়ী মায়ান্তর্যামীচ ইতি নামত্রয়ং। 'যৎ' পদংতত্ত্বমিত্যর্থঃ এতৎ 'ত্রিভির্হীনং' ত্রিভির্ভিন্নং 'তৎ' 'তুরীয়ং' চতুর্থাখ্যং 'পদং' তত্ত্বং 'বিদুঃ' জানন্তি। ৪৭।

চৈতন্য হইতে ঘটপটাদি স্থূল পদার্থের জ্ঞান জন্মে; এবং ইহা জাগ্রতাবস্থায় কার্য্যকারী হয়। যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি ভাবে এই চৈতন্যকে বলা যায় তখন তাঁহার নাম বিরাট্ বা ক্ষীরোদক শায়ী। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম 'তৈজস্'; মানসিক জগতের কার্য্যকলাপ ইঁহারই প্রভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়; জাগ্রদবস্থা ব্যতীত স্বপ্নাবস্থাতেও ইঁহার কার্য্য দেখা যায়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিভাবে বলিতে গেলে ইঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ বা গর্ভোদকশায়ী। তৃতীয়তঃ 'কারণ' শরীরে উপহিত চৈতন্যেরনাম 'প্রাজ্ঞ'। সুষুপ্তির অবস্থায় ইঁহার সত্তা জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানি না' এই জ্ঞান কারণ শরীরস্থ প্রাজ্ঞরূপী চৈতন্যের। ইঁহার নাম 'প্রাজ্ঞ এইজন্য, যে ইনি অন্যান্য জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কেবল সুখানুভব করিতে ক্ষমবান্। সমষ্টিভাবে বলিলে ইহাঁর নাম ঈশ্বর বা কারণার্ণবশায়ী। এই তিন চৈতন্য পুরুষই মায়াযুক্ত; কিন্তু ইঁহাদের অতীত চতুর্থ-তত্ত্ব মায়া গন্ধহীন। তিনিই তুরীয়।

ভগবানের বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ও কারণ এই তিনটী উপাধি আছে; কিন্তু এই তিন হইতে যিনি ভিন্ন তিনিই তুরীয় বলিয়া কথিত হয়েন। ৪৭।

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং

'এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধি স্তদাশ্রয়া' ॥৪৮॥

'ঈশস্য' ভগবতঃ 'ঈশনং' ঐশ্বর্য্যং নাম 'এতৎ' এতদেব। কিং তৎ 'প্রকৃতিস্থোঽপি' মায়ায়াঃ ক্রোড়ে স্থিতোঽপি 'তদ্গুণৈঃ' প্রকৃত্যাঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ 'সদা' 'ন' 'যুজ্যতে'যুক্তো ন ভবতি। 'যথা' যস্মিন্ সময়ে প্রাণিনাং 'বুদ্ধিঃ' 'তদাশ্রয়া' ঈশাশ্রয়া স্যাৎ তস্মিন্ কালে সা অপি 'আত্মস্থৈঃ' আনন্দাদিভিঃ ন যুজ্যতে।৪৮।

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। প্রাণীগণের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহাও আত্মার আনন্দাদিগুণে যুক্ত হয় না। ৪৮।

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়;
তুমি মূল নারায়ণ! ইথে কি সংশয়?

১ যদ্যপি ইত্যাদি—যদিও তিন পুরুষাবতারই মায়াদ্বারা ব্যবহার অর্থাৎ সৃষ্টির কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন; তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা; সকলেই মায়াতীত।

সেই তিনের অংশী (১) পরব্যোম নারায়ণ ;
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল নারায়ণ।'
অতএব ব্রহ্ম বাক্যে, পরব্যোম-নারায়ণ ;
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ, এই তত্ত্ব বিবরণ।
এই শ্লোক তত্ত্ব লক্ষণ, ভাগবতসার ;
পরিভাষা (২) রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ, অর্থ করে আর।
'অবতারী (৩) নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য আকার'।
এই মতে (৪) নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ। (৫)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

---

১ অংশী—যাঁহাতে তিনেরই অংশ আছে। এই শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মার উক্তি।

২ পরিভাষারূপে—ব্রহ্মোক্ত পূর্ব্বোল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকের (৪৬ সং) বঙ্গভাষায় যে অনুবাদ দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিতে সকলেরই অধিকার আছে।

৩ অবতারী—যিনি অবতার করান্। অর্থাৎ নারায়ণ কৃষ্ণকে অবতার করাইয়াছেন, অথবা কৃষ্ণ, নারায়ণের অবতার মাত্র, পূর্ণ নহেন।

৪ এইমতে—পূর্ব্বশ্লোকের লিখিতমতে।

৫ তাহারে নির্জ্জিতে—যে ব্যক্তি এইরূপে তর্ক করে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য ভাগবতের যে পদ্য উপরে লিখিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞান মদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। ৪৯।

একচত্বারিংশ শ্লোকে ব্যাখ্যাস্য দ্রষ্টব্যা। ৪৯।

শুন ভাই! শ্লোকার্থ, করহ বিচার;
এক মুখ্য তত্ত্ব, তিন, তাহার প্রচার।(১)
(২) অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ;
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ।
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন; (৩)
আর এক শুন ভাগবতের বচন ঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টা-বিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে'। ৫০।

'পুংসঃ' মহাবিষ্ণোর্নারায়ণস্য ইত্যর্থঃ 'এতে' পূর্ব্বকথিতাঃ মৎস্য কুর্ম্মাদয়ঃ অবতারাঃ সর্ব্বে 'অংশকলাঃ' কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভুতয়ঃ সন্তি 'তু' কিন্তু 'কৃষ্ণঃ' 'স্বয়ং' সাক্ষাৎ 'ভগবান্' নারায়ণ এব আবিষ্কৃত সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং প্রয়োজনমাহ তে মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ 'যুগে যুগে' প্রতিযুগং 'ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং' ইন্দ্রারয়ো দৈত্যা দৈত্যৈর্ব্যাকুলং উপদ্রুতং 'লোকং' 'মৃড়য়ন্তি' সুখিনং কুর্ব্বন্তি। ৫০।

পূর্ব্বোক্ত অবতারগণের মধ্যে কেহ পুরুষের অংশ,

---

১ প্রচার—প্রকাশ (প্রকাশ লক্ষণ দেখ সং ৩৫)

২ অদ্বয়জ্ঞান—অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ।

৩ নির্ব্বাচন—নিরুত্তর।

কেহ বা তাঁহার বিভূতি; কিন্তু কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্। লোক সকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে ভগবান্ ঐ সকল অবতার পরিগ্রহ করিয়া সকলকে সুখী করেন। ৫০।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন।
তবে শুকদেব (১), মনে পেয়ে বড় ভয়
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।
অবতার (২) সব, পুরুষের কলা অংশ (৩);
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।
পূর্ব্বপক্ষ (৪) কহে 'তোমার ভাল, ত, ব্যাখান ?
পর ব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্;
তিঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার' ?
তারে কহে 'কেন কর কুতর্কানুমান,
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ'।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রত লক্ষণকথনে ত্রয়োদশাঙ্ক-ধৃতন্যায়ঃ

---

১ শুকদেব—ভাগবত বক্তা ব্যাসপুত্র।

২ অবতার সব—সকল অবতারই পুরুষ অর্থাৎ নারায়ণের অংশমাত্র; কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্।

৩ অংশ—অংশাবতারে সর্ব্বদা অল্পশক্তি আদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণাবতারে স্বেচ্ছাতে নানা শক্তি প্রকাশিত করেন।

৪ পূর্ব্বপক্ষ—প্রশ্নকারী ব্যক্তি।

"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি' ।৫১।

'অনুবাদং' উদ্দেশ্যং জ্ঞাতবস্তু 'অনুক্ত্বা' ন কথয়িত্বা 'বিধেয়ং' সাধ্যং বস্তু 'ন উদীরয়েৎ' ন প্রয়োজয়েৎ বিধেয়স্য প্রয়োগং ন কুর্য্যাৎ 'হি' যস্মাৎ 'অলব্ধাস্পদং' অলব্ধং অপ্রাপ্তং আস্পদং স্থানং যস্য তৎ 'কিঞ্চিৎ' 'কুত্রচিৎ' 'ন' 'প্রতিতিষ্ঠতি' স্থায়ি ভবতি। ৫১।

* অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় না বলিয়া প্রথমে অপরিজ্ঞাত বিষয় প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু অজ্ঞাত বস্তু স্থায়ী হইতে পারেনা ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ;
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়।
'বিধেয়' কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত ;
'অনুবাদ' কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।
যৈছে কহি 'এই বিপ্র পরম পণ্ডিত,'
বিপ্র 'অনুবাদ' ইহার 'বিধেয়' পাণ্ডিত্য।
বিপ্র করি জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ;
অতএব 'বিপ্র' আগে 'পাণ্ডিত্য' পশ্চাত।

---

* অলঙ্কার শাস্ত্রমতে পরিজ্ঞাত বস্তুকে অনুবাদ ও অপরিজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে। যেমন 'এই বিপ্র পণ্ডিত' এই বাক্যে এই ব্যক্তি যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব তাহা পরিজ্ঞাত, সুতরাং তাহাই অলঙ্কারকদিগের মতে অনুবাদ। কিন্তু সেই বিপ্র যে পণ্ডিত তাহা অজ্ঞাত, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার পাণ্ডিত্যের কথা না বলা হয়, ততক্ষণ তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া কেহই জানিতে পারেনা ; এস্থলে পাণ্ডিত্য বিধেয়। প্রথমে অনুবাদ বাক্য না বলিয়া বিধেয় বাক্য প্রয়োগ করিলে অলঙ্কার শাস্ত্রমতে তাহাতে দোষ স্পর্শিয়া থাকে।

তৈছে ইঁহা অবতার, সবতার জ্ঞাত;
কা'র অবতার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত।
'এতে' (১) শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ,
'পুরুষের অংশ' (২) পাছে বিধেয় (৩) সম্বাদ।
তৈছে কৃষ্ণ অবতার, বিষয় হৈল জ্ঞাত;
তাহার বিশেষ জ্ঞান, সেই অবিজ্ঞাত।
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ;
'স্বয়ং ভগবত্ব' পাছে বিধেয় সম্বাদ।
কৃষ্ণের 'স্বয়ং ভগবত্ব' ইহা হৈল সাধ্য (৪);
'স্বয়ং ভগবানের' কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য। (৫)
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন।
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্;
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ' ঐছে করিত ব্যাখ্যান।
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব;
আর্ষ্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব। (৬)

---

১ এতে শব্দ—সং ৫০ শ্লোকে।

২ পুরুষের অংশ—ঐ শ্লোকে।

৩ বিধেয় সম্বাদ—বিধেয়ের চিহ্ন।

৪ সাধ্য—নির্ণেয় বস্তু।

৫ বাধ্য—উদ্দেশ্য বিষয়।

৬ ভ্রম—ভ্রান্তি; মিথ্যাজ্ঞান। প্রমাদ—অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা—বিরোধোক্তি অর্থাৎ যে অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা না বুঝান। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা, অর্থাৎ যথাযথ বস্তুগ্রহণে অসামর্থ্য। মনুষ্যের বাক্যে এই দোষ গুলি থাকিতে পারে, কিন্তু ঋষিবাক্যে ঐ

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ;
তোমার বাক্যে অবিমৃষ্ট (১) বিধেয়াংশ দোষ।
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা;
'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্ত্বা (২)।
দীপ হৈতে, যৈছে বহু দীপের জ্বলন;
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে প্রথম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥৫২॥

দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং। দশলক্ষণানি দর্শয়তি অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে দশার্থা বর্ত্তন্তে তদ্‌যথা—

১ সর্গঃ = ব্রহ্মণোগুণবৈষম্যাৎ ভূতাদীনাং জন্ম অর্থাৎ প্রাভব সৃষ্টিঃ।

২ বিসর্গঃ = ব্রহ্মণা কৃতা চরাচরসৃষ্টিঃ অর্থাৎ বৈভবসৃষ্টিঃ।

সকল দোষ থাকেনা; কারণ তাঁহারা যোগযুক্ত হইয়া কথা বলেন। সুতরাং সূতবাক্য ভ্রমাত্মক নহে।

১ অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ—অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট—যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা না হওয়া।

২ তাহাতেই স্বত্বা—সেইজন্য 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩ স্থানং = সৃষ্টজীবানাং তত্তৎমর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ অর্থাৎ স্থিতিঃ।

৪ পোষণং = স্বভক্তেষু ভগবতঃ অনুগ্রহঃ পালনং বা।

৫ উতয়ঃ = কর্ম্মবাসনাঃ। লীলাঃ।

৬ মন্বন্তরং = মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ।

৭ ঈশানুকথাঃ = হরেরবতারানুচরিতং তস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ সৎ-কথাঃ।

৮ নিরোধঃ = শক্তিভিঃ সহ হরেরনুশয়নং অর্থাৎ লয়ঃ।

৯ মুক্তিঃ = ব্রহ্মস্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ অর্থাৎ সালোক্যাদয়ঃ।

১০ আশ্রয়ঃ = সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ লয়শ্চ যতো ভবতি সঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ৫২।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে দশটী পদার্থ আছে যথাঃ—

সর্গ = ঈশ্বরের গুণ পরিণাম হেতু ভূতাদি সৃষ্টি; যাহাকে প্রাভব সৃষ্টি বলে।

বিসর্গ = ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর সৃষ্টি; যাহাকে বৈভব সৃষ্টিও বলে।

স্থান = সৃষ্ট জীবদিগের তত্তৎমর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ সাধন।

পোষণ = ভক্তদিগের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অথবা পালন।

ঊতি = কর্ম্মবাসনা বা লীলা।

মন্বন্তর = ভগবানের অনুগৃহীতদিগের ধর্ম্ম।

ঈশানুকথা = তাহার ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের সৎকথা।

নিরোধ = সৃষ্ট উপাধির সহিত তাঁহার যোগনিদ্রায় শয়ন অর্থাৎ লয়।

মুক্তি = ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতি।

আশ্রয়=যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥৫২॥

তত্রৈব দ্বিতীয় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা' ॥ ৫৩ ॥

'ইহ' গ্রন্থে 'দশমস্য' দশমপদার্থস্য আশ্রয়স্য 'বিশুদ্ধ্যর্থং' তত্ত্বজ্ঞানার্থং 'মহাত্মানঃ' 'নবানাং' 'লক্ষণং' স্বরূপং 'শ্রুতেন' শ্রুত্যৈব "অর্থেন' তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা 'অঞ্জসা' সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি। ৫৩।

দশম পদার্থ আশ্রয়। তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভজন্য মহাত্মাগণ কোথাও শ্রুতি দ্বারা, কোথাও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা-দ্বারা, এবং কোথাও সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা অন্য নয়টীর লক্ষণ বর্ণন করেন ॥ ৫৩ ॥

'আশ্রয়' জানিতে কহি এনব পদার্থ;
এনবের উৎপত্তি হেতু, সেই আশ্রয়ার্থ (১)।
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে (২) সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধস্য প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-শ্লোক ব্যাখ্যানে স্বামিনোক্তং

'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামিতৎ' ॥ ৫৪ ॥

---

১ আশ্রয়ার্থ—দশটী অর্থের মধ্যে আশ্রয় নামে দশম অর্থটী অন্য নয়টীর উৎপত্তি হেতু।

২ শরীরে—'বিগ্রহে' পাঠও আছে।

'দশমে' শ্রীমদ্ভাগবতস্য দশমস্কন্ধে 'দশমং' দশমপদার্থঃ আশ্রয়ঃ তদ্রূপং 'আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং' আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং আশ্রয় আশ্রয়ীভূতঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্য তৎ 'লক্ষ্যং' লক্ষিতং। 'তৎ' 'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং' 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'ধাম' বিগ্রহং অহং 'নমামি' কথং তৎ 'জগদ্ধাম' জগতাং উৎপত্তিস্থানং। ৫৪।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে দশমপদার্থ অর্থাৎ আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরতত্ত্ব লক্ষিত হইতেছেন। সেই জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়জ্ঞান,*
যার হয়, তারনাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।
কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস;
প্রাভব, বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ।
অংশ, শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার;
বাল্য, পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতরি
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্বভরি।

---

* কৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর। তাঁহার স্বরূপ ও শক্তি প্রকৃতরূপে জানিতে পারিলে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনই অজ্ঞান থাকিতে পারেনা। সৃষ্টিরূপ লীলাতে তাঁহার স্বরূপ ছয় প্রকারে ও শক্তি তিনপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাভব ও বৈভব দুইটী প্রকাশ, অংশ ও শক্ত্যাবেশ দুইটী অবতার ও বাল্য ও পৌগণ্ড দুইটী ধর্ম্ম এই ছয়রূপে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাভব প্রকাশে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বরজস্তম ত্রিবিধ গুণে পরিণত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনটী গুণাবতারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মাদি দ্বারা চরাচর সৃষ্ট হইলে তাহাকে 'বৈভব' প্রকাশ বলে। অংশাবতারে

এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ;
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ।
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গানাম;
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ;
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত।
এইত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি;
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি।
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়,
সেই পুরুষাদি সবার, কৃষ্ণ মূলাশ্রয়।

বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণাব্ধিশায়ী পুরুষগণ ও মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারগণ প্রকাশিত হয়। আর শক্ত্যাবেশাবতারে পৃথুরাজা প্রভৃতি পরাক্রমশালী ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি বিশেষে ও ব্যাসাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি আদিতে তাঁহার প্রকাশ হয়। বাল্যাবস্থায় ও পৌগণ্ডকালে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহাতে তাঁহার দ্বিবিধ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। অপিচ এই সৃষ্টিতে তাঁহার ত্রিবিধশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে; প্রথমতঃ চিচ্ছক্তি বা চৈতন্যশক্তিতে চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকাশিত হইয়াছে; এই সকল ধাম স্থূল দৃষ্টিরবহির্ভূত। এই শক্তিই তাঁহার স্বরূপ বা অন্তরঙ্গাশক্তি। দ্বিতীয়তঃ মায়াশক্তির দ্বারা স্থূল জগদাদির জ্ঞান হইতেছে। তৃতীয়তঃ অসংখ্য প্রাণীগণের মধ্যে জীবশক্তি (animal life) থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের সাহায্য করিতেছে। এই প্রকারে অনন্তরূপে তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু তিনি সকলের আশ্রয়-রূপী হইয়া রহিয়াছেন, এবং সচ্চিদানন্দরূপে এই সকলের মধ্যে থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়,
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণঃ' ॥ ৫৫ ॥

'কৃষ্ণঃ' 'পরমঃ' শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বারাধ্যঃ 'ঈশ্বরঃ' 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' সৎ নিত্যত্বং চিৎ জ্ঞানত্বং আনন্দঃ আনন্দরূপত্বং বিগ্রহো যস্য সঃ। 'অনাদিঃ' উৎপত্তিরহিতঃ 'আদিঃ' সর্ব্বেষাং আদিকারণরূপঃ 'গোবিন্দঃ' গাং ব্রহ্মাণ্ডং বিন্দতি যঃ স গোবিন্দাখ্যঃ 'সর্ব্বকারণ-কারণঃ' সর্ব্বেষাং কারণানাং কারণরূপঃ। এতানি সর্ব্বানি কৃষ্ণ-স্বরূপাণি ইত্যর্থঃ। ৫৫।

কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য ঈশ্বর; তাঁহার রূপ সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার আদি নাই কিন্তু তিনি সকলেরই আদি, তিনি বিশ্ব-সংসার সকলই জানিতেছেন এই হেতু তিনি গোবিন্দ; এবং তিনি সকল কারণের মূল কারণ ॥ ৫৫ ॥

এসব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে;
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে (১)।
সেই কৃষ্ণ অবতরি ব্রজেন্দ্রকুমার
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা? (২)

---

১ আমা চালাইতে—আমাদিগকে বুঝাইতে।

২ তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী—তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে তাহাতে আর তাঁহার মহিমা কি বৃদ্ধি হইল?

সেই ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী,
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী (১)।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি,
কেহ (২) কোন মত কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ;
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার;
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার।
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী।
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন;
এসব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন।
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস;
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস।
চৈতন্য মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে (৩)।
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে,
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে।

---

১ যাতে অবতারী—ভক্তের একথা মিথ্যা নহে যে, যে পদার্থে তিনি অবতার করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সম্ভব।

২ কেহ কোনমত কহে—'কেহ কোন রূপে ভজে যার যেন মতি' পাঠও দৃষ্ট হয়।

৩ চিত্ত দৃঢ় &c—এসব সিদ্ধান্ত শুনিলে চৈতন্যের মহিমাজ্ঞান জন্মে; এবং এইরূপ জ্ঞান হইতে চিত্ত স্থির হয়।

চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ—
স্বয়ং ভগবান্ তেঁহ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্॥ ৫৬॥

'শ্রীচৈতন্যপ্রভুং' অহং 'বন্দে'। 'যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ' যস্য পাদাশ্রয়বীর্য্যপ্রভাবাৎ 'আকরব্রাতাৎ' শাস্ত্ররূপখনিসমূহাৎ 'অজ্ঞঃ' মূর্খোজনঃ 'অপি' 'সিদ্ধান্তসন্মণীন্' সিদ্ধান্তাঃ মীমাংসা এব সন্মণয়ঃ শ্রেষ্ঠরত্নানি তান্ 'সংগৃহ্ণাতি' সমুদ্ধরতি সম্যক্ জানাতীত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

যাঁহার পাদাশ্রয়বীর্য্যপ্রভাবে মূর্খব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর হইতে সিদ্ধান্তরূপ শ্রেষ্ঠমণি সকল সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৫৬॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈলঁ বিবরণ;
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামি বাক্যং

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ'॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার,
গোলোকে ব্রজের (১) সহ নিত্য বিহার।
ব্রহ্মার (২) একদিনে তিঁহ একবার
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি;
সেই চারিযুগে দিব্য (৩) একযুগ মানি।
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর (৪)।
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর;

---

১ ব্রজের সহ—শ্রীবৃন্দাবনবাসীদিগের সহিত; যেহেতু ব্রজলীলা নিত্য-কালস্থায়ী ও চিন্ময়।

২ ব্রহ্মার একদিনে—৪ × ৭১ × ১৪ = ৩৯৭৬ যুগে ব্রহ্মার একদিন। প্রকট বিহার—প্রকাশ্যরূপে।

৩ দিব্যযুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগে দেবতাদের একযুগ; তাহার নাম দিব্যযুগ।

৪ চৌদ্দমন্বন্তর—ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ মানস পুত্রের নাম চতুর্দ্দশ মনু। ইঁহারাই মনুষ্যজাতীর আদিপুরুষ ও পৃথিবীর প্রথম রাজা। ইঁহাদের এক এক জনের রাজত্ব কালের নাম একটী একটী মন্বন্তর। একাত্তর চতুর্যুগে এক একটী মন্বন্তর গণনা করা যায় এবং অধিপতি মনুর নামানুসারে মন্বন্তরের নাম করণ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশ মনুর নাম যথা স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মন্বন্তরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা স্বরূপ ভগবানের এক একটী অবতার হইয়া থাকে। চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারদিগের নাম যথাঃ—যজ্ঞদেব, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, ও বৃহদ্ভানু।

সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর (১)
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস ;
চারিভাবে ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ।
দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ লঞা
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।
যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান ;
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমানঃ—
'চিরকাল (২) নাহি করি প্রেমভক্তিদান ;
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান (৩)।
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি (৪) ;
বিধি ভক্ত্যে (৫) ব্রজভাব (৬) পাইতেনাহি শক্তি।
ঐশ্বর্য্য (৭) জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ;

---

১ বৈবস্বত নামে—বর্ত্তমান মন্বন্তরের নাম। ইহার ৭১ চতুর্যুগের মধ্যে সাতাইশ চতুর্যুগ অবসানে ২৮ চতুর্যুগের দ্বাপরযুগের শেষে চিন্ময় ব্রহ্মধামের সহিত কৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েন।

২ চিরকাল—অনেককাল।

৩ নাহি অবস্থান—ভক্তি ব্যতীত জগৎ থাকিতে পারেনা অর্থাৎ জগৎ বাসীর পরিত্রাণ হয়না।

৪ বিধিভক্তি—শাস্ত্রবিধান অনুসারে বৈধভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৫ বিধিভক্ত্যে—বৈধভক্তিতে।

৬ ব্রজভাব—মাধুর্য্যভাব।

৭ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—ঈশ্বর অনন্তঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাকার জ্ঞানে তাঁহাকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠজানা।

ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত (১) প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে বিধিভজন (২) করিয়া
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা;
সার্ষ্টি, (৩) সারূপ্য, আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম (৪) ঐক্য।
যুগধর্ম্ম (৫) প্রবর্ত্তিমু নামসংকীর্ত্তন;
চারি ভাবে (৬) ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে;
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান নাযায়
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ॥ ৫৭ ॥

'সাধূনাং' স্বভক্তানাং 'পরিত্রাণায়' সংসার মোচনায় নিমিত্তায় 'দুষ্কৃতাং' অসুর প্রকৃতীনাং 'বিনাশায়' 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়'

---

১ ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত প্রেম—প্রভুকে ভৃত্য যেরূপে ভক্তি করে।

২ বিধি ভজন করিয়া—বৈধভক্তি দ্বারা উপাসনা করিয়া।

৩ সার্ষ্টি—চতুর্বিধ মুক্তি যাহা পূর্ব্বের শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ১১২ সং ব্যাখ্যা দেখ।

৪ ব্রহ্ম ঐক্য—সাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা ভক্তের বাঞ্ছনীয় নহে। ভক্ত চিরকাল তাঁহার দাসত্ব চাহে।

৫ যুগধর্ম্ম&c—কলিযুগের ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন; তাহা প্রবর্ত্তন করিব।

৬ চারিভাবে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে।

সদ্ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং 'যুগে যুগে' সত্যাদিক্রমেণ অহং 'সম্ভবামি' জন্মপরিগ্রহং করোমি। ৫৭।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥৫৭॥

তত্রৈব সপ্তম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং' ॥৫৮॥

হে 'ভারত' অর্জ্জুন 'যদা যদা' যস্মিন্ যস্মিন্ কালে 'ধর্ম্মস্য' 'গ্লানিঃ' হানিঃ ধর্ম্মবিপ্লবঃ ইত্যর্থঃ 'ভবতি' 'অধর্ম্মস্য' 'অভ্যুত্থানং' আধিক্যং প্রাদুর্ভাবঃ ইত্যর্থঃ ভবতিচ 'তদা' তস্মিন্ কালে 'আত্মানং' 'সৃজামি'। ৫৮।

হে অর্জ্জুন যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপন শরীর সৃষ্টি করি ॥ ৫৮ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশতিশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যা মিমাঃ প্রজাঃ' ॥৫৯॥

'চেৎ' যদি 'অহং' 'কর্ম্ম' 'ন কুর্য্যাং' ন করোমি তদা 'ইমে' 'লোকাঃ' 'উৎসীদেয়ুঃ' ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ 'চ' তদনন্তরং 'সঙ্করস্য' বর্ণসঙ্করস্য 'কর্ত্তা' 'স্যাম্' ভবেয়ং এবমহমেব 'ইমাঃ' 'প্রজাঃ' 'উপহন্যাং' মলিনীকুর্য্যাং। ৫৯।

হে অর্জ্জুন! আমি কর্ম্ম না করিলে সকল লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে; এবং যে সমস্ত বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং যে সকল প্রজা বিনষ্ট হইবে, আমিই তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব ॥৫৯॥

তত্রৈব একবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে' ॥ ৬০ ॥

'শ্রেষ্ঠঃ' প্রধানজনঃ 'যৎ যৎ' 'আচরতি' যদ্বিধানং কুরুতে 'ইতরঃ' 'জনঃ' 'তদেব' তদ্রূপং আচরতীতিশেষঃ; 'সঃ' শ্রেষ্ঠজনঃ 'যৎপ্রমাণং' প্রমাণানুসারেণ ধর্ম্মাদিকং কুরুতে 'লোকঃ' ইতরজনঃ 'তৎ' 'অনুবর্ত্ততে' অনুসরতি। ৬০।

শ্রেষ্ঠব্যক্তিরা যদ্রূপ আচরণ করেন বা যাহা মান্য করেন, ইতর ব্যক্তিরাও তদনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

'যুগধর্ম্ম (১) প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে;
আমাবিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম (২) দিতে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতঃ বিল্লমঙ্গলকৃত শ্লোকঃ

'সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতেম্বপি প্রেমদো ভবতি' ॥৬১॥

'পঙ্কজনাভস্য' শ্রীকৃষ্ণস্য 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বত্র 'ভদ্রাঃ' মঙ্গলরূপাঃ

---

১ যুগধর্ম্ম—ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগের বিনাশাদি।

২ ব্রজপ্রেম—সখ্য বাৎসল্যাদিভাব পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেম অর্থাৎ যে প্রেমে ঈশ্বরকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া কোন সম্ভ্রম থাকে না; নিরবচ্ছিন্ন সরল ও অকৃত্রিম প্রেম।

'বহবঃ' 'অবতারাঃ' 'সন্তু' ভবন্ত্বেব; কিন্তু 'কৃষ্ণাৎ' বিনা 'অন্যঃ' 'কোবা' কো দেবোবা 'নতেষু' প্রণতেষু ভজমানেষু 'লতাস্বপি' পাঠেতু উদ্ভিদাদিষু 'প্রেমদঃ' প্রেমদাতা. 'ভবতি' ন কোঽপী-ত্যর্থঃ। ৬১।

পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাংশে মঙ্গলদায়ক অনেক অবতার থাকিলেও ভক্তদিগকে তিনি ভিন্ন আর কে প্রেম-দান করিতে পারে? ॥৬১॥

---

(১) তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে।'
এতভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় (২)
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়।
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার,
(৩) সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার।
সেই সিংহ বসুক জীবের, হৃদয় কন্দরে;
(৪) কল্মষ দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে।

---

১ তাহাতে—সেই হেতু; অর্থাৎ আমা ভিন্ন অংশাবতার দ্বারা প্রেম-দান হইবেনা সেই হেতু।

২ প্রথম সন্ধ্যায়—বর্ত্তমান কলিযুগের স্থিতি ৪৩২০০০ বৎসর। কলি-সন্ধ্যা স্থিতি ৭২০০০ বৎসর। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে; তখন কলির ৪৫৮৬ বৎসর মাত্র গত হইয়াছিল।

৩ সিংহগ্রীব—অবতার সিংহগ্রীব ইত্যাদি বিশেষণে যুক্ত। এইগুলি 'অনর্পিতচরীং' শ্লোকের ব্যাখ্যা।

৪ কল্মষদ্বিরদ—পাপরূপী হস্তী।

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম;
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম। (১)
'ডুভৃঙ' (২) ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ;
ধরিল, পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য;
(৩) শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।
তার যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয় (৪)
কৃষ্ণের নাম করণে করিয়াছে নির্ণয়ঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবম-শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং

'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'। ৬২॥

'অনুযুগং' প্রতিযুগং 'তনূঃ' শরীরাণি 'গৃহ্লতঃ' ধারয়তঃ 'অস্য' দৃশ্যমানস্য তবপুত্রস্য 'ত্রয়ঃ' 'বর্ণাঃ' 'আসন্' বভূবুঃ যথা সত্যযুগে 'শুক্লঃ' শ্বেতবর্ণঃ হংসাবতারে ইতিভাবঃ ত্রেতায়াং 'রক্তঃ' হয়গ্রীবাবতারে তথা কলিকালে 'পীতঃ' গৌরবর্ণঃ শ্রীচৈতন্যাবতারে 'ইদানীং' অস্মিন্ দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণতাং' কৃষ্ণবর্ণত্বং 'গতঃ' প্রাপ্তঃ। ৬২।

গর্গাচার্য্য নন্দকে বলিতেছেন হে নন্দ! তোমার এই পুত্র

১ ভূতগ্রাম—পাপী সমূহকে।

২ ডুভৃঙ্—বিশ্বম্ভর শব্দের ধাতু ডুভৃঙ্।

৩ শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে—আপনাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিচয় দিয়া।

৪ গর্গমহাশয়—গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে কলিযুগের অবতার চৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিযুগে শরীর ধারণ করাতে ইঁহার তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে; যথা শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। ৬২ ॥

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি (১)
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি।
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ;
এই (২) সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ'। ৬৩ ॥

'দ্বাপরে' দ্বাপরযুগে 'ভগবান্' যদ্রূপঃ স্যাৎ তদাহ 'শ্যামঃ' কৃষ্ণবর্ণঃ 'পীতবাসাঃ' পীতং স্বর্ণবর্ণং বাসো যস্য 'নিজায়ুধঃ' নিজানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি বংশ্যাদীনি যস্য 'শ্রীবৎসাদিভিঃ' কৌস্তুভধ্বজবজ্রাদিভিঃ 'অঙ্কৈঃ' চিহ্নৈঃ 'লক্ষণৈশ্চ' 'উপলক্ষিতঃ' যুক্তঃ। ৬৩।

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস ও বংশী আদি নিজায়ুধধারী, এবং ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছেন। ৬৩ ॥

---

১ শুক্ল ইত্যাদি—সত্যযুগে শুক্লবর্ণ হংসাবতারে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হয় গ্রীবাবতারে, এবং কলিযুগে পীত অর্থাৎ গৌরবর্ণ চৈতন্যাবতারে।

২ এইসব ইত্যাদি—আগম, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের এই মর্ম্ম।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার ;
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার। (১)
তপ্তহেম সমকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর,
নব মেঘ জিনি কণ্ঠ ধ্বনি যে গভীর।
দৈর্ঘ্য (২) বিস্তারে, যেই আপনার হাত,
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত।
ন্যগ্রোধ (৩) পরিমণ্ডল হয় তাঁর নাম ;
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল লোচন,
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন।
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা পরায়ণ,
সুশীল ভক্তবৎসল সর্ব্বভূতে সম।
চন্দন (৪) অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ
নৃত্যকালে পরি, করেন্ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন (৫)
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন।

---

১ তথিলাগি—পাপরাহিত্যের বর্ণ শুক্ল ; যজ্ঞধর্ম্ম বর্ণ রক্ত ; নাম সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বর্ণ পীত। নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন জন্য গৌরাঙ্গাবতারে পীতবর্ণ হইয়াছেন।

২ দৈর্ঘ্যবিস্তারে—দৈর্ঘ্যের বিস্তার অর্থাৎ উচ্চতা।

৩ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যে বৃক্ষের বাহুমূল অর্থাৎ বয়া দ্বারা নিম্নদেশ বা গুঁড়ি বেষ্টিত হয় এরূপ বৃক্ষ বিশেষ। এখানে নিজহস্তের চারিহস্ত পরিমিত পরম সুন্দর মহাপুরুষ বুঝাইতেছে।

৪ চন্দন অঙ্গদবালা—চন্দনের বাজু ও বালা অর্থাৎ বাহু ও করে চন্দন দেওয়াতে বাজু ও বালার ন্যায় হয়।

৫ বৈশম্পায়ন—মহাভারত বক্তা ব্যাসশিষ্য।

দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ ;
দুই লীলার চারি (১) চারি নাম বিশেষ।

তথাহি শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্মে একোনপঞ্চাশতধিক-শতাধ্যায়ে সহস্রনাম্নি সহস্রনাম স্তোত্রং

'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী,
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ'। ৬৪ ॥*

'সুবর্ণবর্ণঃ' সুবর্ণবর্ণবৎবর্ণো যস্য 'হেমাঙ্গঃ' হেমবৎ গলিতস্বর্ণবৎ অঙ্গং যস্য ঔজ্জ্বল্যাৎ কোমলত্বাচ্চ; 'বরাঙ্গঃ' শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ 'চন্দনাঙ্গদী' চন্দনং অঙ্গদং বলয়যস্য 'সন্ন্যাসকৃৎ' সন্ন্যাসকারী 'সমঃ' সর্ব্বত্র সমভাবঃ 'শান্তঃ' উদ্বেগরহিতঃ 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ' নিষ্ঠা একাগ্রচিত্ততা শান্তিঃ নিবৃত্তিঃ তয়োঃ নিপুণঃ। ৬৪।

স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার গৌরবর্ণ, অঙ্গ গলিত স্বর্ণের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি শ্রেষ্ঠ এবং চন্দন ভূষায় ভূষিত ; তিনি সন্ন্যাসকারী, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, শান্ত এবং নিষ্ঠা ও শান্তি গুণযুক্ত। ৬৪ ॥

---

১ চারি চারি—পরবর্ত্তী শ্লোকের ৮টী নামের প্রথম দুই পাদের ৪টী নাম চৈতন্যের আদিলীলায় ও শেষ দুই পাদের ৪টী নাম শেষলীলায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* এই শ্লোকের প্রথম দুইপাদ অনুশাসন পর্ব্বের দান ধর্ম্মের ১৪৯ অধ্যায়ের ৯২ শ্লোক হইতে এবং শেষ দুইপাদ ৭৫ শ্লোক হইতে গৃহীত। এই দুই শ্লোকের পাঠ এইরূপঃ—

'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীর চলশ্চলঃ।' ৯২।
'ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্
সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ'। ৭৫।

ব্যক্ত করি, ভাগবতে কহে আরবার,
কলিযুগে ধর্ম্ম, নাম সংকীর্ত্তন সার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

'ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু'। ৬৫ ॥

• হে 'উর্ব্বীশ' হে ক্ষিতীশ 'দ্বাপরে' দ্বাপরযুগে 'নানাতন্ত্রবিধানেন' নানাশাস্ত্রাদিবিচারেণ 'জগদীশ্বরং' 'স্তুবন্তি' স্তবং কুর্ব্বন্তি লোকাঃ 'তথা' তেন প্রকারেণ 'কলাবপি' কলিকালেঽপি কীর্ত্তনৈঃ স্তুবন্তি 'ইতি' ত্বং 'শৃনু'। ৬৫।

হে রাজন্! আপনি শ্রবণ করুন্; দ্বাপরযুগে যেরূপ নানা শাস্ত্র কথা বলিয়া লোক সকল জগদীশ্বরের স্তব করিবে, কলিকালেও সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া স্তব করিবে। ৬৫ ॥

তত্রৈব ঊনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ'। ৬৬ ॥

' 'সুমেধসঃ' সাধবঃ 'সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ' সঙ্কীর্ত্তনরূপৈঃ 'যজ্ঞৈঃ' ভগবন্তং 'যজন্তি' ভজন্তে 'হি' নিশ্চিতং। তং কীদৃশং 'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণং বর্ণয়তি যস্তং অথবা কৃষ্ণৌ বর্ণৌ যত্র স তং 'ত্বিষা' দেহকান্ত্যা 'অকৃষ্ণং' গৌরকান্তিকং 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং' অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গানি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ অস্ত্রাণি ভগবন্নামরূপাণি পার্ষদাঃ গদাধর পণ্ডিতাদয়ঃ তৈঃসহ বর্ত্তমানং। ৬৬।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ যাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে; যাঁহার দেহকান্তি গৌরবর্ণ এবং সাঙ্গোপাঙ্গ দ্বারা যিনি পরিবেষ্টিত, এবং ভগবন্নামই যাঁহার অস্ত্রস্বরূপ, তাঁহাকে সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা সাধু সকল যাজনা করিয়া থাকেন। ৬৬ ॥

শুন ভাই! এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা।
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে;
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজসুখে।
'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ; (১)
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন।
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ;
আর (২) বিশেষণে তাহা করে নিবারণ।
(৩) দেহ কান্ত্যে হয় তিহঁ অকৃষ্ণ বরণ;
অকৃষ্ণ বরণে কহি পীত বরণ।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে প্রথমশ্লোকঃ

'কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভি যজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখ বিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ

---

১ দুইত প্রমাণ—'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের দুই অর্থ; প্রথম কৃষ্ণ বর্ণ বা কাল বর্ণ যাঁর; দ্বিতীয় যিনি কৃষ্ণের বিষয় বর্ণনা করেন। 'এই সে প্রমাণ' পাঠও আছে।

২ আর বিশেষণে—'ত্বিষা অকৃষ্ণ' এই অন্য বিশেষণে কৃষ্ণবর্ণঅর্থ নিরাকৃত হইতেছে।

৩ দেহ কান্ত্যে—দেহ কান্তিতে।

উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমযুষাং
সদেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু' ॥ ৬৭ ॥

'বিদ্বাংসঃ' পণ্ডিতাঃ 'কলৌ' কলিযুগে 'উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ' সং-কীর্ত্তনরূপৈঃ 'মখবিধিভিঃ' যজ্ঞবিধানৈঃ 'যং' 'দ্যুতিভরাৎ' কান্ত্যতিশয়াৎ 'অকৃষ্ণাঙ্গং' গৌরাঙ্গং 'কৃষ্ণং' 'স্ফুটং' প্রকাশ্যং যথাস্যাত্তথা 'অভিযজন্তে' সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চয়ন্তি 'যং' কৃষ্ণং 'অখিলচতুর্থাশ্রমযুষাং' চতুর্থাশ্রমং সন্ন্যাসাশ্রমং তং যুষন্তে সেবন্তে যে তে চতুর্থাশ্রমযুষঃ তেষাং অখিলানাং সমগ্রাণাং চতুর্থাশ্রমযুষাং অখিলচতুর্থাশ্রমযুষাং 'উপাস্যঞ্চ' আরাধ্যঞ্চ 'প্রাহুঃ' কথয়ন্তি সঃ 'চৈতন্যাকৃতিঃ' 'দেবঃ' 'অতিতরাং' শীঘ্রং 'নঃ' অস্মান্ 'কৃপয়তু' কৃপাং করোতু। ৬৭।

পণ্ডিত সকল কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ বিধান দ্বারা যে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং সমস্ত সন্ন্যাসাশ্রমধারীদিগের উপাস্য বলিয়া যাঁহাকে তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন; সেই চৈতন্যকৃতি দেব আমা-দিগকে শীঘ্র কৃপা করুন ॥ ৬৭ ॥

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি;
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তম স্তুতি (১)।
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে,
অঙ্গ, উপাঙ্গ, (২) নাম, নানা অস্ত্র ধরে।

---

১ তমস্ততি—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিস্তৃতি।
২ অঙ্গ, উপাঙ্গ, নাম ইত্যাদি—সং ৬৬ শ্লোক দেখ।

ভক্তির বিরোধী (১) কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ;
তাহার কল্মষ নাম সেই মহা তমঃ।
বাহুতুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়,
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে অষ্টম-শ্লোকঃ

'স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেম নিবহং ?
সদেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু' ॥ ৬৮ ॥

'যস্য' চৈতন্যস্য 'স্মিতালোকঃ' হাস্যযুক্তদৃষ্টিঃ 'জগতাং' জগজ্জনানাং 'শোকং' দুঃখং 'পরিতঃ' সর্ব্বতঃ 'হরতি' 'তু' পুনঃ যস্য 'গিরাং' বচনানাং 'প্রারম্ভঃ' বচনাভাসঃ ইত্যর্থঃ 'কুশলপটলীং' মঙ্গলরূপজ্যোৎস্নাং 'পল্লবয়তি' প্রস্ফুটয়তি, যস্য 'পদালম্ভঃ' পদাশ্রয়ঃ 'কংবা' কংবা জনং 'প্রেমনিবহং' যথাস্যাত্তথা 'প্রণয়তি' সুখয়তি 'নহি' অপিতু সুখয়ত্যেব 'সঃ' 'চৈতন্যাকৃতিঃ' 'দেবঃ' 'অতিতরাং' শীঘ্রং 'নঃ' অস্মান্ 'কৃপয়তু'। ৬৮।

যাঁহার হাস্যযুক্ত দৃষ্টি জগৎবাসীর শোক সর্ব্বতোভাবে হরণ করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ মাত্রেই জগতে মঙ্গলরূপ-জ্যোৎস্না প্রস্ফুটিত হয়, এবং যাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে

---

১ ভক্তির বিরোধী ইত্যাদি—ভক্তি শাস্ত্রের বিরোধী যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, ধর্ম্মশাসন অথবা অধর্ম্মকার্য্য তাহাকেই পাপরূপ অন্ধকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রেম পাইয়া সকলেই সুখী হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব শীঘ্র আমাদিগকে কৃপা করুন॥ ৬৮॥

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ, যেই করে দরশন;
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন।
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে;
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে।

তথাহি অঙ্গোপাঙ্গনামাস্ত্রাবতারঃ শ্রীরূপগোস্বামিভিরপিস্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে প্রথম শ্লোকে নিরূপিতোঽস্তি

'সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভি গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজন মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদং'॥৬৯॥

যঃ 'শ্রীমান' চৈতন্যঃ 'স্বভক্তেভ্যঃ' 'শুদ্ধাং' নির্ম্মলাং 'নিজভজনমুদ্রাং' মধুররসাশ্রিতভক্তিং 'উপদিশন' সন 'গিরিশ পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ' শিবব্রহ্মাদিভিঃ'ধৃতমনুজকায়ৈঃ' ধৃতমনুষ্য শরীরৈঃ তথা'প্রণয়িতাং'প্রেমানন্দতাং 'বহদ্ভিঃ'প্রাপয়দ্ভিঃ 'গীর্ব্বাণৈঃ' দেবৈঃ সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রাদিভিঃ 'সদা' 'উপাস্যঃ' উপাসনীয়ঃ 'সঃ' 'চৈতন্যঃ' 'কিম' অহো আশ্চর্য্যং 'মে' মম 'দৃশোঃ' নয়নয়োঃ 'পদং' গোচরং 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'যাস্যতি' গোচরী ভবিষ্যতি।৬৯।

যিনি স্বভক্তদিগকে মধুর রসাশ্রিত শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহাকে ব্রহ্মাদিদেবগণ সার্ব্বভৌমপ্রতাপরুদ্রাদিরূপে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া এবং প্রেমে জগৎ প্লাবিত

করিয়া সর্ব্বদা উপাসনা করিয়াছেন, সেই শ্রীমান্ চৈতন্যদেব কি আর আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৬৯ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন। (১)
'অঙ্গ' শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন ;
'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' কহে শাস্ত্র পরমাণ ;
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান। (২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্ব দেহিনা
মাত্মাস্য ধীশাখিল লোকসাক্ষী
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া' ॥ ৭০ ॥

অন্য ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (৪৬ সং) শ্লোকে দ্রষ্টব্যা।৭০।

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ ;
সে তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ।
'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' কহে সেহ সত্য হয়।
(৩) মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দময়।

---

১ অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র—অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্রই তাঁহার কার্য্য সাধন করে।

২ অঙ্গের অবয়ব—অঙ্গের প্রত্যেক অবয়বের নাম উপাঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গের অংশ।

৩ মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দময়—মায়াবাদ মতে ঈশ্বরের সমুদায় সৃষ্টি মিথ্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এখানে ঐমত নিন্দনীয় হইয়াছে। নারায়ণ প্রভৃতি অঙ্গোপাঙ্গগণ ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি ও আনন্দ

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ;
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ।
অঙ্গোপাঙ্গতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে;
(১) সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে।
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ (২) হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
শ্রীবাসাদি পারিষদগণ সঙ্গে লঞা;
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া। (৩)
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায় (৪)।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপপাষণ্ডী পলায় (৫)।
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য (৬)।

শক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা।

১ সেইসব অস্ত্র ইত্যাদি—অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্রদ্বারা পাপীদিগকে মর্দ্দন করেন।

২ সাক্ষাত হলধর—নিত্যানন্দরূপে বলরামের অবতার।

৩ দুই সেনাপতি বুলে—ধর্ম্মযুদ্ধে চৈতন্যের দুই সেনাপতি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। বুলে—ভ্রমণ করেন।

৪ পাষণ্ড দলন বানা—পাষণ্ডদলন বান্ অর্থাৎ পাষণ্ডকে যিনি দলন করেন। কেদার বাবু কহেন 'বানা' পশ্চিম দেশীয় শব্দ, ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চিহ্ন বিশেষ।

৫ আচার্য্যহুঙ্কারে—অদ্বৈতাচার্য্যের গভীর সংকীর্ত্তন নাদে পাপ অর্থাৎ পাপী ও পাষণ্ডী অর্থাৎ বিদ্রূপকারী পলাইয়া যায়।

৬ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে—সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে যে ভজন করে সেই ধন্য হয়।

সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার।
'কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম'
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম।(১)
কৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে। (২)

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামি-বাক্যং

'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ' ॥৭১॥

'কলৌ' কলিযুগে 'সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ' করণভুতৈঃ বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যং' 'আশ্রিতাঃ স্ম' আশ্রয়ং প্রাপ্নুমঃ। কীদৃশং কৃষ্ণচৈতন্যং তদাহ 'অন্তঃকৃষ্ণং' অন্তরি কৃষ্ণলীলারহস্যময়ং 'বহি র্গৌরং' বাহ্যে গৌরবর্ণং 'দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং' অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ আদিশব্দেন শ্রীবাসাদিঃ; দর্শিতাঃ অঙ্গোপাঙ্গাদি বৈভবাঃ যেন, যদ্বা দর্শিতাঃ অঙ্গাদিভ্যঃ বৈভবাঃ যেন তৎ। ৭১।

যিনি অন্তঃকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণলীলারহস্যময় এবং বাহিরে গৌরাঙ্গ; এবং যিনি অঙ্গোপাঙ্গাদি বৈভব প্রকাশ করিয়া-

---

১ কোটি অশ্বমেধ ইত্যাদি—যে ব্যক্তি বলে যে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক কৃষ্ণ নামের তুল্য, সেও পাষণ্ডী। কৃষ্ণ নামের তুলনা নাই, ইঁহাই ধ্বনিত হইয়াছে।

২ এই শ্লোক—অর্থাৎ পশ্চাৎ উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক। জীব গোসাঞি—শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতষ্পুত্র।

ছেন; কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করি ॥ ৭১ ॥

---

*উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচন;
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন।

তথাহি কচিদুপপুরাণে

'অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্' ॥৭২॥

হে 'ব্রহ্মন্' ব্যাস 'অহমেব' 'কলৌ' 'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিৎকালে নতু সর্ব্বস্মিন্ কলিযুগে 'সন্ন্যাসাশ্রমং' 'আশ্রিতঃ' সন্ 'পাপ-হতান্' 'নরান্' সর্ব্বান্ 'হরিভক্তিং' 'গ্রাহয়ামি'। ৭২।

হে ব্যাস! আমি কলিযুগের কোন সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত লোকদিগকে হরিভক্তি প্রদান করিব ॥ ৭২ ॥

ভাগবত, ভারত শাস্ত্র, আগম, পুরাণ
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ।
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব,
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব(১)।
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ;
উলুকে (২) না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।

---

* উপপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের বহির্গত পুরাণ বিশেষ।

১ অনুভাব—তেজ বা মহিমা।

২ উলুক—পেচক।

তথাহি শ্রীসম্প্রদায়মতকৃদ্‌যামুনাচার্য্য কৃতালকমন্দার-স্তোত্রে পঞ্চদশ শ্লোকে

'ত্বং শীলরূপ চরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্ট- *
সত্বেন সাত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ
প্রখ্যাত দৈব পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং' ॥ ৭৩ ॥



বৈষ্ণবসম্প্রদায়া শ্চত্বারঃ শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকাঃ শ্রীসম্প্রদায়স্য প্রধানাচার্য্যঃ শ্রীরামানুজস্বামী তস্য গুরুঃ শ্রীযামুনাচার্য্য স্তেনালক-মন্দারস্তোত্রং বর্ণিতং। বৃত্তান্তমস্য ভক্তমালগ্রন্থে দশমমালায়াং দ্রষ্টব্যং।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'এব' 'শাস্ত্রৈঃ' 'প্রখ্যাতঃ' বিদিতোঽসি কিন্তু 'অসুরপ্রকৃতয়ঃ' লোকাঃ ত্বাং 'বোদ্ধুং' 'ন' 'প্রভবন্তি' ন সমর্থা ভবন্তি। কীদৃশৈঃ শাস্ত্রৈঃ 'শীলরূপচরিতৈঃ' ভগবতঃ শীলরূপ-চরিতানি যেষু তৈঃ পুনঃ 'পরমপ্রকৃষ্টসত্বেন' উৎকৃষ্টশুদ্ধলক্ষণেন 'সাত্বিকতয়া' বিশুদ্ধ স্বভাবতয়া 'প্রবলৈঃ' প্রধানৈঃ তথা 'দৈব-পরমার্থবিদাং' দৈবং শুভাশুভং পরমার্থঃ যথার্থসিদ্ধান্ত স্তৌ বিদন্তি যে তেষাং ব্যাসাদিমুনীনামিত্যর্থঃ 'মতৈশ্চ' প্রবলৈরি-তিশেষঃ ॥ ৭৩ ॥

হে ভগবন্! আপনার শীল, রূপ ও চরিত্র যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যাহাতে শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সাত্বিক ভাবই প্রধানরূপে।

চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান আচার্য্য রামানুজস্বামী; তাঁহার গুরু শ্রীযামুনাচার্য্য অলকমন্দার নামে যে স্তবাবলী রচনা করেন এই শ্লোক তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তমালগ্রন্থের দশম মালা দেখ। চারি সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও চতুঃসন।

বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্যাসাদি পরমার্থবিৎ মুনি সকলের মতই যাহার প্রবল মত, আপনি সেইরূপ শাস্ত্রদ্বারাই বিদিত হয়েন। তদ্ভিন্ন অসুরপ্রকৃতি লোক সকল আপনাকে জানিতে পারেনা॥ ৭৩॥

আপনা লুকাইতে নানা যত্ন করে;
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে।

তথাহি শ্রীসম্প্রদায়মতকৃদ্‌যামুনাচার্য্য কৃতালকমন্দার-স্তোত্রে অষ্টাদশশ্লোকঃ

'উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতি শায়ি
সম্ভাবনং তবপরিব্রঢ়িম স্বভাবং
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ' ॥৭৪॥

হে ভগবন্! 'উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসম্ভাবনং' ত্রিবিধঃ সীমা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালস্য যদ্বা ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানস্য ইত্যর্থঃ তস্য ত্রিবিধসীম্নঃ সমং চ অতিশয়ঞ্চ তয়োঃসমাহারঃ সমাতিশায়ি অত্যন্তং, সম্ভাবনং যোগ্যতা; উল্লংঘিতং ত্রিবিধ-সীম্নঃ সমাতিশায়ি সম্ভাবনং যেন তম্। 'ভবতাপি' ত্বয়াপি 'মায়াবলেন' করণভূতেন 'নিগুহ্যমানং' গোপ্যমানং 'তব' 'পরি' সর্ব্বতোভাবে 'ব্রঢ়িমস্বভাবং' গোপনীয় চরিত্রং 'ত্বদনন্যভাবাঃ' ত্বয়ি নাস্তি অন্যভাবো যেষাং তে ভক্তা ইত্যর্থঃ 'কেচিৎ' জনাঃ 'অনিশং' নিরন্তরং 'পশ্যন্তি'। গোপনীয়ং তব চরিত্রং ভক্তা এব নতু অন্যে দ্রষ্টুং শক্নুবন্তি ইতিভাবঃ। ৭৪।

হে ভগবন্! আপনার গোপনীয় চরিত্র ত্রিবিধ সীমার*

---

* ত্রিবিধ সীমা—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সীমা, বা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সীমা অথবা দেশকাল চিন্তার সীমা।

পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং আপনিও মায়াবলে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন; কেবল আপনাতে অনন্যভাব কোন কোন ভক্তেরাই তাহা নিরন্তর দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৭৪ ॥

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভুনাহি জানে;
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে।

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য পঞ্চদশ বিলাসে একাশীত্যধিক শতাঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং

'দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ' ॥ ৭৫॥

'অস্মিন্' 'লোকে' পৃথিব্যাং 'দ্বৌ' দ্বিপ্রকারৌ 'ভূতসর্গৌ জীবসৃষ্টী ভবতঃ কৌ তৌ 'দৈবঃ' দেবভাবাপন্নঃ 'আসুর এবচ' অসুরস্বভাবশ্চ। 'দৈবঃ' কিন্তুতঃ 'বিষ্ণুভক্তিপরঃ' ঈশ্বরভক্তিপরায়ণঃ 'আসুরঃ' অসুরপ্রকৃতয়ঃ 'তদ্বিপর্য্যয়ঃ' বিষ্ণুভক্তিবিপর্য্যয়ঃ কদর্য্য স্বভাবঃ। ৭৫।

এই পৃথিবীতে দুই প্রকার জীবসৃষ্টি আছে; দৈব ও আসুর। যিনি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ তিনি দৈব; আর যে তাহার বিপরীত স্বভাব সেই আসুর ॥ ৭৫ ॥

আচার্য্য গোসাঞি, প্রভুর ভক্ত অবতার;
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার (১)।
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন্ অবতার;
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার।

১ হুঙ্কার—কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য হুঙ্কার করিয়া হরিধ্বনি করিয়াছিলেন।

পিতা, মাতা, গুরু আদি যত মান্যগণ,
প্রথমে করান্ সবার পৃথিবীতে জনন।
মাধব, (১) ঈশ্বর পুরী, (২) শচী, জগন্নাথ(৩)
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট(৪)হৈল সেইসাথ।
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার
কৃষ্ণ ভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার। (৫)
কেহপাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ;
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ।(৬)
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়,
বিচার করেন 'লোকের কৈছে হিত হয়?
'আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন্ অবতার,
'আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার।
'নাম বিনা কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
'কলিকালে কৈছে হব কৃষ্ণ অবতার?

---

১ মাধব—অর্থাৎ মাধবেন্দ্রপুরী। ইনি মধ্বাচার্য্য মঠের একজন প্রধান সন্ন্যাসী। ইঁহার শিষ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীঈশ্বরপুরী। সুতরাং ইনি চৈতন্যের গুরুর গুরু। ভক্তমাল দশম মালা দেখ।

২ ঈশ্বরপুরী—ইঁহার নিকট গয়াক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য শিষ্য হইয়াছিলেন।

৩ শচী জগন্নাথ—শ্রীচৈতন্যের মাতা ও পিতা।

৪ প্রকট—প্রকাশ।

৫ কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন ইত্যাদি—আচার্য্য দেখিলেন যে সকল সংসারে কৃষ্ণ-ভক্তির লেশ মাত্র নাই; কেবল বিষয় ব্যবহারেই পূর্ণ।

৬ কেহ পাপে কেহ পুণ্যে &c.—কেহ পাপাচারে বিষয় ভোগ করিতেছে; কেহবা বৈদিক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু তাহার কিছুতেই ভক্তির লেশমাত্র নাই; অথচ ভক্তি বিনা ভবযন্ত্রণার শান্তি হইতে পারে না।

'শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
'নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন।
'আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
'তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার'(১)
কৃষ্ণবশ করিবেন কোন্ আরাধনে(২)
বিচারিতে, এক শ্লোক হৈল তাঁর মনে।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশ বিলাসে দশাধিক-শতাঙ্কধৃতং গৌতমীয় তন্ত্রে নারদবচনং

'তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ' ॥৭৬॥*

'ভক্তবৎসলঃ' হরিঃ 'তুলসীদলমাত্রেণ' তুলসীপত্রপ্রদানেন 'বা' পুনঃ 'জলস্য' 'চুলুকেন' প্রদত্তজলাঞ্জলিনা করণেন 'ভক্তেভ্যঃ' 'স্বং' স্বকীয়ং 'আত্মানং' 'বিক্রীণীতে' সমর্পয়তী-ত্যর্থঃ। ৭৬।

ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীদল বা জলাঞ্জলি দিবামাত্রেই ভক্ত-বৎসল হরি ভক্তদিগকেআত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন ॥৭৬॥

---

১ অদ্বৈতনাম—অর্থাৎ যাঁহার প্রভাবের তুল্য আর দ্বিতীয় প্রভাব নাই।

২ কোন্ আরাধনে—কিরূপ প্রণালীতে আরাধনা করিলে শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিতে পারিবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে একটি শ্লোক মনে হইল।

* ইহার পর কোন কোন পুস্তকে বৃহদ্গৌতমী তন্ত্র হইতে তুলসী মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে আরও দুইটি উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে ঐ দুই শ্লোক দেখা গেলনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাঙ্গালা পয়ারে যখন একটি উদ্ধৃত শ্লোকের বিষয়েরই উল্লেখ আছে, তখন ঐ দুইটি শ্লোক যে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা কদাচ অনুভব সিদ্ধ নহে। সুতরাং ঐ ২টী শ্লোক মূল হইতে পরিত্যক্ত হইল। সে দুইটী শ্লোক এইঃ—

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন্ বিচারণ—(১)
'কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন;
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন ঃ—
"জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্যধন"।
তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন'।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন;
গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি, করেন্ সমর্পণ।
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘনে হুঙ্কার।
এইমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু;
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার, ধর্ম্ম-সেতু। (২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মস্তুতি বচনং

'ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিত পথো ননু নাথ পুংসাং

'সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ,
মঞ্জরী সাতু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে'।
'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তথাচ মঞ্জরী হরেঃ
তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাং'।

এই শ্লোকের শেষ চরণ হইতে 'তারে আত্মাবেচি' এই শ্লোক পর্য্যন্ত অদ্বৈতের চিন্তা; ইহার মধ্যে 'জলতুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন' এই পাদ কৃষ্ণের চিন্তোক্তি অদ্বৈতের মুখে অভিব্যক্ত।

ভক্তের ইচ্ছায়—ভক্ত অদ্বৈতের ইচ্ছায় অবতার হইলেন। ঐ অবতার ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ।

যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়' ॥৭৭॥

'নাথ' হে ভগবন্! 'শ্রুতেক্ষিতপথঃ' শ্রুতেন ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রবিচার শ্রবণেন বেদাদিশ্রবণেন ইত্যর্থঃ ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থা যস্য সঃ 'ত্বং' 'পুংসাং' পুরুষাণাং 'ভক্তিযোগ পরিভাবিতহৃৎসরোজে' ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎপদ্মে 'ননু' নিশ্চিতং 'আস্সে' তিষ্ঠসি। হে 'উরুগায়' 'তে' পুমাংসঃ ত্বদ্ভক্তাঃ 'যদ্‌যদ্ধিয়া' মনসা যদ্‌যদ্রূপং 'বিভাবয়ন্তি' ধ্যায়ন্তি 'সদনুগ্রহায়', সতাং ভক্তানামনুগ্রহায় 'তত্তদ্বপুঃ' তত্তৎরূপং 'প্রণয়সে' প্রকটয়সি ॥৭৭॥

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতেছেন হে নাথ! শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তোমার পথ দেখিতে পাইলে এবং ভক্তিযোগের দ্বারা হৃৎপদ্ম শোধিত হইলে পুরুষদিগের হৃদয়সরোজে তুমি অধিষ্ঠিত হও; হে উরুগায়! ভক্ত সকল মনে মনে তোমার যে যে রূপ ধ্যান করেন, তুমি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেই সেই রূপই প্রকটিত কর ॥৭৭॥

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার—(১)
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে—(২)
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে।

---

১ সংক্ষেপের সার—পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের সারার্থ সংক্ষেপতঃ এই যে ভক্তের ইচ্ছাতেই কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার হইয়া থাকে।

২ চতুর্থ শ্লোকের ইত্যাদি—'অনর্পিতচরীং' এই শ্লোকের অর্থ এই সুনিশ্চিত হইল যে গৌরাঙ্গ প্রেম প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার সামান্য কারণং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং
বলোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥৭৮॥

'বালোঽপি' শাস্ত্রানভিজ্ঞোঽপি 'শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন' শ্রীচৈতন্যকৃপামাত্রেণ 'শাস্ত্রং' পুরাণাদিকং 'দৃষ্ট্বা' 'ব্রজবিলাসিনঃ' গোবিন্দস্য 'তদ্রূপস্য' তস্য রূপস্য 'বিনির্ণয়ং' বস্তুতত্ত্বনিরূপণং 'কুরুতে' অহমপি করোমীত্যর্থঃ। ৭৮।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্রাদি দেখিয়া ব্রজবিলাসী ভগবানের বস্তুতত্ত্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন ; অতএব আমিও তাহাই করিতেছি ॥ ৭৮ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
(১) চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
(২) পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

---

১ চতুর্থ শ্লোক—'অনর্পিত চরীং' ইত্যাদি।
২ পঞ্চম শ্লোক—'রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিঃ' ইত্যাদি।

(১) মূলশ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ,
অর্থ না পাইতে আগে কহিয়ে আভাস।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার—(২)
প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার।
(৩) সত্য এই হেতু, কিন্তু এহ বহিরঙ্গ;
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।
(৪) পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে,
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে।
(৫) স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ;
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন।

---

১ মূল শ্লোকের অর্থ ইত্যাদি—মূল শ্লোক 'অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বাভাস বর্ণন করিতেছি।

২ এই কৈল—এই করিলাম। 'অনর্পিতচরীং' এই শ্লোকের সারার্থ এই যে ভগবৎপ্রেম ও ভগবন্নাম প্রচার করিবার জন্যই চৈতন্যাবতার হইয়াছেন।

৩ সত্য এই হেতু ইত্যাদি—উপরুক্ত কারণ সত্য বটে; কিন্তু তাহা বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিক কারণ; ইহার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গোপনীয় আর একটি কারণ আছে; তাহা পরের শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। 'এহ'—অর্থাৎ ইহাও।

৪ পূর্ব্বে যেন ইত্যাদি—ভাগবত ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে প্রচারিত হইয়াছে যে পৃথিবীর পাপহরণ করিবার জন্যই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাহা যেরূপ ঐ ঐ অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, নাম ও প্রেম প্রচার করা চৈতন্যাবতারের সেইরূপ বহিরঙ্গ কারণ। যেন—যেরূপ। শাস্ত্রেতে—মহাভারতাদিতে। ভারহরণ—অসুর প্রকৃতি লোকদিগের পাপানুষ্ঠানে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হয়; তাহার হরণ অর্থাৎ নিবারণ।

৫ স্বয়ং ভগবানের ইত্যাদি—স্বয়ং ভগবান্ পৃথিবীর ভার হরণ জন্য অবতীর্ণ

(১) কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল ;
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল।
(২) পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ;
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।
(৩) নারায়ণ চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার,
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ;

হয়েন না। তাহার কারণ এই যে স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু যিনি জগৎ রক্ষা করেন, তিনিই ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তবে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া অসুর নাশ করিলেন কেন? তাহার কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই ইত্যাদি—তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৭০ পৃষ্ঠায় পূর্ণাবতার সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে সে ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ ৩৯৭৬ যুগে স্বয়ং ভগবান্ একবার অবতীর্ণ হয়েন। এবং ঐ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে ঐ নিয়মানুসারে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের সাতাইস চতুর্যুগ গতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরযুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ শেষ দ্বাপরই তাঁহার নিরূপিত অবতার কাল বলিয়া এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর তৎকালের অবস্থানুসারে ঐ অবতারকালের সময়েই আবার পাপভার হরণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই ঐ উভয় কাল এক সময়ে মিশ্রিত হওয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে।

পূর্ণ ভগবান্—যে সময়ে পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন যতকিছু অংশাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলেই তাঁহার শরীরে প্রবেশ করত প্রকাশিত হয়। এই নিয়মানুসারে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু যাঁহাকে তৎকালে ভুভার হরণ জন্য স্বতন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে হইত, তিনিও ঐ সুযোগে কৃষ্ণ অঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়া ভারহরণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নারায়ণ চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহ মধ্যেস্থিত ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে সং ৭মাং ১১ শ্লোক

সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে;
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।
আনুসঙ্গকর্ম্ম এই অসুর মারণ;
যে লাগি অবতার কহি সে মূলকারণ।
রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ;
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম। (১)
'ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত;
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত। (২)
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন;
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।
আমাকে ত যে যে ভক্ত, ভজে যেই ভাবে;
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ' ॥৭৯॥

দেখ। ইনি যুগাবতার হইয়া থাকেন। মৎস্যাবতার—মৎস্যাদি দশাবতার; ইঁহারা অংশাবতার; ৩৩সং শ্লোক দেখ। মন্বন্তরাবতার—ইঁহারা শক্ত্যাবেশাবতার।

এই দুই হেতু হৈতে—তিনি রস স্বরূপ ও করুণ হৃদয় এই উভয় কারণ হইতে তাঁহার মনে ইচ্ছার সঞ্চার হয়। যেরূপে ঐরূপ ইচ্ছার উদ্গম হয় তাহা পরবর্ত্তী ১৫টী শ্লোকে কৃষ্ণের স্বগত উক্তির দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।

ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি—এই শ্লোক হইতে কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা আরম্ভ হইয়া

হে 'পার্থ' অর্জ্জুন! 'যথা' যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কাম-তয়া বা 'যে' যে লোকাঃ 'মাং' 'প্রপদ্যন্তে' ভজন্তে 'তান্' 'অহং' 'তথৈব' তদপেক্ষিতফলদানেন 'ভজামি' অনুগৃহ্লামি; যতঃ 'সর্ব্বশঃ' সর্ব্বপ্রকারাঃ 'মনুষ্যাঃ' 'মম' এব 'বর্ত্ম' ভজনমার্গং 'অনুবর্ত্তন্তে'। ৭৯।

ভগবান্ অর্জ্জুন কে বলিতেছেন হে পার্থ! যাহারা যদ্রূপে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে তদ্রূপে অনুগ্রহ করি; কারণ সকলেই আমার সেবাপথে অনুগমন করিতেছে ॥৭৯॥

'মোর পুত্র, মোরা সখা, মোর প্রাণপতি, (১)
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি;
আপনাকে বড়মানে, আমারে সম, হীন; (২)
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে গোপীঃপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ' ॥৮০॥

'ব্রজের নির্ম্মল রাগ' ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। 'ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে' পাঠও আছে।

মোর পুত্র ইত্যাদি—কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা চলিতেছে। ইহার মধ্যে এই শ্লোকের প্রথমপাদে ভক্তের মনের ভাব কৃষ্ণোক্তির দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম পাদের ৩টী 'মোর' শব্দ ভক্তের প্রতি ও দ্বিতীয় পাদের 'মোর' শব্দ কৃষ্ণের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমারে সম, হীন—'প্রাণপতি' অর্থাৎ মধুরভাবে ও 'সখা' অর্থাৎ সখ্য-

'ভূতানাং' প্রাণিনাং 'ময়ি' বিষয়ে 'ভক্তিঃ' ভক্তিমাত্রমেবৈতা-বৎ 'অমৃতত্বায়' পরিত্রাণায় পার্ষদভক্তভাবায় বা 'কল্পতে' যোগ্যোভবতি। 'হি' যতঃ 'ভবতীনাং' অমূষাং গোপাঙ্গনানাং 'যৎ' 'মৎস্নেহঃ' ময়ি বিষয়ে প্রেম 'আসীৎ' তৎ মৎ স্নেহ ইতি-শেষঃ 'দিষ্ট্যা' ভদ্রং 'মদাপনঃ' আপয়তি প্রাপয়তীত্যাপনঃ মম আপনঃ মদাপনঃ মৎপ্রাপক ইত্যর্থঃ। ৮০।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের অমৃতের নিমিত্ত কল্পিত হয়; অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ আছে, তাহা মঙ্গলদায়ক ও আমাকে তোমাদের নিকট অর্পণ করে। ৮০।

'মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, (১)
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা, শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ;
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম? (২)
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন;
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার; (৩)
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার।

ভাবে ঈশ্বরকে ভক্ত নিজের সমান, আর 'পুত্র' অর্থাৎ বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে আপনা হইতে হীন ভাবেন।

১ মাতা মোরে—কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা চলিতেছে।

২ তুমি কোন্ বড় ইত্যাদি—বিশুদ্ধ সখ্যভাবে সখা 'তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ' এই বলিয়া আমার স্কন্ধে আরোহণ করেন। কৃষ্ণের স্বগত চিন্তার মধ্যে ইহা কৃষ্ণের মনের ভাব সখার উক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩ এই শুদ্ধ ভক্তি ইত্যাদি—এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তিভাব প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ হইব এবং এইরূপ ভক্তিভাবের নানারূপ লীলা প্রকাশ করিব।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার;
সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার। (১)
মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে (২)
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।
আমিহ না জানি, তাহা না জানে গোপীগণ;
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন।
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন; (৩)
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।

---

১ যাতে মোর চমৎকার—সেই সব লীলার মাধুর্য্যে আমিও চমৎকৃত হইব; অপরের তো কথাই নাই।

২ মোবিষয়ে...নিত্যহরে মন—আমি এইরূপ লীলা প্রকাশ করিব যে যোগমায়া অবতীর্ণা হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবেন। তাঁহার প্রভাবে বৃন্দাবনস্থ গোপীগণ আমাকে উপপতি জ্ঞানে আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্তা হইবেন এবং আমিও তদ্রূপ জ্ঞানে তাঁহাদিগের রূপগুণে মুগ্ধ হইব। উপপতি ভাবের তাৎপর্য্য পরের শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

৩ ধর্ম্মছাড়ি ইত্যাদি—স্বামীর প্রতি বিবাহিতা স্ত্রীর মিলন অনুরাগ ব্যতিরেকেও কেবল বৈধ কর্ত্তব্যানুরোধে হইয়া থাকে; এবং তাহা সর্ব্বদা সুলভ প্রযুক্ত অনুরাগের শিথিলতা জন্মাইয়া একপ্রকার শীতলতায় পরিণত করে; কিন্তু মনের দৃঢ় অনুরাগ ব্যতীত উপপতির সহিত সম্মিলন হয়না। অনুরাগভরে ঐরূপ প্রণয়ীযুগল কেবল মিলনের অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়; দৈবে তাহা কখন ঘটে কখন বা ঘটনা হয়না; অথচ অনুরাগের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে উভয়েই সমর্থ হয়। এইভাব ভক্তজীবনের এক অবস্থায় প্রতীয়মান হয় এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া এখানে এই ভাবের অবতারণা হইয়াছে। সাংসারিক চক্ষে বিষয়াসক্তিকে বৈধ ও নিয়মিত ধর্ম্ম মনে করিলে সংসারকে বিবাহিত পতি বলিতে হয়; কিন্তু ভক্তের মনে যখন ঈশ্বরানুরাগ উপস্থিত হয়, তখন আর বেদাদিবিহিত সাংসারিক ধর্ম্মে তাঁহার চেষ্টা থাকেনা। তখন অনুরাগভরে সংসারপতিকে পরি-

'এইসব রস নির্যাস (১) করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।
(২) ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগমার্গে ভজে যেন, ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষট্-ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ' ॥৮১॥

'ভক্তানাং' সাধূনাং 'অনুগ্রহায়' ভক্তিদান নিমিত্তায় 'মানুষং' 'দেহং' মনুষ্যশরীরং 'আশ্রিতঃ' প্রকটীকৃতঃ সন্ 'তাদৃশীঃ' নর-দেহোপযুক্তাঃ 'ক্রীড়াঃ' লীলাঃ 'ভজতে' কুরুতে ভগবানিতি-শেষঃ 'যাঃ' নরলীলাঃ 'শ্রুত্বা' জন ইতিশেষঃ 'তৎপরঃ' ভগবৎ-পরায়ণঃ ভবেৎ। ৮১।

ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণপতি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনের অবসর খুঁজিয়া বেড়ান; কিন্তু পাছে সংসারের লোকে তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়া উপহাস করে এইজন্য অভিসারিকা স্ত্রীর ন্যায় তিনি সংসারের চক্ষুর অন্তরালে অর্থাৎ নিভৃতে থাকিয়া আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্টিত থাকেন।

১ নির্ষাস—নিশ্চয়। কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা।
এইদ্বারে—ইহা দ্বারা; অর্থাৎ এইরূপ রস প্রকাশ করিয়া ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিব।

২ ব্রজের নির্ম্মল...ধর্ম্মকর্ম্ম—শ্রীবৃন্দাবনের বিশুদ্ধ ভক্তি ও অনুরাগের বিষয় শ্রবণ করিয়া বৈধ ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন অনুরাগপথে আমার ভজনা করে। এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের স্বগত উক্তি শেষ হইল।

ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া সেই সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া লোকদিগের ভগবৎপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য ॥৮১॥

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্ ; সেই ইহা কয় (১)
কর্ত্তব্য অবশ্য এই—অন্যথা প্রত্যবায়।
এইবাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ ; (২)
অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন।
এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ;
(৩) যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম।
(৪) কোন কারণে হৈল, যবে অবতারে মন ;
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সেকালে মিলন।

---

১ 'ভবেৎ' ক্রিয়া...প্রত্যবায়—৮১সং শ্লোকে 'ভবেৎ' এই ক্রিয়া বিধিলিঙ্ অর্থাৎ বিধি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা কথিত হইয়াছে যে ঐ শ্লোকের বর্ণিত বিধি অর্থাৎ ভগবানের লীলা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাহা না করিলে বিধি লঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায় আছে।

২ এই বাঞ্ছা···প্রয়োজন—আপনি প্রকাশ হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপে কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন, অর্থাৎ ব্রজলীলা প্রকাশের জন্য ইচ্ছা করিলেন ; অসুর সংহার করা তাঁহার মূল উদ্দেশ্য নহে, তাহা কেবল আনুসঙ্গ প্রয়োজন। 'বাঞ্ছা' শব্দের পর 'করিলেন' ক্রিয়া উহ্য আছে বুঝিতে হইবে।

৩ যুগধর্ম্ম—অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার আচরণকারী অসুর প্রকৃতি-লোকদিগকে সংহার করত সদ্ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করার নাম যুগধর্ম্ম।

৪ কোন কারণে—অর্থাৎ লীলা প্রকাশ কারণে।

(১) দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে;
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে।
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার;
(২) চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার।
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে;
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে।
(৩) তটস্থ হইয়া হৃদে বিচার যদি করি;
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'যথোত্তর মসৌস্বাদ বিশেষোল্লাস ময্যপি
রতি র্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ' ॥৮২॥

'কস্যচিৎ' গোপীজনস্য শ্রীরাধিকাখ্যস্য ইত্যর্থঃ 'কাপি'

---

১ দুই হেতু—প্রথম হেতু লীলা প্রকাশ করা; দ্বিতীয় হেতু যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করা।

২ চারিভাবের—পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ভাবই চতুর্ব্বিধ ভক্তকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তৎভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বিধ ভক্ত অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্ত।

৩ তটস্থ হইয়া—পক্ষপাতশূন্য হইয়া বা নিবিষ্টচিত্ত হইয়া।

অনির্ব্বচনীয়া 'রতিঃ' প্রণয়ারক্তিঃ 'বাসনয়া' প্রেমানুরক্ত্যা মহাভাবতয়েত্যর্থঃ 'স্বাদ্বী' আস্বাদনীয়া স্পৃহণীয়া সতী 'ভাসতে' দেদীপ্যতে। 'অসৌ' রতিঃ 'যথোত্তরং' উত্তরোত্তরং যথাস্যাৎ তথা 'স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী' স্বাদবিশেষাৎ আস্বাদাধিক্যাৎ হেতোঃ উল্লাসময়ী প্রফুল্লতাময়ী 'অপি' নিশ্চিতং বর্ত্ততে ইতি-শেষঃ। ৮২।

কোন গোপীকার রতি অনুরাগ ভরে স্পৃহণীয়া হইয়া কি অনির্ব্বচনীয়রূপে শোভা পাইতেছে! এবং যতই ইহার মধুর রস আস্বাদিত হইতেছে, ইহা উত্তরোত্তর ততই প্রফুল্লতাময়ী হইতেছে। ৮২।

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়, পরকীয় রূপে দ্বিবিধ সংস্থান।
(১) পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস;
(২) ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজ বধূগণের এইভাব নিরবধি;
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের (৩) অবধি।
(৪) প্রৌঢ় নির্ম্মল তাঁর প্রেম সর্ব্বোত্তম,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস, আস্বাদ কারণ।

---

১ পরকীয়া ভাবে ইত্যাদি—১০৩ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দেখ।

২. ব্রজবিনা ইত্যাদি—ব্রজাঙ্গনা ব্যতীত পরকীয়ভাব অন্যত্রে সম্ভবেনা। অন্যত্রে এই ভাবের কল্পনা করিলেও প্রত্যবায় হয়।

৩ ভাবের অবধি—শ্রীরাধিকাতেই পরকীয় ভাবের সীমা শেষ হইয়াছে।

৪ প্রৌঢ়—প্রচুর।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্য দেবস্যস্তবে দ্বিতীয় শ্লোকঃ

'সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত পটলীনাং মধুরিমা;
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং' ॥৮৩॥

'সঃ' 'চৈতন্যঃ' 'মে' মম 'দৃশোঃ' নেত্রয়োঃ 'পদং' গোচরং 'পুনরপি' 'যাস্যতি' 'কিং'? কীদৃশঃ 'নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং' নিখিলপশুপালানাং গোপসমূহানাং অম্বুজদৃশাং পদ্মলোচনানাং স্ত্রীণাং 'প্রেম্নঃ' 'বিনির্য্যাসঃ' আস্বাদরূপভূতঃ 'সুরেশানাং' দেবানাং 'উপনিষদাং' বেদাদীনাং চ 'অতিশয়েন' 'দুর্গং' অসাধ্যং যথাতথা 'গতিঃ' গতিস্বরূপঃ 'মুনীনাং' 'সর্ব্বস্বং' ধনরূপং 'প্রণতপটলীনাং' প্রণতবর্গাণাং ভক্তানামিত্যর্থঃ 'মধুরিমা' মনোমোহনঃ। ৮৩।

যিনি গোপাঙ্গনাদিগের নয়নের প্রেমনির্য্যাসরূপ, যিনি দেবতাদিগের এবং উপনিষদাদির অতিশয় দুঃখসাধ্য গতিস্বরূপ, যিনি মুনিদিগের সর্ব্বস্বধন এবং ভক্তদিগের মনোমোহন কারী; সেই চৈতন্য আর কি আমার নয়ন গোচর হইবেন? ॥ ৮৩ ॥

তথাহি তত্রৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয় স্তবে তৃতীয় শ্লোকঃ

'অপারং কস্যাপি প্রণয়ি জন বৃন্দস্য কুতকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুর মুপ ভোক্তুং কমপি যঃ

রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু' ॥৮৪॥

'যঃ' 'কুতকী' কৌতুকপ্রিয়ঃ লীলাপ্রিয় ইতি যাবৎ 'প্রণয়িজনবৃন্দস্য' প্রিয়তমনন্দাদিজনসমূহস্য 'রসস্তোমং' বাৎসল্যাদিরসসমূহং 'হৃত্বা' আস্বাদ্য 'কস্যাপি' শ্রীরাধিকাখ্যস্যাপি 'কমপি' অনির্ব্বচনীয়ং 'অপারং' অগাধং 'মধুরং' মধুররসং 'উপভোক্তুং পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়িতুং 'তদীয়াং' 'রুচং' শ্রীরাধিকায়াঃ অঙ্গকান্তিং 'ইহ' নবদ্বীপে 'প্রকটয়ন্' সন্ 'স্বাং' নিজাং রুচঞ্চ শ্যামকান্তিং 'আবব্রে' আচ্ছাদিতবান্ 'সঃ' 'চৈতন্যাকৃতিঃ' 'দেবঃ' 'অতিতরাং' শীঘ্রং 'নঃ' অস্মান্ কৃপয়তু। ৮৪।

যিনি লীলাপরায়ণ হইয়া প্রিয়তমদিগের বাৎসল্যাদি রসস্তোম আস্বাদন করতঃ কোন অনির্ব্বচনীয় গভীর মধুর রস উপভোগ করিবার জন্য নবদ্বীপ নগরে শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তি প্রকটিত করিয়া, নিজ শ্যামকান্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন, সেই চৈতন্য দেব শীঘ্র আমাদিগকে কৃপা করুন্।৮৪।

---

(১) ভাব গ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্মস্থাপন;
(২) তার মুখ্য হেতু কহি শুন সর্ব্বজন।
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস; (৩)
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ।

---

১ ভাব গ্রহণের হেতু—ভাব আস্বাদন জন্য।

২ তার মুখ্যহেতু—যেজন্য ভাব আস্বাদন নিমিত্ত ধর্ম্মস্থাপন করিলেন; তাহার মূল কারণ সং ৫ম শ্লোকের অর্থে কহিতেছেন।

৩ আগে শ্লোকের—সং ৫ম শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করার পূর্ব্বে অবতারের মূলকারণ সম্বন্ধে আভাস দিলাম। কৈল—করিলাম।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ *

'রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং' ॥

রাধাকৃষ্ণ (১) একআত্মা, দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি;
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি (২)।
(৩)ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ;
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন।
রাধিকা হয়েন্ কৃষ্ণের প্রণয় (৪) বিকার,
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।

---

* কড়চা—স্মরণলিপিপুস্তকবিশেষস্যনাম, জমিদারীকার্য্যেতু কড়চাকাগজং প্রসিদ্ধং। শ্লোকস্যাস্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বমেব কৃতা।

১ এক আত্মা—লীলাপ্রকাশের পূর্ব্বে কৃষ্ণ আত্মায় রাধার ভাব লুক্কায়িত ছিল; সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ একআত্মা কথিত হইয়াছে।

২ এক ঠাঞি—এক স্থানে অর্থাৎ একদেহে।

৩ ইথি লাগি—ইহার জন্য।

৪ কৃষ্ণের প্রণয়বিকার—কৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ; তাঁহাতে কোন বিকার নাই। কিন্তু লীলার জন্য তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ৩টী প্রধান শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। প্রথম তাঁহার সৎ-স্বরূপ হইতে সন্ধিনী শক্তি প্রকটিতা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে ও তাহার মূলে আশ্রয় শক্তিরূপে অব স্থিতি করে। এই সন্ধিনী শক্তির বিকারের নাম 'প্রকৃতি'। দ্বিতীয় তাঁহার চিদ্রূপ হইতে সম্বিৎ শক্তি প্রকটিতা হইয়া জ্ঞান ও চৈতন্য বিস্তার করে; ইহার বিকার 'মায়া'।

'হ্লাদিনী' করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন;
'হ্লাদিনী' (১) দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ;
একই চিচ্ছক্তি (২) তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশীয় দ্বাদশাধ্যায়স্যাষ্টচত্বারিংশ পদ্যং

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকাসর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে' ॥৮৫॥

হে ভগবন্! 'সর্ব্বসংস্থিতৌ' সর্ব্বেষাং আশ্রয়ভূতে 'ত্বয়ি' ঈশ্বরে 'একা' অচিন্ত্যশক্তিঃ 'হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিৎ' ইতিত্রয়ং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ কিন্তু 'গুণবর্জ্জিতে' ত্রিগুণাতীতে 'ত্বয়ি' 'হ্লাদতা-পকরী' সুখদুঃখময়ী 'মিশ্রা' মিশ্রশক্তিঃ 'নো' নভবতীত্যর্থঃ 'নো' নিষেধার্থে ইতি জ্ঞেয়ং। ত্বয়ি সর্ব্বসংশ্রয়ে একাচিচ্ছক্তি স্ত্রিধাবর্ত্ততে ইতিভাবঃ। ৮৫।

তৃতীয় তাঁহার আনন্দ রূপ হইতে হ্লাদিনী শক্তি প্রকটিতা হইয়া প্রেমাদি প্রকাশ করে। এই আনন্দাংশ বিকৃত হইলে রাধাভাব উৎপন্ন হয়। সেইজন্য রাধা তাঁহার প্রণয় বা প্রেমের বিকার বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাঁহার নিজস্বরূপ শক্তি।

১ হ্লাদিনীদ্বারা...ভক্তের পোষণ—কৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দাস্বাদন করেন এবং ভক্তদিগকেও আনন্দ দেন।

২ একই চিচ্ছক্তি—সমগ্র ঐশি শক্তিকে এখানে চিচ্ছক্তি বলা হইয়াছে।

হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বাশ্রয়; তোমাতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এক অচিন্ত্য স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাহা বিকৃত হইয়া জীবে মিশ্রভাবে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তুমি গুণবর্জ্জিত; তোমাতে ঐরূপ সুখ দুঃখময়ী মিশ্র শক্তি প্রভাবপ্রকাশ করিতে পারে না॥ ৮৫॥

---

(১) সন্ধিনীর সারঅংশ, শুদ্ধ সত্ব নাম;
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম।
(২) মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর;
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে সতীং প্রতি শিববাক্যং

'সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ
সত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো,
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে' ॥ ৮৬ ॥

'বিশুদ্ধং' 'সত্বং' অন্তঃকরণং সত্বগুণো বা 'বসুদেবশব্দিতং' বসুদেবশব্দেনোক্তং কুতঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'তত্র' তস্মিন্ সত্বে 'অপাবৃতঃ' অপগতং আবৃতং আবরণং যস্মাৎ সঃ 'পুমান্' বাসুদেবঃ 'ঈয়তে' প্রকাশতে। 'তস্মিন্' 'সত্বেচ' বসুদেবসত্বেচ 'অধো-

---

১ সন্ধিনীর সার অংশ—সন্ধিনীর সার অংশই ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্বা; এবং ঐ সত্ত্বাবলম্বন করিয়াই সন্ধিনী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

২ মাতা, পিতা ইত্যাদি—চরাচর যাবতীয় পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি, সন্ধিনী শক্তির বিকার বা পরিণাম মাত্র।

ক্ষজঃ' অধো ভূতেষু প্রত্যাহৃতেষু অক্ষেষু জায়তে প্রকাশতে যঃ সঃ ইন্দ্রিয়াগোচরঃ 'ভগবান্' 'বাসুদেবঃ' বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে যঃ সঃ 'মে' ময়া 'মনসা' অন্তঃকরণেন 'বিধীয়তে' সেব্যতে বিশেষেণ ধার্য্যতে চিন্ত্যতে বা। ৮৬।

'বসুদেব' শব্দে বিশুদ্ধ সত্বগুণ বুঝায়; যেহেতু নির্ম্মল সত্বগুণে গুণাদি আবরণ রহিত পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান। সেই বিশুদ্ধ সত্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি নমস্কার পূর্ব্বক সর্ব্বদা চিন্তা করি ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান, সম্বিতের সার (১)
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব, তাঁর পরিবার।
হ্লাদিনীর সার প্রেম; প্রেমসার ভাব;
(২) ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব।
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী;
সর্ব্বগুণ খনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতাকথনে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'তয়োরপ্যু ভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী' ॥ ৮৭ ॥

'তয়োঃ' রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ 'উভয়োঃ' 'মধ্যে' 'অপি' 'রাধিকা'

কৃষ্ণভগবত্তা—সন্ধিনীর সার বাসুদেব তত্ব, সম্বিতের সার ভগবত্তাজ্ঞান ও হ্লাদিনীর সার রাধাভাব।

ভাবের পরমকাষ্ঠা—হ্লাদিনী বা ভগবানের আনন্দশক্তি হইতে প্রেম, প্রেমের পর ভাব পর পর উৎপন্ন হয়। ভাব চরম সীমায় পরিণত হইলে তাহার নাম মহাভাব হয়। শ্রীরাধিকাএই মহাভাবের মূর্ত্তিরূপা।

'সর্ব্বথা' সর্ব্বপ্রকারেণ 'অধিকা' শ্রেষ্ঠা। 'ইয়ং' শ্রীরাধিকা 'মহাভাবস্বরূপা' মহাভাবস্য মূর্ত্তিঃ 'গুণৈঃ' চতুর্ব্বিংশতিগুণৈঃ 'অতি-বরীয়সী' শ্রেষ্ঠতমা। ৮৭।

রাধিকা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। ইনি মহাভাবস্বরূপিণী এবং নানা গুণে শ্রেষ্ঠতমা ॥ ৮৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত (১) যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়;
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা, ক্রীড়ার (২) সহায়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকঃ

'আনন্দচিন্ময় রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি'। ৮৮।

'যঃ' 'এব' ভগবান্ 'নিজরূপতয়া' স্বরূপভাব প্রকাশেন করণেন 'অখিলাত্মভুতঃ' অখিলানাং ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং আত্মনি ভবতি তিষ্ঠতি যঃ স ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং প্রাণস্বরূপঃ সন্ 'আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ' আনন্দচিন্ময়রসৈঃ চিদ্‌ঘনানন্দময়রসৈরিত্যর্থঃ প্রতি-ভাবিতাভিঃ অনুপ্রাণিতাভিঃ 'তাভিঃ' তত্তৎপারমেশ্বরীভিঃ 'কলাভিঃ' বিভুতিভিঃ সহ 'গোলোকে' 'এব' ঐশ্বর্য্যময়ধাম্নি 'নিবসতি' নিয়তং বিরাজতে; 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' আদ্যং ভগবন্তং 'অহং' 'ভজামি'। ৮৮।

---

১ কৃষ্ণ প্রেমভাবিত—যাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীর কৃষ্ণের প্রেমের সহিত মিশ্রিত। অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত।

২ ক্রীড়ার সহায়—লীলা প্রকাশের সহায়।

যিনি আপনার স্বরূপভাব প্রকাশ করিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মারূপে স্থিতি করিতেছেন ; এবং চিন্ময় আনন্দময়-রসে অনুপ্রাণিত করিয়া পারমেশ্বরী বিভূতি বিস্তার করতঃ ঐশ্বর্য্যময় গোলোকধামে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন,
ক্রীড়ার স্বভাব যৈছে শুন বিবরণ।
(১) কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার ;
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর,
ব্রজাঙ্গনারূপ আর, কান্তাগণ সার ;
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।
(২) অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার ;
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার।
(৩) বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি;
বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি।

---

১ কৃষ্ণকান্তা…বিস্তার—মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তি হইতে কৃষ্ণের কান্তাগণ প্রকাশিতা হয়েন ; তাহা তিনপ্রকার ; যথা লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনাগণ। পুরে—দ্বারকাপুরে।

২ অবতারী…বিস্তার—কৃষ্ণ যেমন অবতীর্ণ হইয়া লীলৈশ্বর্য্য বিস্তার করেন, রাধাও সেইরূপ তৎসঙ্গে অবতীর্ণা হইয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দান নিমিত্ত কান্তাগণ বিস্তার করেন।

৩ বৈভবগণ…রসের কারণ—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা প্রভৃতি অংশবিভূতি, সেইরূপ মহিষীগণ শ্রীরাধিকার বিম্ব প্রতিবিম্ব ও লক্ষ্মীগণ তাঁহার অংশরূপিনী ; আর ব্রজাঙ্গনাগণ বিভিন্নাকারে তাঁহার শরীররূপ ব্যূহমাত্র। বিম্বপ্রতিবিম্ব—ছায়া প্রতিচ্ছায়া। ততি—সেইরূপ।

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ;
মহিষীগণ বৈভব বিলাস স্বরূপ।
(১) আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ,
(২) কায় ব্যূহ রূপ তাঁর রসের (৩) কারণ।
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস;
লীলার সহায় লাগি বহু ত প্রকাশ।
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব (৪) রস ভেদে,
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে (৫)।
গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী;
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা শিরোমণি।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তি সামান্য লহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতবৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রং

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা'। ৮৯।

'রাধিকা'আরাধ্যতি যা সা 'দেবী' দীব্যতি ক্রীড়ত্যস্যামিতি দেবী 'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণাত্মিকা 'পরদেবতা' অখিলদেবাদিভিঃ পূজিতা 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী' সর্ব্বপ্রকারেণ শোভাময়ী 'সর্ব্বকান্তিঃ' সর্ব্বাসাং ঈশ্বরীণাং মধ্যে কমনীয়া, বাঞ্ছনীয়া 'সম্মোহিনী'

---

১ আকারস্বরূপ ভেদে—ভিন্ন ভিন্ন আকারে।

২ কায়ব্যূহরূপতাঁর—ব্রজাঙ্গনাগণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে শ্রীরাধিকার শরীর-রূপ ব্যূহমাত্র।

৩ রসের কারণ—রস অর্থাৎ আনন্দময় রস প্রকাশ জন্য।

৪ নানাভাব রস ভেদে—বিপক্ষ সুহৃদপক্ষ ভেদে রস ভেদ।

৫ লীলাস্বাদে—লীলা-আস্বাদন।

সম্যক্ মোহয়িতুং শীলং যস্যা সা 'পরা' শ্রেষ্ঠা ইতি 'প্রোক্তা' গৌতমেন কথিতা। ৮৯।

দেবী রাধিকা সকল দেবতাদিগের পূজ্যা, কৃষ্ণময়াত্মিকা, শোভাময়ী,সকলের বাঞ্ছনীয়া এবং সম্মোহিনী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ৮৯।

'দেবী' কহি দ্যোত মালা পরমাসুন্দরী, (১)
কিম্বা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার (২) বসতি নগরী।
'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে ;
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ (৩) স্ফুরে ;
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ;
তাঁর শক্তি, তাঁর সহ হয় এক (৪) রূপ।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে,
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশদধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে কাশ্চিৎ গোপীঃ প্রতি কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাবাক্যং

'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ,
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ'। ৯০।

---

১ দ্যোতমালা—দীপ্তিময়ী।

২ কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতিনগরী —কৃষ্ণারাধনারূপ যে লীলা, তাহা যে আত্মায় বাস করে, এরূপ আত্মাবিশিষ্টা দেহধারিণীকে কৃষ্ণ আরাধনার নগরী স্বরূপ বলা যায়। যে আত্মায় 'দেব' বা ঈশ্বর বাস করেন তাহাই দেবী বা নগরী।

৩ কৃষ্ণস্ফুরে—কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পায় অথবা কৃষ্ণ দর্শন হয়।

৪ কিম্বা প্রেম রসময়—কৃষ্ণের প্রেমস্বরূপের সহিত অভেদাত্ম হেতু 'কৃষ্ণময়ী' বলাযায়।

রাসস্থলে কাচিৎ গোপী গোপীভ্যঃ কথয়তি 'ভগবান্' 'ঈশ্বরঃ' 'হরিঃ' 'নুনং' নিশ্চিতং 'অনয়া' গোপ্যা রাধয়া ইত্যর্থঃ 'আরাধিতঃ' আরাধনেন বশীকৃত ইত্যর্থঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'নঃ' অস্মান্ 'বিহায়' পরিত্যজ্য 'প্রীতঃ' প্রসন্নঃ সন্ 'গোবিন্দঃ' 'যাং' রাধাং 'রহঃ' নির্জ্জনস্থানে 'অনয়ৎ' নীতবান্। ৯০।

রাসস্থলে গোপীদিগকে কোন গোপী বলিতেছেন ভগবান্ হরি এই গোপীর আরাধনায় নিশ্চয় বশীভূত হইয়াছেন; তাহা না হইলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে লইয়া প্রীত মনে নির্জ্জনস্থানে যাইতেন না।৯০।

---

(১) অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা,
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা।
(২) 'সর্ব্ব লক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান;
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের তিহঁ হয় অধিষ্ঠান।
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী, কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য;
তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, সর্ব্ব শক্তিবর্য্য (৩)।
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে,
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে;
কিংবা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে;
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ;
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ।

---

১ অতএব ইত্যাদি—এই শ্লোক হইতে 'পরা ঠাকুরাণী' পর্য্যন্ত সংস্কৃত ৮৯ শ্লোকের প্রত্যেক শব্দের অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

২ সর্ব্বলক্ষ্মী—'লক্ষ্মী' শব্দে কৃষ্ণের বৈভব বিলাস বুঝায় ইহা বলা হইয়াছে।

৩ বর্য্য—প্রধানা; শ্রেষ্ঠা।

জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী ;
অতএব সমস্তের ‘পরা’ ঠাকুরাণী।
রাধাপূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান ;
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ;
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ;
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ (১)।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি
রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ;
এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার।
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ,
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস।
অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন,
এই বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন।
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ,
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ।
অতি গূঢ় হেতু সেহ ত্রিবিধ প্রকার ;
(২) দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার।

---

১ মৃগমদ...ভেদ— রাধাকৃষ্ণ...দুইরূপ } মৃগমদ বা কস্তুরি হইতে তাহার গন্ধকে যেমন বিচ্ছেদ করা যায়না এবং অগ্নি হইতে তাহার দীপ্তি যেমন ভিন্ন নহে, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণ একইরূপ, লীলা প্রকাশ জন্য দুইরূপ হইয়াছেন মাত্র।

২ দামোদর স্বরূপ—একইব্যক্তির নাম। শেষ লীলায় ইনি সর্ব্বদা মহা-

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ;
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ।
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ;
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর।
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ ;
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।
(১) রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে ;
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে।
রাত্রে প্রলাপ করে, স্বরূপের কণ্ঠধরি ;
আবেশে আপন ভাব কহয়ে (২) উঘারি।
যবে যেইভাব উঠে প্রভুর অন্তর,
সেই গীত (৩) শ্লোকে সুখ দেন দামোদর।

প্রভুর নিকটে থাকিতেন ও তাঁহার ভাবাবেশ হইলে তত্তৎ ভাবের গান গাইয়া সুস্থ করিতেন। ইনি এক 'কড়চা' বা স্মরণ পুস্তক লেখেন যাহা 'স্বরূপদামোদরের কড়চা' নামে অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। ঐ পুস্তকে মহাপ্রভুর মনের ভাব যাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের অনেক বিষয় ঐ কড়চা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১ রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে পর স্বীয় অমাত্য ও বন্ধু উদ্ধবকে বৃন্দাবনের বার্ত্তা লইতে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধবের অবয়ব কৃষ্ণের অবয়বের ন্যায় ছিল। রাধিকা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন।

২ কহয়ে উঘারি—উদ্গীর্ণ অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া মনের ভাব বলেন।

৩ সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন—অর্থাৎ যেরূপ যেরূপ ভাব উপস্থিত হইত সেই ভাবের শ্লোক পাঠ করিয়া ও গীত গাইয়া দামোদর তাঁহাকে সুখী করিতেন।

এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচার;
(১) আগে কহিব গিয়া করিয়া বিস্তার।
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম;
(২) কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম।
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখা বল।
রাধিকাদি লঞা কৈল রসাদি বিলাস;
বাঞ্ছাভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।
কৈশোর বয়সে কাম (৩) জগত সকল;
(৪) রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল।

তথাহি তোষণ্যাং রাসস্য প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য পঞ্চমাংশীয় ত্রয়োদশাধ্যায়স্য পঞ্চপঞ্চাশৎ পদ্যং

'সোঽপি কৈশরক বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ,
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ' ॥ ৯১ ॥

---

১ আগে—অন্ত্যখণ্ডে।

২ কৌমার—পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার কাল; দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড; ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর ও তাহার পর যৌবন কাল। অতিমর্ম্ম—অতি প্রিয়।

কাম জগৎ—বাসনার বিষয়: অর্থাৎ নির্ম্মল প্রেমাদি।

রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল—অর্থ কিছু অস্পষ্ট আছে। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সে কামজগৎ সকল উপভোগ করিয়া কৈশোর বয়স সফল করিলেন; অর্থাৎ তিন বয়সে ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম সম্ভোগ করিয়া ঐ ত্রিবিধ বয়স সফল করিলেন।

'সোঽপি' মধুসূদনঃ 'স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ' স্ত্রীরেব রত্নকূটং মণিসমূহঃ তস্মিন্স্থিতঃ সন্ 'ক্ষপিতাহিতঃ' ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং দুঃখাদিকং যেন সঃ হৃষ্টচিত্তঃ সন্ 'কৈশরকবয়ঃ' কৈশরকং কিশোরাবস্থাপ্রাপ্তং বয়ঃ 'মানয়ন্' সফলীকুর্ব্বন্ 'ক্ষপাসু' শারদীয়ারজনীষু 'রেমে'। 'তোষণ্যাং' বৈষ্ণব তোষণীনাম শ্রীমদ্ভাগবত টীকায়াং ইদমুদ্ধৃতং। ৯১।

সেই মধুসূদন স্ত্রীরত্নমধ্যে থাকিয়া আনন্দচিত্তে রজনীতে ক্রীড়া করত কিশোর বয়স অতিবাহন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণব তোষণী টীকাতে এই শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে॥ ৯১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্বিংশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়া কুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ'॥ ৯২॥

'অসৌ' 'হরিঃ' 'কুঞ্জে' 'বিহারং' 'কলয়ন্' সন্ 'কৈশোরং' কৈশোর বয়োধর্ম্মং 'সফলীকরোতি' ইত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ 'সখীনাং' 'অগ্রে' সম্মুখে 'সূচিতশর্ব্বরী রতিকলা প্রাগলভ্যয়া' সূচিতা বর্ণিতা শর্ব্বর্য্যাঃ রাত্রেঃ রতিকলানাং ক্রীড়াকৌতুকতানাং প্রাগল্‌ভ্যং প্রগল্‌ভতা ঔদ্ধত্যমিতি যাবৎ যস্যাং তয়া 'বাচা' বাক্যেন ঔদ্ধত্যয়া রাত্রেঃ রতিকলাবর্ণনেন ইত্যর্থঃ 'ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং' লজ্জাবনতনয়নাং 'রাধিকাং' 'বিরচয়ন' বর্ণয়ন্ সন্। কথম্ভূতো হরিঃ 'তদ্বক্ষোরুহ চিত্র কেলি মকরী-

পাণ্ডিত্য পারংগতঃ' তস্যাঃ রাধায়াঃ বক্ষোরুহে স্তনযুগলে চিত্রা চিত্রিতা কেলিমকরী কৃত্রিমক্রীড়ামৎস্যাদিকং তস্যাঃ নির্ম্মালিনে যৎ পাণ্ডিত্যং নিপুণতা তস্য পারংগতঃ মহানিপুণতাং লব্ধবানিত্যর্থঃ। ৯২।

হরি কুঞ্জে বিহার করত এইরূপে কিশোর বয়স যাপন করিতেন। অর্থাৎ কখন তিনি রাত্রের ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় ঔদ্ধত্য সহকারে সখীদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন; তাহা শুনিয়া রাধিকা লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকিতেন। এবং কখন কৌতুকচ্ছলে শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে কতপ্রকার কৃত্রিম মৎস্যাদি মহানিপুণতা সহকারে রচনা করিতেন॥৯২॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে সপ্তমাঙ্কে তৃতীয় শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং

'হরিরেষ নচেদবাতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষীরাধিকাচ
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্থ বিশেষতস্তদাত্র' ॥ ৯৩ ॥

'এষঃ' 'হরিঃ' 'অত্র' 'মথুরায়াং' গোকুলকক্ষায়াং 'চেৎ' যদি 'ন' 'অবাতরিষ্যৎ' অবতীর্ণো নাভবিষ্যৎ (অব+তৃ+লৃঙ্) 'চ' পুনঃ 'মধুরাক্ষী' মনোহরনয়না 'রাধিকা' যদি ন অবাতরিষ্য দিত্যর্থঃ 'তদা' 'বিশেষতঃ' বহুপ্রকারেণ 'মকরাঙ্কস্য' কন্দর্পস্য 'ইয়ং' 'বিসৃষ্টিঃ' চমৎকারিতা 'বৃথা' 'অভবিষ্যৎ'। ৯৩।

এই হরি এবং মধুরনয়না রাধিকা যদি এই গোকুলে

প্রকাশিত না হইতেন, তাহা হইলে কন্দর্পের বিসৃষ্টি সমুদায় সর্ব্বতোভাবে বৃথা হইয়া যাইত ॥ ৯৩ ॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ, রসের সদন
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্ব্বণ। (১)
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ;
তাহা পূরাইতে তবে করিল যতন।
তাহার প্রথম বাঞ্ছা * করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে 'আমি হই রসের নিধান।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব ;
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত।
নাজানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ;
যে বলে আমাকে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।
রাধিকার প্রেমগুরু, (২) আমি শিষ্যনট ;
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তসপ্ততি-শ্লোকে শ্রীরাধাবৃন্দয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী

'কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ

---

১ নির্যাস—নিঃশেষরূপে। 'নির্যাৎ' পাঠও আছে।

* প্রথম বাঞ্ছা—'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশঃ' এই বাঞ্ছা।

২ রাধিকার প্রেম—অর্থাৎ রাধিকার প্রেম আমার গুরু; আমি তাহার নটরূপী শিষ্য। উদ্ভট—আশ্চর্য্যরূপে।

তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ' ॥৯৪॥

রাধা সখীং বৃন্দাং পৃচ্ছতি 'বৃন্দে' 'কস্মাৎ' আগতাসীতি-শেষঃ। বৃন্দাহ হে 'প্রিয়সখি' 'হরেঃ' শ্রীকৃষ্ণস্য 'পাদমূলাৎ' নিকটাৎ অহং আগচ্ছামীতিশেষঃ।

রাধা। 'অসৌ' 'কুতঃ' কুত্র স বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ

বৃন্দা। 'কুণ্ডারণ্যে' রাধাকুণ্ডারণ্যে হরিরাস্তে ইত্যর্থঃ

রাধা। 'ইহ' 'কিং' 'কুরুতে'?

বৃন্দা। 'নৃত্যশিক্ষাং' নৃত্যাভ্যাসং কুরুতে ইতিশেষঃ।

রাধা। 'কঃ' 'গুরুঃ' নৃত্যশিক্ষাবিষয়ে তস্য শিক্ষাদাতা কঃ?

বৃন্দা। 'ত্বন্মূর্ত্তিঃ' তবমূর্ত্তেঃ প্রতিচ্ছায়া ইত্যর্থঃ 'দিগ্বিদিক্ষু' দশ-দিক্ষু 'প্রতিতরুলতাং' 'স্ফুরন্তী' প্রকাশয়ন্তী সতী 'স্বপশ্চাৎ' তবমূর্ত্তেঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'তং' হরিং 'নর্ত্তয়ন্তী' সতী 'পরিতঃ' সর্ব্বতোভাবে 'শৈলূষীব' প্রধানা নর্ত্তকীব 'ভ্রমতি' ইতস্ততো ব্রজতি। ৯৪।

রাধা বৃন্দাসখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে বৃন্দে! কোথা হইতে আসিতেছ। বৃন্দা উত্তর করিতেছেন হে প্রিয়সখি! আমি হরির নিকট হইতে আসিতেছি।

রাধা। তিনি কোথায়?

বৃন্দা। রাধাকুণ্ডের অরণ্যমধ্যে।

রাধা। তিনি সেখানে কি করিতেছেন?

বৃন্দা। নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।

রাধা। তাঁহার গুরু কে?

বৃন্দা। তোমার মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া দশদিকস্থ তরুলতাতে

প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমানা হইতেছে এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে ॥৯৪॥

'নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ;
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ।
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় (১);
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ময়।
রাধা প্রেমা বিভু (২) আর বাড়িতে নাহি ঠাঁই;
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।
(৩) যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত;
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত।
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর;
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার।

---

১ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সগুণ ও নির্গুণ, অরূপ ও বহুরূপ, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী ইত্যাদি। রাধা প্রেম বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় যথা—মহাভাবময় ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা, অথচ বর্দ্ধনশীল; নির্ম্মল অথচ বক্র। কৃষ্ণের আত্মচিন্তা চলিতেছে।

২ প্রেমাবিভু—প্রেমের স্বরূপ বা প্রকৃত ভাব; তাহা স্বয়ম্ভু। প্রেমের স্বরূপত্ব যাহা, তাহা তদপেক্ষা আর বৃদ্ধি হইতে পারেনা। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমের অলৌকিকত্ব এই যে তাহা তদ্রূপ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি হয়।

৩ যাহা বই গুরু বস্তু—যেমন শ্রেষ্ঠতম বস্তুই গৌরব অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্য হয়; এবং সুনির্ম্মল বস্তু হইলেও সময়ে সময়ে তাহা বক্র অর্থাৎ কৌটিল্য-ময় হয়; সেইরূপ রাধার প্রেম গুরু ও সুনির্ম্মল হইলেও ব্যবহারকালে তাহা গৌরবহীন ও বক্র হইয়া থাকে।

তথাহি দান কেলি কৌমুদ্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামি বাক্যং

'বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ
মুহুরুপচিত বক্রিমাপিশুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ' ॥৯৫' ॥

'মুরদ্বিষি' শ্রীকৃষ্ণে 'রাধিকানুরাগ'ঃ 'জয়তি' কথম্ভূতোঽনু-রাগঃ 'বিভুরপি' স্বরূপ সংপ্রাপ্তোঽপি 'সদা' 'অতিবৃদ্ধিং' 'কল-য়ন্' কুর্ব্বন্ সন্ 'গুরুরপি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠোঽপি 'গৌরবচর্য্যয়া' অহ-ঙ্কারতয়া 'বিহীনঃ' রহিতঃ 'মুহুঃ' বারম্বারং 'উপচিতবক্রিমাপি' বর্দ্ধিত কৌটিল্য ব্যবহারোঽপি 'শুদ্ধঃ' নির্ম্মলঃ। ৯৫।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীরাধিকার অনুরাগ জয় যুক্ত হউক; ইহা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল; আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অহঙ্কার শূন্য ও বারম্বার বক্র ব্যবহার করিলেও সুনির্ম্মল ॥৯৫॥

' (১) সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ;
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ।

সেই প্রেমার ..বিষয়—রাধিকাতে এই প্রেম আছে সেজন্য তিনি তাহার আশ্রয় অর্থাৎ আশ্রয়ীভূত পাত্র (subject); আর আমার বিষয়ে প্রেম, সেজন্য আমি ইহার বিষয় (object); রাধিকা উপভোক্তী আর আমি উপভোগ্য।

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় ;
(১) যত্নে নারি আস্বাদিতে ; কি করি উপায় ?
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ;
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়'। (২)
এতচিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক ধকী (৩),
(৪) এই এক ; শুন আর লোভের প্রকার ;
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার—
'অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা ; (৫)
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।
এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলী
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।
'যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎ প্রেম দর্পণ ; (৬)
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ।

---

১ যত্নেনারি—যত্ন করিতেছি, তথাচ বিষয় জাতীয় বা উপভোক্তী রাধিকার সুখের ন্যায় সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইতেছিনা।

২ হইয়ে—অর্থাৎ হই। ১২৩ পাতে 'আমি হই রসের নিধান' হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা। পূর্ব্বে যে তিন বাঞ্ছার বিষয় উল্লেখ হইয়াছে তাহার প্রথম বাঞ্ছা এই কয় শ্লোকে কৃষ্ণ উক্তিতে বর্ণিত হইল।

৩ প্রেম লোভ ধক্ধকী—রাধিকার প্রেমের আস্বাদ বিষয়ে যে লোভ, তাহার প্রখরতা।

৪ এই এক—প্রথম বাঞ্ছা এই, শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ ?

৫ অদ্ভুত ইত্যাদি—এই শ্লোক হইতে ১২৮ পাত পর্য্যন্ত কৃষ্ণোক্তির দ্বারা দ্বিতীয় বাঞ্ছার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বাঞ্ছা 'আমার মধুরিমা কিরূপ'?

৬ সৎপ্রেম—সাত্বিক ভাবের প্রেম। স্বচ্ছতা—সরলতা।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে;
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে (১)।
মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম, দোঁহে হোড় করি, (২)
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি।
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়;
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ, ভক্তে আস্বাদয় (৩)।
(৪) দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী;
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি।
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়;
(৫) রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়'।

---

১ আমার মাধুর্য্যের...ভাসে—আমার মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য আপনা আপনি বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু রাধার প্রেমরূপ দর্পণের সম্মুখে থাকিলে নিত্য নূতন নূতন ভাবে দীপ্তি পায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের মাধুর্য্যভাব ভক্তহৃদয়ের প্রীতির সহিত যুক্ত হইলেই দিনে দিনে নব নব ভাবে প্রতীয়মান হইতে থাকে; নতুবা সে মাধুর্য্য অনুভূত হয়না।

২ হোড়করি—বাজি রাখিয়া বা প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া। হারি—কেহ হারে না বা পরাজিত হয় না। মন্মাধুর্য্য......নাহি হারি—রাধা ভক্ত জীবনের আদর্শ; সে হৃদয়ের প্রেমের গভীরতা এত বর্দ্ধনশীল যে ঈশ্বর তাঁহার নিত্য নব নব মাধুর্য্য রস আস্বাদন করাইয়াও তাঁহাকে পরাজিত বা তৃপ্ত করিতে পারেননা। কিন্তু যতই মাধুর্য্যরস প্রদান করেন ততই তাহা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জন্য উভয়ে সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে থাকে; কেহই পরাজিত হননা।

৩ স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ—যে ভক্তের যেরূপ প্রেমভাব সে তদনুরূপ আমার মাধুর্য্যরস নিত্য নূতন ভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়।

৪ দর্পণাদ্যে—দর্পণ সম্মুখে।

৫ রাধিকা স্বরূপ হৈতে—রাধিকার ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিতে। এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাঞ্ছা বলা শেষ হইল।

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা বিস্ময়েন শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'অপরি কলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব' ॥ ৯৬ ॥

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ' অদৃষ্টপূর্ব্বঃ 'কঃ' অনির্ব্বচনীয়ঃ 'চমৎকারকারী' মহাশ্চর্য্যঃ 'গরীয়ান্' শ্রেষ্ঠঃ 'মাধুর্য্যপূরঃ' মাধুর্য্যরসপূর্ণঃ 'এষঃ' দৃশ্যমানঃ প্রতিবিম্বরূপমৎপ্রতিমা ইত্যর্থঃ 'মম' মমসমীপে 'স্ফুরতি' প্রত্যক্ষোভবতি। 'যং' প্রতিবিম্বং 'প্রেক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'হন্ত' খেদে 'অয়ং' 'অহমপি' রাধিকায়াঃ কা কথা 'লুব্ধচেতাঃ' সন্ 'সরভসং' সৌৎসুক্যেন 'রাধিকেব' 'উপভোক্তুং' আলিঙ্গিতুং 'কাময়ে' ইচ্ছামি। ৯৬।

মণিভিত্তিতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আহা! অদৃষ্টপূর্ব্ব, অতি অদ্ভুত এবং মাধুর্য্যরসপূর্ণ এই প্রতিবিম্ব রূপ প্রতিমা আমার প্রত্যক্ষ হইতেছে; ইহা দেখিয়া রাধিকার তো কথাই নাই, আমারও ঔৎসুক্য সহকারে আলিঙ্গন করিবার জন্য লোভ ও বাসনা হইতেছে ॥৯৬॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল,
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল;
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন।

এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে,
তৃষ্ণা শান্তি নহে; তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।
অতৃপ্ত হইয়ে করে বিধিরে নিন্দন;
(১) 'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন;
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই;
(২) তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই'?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

'অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং
কুটিল কুন্তল শ্রীমুখঞ্চতে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং' ॥৯৭॥

হে কৃষ্ণ! 'যৎ' যদা 'অহ্নি' দিবসে 'ভবান্' 'কাননং' বনং 'অটতি' ব্রজতি অস্মাকং দৃষ্টের্বহির্ভূতোঽসি ইত্যর্থঃ 'ত্বাং' 'তে' তব 'কুটিলকুন্তলং' কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যত্র তৎ 'শ্রীমুখঞ্চ' 'অপশ্যতাং' অস্মাকং সম্বন্ধে 'ত্রুটিঃ' আর্ষত্বাদ্বিসর্গলোপঃ নিমিষকালঃ যুগায়তে 'যুগমিব প্রতিভাতি। 'উদীক্ষতাং' পশ্যতাং জনানাং সম্বন্ধে 'দৃশাং' নেত্রাণাং 'পক্ষ্মকৃৎ' পক্ষ্মসৃষ্টিকারকঃ বিধাতা ইত্যর্থঃ 'জড়ঃ' মূর্খঃ স্যাদিতিশেষঃ। ৯৭।

হে কৃষ্ণ! যে দিন তুমি আমাদের নয়নের অন্তরাল হইয়া

---

১ অবিদগ্ধ—অবিবেচক, অপণ্ডিত।

২ তাহাতে নিমিষ—একে দুইটীমাত্র চক্ষু, তাহাতে আবার পলক রহিয়াছে। পলকহীন কোটি চক্ষু হইলে কৃষ্ণ মাধুর্য্য দেখিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হওয়া যাইতে পারিত।

বনে গমন কর, সে দিন তোমার কুটিলকুন্তল মুখমণ্ডল না দেখিয়া আমাদের নিমেষ কাল যুগবৎ বোধ হয়। বুঝিলাম নয়নপক্ষ্ম সৃষ্টিকর্ত্তার বিবেচনা নাই ॥৯৭॥

তথাহি তত্রৈব দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং' ॥৯৮॥

'গোপ্যঃ' 'চিরাৎ' চিরকালং ব্যাপ্য 'অভীষ্টং' চিরবাঞ্ছিতমিত্যর্থঃ তং 'কৃষ্ণং' 'উপলভ্য' প্রাপ্য 'যৎ প্রেক্ষণে' যস্য কৃষ্ণস্য দর্শনবিষয়ে 'দৃশিষু' নেত্রেষু 'পক্ষ্মকৃতং' পক্ষ্মকারকং বিধাতারমিত্যর্থঃ 'শপন্তি' তিরস্কুর্ব্বন্তি। 'সর্ব্বাঃ' গোপ্যঃ' 'দৃগ্‌ভিঃ' নেত্রদ্বারৈব 'হৃদীকৃতং' হৃদয়ে প্রবেশিতং 'অলং' অতিশয়েন 'পরিরভ্য' আলিঙ্গনং কৃত্বা 'নিত্যযুজামপি' আরূঢ়যোগিনামপি 'দুরাপং' দুষ্প্রাপ্যং 'তদ্ভাবং' তদাত্মতাং 'আপুঃ' প্রাপুঃ। ৯৮।

গোপীগণ বহুকালের পর চিরবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অনিমিষনয়নে দর্শনের বাধা জন্মায় বলিয়া চক্ষুতে পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং, চক্ষুর্দ্বারা কৃষ্ণকে হৃদয়স্থ করত, মনে মনে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যোগীদিগের দুরাপ ভাবে নিমগ্ন রহিলেন।৯৮।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাহি আন;
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে সপ্তম-
শ্লোকে কাশ্চিৎ গোপ্যঃ সখীং প্রত্যূচুঃ

'অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ
বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়োরনু বেণুজুষ্টং
যৈ র্বৈ নিপীত মনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং' ॥৯৯॥

হে 'সখ্যঃ' 'বয়স্যৈঃ' সখাগণৈঃ সহ 'পশূন্' গোবৎসাদীন্ 'অনু' পশ্চাৎ 'বিবেশয়তোঃ' প্রবেশয়তোঃ 'ব্রজেশসুতয়োঃ' রামকৃষ্ণয়োঃ মধ্যে 'অনুবেণুজুষ্টং' অনুলক্ষিতবেণুযুক্তং তথা 'অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং' অনুরক্তস্য অনুরাগযুক্তস্য কটাক্ষস্য নেত্রভঙ্গ্যাঃ মোক্ষস্ত্যাগো যস্মাৎ বা অনুরক্তোস্মু কটাক্ষস্য নেত্র-ভঙ্গ্যাঃ মোক্ষস্ত্যাগো যস্মাৎ তৎ 'বক্ত্রং' শ্রীকৃষ্ণস্য ইতিযাবৎ 'যৈঃ' জনৈঃ 'বৈ' ভাগ্যেন 'নিপীতং' সেবিতং দৃষ্টমিত্যর্থঃ তেষাং 'অক্ষণ্বতাং' নেত্রধারিণাং 'ইদং' দর্শনং 'ফলং' সফলং ভবেদিতি-শেষঃ 'পরং' এতদন্যৎফলং 'ন' 'বিদামঃ' ন জানীমঃ বয়মিতি-শেষঃ। ৯৯।

গোপীগণ কহিতেছেন হে সখিগণ! বয়স্যগণের সহিত গোবৎসাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন রামকৃষ্ণ আগমন করেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগময় ও কটাক্ষযুক্ত নয়ন এবং মুরলীযুক্ত মুখপদ্ম যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদেরই নয়ন ধারণ সার্থক! ইহা অপেক্ষা চক্ষু ধারণের ফল আর কি আছে তাহা জানিনা।৯৯।

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশ-
শ্লোকে গোপীঃ প্রতি মথুরাবাসিনীভিরুক্তং
'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধ মনন্য সিদ্ধং
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ
মেকান্ত ধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য' ॥১০০॥

'গোপ্যঃ' 'কিং' অনির্ব্বচনীয়ং 'তপঃ' 'অচরন্' অর্জ্জয়ামাসুঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'অমুষ্য' 'ঈশ্বরস্য' শ্রীকৃষ্ণস্য 'রূপং' 'দৃগ্‌ভিঃ' নয়নৈঃ 'পিবন্তি' আস্বদন্তে নেত্রৈঃ পশ্যন্তীতি ভাবঃ। কীদৃশং রূপং 'লাবণ্যসারং' সকল লাবণ্যানাং স্থিরাংশং 'অসমোর্দ্ধং' নাস্তি সমানং ঊর্দ্ধং উৎকৃষ্টং চ যস্য তৎ, 'অনন্যসিদ্ধং' নাস্তি অন্যস্মাৎ আভরণাদেঃ সিদ্ধং সিদ্ধিঃ সফলতা যস্য তৎ স্বতঃ সিদ্ধমিত্যর্থঃ 'অনুসরাভিনবং' নিত্যনূতনং 'দুরাপং' দুর্ল্লভং 'যশসঃ' 'শ্রিয়ঃ' শোভায়াঃ 'একান্তধাম' উৎকৃষ্ট নিবাসস্থানং। ১০০।

মথুরাবাসিনী কহিলেন আহা! এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি চমৎকার! ইহা সকল লাবণ্যের সার, ইহার সমান বা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহা স্বয়ং সিদ্ধ, নিত্য অভিনব ও দুল্লর্ভ এবং সকল শোভা ও কল্যাণের আশ্রয় স্থান। গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন যে এরূপ রূপের রস নয়ন দ্বারা পান করিতে সমর্থা হইয়াছেন।১০০।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল;
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ;
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ।

এইত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
(১) তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ।
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত;
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত।
যে বা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে;
চৈতন্য গোসাঞির অত্যন্ত (২) মর্ম্ম যাঁতে।
গোপীগণের প্রেমের রূঢ় (৩) ভাব নাম;
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম।

তথাহি ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তি-লহর্য্যাং ত্রয়শ্চত্বারিংশাধিক শতাঙ্কধৃতং গৌতমীতন্ত্রং

'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ' ॥১০১॥

'গোপরামাণাং' 'প্রেমা এব' 'কামঃ' 'ইতি' 'প্রথাং' খ্যাতিং 'অগমৎ' প্রাপ। 'ইতি' অতএব 'ভগবৎ প্রিয়াঃ' ভগবৎভক্তাঃ 'উদ্ধবাদয়ঃ' 'অপি' 'এতৎ' প্রেমাণং 'বাঞ্ছন্তি' ইচ্ছন্তি। ১০১।

---

১ তৃতীয় হেতু—মদনুভবতঃ সৌখ্যং কীদৃশং ইতি অর্থাৎ ৬ষ্ঠ সংস্কৃত শ্লোকে 'আমার প্রতি তাঁহার (রাধার) সুখ ভাব কিরূপ' এই যে হেতু বলা হইয়াছে তাহা।

২ মর্ম্ম—স্নেহ, ভালবাসা।

৩ রূঢ়ভাব,...কাম—অনুরাগ অসীম বৃদ্ধি হইয়া স্বভাবে পরিণত হইলে মহাভাবাখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাহা দ্বিবিধ, রূঢ় ও অধিরূঢ়। যে মহাভাবে উদ্দীপনাদি থাকে তাহার নাম রূঢ; আর কৃষ্ণ সম্ভোগ ও বিয়োগ বিষয়ে সুখ দুঃখাদি হইলে অধিরূঢ় মহাভাব বলিয়া কথিত হয়। চক্রবর্ত্তী। গোপীগণের প্রেমের রূঢ় ভাবের নাম বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম; তাহাকে কদাচ কাম বলা যাইতে পারেনা।

গোপাঙ্গনাদিগের প্রেম, 'কাম' এই নামেতে আখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ প্রেম; অতএব উদ্ধবাদি ভগবৎভক্তগণ তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বথা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।১০১।

কাম, প্রেম, দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ (১) বিলক্ষণ।
'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' তারে বলি কাম;
'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য (২) নিজ সম্ভোগ কেবল;
(৩) কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমে ত প্রবল।
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম,
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, (৪) আত্মসুখমর্ম্ম,
দুস্ত্যজ্য আর্য্য পথ, (৫) নিজ পরিজন,
(৬) স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন,
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন;
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন।

---

১ স্বরূপ বিলক্ষণ—ভিন্ন প্রকৃতি।

২ তাৎপর্য্য—উদ্দেশ্য।

৩ কৃষ্ণসুখ...প্রবল—প্রবল অর্থাৎ প্রগাঢ় প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে সুখদান করা।

৪ আত্মসুখ মর্ম্ম—আপনার সুখ ও আপনার প্রতি ভালবাসা।

৫ আর্য্যপথ—স্বামীর বা সংসার ধর্ম্মের পথ।

৬ স্বজন···ভৎর্সন—আত্মীয়দিগের তাড়না ও ভৎর্সনা তুচ্ছ করিয়া ও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রেমিক ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ;
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।
অতএব কাম, প্রেমে বহু ত অন্তর;
(১) কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ;
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ (২)।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊন-বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

'যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতেন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাংনঃ' ॥১০২॥

হে 'প্রিয়!' 'যৎ' যস্মাদ্ধেতোঃ 'তে' তব 'সুজাত চরণাম্বুরুহং' সুকুমার পদাম্বুজং 'কর্কশেষু' কঠিনেষু 'স্তনেষু' কর্কশস্তন স্পর্শ বিষয়েষু ইত্যর্থঃ 'ভীতাঃ' শঙ্কিতাঃ সম্মর্দ্দন শঙ্কিতা ইত্যর্থঃ সত্যঃ বয়ং 'শনৈঃ' অল্পং অল্পং 'দধীমহি' ধারয়েম 'তেন' চরণাম্বুজেন ত্বং 'অটবীং' বনং 'অটসি' আগচ্ছসি 'কূর্পাদিভিঃ' সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ 'তৎ' চরণাম্বুজং 'ব্যথতে' 'নকিং স্বিৎ' স্বিৎ বিতর্কে তৎস্মৃত্বা 'ভবদায়ুষাং' ভবান্ এব আয়ুর্জীবনং যাসাং তাসাং "নঃ' অস্মাকং 'ধীঃ' বুদ্ধিঃ 'ভ্রমতি' মুহ্যতি। ১০২।

---

১ কাম অন্ধতমঃ—তমোরাশি বা অন্ধকারের মধ্যে যেরূপ দৃষ্টি ক্রিয়া হয়না; কামান্ধেরও তদ্রূপ আত্মদৃষ্টি বা সদসৎ বিবেচনা থাকেনা। কিন্তু প্রেমিক ব্যক্তি প্রেম সূর্যোদয়ে সকলই পরিষ্কার রূপে দেখিতে পান।

২ কৃষ্ণ সুখ…সম্বন্ধ—গোপীকাদিগের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, কেবল তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য; সেই জন্য তাঁহাদের প্রেমে কামের গন্ধমাত্র নাই।

গোপীগণ কহিতেছেন হে প্রিয়! আপনার সুকুমার চরণপদ্ম আমাদিগের কঠিন স্তনস্পর্শে ব্যথিত হয় আশঙ্কা করিয়া আমরা তাহা অতি ধীরে ধীরে ধারণ করি; আপনি ঐ চরণ দিয়া যখন বনে আইসেন, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণে লাগিয়া তাহা কি ব্যথিত হয় না? আপনিই আমাদের জীবন। সুতরাং ইহা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহ পাইতেছে।১০২।

আত্মসুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার,
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার।
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে;
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে,
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং *

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ' ॥১০৩॥

ব্যাখ্যাস্য পূর্ব্বমেব অষ্টাধিকে সপ্ততিশ্লোকে কৃতা। ১০৩।

ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে ~~৭৮~~ ৭৯ সং শ্লোকে করা হইয়াছে।১০৩।

---

* নৃত্যলাল শীলের ছাপাতে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক বলিয়া নিম্নের শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু আমি তাহা অন্য কোন পুস্তকে দেখিতে পাইলামনা, সেজন্য উহা মূলে সন্নিবেশিত হইলনা। শ্লোকটী এইঃ—

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর সেবনে ;
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে বিংশতি শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'এবং মদর্থোজ্‌ঝিত লোক বেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং,
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ংপ্রিয়াঃ' ॥১০৪॥

হে 'অবলাঃ' গোপ্যঃ 'ময়ি' বিষয়ে 'অনুবৃত্তয়ে' সেবায়ৈ 'এবং' পুর্ব্বকথিত প্রকারেণ 'মদর্থোজ্‌ঝিত লোক বেদস্বানাং' মদর্থায় মম সুখায় উজ্‌ঝিতঃ লোকঃ ইহপরলোক ইত্যর্থঃ বেদঃ শাস্ত্রাদিকং বেদবিহিত ধর্ম্মাদিকং স্বঃ বান্ধবাদিকং যাভিস্তাসাং 'বঃ' যুস্মাকং 'পরোক্ষং' অপ্রত্যক্ষং 'ভজতা' প্রাপ্নুবতা 'ময়া' 'হি' যস্মাৎ 'তিরোহিতং' অন্তর্হিতং 'তৎ' হে 'প্রিয়াঃ' 'প্রিয়ং' 'মা' মাং 'অসূয়িতুম্' তিরস্কর্ত্তুং 'মার্হথ' মা অর্হথ যোগ্যা ন ভবথ।১০৪।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে অবলাগণ! আমাকে সেবা করিবার জন্য তোমরা ইহপরলোক, শাস্ত্র ধর্ম্ম এবং স্বজন পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি যে তোমাদের ছাড়িয়া অন্তর্ধান হইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে তোমরা তিরস্কার করিও না; যেহেতু আমি তোমাদের সকলেরই প্রিয়।১০৪।

'যে ত্যক্ত লোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহং
ভবন্তি নোচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসঃ।'

পুনস্তত্রৈব একবিংশ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মাভজন্ দুর্জ্জয় গেহ শৃঙ্খলাঃ
সং বৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা' ॥১০৫॥

'নিরবদ্যসংযুজাং' নিরবদ্যং নিরন্তরং সংযুঞ্জন্তি সংযোগং কুর্ব্বন্তি যাস্তাসাং 'বঃ' যুষ্মাকং 'বিবুধায়ুষাপি' দেবপরিমিত-পরমায়ুষাপি চিরকালেনাপি ইত্যর্থঃ 'স্বসাধুকৃত্যং' স্বকীয় সাধু-কৃত্যং ভবতীনাং প্রত্যুপকারকৃতমিত্যর্থঃ 'অহং' 'ন' 'পারয়ে' ন শক্নোমি। 'যাঃ' ভবত্যঃ 'দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ' দুশ্ছেদ্য-সংসারবন্ধনাদীন্ 'সংবৃশ্চ্য' সম্যক্ প্রকারেণ ছিত্ত্বা 'মা' মাং 'অভজন্' সেবাং চক্রুঃ 'তৎ' তস্মাদ্ধেতোঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'সাধুনা' সাধুকৃত্যেন সৌশিল্যেন ইতি যাবৎ নতু মৎকৃত প্রত্যুপকারেণৈব ইত্যর্থঃ 'প্রতিযাতু' প্রতিশোধো ভবতু মমঋণমিতিশেষঃ। ১০৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে গোপীগণ! তোমরা দুর্জ্জয় সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া নিরন্তর আমার সহিত যুক্ত হইয়া আমার সেবা করিয়াছ; কখনই আমি তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হইব না। অতএব তোমাদের সাধু ব্যবহারেই তাহার প্রতি শোধ হউক।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত;
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত।
'এই দেহ কৈলুঁ (১) আমি কৃষ্ণে সমর্পণ;
তাঁর ধন, তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন;

---

১ কৈলুঁ—করিলাম। এই শ্লোক ও পরের শ্লোকের প্রথম পাদে গোপী উক্তির দ্বারা তাঁহাদের শরীর বিন্যাসের হেতু বর্ণিত হইয়াছে।

এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।'
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ষট্‌ত্রিংশাঙ্কধৃতাদি পুরাণীয়ে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামেতি সমুপাসতে;
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনং' ॥১০৬॥

হে 'পার্থ' অর্জ্জুন! 'যাঃ' 'গোপ্যঃ' 'মাং' 'সমুপাসতে' সম্যক্ ভজন্তে 'নিজাঙ্গমপি' তাসাং অঙ্গমপি মাং 'ত্রতি' প্রাপ্নোতি 'তাভ্যঃ' 'মে' মম 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'নিগূঢ় প্রেম ভাজনং' প্রগাঢ়স্নেহ পাত্রং 'ন' অস্তীতি শেষঃ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে অর্জ্জুন! যে গোপীগণ আপনাদের শরীর পর্য্যন্ত দিয়া আমাকে সেবা করিয়াছেন; তাঁহাদের হইতে নিগূঢ় প্রেমপাত্র আমার আর কেহই নাই।১০৬।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব!
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব।
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন,
সুখ বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়;
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ;
তথাপি বাড়য়ে সুখ; পড়িল বিরোধ। (১)

---

১ পড়িল বিরোধ—গোপীগণের নিজ সুখ অনুরোধ বা ইচ্ছা না থাকিলেও

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান,
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসান।
গোপিকা দর্শনে, কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা;
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা।
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ'।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ।
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত;
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত।
এই মত অন্য-অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি;
অন্য-অন্যে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি (১)।
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয়, গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে, সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে (২)
অতএব (৩) সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে;
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কাম দোষে।

তাঁহাদের সুখ হয়। এরূপ কেন হয়? এই বিরোধ বা আন্দোলন মনে উপস্থিত হইতেছে; এই আন্দোলন বা তর্কের একমাত্র মীমাংসা এই যে কৃষ্ণ-সুখের উপর গোপিকার সুখ নির্ভর করে। এই জন্য গোপীর মনে সুখের ইচ্ছা না থাকিলেও কৃষ্ণের সুখ দর্শনে তাঁহাদের সুখ হয়। কি প্রকারে ঐ সুখ উদ্ভব হয় তাহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১ এই মত...নাহি মুড়ি—পরস্পরের শোভা দৃষ্টে উভয়ের সুখের মধ্যে এই রূপে হুড়াহুড়ি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে; অথচ উভয়ের সুখই বাড়িতে থাকে; কেহ পরাভব হয় না। 'মুখ মুড়ি' বা মুখ লুকান। পরাজয় স্থলেই লোকে মুখ লুকাইয়া থাকে।

২ গোপীগণে—গোপীগণের।

৩ সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে—কৃষ্ণ সন্দর্শন জন্য গোপীদিগের মনে যে সুখ হয়, তাহা অনুভব করিয়া কৃষ্ণের সুখ আরও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

যথোক্তং শ্রীরূপ গোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে অষ্টমশ্লোকে

'উপেত্য পথি সুন্দরী ততিভি রাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর করম্বিতৈ র্নটদপাঙ্গ ভঙ্গীশতৈঃ
স্তন স্তবক সঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিন দেশতঃ কেশবং'॥১০৭।

'ব্রজে' শ্রীবৃন্দাবনে 'বিপিনদেশতঃ' গোচারণস্থানাৎ আগচ্ছন্তমিতিশেষঃ 'বিজয়িনং' জয়প্রাপ্তং 'কেশবং' 'ভজে' অহমিতি কীদৃশং 'পথি' মার্গে 'আভিঃ' 'সুন্দরীততিভিঃ' গোপসুন্দরীসমূহৈঃ 'উপেত্য' সমীপে আগত্য 'অভ্যর্চ্চিতং' সংপূজিতং কৈঃ করণৈঃ অভ্যর্চ্চিতং 'স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ' স্মিতঞ্চ হাস্যঞ্চ অঙ্কুরশ্চ রোমাঙ্কুরশ্চ তয়োঃ সমাহারস্তেন করম্বিতৈঃ যুক্তৈঃ 'নটদপাঙ্গ ভঙ্গীশতৈঃ' নটৎ নৃত্যৎ অপাঙ্গং নেত্র কটাক্ষঃ তস্য ভঙ্গ্যাঃ শোভায়াঃ শতৈঃ; কেশবং পুনঃ কীদৃশং 'স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকাঞ্চলং' গোপীনাং স্তনস্তবকেষু পুষ্পগুচ্ছসদৃশস্তনেষু সঞ্চরন্তৌ নয়ন এব চঞ্চরীকৌ দ্বৌ ভ্রমরৌ তয়োরঞ্চলং প্রান্তভাগো যস্য তং ॥ ১০৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণ হইতে আগমন সময়ে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া গোপ সুন্দরীগণ যখন পুলকিত মনে ও স্মিত বদনে অপাঙ্গ ভঙ্গী বিস্তার করত কেশবের অভ্যর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তৎকালে পুষ্পগুচ্ছ সদৃশ তাঁহাদের স্তন সমূহে কৃষ্ণ, ভ্রমর সদৃশ আপন নয়ন যুগলের কটাক্ষ নিক্ষেপ করত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেন। আমি এরূপ কেশবকে ভজনা করি ॥১০৭॥

আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন,
যে (১) প্রকারে হয় প্রেম, কাম গন্ধ হীন।
(২) গোপী প্রেম, করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্ট;
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে, হইয়া সন্তুষ্ট।
(৩) প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ;
তাঁহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।
(৪) নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি;
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে; (৫)
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তি-লহর্য্যাং ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'অঙ্গস্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ'

---

১ যে প্রকারে—যে চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা গোপী প্রেম কামগন্ধ হীন থাকা বুঝা যায়; ঐ চিহ্ন বা লক্ষণের বিষয় পশ্চাৎবর্ত্তী শ্লোক চতুষ্টয়ে বলিতেছেন।

২ গোপী প্রেম...সন্তুষ্ট—গোপী প্রেমে কিরূপে কৃষ্ণের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩ প্রীতি বিষয়ানন্দে—প্রীতির বিষয় বা প্রীতি পাত্রের আনন্দেই প্রীতির আশ্রয়ের আনন্দ হইয়া থাকে। প্রীতি বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ; তদাশ্রয়—গোপীকা।

৪ নিরুপাধি প্রেম—উপাধি বা কারণ হীন প্রেম অর্থাৎ অহৈতুকী প্রীতি।

৫ সেবানন্দ বাধে—নিজের সুখ যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সাধকের সেই সুখের দিকেই মন পড়িয়া থাকে, কাজে কাজেই সেবা

কংসারাতে র্বীজনে যেন সাক্ষা
দক্ষোদীয়ানন্তরা ন ব্যধায়ি' ॥১০৮॥

'দারুকঃ' কৃষ্ণসারথিঃ 'কংসারাতেঃ' কংসদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য 'বীজনে' চামর সেবায়াং 'অঙ্গস্তম্ভারম্ভং' নিজাঙ্গানাং স্থিরীভাবোৎপত্তিং পুলকলক্ষণমিতি যাবৎ 'উত্তুঙ্গয়ন্তং' প্রাপয়ন্তং 'প্রেমানন্দং' 'ন' 'অভ্যনন্দৎ' ন বাঞ্ছিতবান্ সেবাবাধকত্বাৎ; 'যেন' প্রেমানন্দেন কর্ত্রা 'অক্ষোদীয়ান্' শ্রেষ্ঠঃ দারুকঃ 'অন্তরা' স্বান্তে 'সাক্ষাৎ' তৎক্ষণাদেব 'ন' 'ব্যধায়ি' ন ধৃতঃ (ধাধাতোঃ কর্ম্মণি লুঙ্) নিজানন্দং তুচ্ছীকৃত্বা কৃষ্ণসেবানন্দং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুক, শ্রীকৃষ্ণকে চামরব্যজন করিবার সময় স্বীয় অঙ্গস্তম্ভাদি হইয়া প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তাহা সেবার বাধা জন্মাইবে বিবেচনায়, তাহাকে অভিনন্দন করিলেন না; বরং তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণে উহা স্থান পাইল না।১০৮।

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে সাত্বিকভাবলহর্য্যাং ঊনত্রিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্প পূরাভিবর্ষিণং
উচ্চৈরনিন্দ দানন্দ মরবিন্দ বিলোচনা' ॥১০৯॥

'অরবিন্দবিলোচনা' নীলাব্জনয়না শ্রীরাধা 'আনন্দং' নিজানন্দং 'উচ্চৈঃ' যথা তথা 'অনিন্দৎ' নিন্দাং কৃতবতী। আনন্দং

বিষয়ে বাধা জন্মাইয়া থাকে। কৃষ্ণ সেবানন্দ —যে সেবাতে কৃষ্ণ আনন্দ বা সুখ পান।

কথম্ভূতং 'গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং' গোবিন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দর্শন বিষয়ে আক্ষেপী বাধকঃ যো বাষ্পঃ নেত্রজলং তস্য পূরঃ প্রবাহঃ তম্ অভিবর্ষিতুং শীলং যস্য তং ॥ ১০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে অরবিন্দ লোচনা শ্রীরাধার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়ন যুগল হইতে বাষ্পধারা বর্ষণ হওতঃ দর্শন বিষয়ে বাধা জন্মাইতেছিল, অনুভব করিয়া তিনি ঐ আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন। ১০৯।

---

(১) আর শুদ্ধ ভক্ত, কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি (২) না করে গ্রহণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'মদ্গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে ;
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ
লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে' ।১১০ ।

'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ' মমগুণাদি-শ্রবণ মাত্রেণৈব নতু উদ্দেশ্যান্তরসিদ্ধ্যভিপ্রায়েণ 'পুরুষোত্তমে' পুরুষশ্রেষ্ঠে 'সর্ব্বগুহাশয়ে' সর্ব্বেষাং চিত্তরূপগুহায়াং শেতে যস্তস্মিন্ 'ময়ি' 'অবিচ্ছিন্না' বিষয়ান্তরেণাবচ্ছেত্তুমশক্যা 'অম্বুধৌ' সমুদ্রে যথা 'গঙ্গাম্ভসঃ' গঙ্গা-

---

১ আর—এবং। পূর্ব্ব শ্লোকের 'সে আনন্দের প্রতি' ইত্যাদির সহিত এই শ্লোকের অন্বয় বা যোগ করিবার জন্ত এই 'আর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ সালোক্যাদি—চতুর্বিধ মুক্তি।

জলস্য গতিঃ তদ্রূপা 'অহৈতুকী' ফলানুসন্ধান শূন্যা তথা 'অব্যবহিতা' ভেদদর্শন রহিতা 'যা' 'মনোগতিঃ মনোগতিরূপা 'ভক্তিঃ' সা 'নির্গুণস্য' 'ভক্তি যোগস্য' 'লক্ষণং' স্বরূপং 'হি' নিশ্চিতং 'উদাহৃতং' কথিতং যুষ্মাকমেতৎ ॥ ১১০ ॥

আমি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমার গুণশ্রবণ মাত্রে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় আমাতে অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা মনের যে গতি হয়, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাই অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি।১১০।

তথাহি তত্রৈব একাদশ শ্লোকে দেবহূতিংপ্রতি
কপিলদেববাক্যং

'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ' ॥১১১॥

'উত' ভোঃ 'জনাঃ' শুদ্ধভক্তাঃ 'মৎ সেবনং' 'বিনা' 'সালোক্য-সার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বং' মুক্তিপঞ্চবিধং 'দীয়মানমপি' 'ন' 'গৃহ্ণন্তি' নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি। 'সালোক্যং' ময়াসহ একস্মিন্ লোকে বাসঃ 'সার্ষ্টিঃ' মৎসমানৈশ্বর্য্যং 'সামীপ্যং' নিকট বর্ত্তিত্বং 'সারূপ্য' সমান রূপতা 'একত্বং' সাযুজ্যং অভিন্ন যোজনত্বমিতি যাবৎ; এতেষাং সমাহার স্তৎ ॥ ১১১ ॥

মাতা দেবহূতিকে কপিল দেব কহিতেছেন; সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত একলোকে বাস; সার্ষ্টি, আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি; সামীপ্য, আমার নিকটে থাকা; সারূপ্য, আমার সমান রূপ পাওয়া; এবং একত্ব, অর্থাৎ সাযুজ্য বা আমার সহিত অভিন্ন হইয়া যুক্ত হওয়া; এই পঞ্চবিধ

মুক্তি আমার ভক্তদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত তাহার কিছুই লইতে চাহেন না।১১১।

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিল দেব বাক্যং

'স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'॥১১২॥

ননু ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু ভক্তাবানুসঙ্গিকমিত্যাহ 'সঃ' 'এব' 'ভক্তিযোগাখ্যঃ' ভক্তি-যোগ নামায়ং 'আত্যন্তিকঃ' পরমোৎকৃষ্টঃ 'উদাহৃতঃ' কথিতঃ 'যেন' ভক্তি যোগেন 'ত্রিগুণাং' ত্রিগুণ ময়মায়ামিত্যর্থঃ 'অতি-ব্রজ্য' হিত্বা 'মদ্ভাবায়' ব্রহ্মত্বায় মৎবিদ্যমানতায়ৈ মৎসাক্ষাৎ-কারায় ইত্যর্থঃ 'উপপদ্যতে' সমর্থো ভবতি জন ইতি শেষঃ॥১১২॥

দেবহূতিকে কপিল দেব বলিতেছেন;—ঐ প্রকার ভক্তি যোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়। ত্রিগুণময়ী মায়া-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে সত্য; কিন্তু তাহাও ঐ ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল মাত্র; ভক্তি যোগ দ্বারাই মায়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।১১২।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকে দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'মৎ সেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকাল বিপ্লুতং'॥১১৩॥

'তে' 'সেবয়া' 'পূর্ণাঃ' মৎ সেবনেন পূর্ণান্তঃকরণাঃ মদ্ভক্তাঃ 'মৎ-সেবয়া' মদিচ্ছানুরূপসেবাকর্ম্মকরণেন 'সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং'

মুক্তিচতুর্বিধং 'প্রতীতং' প্রাপ্তমপি 'ন' 'ইচ্ছন্তি' তুচ্ছীকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ 'কাল বিপ্লুতং' কালেনৈব বিনাশশীলং 'অন্যৎ' বস্তু ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষাদিকং 'কুতঃ' কুত্র ? কোহবা পদার্থঃ ইত্যর্থঃ চেটিকা-বৎ এতদনাদরং কৃত বস্তু ইত্যর্থঃ। ১১৩।

দুর্ব্বাসাকে ভগবান কহিতেছেন, আমার সেবা করিতে যাঁহারা সমুৎসুক চিত্ত, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি পাইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না; কালে ধ্বংসশীল অন্য বস্তুর তো কথাই নাই।১১৩।

কামগন্ধ হীন, স্বাভাবিক গোপী প্রেম;
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী;
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে দ্বাত্রিং-
শাঙ্ক ধৃতাদি পুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন' ॥১১৪॥

হে 'পার্থ' অর্জ্জুন 'তে' তুভ্যং অহং 'সত্যং' নিশ্চিতং 'বদামি' কথয়ামি 'গোপ্যঃ' গোপাঙ্গনাঃ 'মে' মম 'কিং' 'ন' 'ভবন্তি' অপিতু সর্ব্বযোগ্যা এব ভবন্তি। 'সহায়াঃ' অনুগতমিত্রবৎ সাহায্যং কুর্ব্বন্তি; 'গুরবঃ' গুরুবৎ বিনয়োপদেশং কুর্ব্বন্তি; 'শিষ্যাঃ' শিষ্যবৎ মদাজ্ঞাং পালয়ন্তি; 'ভুজিষ্যাঃ' মাতৃবৎ স্নেহাদিকং কুর্ব্বন্তি; 'বান্ধবাঃ' বন্ধুবৎ প্রেমাচারং কুর্ব্বন্তি; 'স্ত্রিয়ঃ' স্বস্ত্রীবৎ ব্যবহারং কুর্ব্বন্তি। ১১৪।

কৃষ্ণ বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে নিশ্চয়

বলিতেছি যে গোপীগণ অনুগতের ন্যায় আমার সাহায্য কারিণী, গুরুর ন্যায় আমাকে বিনয় শিক্ষা দেন, শিষ্যের ন্যায়, আজ্ঞাবহ, মাতার ন্যায় স্নেহ করেন, বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসেন এবং স্ত্রীর ন্যায় অভিলাস পূর্ণ করেন। আর যে তাঁহারা আমার কি নহেন, তাহা আমি জানি না। ১১৪।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত,
প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্ট, সমীহিত। (১)

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপী প্রেমামৃতে পঞ্চত্রিংশাঙ্ক ধৃতাদি পুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'মন্মাহাত্ম্যং মৎস্বপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ'।১১৫।

হে 'পার্থ' 'গোপিকাঃ' 'সর্ব্বাঃ' 'মন্মাহাত্ম্যং' মম মহিমানং 'মৎস্বপর্য্যাং' মম সেবাং 'মৎশ্রদ্ধাং' মাংপ্রতি শ্রদ্ধাং 'মন্মনোগতং' মম মনোগতবাসনাং 'জানন্তি' 'অন্যে' জনাঃ 'তত্ত্বতঃ' স্বরূপতঃ 'ন' জানন্তি। ১১৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে পার্থ! আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার মনোগত বাসনা, কেবল গোপীগণই জানেন; অন্যে তাহা স্বরূপতঃ জানে না।১১৫।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা;
রূপেগুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

---

১ প্রেম সেবা—প্রেমের দ্বারা সেবা। ইষ্ট—কৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ। সমীহিত—উচিত।

তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে এক-
চত্বারিংশধৃত পদ্মপুরাণং

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা।' ১১৬।

'যথা' যেন প্রকারেণ 'রাধা' 'বিষ্ণোঃ' শ্রীকৃষ্ণস্য 'প্রিয়া' 'তথা' তেন প্রকারেণ 'তস্যাঃ রাধায়াঃ 'প্রিয়ং' 'কুণ্ডং' তন্নাম্না বিদিতং রাধাকুণ্ডং। 'একা' 'সা' রাধিকা 'সর্ব্বগোপীষু' মধ্যে বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য 'অত্যন্তবল্লভা' সর্ব্বোত্তমপ্রেয়সী 'এব' নিশ্চিতং।১১৬।

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্রীরাধিকা, সেইরূপ শ্রীরাধিকার প্রিয়, তাঁহার নাম যুক্ত কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড। সকল গোপীগণের মধ্যে একা শ্রীরাধাই কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেয়সী। ১১৬।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ত্রয়-
শ্চত্বারিংশধৃতাদি পুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম।' ১১৭।

হে 'পার্থ' 'ত্রৈলোক্যে' ত্রৈলোক্যেষু স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেষু মধ্যে 'পৃথিবী' 'ধন্যা' সর্ব্বমান্যা; 'যত্র' পৃথিব্যাং 'বৃন্দাবনং' নাম 'পুরী' নগরী আস্তে ইতিশেষঃ। 'তত্রাপি' তস্মিন্ বৃন্দাবনে অপি 'গোপিকা' ধন্যাঃ ভবন্তীতিশেষঃ। 'যত্র' যাসু গোপি-কাসু মধ্যে 'মম' প্রিয়া 'রাধাভিধা' রাধা নাম্নী বর্ত্ততে ইতি-শেষঃ। ১১৭।

কৃষ্ণ কহিতেছেন হে পার্থ! ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যেহেতু পৃথিবীতে বৃন্দাবন পুরী রহিয়াছে। বৃন্দাবনে গোপী সকল ধন্যা, কেননা তাঁহাদিগের মধ্যে আমার প্রিয়া রাধা দেবী রহিয়াছেন। ১১৭।

রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ (১)
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ;
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন;
তাঁহা বিনা সুখ হেতু নহে গোপীগণ।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে প্রথমশ্লোকে
শ্রীজয় দেব বাক্যং

'কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলাং
রাধা মাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ সুন্দরীঃ।' ১১৮।

'কংসারিঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'হৃদয়ে' স্বীয়ান্তরি 'রাধাং' 'আদায়' গৃহীত্বা 'ব্রজসুন্দরীঃ' অন্যব্রজাঙ্গনাঃ কামন মধ্যে 'তত্যাজ'। রাধাং কিদৃশীং 'অপি' নিশ্চয়েন 'সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং' সম্যক্ সারভূতায়াং বাসনায়াং বদ্ধায় বন্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড় রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। ১১৮।

শ্রীরাধাই কৃষ্ণকে সারভূত বাসনা উপভোগে আবদ্ধ করিবার লৌহ শৃঙ্খল স্বরূপা। তিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করত অন্য গোপী দিগকে রাসস্থলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১১৮।

---

১ রাধাসহ...রসোপকরণ—কেবল রাধাসহ ক্রীড়া করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। ঐ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির জন্য, তাহার উপকরণস্বরূপে অন্য গোপীগণের প্রয়োজন।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার;
যুগ ধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার।
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ;
অবতারের সেই বাঞ্ছা মূল কারণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্র কুমার,
রসময় মূর্ত্তি, কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার; (১)
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার;
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার। (২)

তথাহি শ্রীগীত গোবিন্দে প্রথমসর্গে একাদশশ্লোকে
শ্রীজয় দেববাক্যং

'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈ রুপ নয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং
স্বচ্ছন্দং ব্রজ সুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরি ক্রীড়তি'।১১৯

'সখি' হে সখি 'মধৌ' বসন্তে 'মুগ্ধঃ' সুন্দরঃ মনোহর মূর্ত্তিঃ 'হরিঃ' 'মূর্ত্তিমান্' দেহবদ্ধঃ শরীর ধারীতি যাবৎ 'শৃঙ্গারঃ' আদি-রসঃ 'ইব' 'ক্রীড়তি' বিহরতি শৃঙ্গাররসস্যাপি শ্যামবর্ণত্ব মুক্তম্। কিংকুর্ব্বন্ 'অনুরঞ্জনেন' অঙ্গরাগেণ 'বিশ্বেষাং' রমণী সমূহানাং

---

১ শৃঙ্গার—অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য স্বরূপ।

২ রসময় ইত্যাদি—অর্থাৎ কৃষ্ণের রসময় মূর্ত্তি; অথবা যাহাকে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার বা রসবলে; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন এবং আনুসঙ্গরূপে অন্য রস প্রচার করিলেন; ইহাই তাঁহার অবতারের মূলকারণ এবং পূর্ব্বশ্লোকের লিখিত তিন বাঞ্ছার ইহা তৃতীয় বাঞ্ছা।

'আনন্দং' 'জনয়ন্' সন্ 'ইন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈঃ' ইন্দীবরাণি নীলোৎপলানি তেষাং শ্রেণ্যঃ পংক্তয়ঃ তাভিঃ শ্যামলানি শ্যাম বর্ণানি কোমলানি সুকুমারাণি চ তৈঃ 'অঙ্গৈঃ' 'অনঙ্গোৎসবং' অস্মদাদে গোপাঙ্গনাদে হৃদয়ে কন্দর্পোৎসবং 'উপনয়ন্' প্রাপয়ন্ সন্ 'স্বচ্ছন্দং' স্বেচ্ছয়া 'ব্রজসুন্দরীভিঃ' 'অভিতঃ' সমন্ততঃ 'প্রত্যঙ্গং' সকলাঙ্গং 'আলিঙ্গিতঃ'। ১১৯।

হে সখি! বসন্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কেমন মনোহর রূপে বিহার করিতেছেন! বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কন্দর্প শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেখ! নীলোৎপল শ্রেণী দ্বারা তিনি আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন মনোহর রূপে সাজাইয়াছেন ও তাহা কেমন শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে! গোপীগণ তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং অনঙ্গোৎসবে প্রমত্তা হইতেছেন। ১১৯।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই রসের সদন,
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন।
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম;
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম।
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, (১)
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরি দাস,
আর যত চৈতন্য গোঁসাইর ভক্তগণ,
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ;
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ।

---

১ শ্রীনিবাস—অর্থাৎ শ্রীবাস। এই সব ভক্তগণের পরিচয় পরে বর্ণিত হইবে।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চোদ্ধৃত শ্লোকঃ

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সম জনি শচী গর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ'।

ব্যাখ্যান্য ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়; (১)
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়।
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ় (২);
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ;
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ।
এ সব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব (৩);
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ।
অভক্ত উষ্ট্রের (৪) ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ (৫)।

---

১ যুয়ায়—যোগ্য হয়।

২ নিগূঢ়—গোপনভাবে বা অপ্রকাশিতভাবে।

৩ আম্রের পল্লব—আম্রের নূতন পত্র বা আম্রমুকুল।

৪ অভক্ত উষ্ট্রের—উষ্ট্রগণ যেমন কিঞ্চিৎরস পাইবার জন্য ক্ষত বিক্ষত হইয়াও শমীকণ্টক চর্ব্বণ করে, সেইরূপ কিঞ্চিৎ সুখের জন্য অভক্তগণ সংসারে বহু কষ্ট ভোগ করে।

৫ তবে চিত্তে হয়...ত্রিভুবনে—এই সকল তত্ত্ব আমি গোপনভাবে বলিব; তাহা কেবল ভক্তগণই বুঝিবে; উষ্ট্র স্বরূপ অভক্তগণ বুঝিতে পারিবে না। সেই জন্য আমার মনে বিশেষ আনন্দ হইতেছে। কারণ যে

যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে,
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে?
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সব হউক চমৎকার!
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে (১);
'পূর্ণানন্দ পূর্ণরূপ রস কহে মোরে।
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন;
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন?
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ;
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব;
একেলা রাধিকা তাহা করি অনুভব।
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার;
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য (২) সাম্যতা নাহি যার।
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন;
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর গীত বংশী স্বরে আকর্ষে ভুবন;
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।

অভক্তগণ ইহা শুনিয়া পরিহাস আদি করিবে বলিয়া মনে আশঙ্কা ছিল; তাহারা যখন ইহা বুঝিতে পারিবে না বুঝিলাম, তখন ইহা অপেক্ষা জগতে আনন্দের কারণ আর অধিক কি হইতে পারে?

১ বিচার—বিতর্ক। পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে কৃষ্ণ চিন্তার দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের চমৎকারিত্ব দর্শিত হইতেছে।

২ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—রাধিকার বিশেষণ। আকারান্ত হওয়া উচিত ছিল। যে মাধুর্য্যের সমান বা যাহা হইতে অধিক আর নাই।

'যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ ;
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ।
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস ;
রাধার অধর রসে আমা করে বশ।
যদ্যপি আমার স্পর্শে কোটীন্দু শীতল ;
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু ;
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু (১)।
এইমত অনুভব আমার প্রতীত (২);
(৩) বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ;
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান।
পরস্পর বেণুগীতে (৪) হরয়ে চেতন,
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন।
'কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে'
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে।

---

১ জীবাতু—জীবনৌষধ বা জীবন।

২ এই মত অনুভব—এই প্রকার বোধ অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে যে কথিত হইয়াছে 'রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু' এই প্রকার বোধ।

'আমার প্রতীত—আমার জ্ঞাত বা ঐরূপ বোধে আমি বিশ্বাস করি।

৩ বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত—বিচার করিয়া দেখিতে গেলে রাধিকা সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। তাঁহার রূপ গুণ আমার জীবন প্রদ ; কিন্তু আমার রূপগুণ তাঁহার জীবন নাশক, এই বিপরীত ভাব দেখা যায়। কিরূপে ইহা হয় তাহা পরের ৬টী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমাপেক্ষা রাধিকার প্রেমের উৎকর্ষতা দর্শানই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

৪ পরস্পর বেণুগীতে—পরোক্ষে বেণুরগান শ্রবণ করিয়া।

'অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ,
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ।
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে।
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ;
শত মুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত।
লীলা অন্তে (১) সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী,
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি।
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি (২) মানে;
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে।
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই;
তাহা হৈতে রাধা সুখ শত অধিকাই (৩)।

তথাহি ললিত মাধবে নবমাঙ্কে পঞ্চম শ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'নির্ধূতামৃতমাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজ সৌরভং কুহরিত শ্লাঘা বিদস্তে গিরঃ
অঙ্গং চন্দন শীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্,
ত্বামাস্বাদ্য মমেদ মিন্দ্রিয় কুলং রাধে মুহুর্মোদতে' ।১২০।

হে 'রাধে' 'মম' 'ইদং' 'ইন্দ্রিয় কুলং' ইন্দ্রিয় সাকল্যং 'ত্বাং' 'আস্বাদ্য' 'মুহুঃ' বারম্বারং 'মোদতে' হর্ষযুক্তং ভবতি। হে 'কল্যাণি' 'তে' তব 'পরিমলঃ' অঙ্গগন্ধঃ 'নির্ধূতামৃতমাধুরী'

১ লীলা অন্তে—ক্রীড়া অন্তে।
২ ভরত মুনি—নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মুনি। ইনি রস শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।
৩ অধিকাই—অধিক।

নির্দ্ধূতং পরাজিতং অমৃতং যয়া মাধুর্য্যা সা নির্দ্ধূতামৃতা সা চাসৌ মাধুরী চেতি সা ইব। তব 'বিম্বাধরং' বিম্ব ইব অধরঃ। তব 'বক্ত্রং' মুখং 'পঙ্কজ সৌরভং' পঙ্কজস্য সৌরভমিব সৌরভং গন্ধো যত্র তৎ। তব 'গিরঃ' মৃদুভাষাঃ 'কুহুরিতশ্লাঘাবিদঃ' কুহুরিতং কোকিল কণ্ঠধ্বনিঃ তস্মাৎ শ্লাঘা বিদঃ শ্লাঘাং উৎকৃষ্টতাং বিন্দন্তি যা স্তাঃ প্রশংসনীয়াঃ ইত্যর্থঃ। তব 'অঙ্গং' 'চন্দনশীতলং' চন্দনাৎ স্নিগ্ধং। 'ইয়ং' তব 'তনুঃ' 'সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্' সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং সারস্তৎ ভজতে যা সা, সকল সৌন্দর্য্যস্যাকরভূতেত্যর্থঃ। ১২০।

হে কল্যাণি! তোমার অঙ্গ পরিমল অমৃতমাধুরীকে পরাজয় করিয়াছে; তোমার অধর বিম্বফলকে নির্জ্জিত করিয়াছে; তোমার মুখে পঙ্কজ সৌরভ নির্গত হইতেছে; কোকিল ধ্বনি অপেক্ষা তোমার মৃদুভাষা অতি প্রশংসনীয়া; চন্দন অপেক্ষাও তোমার অঙ্গ সুস্নিগ্ধ; এবং তোমার শরীর সকল সৌন্দর্য্যের সার বহন করিতেছে; অতএব হে রাধে! তোমার সঙ্গমে আমার ইন্দ্রিয় সকল পুনঃ পুনঃ হর্ষযুক্ত হইতেছে। ১২০।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি নোক্তং

'রূপে কিং সরহস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
ঘ্রাণ্যামুৎকলিত শ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্ট নাসাপুটাং
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং,
দম্ভোদ্গীর্ণ মহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারা কুলাং। ১২১

তাং রাধিকাং কথম্ভূতাং তদাহ। 'রূপে' শ্রীকৃষ্ণস্য রূপদর্শনে 'কিং' মহাশ্চর্য্যং যথাস্যাৎ তথা 'সরহস্য লুব্ধনয়নাং' সরহস্যেন গোপনীয়ভাবেন লুব্ধে বাসনাযুক্তে নয়নে যস্যা স্তাং।

'স্পর্শে' শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গ সম্মিলনে 'অতিহৃষ্যত্ত্বচং' অতিশয়েন হৃষ্যা হর্ষযুক্তা ত্বক্ যস্যাঃ তথাভূতাং। 'বাণ্যাং' শ্রীনন্দনন্দনস্য বচন-শ্রবণে 'উৎকলিত শ্রুতিং' উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যা স্তাং। 'পরিমলে' শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসৌরভগ্রহণে 'সংহৃষ্টনাসাপুটাং' সংহৃষ্টে প্রফুল্লিতে নাসাপুটে যস্যাস্তাং। 'কিল' নিশ্চিতং 'অধরপুটে' শ্রীকৃষ্ণস্য অধর যুগ্মে অধরামৃত পানে ইত্যর্থঃ 'আর-জ্যদ্রসনাং' আরজ্যন্তী অনুরাগবিশিষ্টা রসনা জিহ্বা যস্যা স্তাং। 'ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং' ন্যঞ্চৎ পুঞ্জিভূতং মুখংএব অম্ভোরুহং যস্যা স্তাং। 'বহিরপি' অপি নিশ্চিতং বহিঃ বাহ্যভাবে 'দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং' দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহাধৃতিঃ ধৈর্য্যং যয়া সা তাং। স্বান্তরে 'প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং' প্রোদ্যতা প্রকৃষ্টেন উদ্যতা, উদ্ভাবয়তা বিকারেণ আকুলাং ব্যাকুলাং। ১২১।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনকালে শ্রীরাধিকার নয়নযুগল আশ্চর্য্য রূপে লুব্ধ হইয়া থাকে; তাঁহার অঙ্গস্পর্শে, ত্বগি-ন্দ্রিয় অতিশয় পুলকিত হয়; বচন শ্রবণের জন্য শ্রুতি-যুগল উৎকণ্ঠা ভাব ধারণ করে; অঙ্গ পরিমল গ্রহণ নিমিত্ত নাসারন্ধ্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠে; এবং অধরামৃতপান জন্য রসনা অনুরাগময়ী হইয়া উঠে। শ্রীরাধার মুখ কমল সক-লেরই গৌরব স্থান। তিনি ছলেতে কথা কহিয়া মহা ধৈর্য্য প্রকাশ করেন; কিন্তু অন্তরে বিকারাভির্ভাব হেতু ব্যাকুল হইয়া উঠেন; তাহা অপরে বুঝিতে পারে না। ১২১।

'তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস! (১).
আমার মোহিনী রাধা তাঁরে করে বশ।

---

১ তাতে—তাহাতে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণের গুণে রাধার যে ভাববিকার বর্ণিত হইয়াছে; সেই জ্ঞান হেতু মোতে—আমাতে। কোন এক রস—অনির্ব্বচনীয় রস।

'আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ;
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে;
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে, লোভ বাড়ে চিতে।
রস আস্বাদিতে আমি কৈল (১) অবতার;
প্রেম রস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার।
রাগ মার্গে (২) ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে;
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে।
এই তিন তৃষ্ণা (৩) মোর নহিল পূরণ;
বিজাতীয় (৪) ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।
রাধিকার প্রেম (৫) দেহ অঙ্গীকার বিনে
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তাঁর বর্ণ (৬)
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ'।
সর্ব্ব ভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়;
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।

---

১ কৈল—করিব।

২ রাগমার্গে—অর্থাৎ অনুরাগ প্রযুক্ত; বৈধভক্তিদ্বারা নহে।

৩ তিন তৃষ্ণা—১ম আমার অনির্ব্বচনীয় রস কিরূপ? ২য় শ্রীরাধার প্রেম-ভাব কিরূপ? ৩য় তাঁহায় সুখানুভূতি কি প্রকার?

৪ বিজাতীয় ভাবে—ভক্ত ও ঈশ্বর কখন এক জাতীয় ভাবাপন্ন হইতে পারেন না।

৫ প্রেম দেহ—প্রেম ও দেহ।

৬ রাধাভাব ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত পূর্ণানন্দ ইত্যাদি হইতে এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণ চিন্তার সমাপ্তি।

সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন;
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ।
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি,
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি,
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু;
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু।
এই ত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান;
স্বরূপ গোঁসাই পাদপদ্ম করি ধ্যান।
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ; (১)
শ্রীরূপ গোঁসাইর শ্লোক প্রমাণ সমর্থ। (২)

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিনোক্তং

'অপারং কস্যাপি প্রণয়িজন বৃন্দস্য কুতকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপ ভোক্তুম্ কমপি যঃ
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেব শৈচতন্যাকৃতি রতিতরাং ন কৃপয়তু। ১২২।

ব্যাখ্যাস্য পূর্ব্বমেব ৮৪ সং শ্লোকে কৃতা। ১২২।

ইহার অর্থ ৮৪ শ্লোকে দেখ। ১২২।

গ্রন্থকারস্য

'মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোক ষট্‌কে নিরূপিতং' ।১২৩।

---

১ এই দুই শ্লোকের—সং ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোকের।

২ প্রমাণ সমর্থ—অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকের মতানুযায়ী আমি ৫ম ও ৬ষ্ঠ (সং) শ্লোকের অর্থ করিলাম।

'মঙ্গলাচরণং' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য সামান্য বিশেষ মঙ্গলাচরণং প্রথম দ্বিতীয়ে 'কৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্বলক্ষণং' তৃতীয় চতুর্থে 'অবতারে' অবতারবিষয়ে 'প্রয়োজনঞ্চ' পঞ্চম ষষ্ঠে ইতি 'শ্লোকষট্কে' ষট্ সংখ্যক শ্লোকে 'নিরূপিতং' 'নির্ণয়ী কৃতং' ময়েতি শেষঃ। ১২৩।

দুই প্রকার মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের তত্ত্বলক্ষণ ও অবতারের মূল প্রয়োজন ছয়টী শ্লোকে নিরূপিত হইল।১২৩।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারমূল প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং
যস্যেচ্ছয়া তৎ স্বরূপ মজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।১২৪।

'অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং' অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতংআশ্চর্য্যং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বরত্বং যস্য তং 'ঈশ্বরং' সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারকং 'শ্রীনিত্যানন্দং' অহং বন্দে। 'যস্য' নিত্যানন্দস্য 'ইচ্ছয়া' কৃপয়া শ্রীবৃন্দাবনযাপন স্বপ্নাদেশেনৈব তদিচ্ছাপ্রতীতেঃ 'অজ্ঞেন' মুর্খেন ময়া 'তৎ স্বরূপং' তস্য তত্ত্বলক্ষণং 'নিরূপ্যতে' বর্ণ্যতে। ১২৪।

যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ও যাঁহার ঐশ্বর্য্য অদ্ভুত এবং অনন্ত ; আমি সেই নিত্যানন্দ রামকে বন্দনা করি।

তাঁহার কৃপাতে আমি শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছি। ১২৪।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণ চৈতন্য মহিমা ;
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্বসীমা।
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।
একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায় ;
আদ্য কায় ব্যূহ, কৃষ্ণ লীলার সহায়। (১)
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র !
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ !

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ

'সঙ্কর্ষণঃ কারণ তোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ীচ পয়োহব্ধিশায়ী
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু'।

---

১ আদ্যকায় ব্যূহ—পূর্ব্বে বিলাস লক্ষণে কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বরের একই স্বরূপ এক সময়ে যদি এরূপ ভাবে বিলসিত বা বিবর্ত্তিত হয়, যে স্বরূপের বা তত্ত্বের বৈলক্ষণ্য না জন্মিয়া তাহা বিভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ঐ বিলসিত রূপকে তাঁহার বিলাস বলা যায়। বিলসিত অবস্থায় পূর্ব্বশক্তির ঈষৎ ন্যূনতা লক্ষিত হয়। ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ রূপে যে বিলাস হইয়া থাকে তাহার নাম মুখ্য বা প্রাভব বিলাস ; এবং গৌণ রূপে অর্থাৎ মুখ্য বিলাস হইতে পুনর্ব্বার বিবর্ত্তনের দ্বারা বিলাস

শ্রীবলরাম গোসাঞি (১) মূল সঙ্কর্ষণ ;
পঞ্চ রূপ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন। (২)
আপনি করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়। (৩)
সৃষ্টি লীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়। (৪)
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন (৫);
শেষ রূপে করে কৃষ্ণে বিবিধ সেবন (৬)।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ ;
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।

হইলে তাহার নাম অংশ বিলাস বা বৈভব বিলাস। বিলাস ক্রিয়ার এই নিয়মানুসারে যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকাশের ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ বা মহাবিষ্ণু (অহঙ্কার তত্ত্ব) প্রকটিত হয়েন। তাঁহা হইতে আবার গৌণ বিলাসের প্রক্রিয়ানুসারে গর্ভোদকশায়ী (বুদ্ধি-তত্ত্ব) ক্ষীরাব্ধিশায়ী (মনস্তত্ত্ব) ও শেষ প্রভৃতি অংশ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। বলরাম সঙ্কর্ষণের অবতার ; সুতরাং স্বরূপতঃ অভেদাত্ম হইলেও ইনি কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ। যেমন ব্যূহের মধ্যে সৈনিক পুরুষাদি নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করেন ; সেইরূপ সঙ্কর্ষণ বা বলরাম রূপ কায় ব্যূহ-মধ্যে কৃষ্ণ স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন।

১ গোসাঞি—প্রভু।

২ পঞ্চরূপ—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী ও শেষ, এই পঞ্চরূপ।

৩ আপনি করেন—মূল সঙ্কর্ষণ সৃষ্ট্যাদির ভার অপর চারি জনকে দিয়া আপনি বলরাম ও নিত্যানন্দ মূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণের লীলার সাহায্য করেন।

৪ সৃষ্টি লীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায়—সঙ্কর্ষণ ও তিন পুরুষাবতার সৃষ্টির কার্য্য করিয়া থাকেন।

৫ সৃষ্ট্যাদিক সেবা ইত্যাদি—সৃষ্ট্যাদি করিয়া কৃষ্ণকে সেবা করেন ; এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করেন।

৬ শেষরূপে—অনন্ত রূপে ভূধারণাদি অনন্ত সেবা করেন।

সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে (১);
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্ব লোকে।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ

'মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠ লোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে'।

প্রকৃতির পার (২) পরব্যোম নামধাম;
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে (৩) বিভুত্যাদি গুণবান্।
সর্ব্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম; (৪)
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম। (৫)
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি; (৬)
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি।

---

১ চারি শ্লোকে—অর্থাৎ সং ৮ম হইতে ১১শ শ্লোকের দ্বারা ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি।

২ প্রকৃতির পার—ভৌতিক জগতের অতীত।

৩ যৈছে—যেখানে। অর্থাৎ পর ব্যোম ধামে। কৃষ্ণের স্বরূপ ঐশ্বর্য্যাদি গুণোপেত; সেখানে জড়ীয় মূর্ত্তি নাই।

৪ সর্ব্বগ, অনন্ত ইত্যাদি—ঐ ধাম সর্ব্বগ অর্থাৎ সর্ব্ব স্থান ব্যাপী এবং অনন্ত। তাহাকে ব্রহ্মধাম বা বৈকুণ্ঠধাম বলাযায়। সেই থানে কৃষ্ণ ও তাঁহার অবতার অর্থাৎ পুরুষাবতারগণ ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিশ্রাম করেন। এই সকল অবতার ও কৃষ্ণ সকলই চিন্ময়।

৫ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের—"কৃষ্ণ অবতারগণের" পাঠ ও আছে।

৬ তাহার উপরি ভাগে ইত্যাদি—এই পর ব্যোম বা চিদানন্দ ধাম তিনভাগে

তথাহি অনাদি সিদ্ধ প্রাচীনোক্তপদ্যং

'স্ব স্ব মূর্দ্ধ্নি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা
অচিন্ত্য শক্ত্যাভালোর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে' ।১২৫।

'যথা' 'মধ্যাহ্নে' মধ্যাহ্নসময়ে 'সূর্য্যঃ' 'স্ব স্ব মূর্দ্ধ্নি' নিজ নিজ মস্তকোপরি 'দৃশ্যতে' 'তথা' 'পৃথিব্যাং' 'অপি' স্থিত্বা ভালোর্দ্ধং ললাটোর্দ্ধদেশে 'অচিন্ত্য শক্ত্যা' অচিন্ত্যশক্তিময়ধাম ইত্যর্থঃ 'দৃশ্যতে' সাধকৈ রিতিশেষঃ ।১২৫।

যেমন মধ্যাহ্ন সময়ে নিজ নিজ মস্তকোপরি সূর্য্য দেখা যায়; তদ্রূপ এই পৃথিবীতেই ললাটের ঊর্দ্ধদেশে সেই অচিন্ত্য তেজোময় ধাম, সাধক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে পারে।১২৫।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল (১) ব্রজলোক নাম।
গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন ধাম (২)।
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তনু সম;

বিভক্ত। সর্ব্বোপরি বা সকলের উৎকৃষ্ট স্থানে কৃষ্ণলোক; ইহাকে গোলোক বা ব্রজলোকও বলে। তৎপরে দ্বারকা ও মথুরা নামক ধাম। এ সকল এই পৃথিবীস্থ গ্রাম নগর নহে, কিন্তু সকলই চিদানন্দ ময়।

১ শ্রীগোকুল—শ্রীগোলোক পাঠ ও আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলোক; তাহার অপর নাম ব্রজলোক বা কৃষ্ণলোক।

২ গোলোকস্থ ইত্যাদি—চিন্ময় গোলোক ধামের বা ব্রজলোকের কিংবা কৃষ্ণলোকের শ্বেতদ্বীপ বা শুভ্র পবিত্র দ্বীপ স্বরূপ বৃন্দাবন নামে পরম ধাম আছে। সেই বৃন্দাবন ধাম সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত ও বিভু অর্থাৎ নিত্য। তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং কৃষ্ণের শরীর যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, ইহাও তদ্রূপ।

উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম।
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করে কৃষ্ণের ইচ্ছায়। (১)
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়।
চিন্তামণি ভূমি, কল্প বৃক্ষময় বন;
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম। (২)
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ;
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ শ্লোকে

'চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্প বৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি পালয়ন্তং
লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' ॥১২৬॥

ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করে—'ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার' পাঠও আছে অর্থ—এই দৃশ্যমান স্থূল ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময় বৈকুণ্ঠেরপ্রতিচ্ছায়া মাত্র। 'ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ' পাঠে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকাশিত আছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

চিন্তামণি ভূমি ইত্যাদি—বৃন্দাবন ধামের ভূমি চিন্তামণি বা স্পর্শমণি দ্বারা গঠিত অর্থাৎ উহা ভাগবতী চিন্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ইহার বন কল্প বৃক্ষ দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায় রূপ কল্পবৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ। যে রূপ স্পর্শমণি সংস্পর্শে সমস্ত ধাতুই স্বর্ণ হইয়া যায় ও কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা যাচ্ঞা করা যায়; তাহাই পাওয়া যায়, সেইরূপ এই চিন্ময় বৃন্দাবন ধাম সংস্পর্শে সকল চিত্তই চিদানন্দধাম হইয়া উঠে, ও ইহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করা যায় সেই ফল পাওয়া যায়; কিন্তু সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাকে প্রপঞ্চময় একটী গ্রাম বা নগর বলিয়া জানা যায় মাত্র।

'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' অহং ভজামি। কীদৃশং গোবিন্দং 'সুরভীঃ' কামধেনুসমূহান্ 'অভিপালয়ন্তং' সর্ব্বতোভাবে পালয়ন্তং পুনঃ 'লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং' লক্ষ্মী সহস্রাণাং শতানি তেষাং সম্ভ্রমাঃ স্নেহাঃ তৈঃ সেব্যমানং কুত্র 'চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু' চিন্তামণীনাং স্পর্শমণীনাং প্রকরাঃ সমূহাঃ তৈঃ করণৈঃ সদ্মানি স্থানাদীনি তেষু। কীদৃশেষু 'কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু' কল্প বৃক্ষাণাং লক্ষাণি তৈরাবৃতেষু বেষ্টিতেষু। ১২৬।

যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পতরু বেষ্টিত ও স্পর্শমণিরচিত স্থানে কাম ধেনু সকল পালন করিতেছেন; যাঁহাকে শত সহস্র লক্ষ্মীগণ স্নেহোপহার দ্বারা সেবা করিতেছে; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ১২৬।

মথুরা দ্বারিকায় (১) নিজরূপ প্রকাশিয়া;
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈয়া।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী (২) তুরীয় বিশুদ্ধ।
এই তিন লোকে (৩) কৃষ্ণ কেবল লীলাময়;
নিজ গণ লৈয়া (৪) খেলে অনন্ত সময়।

---

১ মথুরা দ্বারিকায়—পরব্যোমধামস্থ চিন্ময় মথুরা ও দ্বারিকা।
মথুরা—জ্ঞানরাজ্য। দ্বারিকা—ঐশ্বর্য্য ধাম।
২ সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী—চতুর্ব্যূহের সকল অংশ যাঁহাতে আছে।
৩ এই তিন লোকে—চিন্ময় গোকুল, মথুরা ও দ্বারিকা লোকে।
৪ নিজগণ—চিদ্ধামস্থ চিন্ময়রূপী নিজগণ। শ্রীভূলীলা শক্তি ইত্যাদি।

পর ব্যোম মধ্যে করি, স্বরূপ প্রকাশ ;
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস।
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ (১) ;
নারায়ণ রূপে, সেই তনু চতুর্ভুজ।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম (২) মহৈশ্বর্য্যময় ;
শ্রীভূলীলা শক্তি যাঁর (৩) চরণ সেবয়।
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়া মাত্র ধর্ম্ম ;
তথাপি জীবের কৃপায় (৪) করে এত কর্ম্ম।

---

১ স্বরূপ বিগ্রহইত্যাদি—ইহাঁদিগের মতে স্বরূপতঃ ঈশ্বর নিরাকার নহেন। তিনি সাকার, কিন্তু ভৌতিক জগতের আকার বিশিষ্ট নহেন। চিন্ময় সাকার অর্থাৎ চিন্ময় দ্বিভুজ। ইনি চিন্ময় পরব্যোমে অনন্তকাল লীলা করিতেছেন। ইঁহার তেজ বা ঐশ্বর্য্য ব্যাপ্ত হইয়া তেজোময় নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয় ; তাঁহাকে বৈদান্তিকগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ও যোগ মার্গে উপাসনা করেন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল দূর হইতে নির্ব্বিশেষ তেজোময় বলিয়া প্রতীত হয়, অথচ তাহার সবিশেষ মূর্ত্তি রহিয়াছে,তাহা নিকটস্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে দেখিতে পায় না ; সাকার কৃষ্ণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইঁহাকে ভক্তগণ ভিন্ন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী-গণ স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হয়েন না। এই দ্বিভুজ কৃষ্ণ শরীর ভেদে চতুর্ভুজ নারায়ণ হইয়া ব্রহ্মাদি দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করান ও জীব নিস্তারের জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

২ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—শঙ্খ—কুবেরের রত্ন, ইহা ধনাদি বিভব দানের চিহ্ন ; চক্র—রাজ্য, সৈন্য, রথ ইত্যাদি এই সকল বিষ্ণু চক্রে ঘুরিতেছে। গদা—সংহারের চিহ্ন। পদ্ম—শোভার চিহ্ন। এই সকলই ইহাদ্বারা প্রদত্ত হয়।

৩ শ্রীভূলীলাশক্তি—শ্রী—ধনৈশ্বর্য্য ; ভূ—পৃথিব্যাদি ; ও লীলাশক্তি। এই তিন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে।

৪ জীবের কৃপায়—জীবের প্রতি কৃপা করিয়া।

সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রকার;
চারি মুক্তি (১) দিয়া করে জীবের নিস্তার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তের (২) তাঁহা নাহি গতি;
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা'সবার হয় স্থিতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল;
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভায় পরম উজ্জ্বল।
সিদ্ধ লোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ (৩) তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার।
সূর্য্য মণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ;
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ (৪)।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং।

'কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহব স্তদ্গতিং গতাঃ' ।১২৭।

'যথা' 'ভক্ত্যা' করণ ভুতয়া 'তৎ' 'তথা' 'কামাৎ' 'দ্বেষাৎ' 'ভয়াৎ' 'স্নেহাৎ' বা 'ঈশ্বরে' 'মনঃ' চিত্তং 'আবেশ্য' অর্পয়িত্বা

---

১ চারি মুক্তি—চারি প্রকার মুক্ত।

২ ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তের—মুক্তের—মুক্ত ব্যক্তিগণের; সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত লোক লীলার স্থান বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন না। কিন্তু বৈকুণ্ঠের বাহিরে অথচ জড় প্রকৃতির অতীতে তেজোময় সিদ্ধ লোক নামক স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

৩ চিৎ স্বরূপ ইত্যাদি—এই সিদ্ধ লোক চিৎস্বরূপ। চিচ্ছক্তির বিকারে যে সকল লীলাদি বৈকুণ্ঠে হয়, তাহা সেখানে নাই। বিকার—বিশেষত্ব; বৈচিত্র।

৪ সূর্য্যমণ্ডল... ..সবিশেষ—বহির্দ্দিকে সূর্য্যমণ্ডলকে যেমন নির্ব্বিশেষ

'বহবঃ' জনাঃ 'অঘং' পাপং 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'তদ্গতিং' তস্য ঈশ্বরস্য সম্বন্ধে সদ্গতিং 'গতাঃ' প্রাপ্তাঃ।১২৭।

যেরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; সেই রূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, বা স্নেহ পরবশ হইয়া ঈশ্বরে মনোনিবেশ করত অনেক লোক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন।১২৭।

তথাহি তত্রৈব

'কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসোদ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো'। ১২৮।

'বিভো' হে রাজন্ যুধিষ্ঠির। 'কামাৎ' হেতোঃ 'গোপ্যঃ' কৃষ্ণং প্রাপ্তবত্য ইত্যর্থঃ 'ভয়াৎ' ভয়হেতোঃ 'কংসঃ' প্রাপ্তবান্ 'দ্বেষাৎ' নিন্দাকথনাৎ 'চৈদ্যাদয়ঃ' চেদিবংশোদ্ভবশিশুপালাদয়ঃ 'নৃপাঃ' রাজানঃ 'সম্বন্ধাৎ' সম্বন্ধ বিশেষাৎ 'বৃষ্ণয়ঃ' বৃষ্ণিবংশোদ্ভবাঃ যদুবংশোদ্ভবা ইত্যর্থঃ প্রাপ্তবন্তঃ 'যূয়ং' পাণ্ডবাঃ 'স্নেহাৎ' স্নেহ বশতঃ প্রাপ্তাঃ 'বয়ং' অস্মদাদয়ঃ শুকব্যাসধ্রুব প্রহ্লাদ নারদাদয়ঃ 'ভক্ত্যা' ভক্তিযোগকরণয়া ভূতয়া প্রাপ্তবন্তঃ ইত্যর্থঃ।১২৮।

তেজোময় মণ্ডল বলিয়া দেখা যায়, অথচ তাহার ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা বাহিরের লোকে দেখিতে পায় না; সেই রূপ ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি প্রাপণেচ্ছু লোক বৈকুণ্ঠের ভিতরের চিদানন্দময় লীলা ও চিন্ময় ঈশ্বরের সবিশেষ স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। তাহারা কেবল তেজোময় চিন্ময় সিদ্ধধামকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দূর হইতে দেখিলে কেবল এক অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া প্রতীতি হয়; কিন্তু তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারিলে বৈকুণ্ঠের লীলাবৈচিত্র সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়।

হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! গোপীগণ কামভাবে ভগবানকে পাইয়াছেন; ভয় জন্য কংস, দ্বেষহেতু শিশুপালাদি রাজাগণ, সম্বন্ধ থাকায় বৃষ্ণিবংশীয়গণ ও স্নেহবশতঃ আপনারা তাঁহাকে পাইয়াছেন; আর ভক্তিযোগ দ্বারা আমরা তাঁহাকে লাভ করিয়াছি। ১২৮।

তথাহি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টমাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়ো রৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ'।১২৯।

'যৎ' যস্মাদ্ধেতোঃ 'অরীণাং' শত্রূনাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্যং 'প্রিয়াণাঞ্চ' ভক্তানাঞ্চ কৃষ্ণঃ প্রাপ্যঃ উভয়োঃ 'একং' বস্তু 'প্রাপ্যং' প্রাপণীয়ং 'উদিতং' কথিতং 'তৎ' তস্মাৎ 'কিরণার্কো পমাজুষোঃ' কিরণঞ্চ অর্কঃ সূর্য্যশ্চ তয়ো রুপমাং জুষেতে সেবেতে প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ যৌ তয়োঃ 'ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োঃ' 'ঐক্যাৎ' 'ইব' তদ্বৎ ব্রহ্মকৃষ্ণয়ো রৈক্যং ইতি জানীয়াদিত্যর্থঃ কৃষ্ণস্তু অর্কঃ ব্রহ্ম তৎকিরণ মিতি উপমোপমেয়ং জ্ঞেয়ং॥১২৯॥

যখন শত্রুদিগের প্রাপ্য ব্রহ্ম ও ভক্তদিগের প্রাপ্য কৃষ্ণ, উভয়ের প্রাপ্য একই বস্তু কথিত হইয়াছে; তখন ব্রহ্ম ও কৃষ্ণেতে ঐক্য আছে বলিতে হইবে। কৃষ্ণ সূর্য্য সদৃশ; ব্রহ্ম তাঁহার কিরণ রূপ; এই উপমা দ্বারা ঐক্য বুঝিতে হইবে।১২৯।

তৈছে (১) পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস;
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ।

---

১ তৈছে......—সূর্য্য মণ্ডল যেন ইত্যাদি শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময় ;
সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় (১)।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং দশাধিকশতাঙ্কধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং

'সিদ্ধ লোকাস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ' ।১৩০।

'হি' নিশ্চিতং 'সিদ্ধলোকাঃ' যোগিনঃ 'তমসঃ' মায়ায়াঃ 'পারে' অতীতে 'যত্র' ব্রহ্মধাম্নি 'বসন্তি' বাসং 'কুর্ব্বন্তি' তত্র তে 'সিদ্ধাঃ' সিদ্ধগণাঃ 'তু' পুনঃ 'হরিণা' কৃষ্ণেণ 'হতাঃ' বিনষ্টাঃ সন্তঃ 'দৈত্যাশ্চ' অসুরপ্রকৃতয়শ্চ সর্ব্বে 'ব্রহ্ম সুখে' ব্রহ্মসুখবিষয়ে 'মগ্নাঃ' তিষ্ঠন্তীতিশেষঃ। ১৩০।

মায়ার অতীত স্থানে ব্রহ্মধাম। সেখানে সিদ্ধগণ ও ভগবান্ কর্ত্তৃক বিনষ্ট দৈত্য সকল নিরন্তর ব্রহ্মসুখে মগ্ন রহিয়াছেন ।১৩০।

সেই পর ব্যোমে নারায়ণ চারিপাশে,
দ্বারিকাদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ—
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ। (২)

---

১ পায়, লয়—তেজোময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণ করে। সাযুজ্যের অধিকারীগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর বিগ্রহের নিত্যলীলা দেখিতে পায় না; কেবল বহিঃপ্রকোষ্ঠে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ লাভ করে।

২ সেই পর ব্যোমে......বিশুদ্ধ—জড় জগতের অতীত চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম বা পর ব্যোম; ইহার অন্তঃ প্রকোষ্ঠে ব্রজলোক বা মাধুর্য্য পূর্ণ প্রেমরাজ্য,

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহ কারণের কারণ (১)
চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ সত্ব নাম ;
শুদ্ধ সত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় ;
সঙ্কর্ষণ বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়।

মথুরা বা মাধুর্য্য পূর্ণ জ্ঞান রাজ্য, এবং দ্বারকা বা মাধুর্য্য পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-ধাম। ইহাই ঈশ্বরের স্বকীয় ধাম ও নিত্য লীলার স্থান ; এবং ইহাকেই প্রথম চতুর্ব্যূহ বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভগবান্ সবিশেষ মূর্ত্তিতে নিত্য বিহার করিতেছেন ; এখানকার বাসুদেব, (চিত্ত) সঙ্কর্ষণ, (অহঙ্কার তত্ব) প্রদ্যুম্ন, (বুদ্ধি তত্ব) এবং অনিরুদ্ধ (মনস্তত্ব), কেহই মায়াশ্রিত নহেন ; কিন্তু সকলেই ভগবানের অন্তর্বিভূতি। এই চতুর্ব্যূহের বাহিরে সিদ্ধলোক ; সেখানে সাযুজ্যাধিকারীগণ কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতেজঃ দেখিতে পাইয়া থাকেন। এবং ইহারই বহিঃপ্রকোষ্ঠে ও কারণার্ণবের বাহিরে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। ইহাই সৃষ্টি রাজ্যের তুরীয় ও বিশুদ্ধাবস্থা ; কিন্তু এইখান হইতেই ভগবৎ শক্তির জড় প্রভাব আরম্ভ হইয়াছে। এখানে সঙ্কর্ষণাদি মায়ার অতীত হইয়াও মহাসঙ্কর্ষণের (ভগবানের সৃষ্টিকারিণী ইচ্ছার) বিভূতি হইয়া রহিয়াছেন। প্রথম চতুর্ব্যূহ ভগবৎ সত্বার সবিশেষ ও বিশুদ্ধাবস্থা ; দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সৃষ্টির সহিত সম্পর্ক রাখে বলিয়া অশুদ্ধাবস্থা।

১ কারণের কারণ—সৃষ্টির কারণজ্ঞান এইরূপ ক্রমে হইয়াছে যথাঃ—প্রকৃতি বা মায়া অথবা ভগবানের সৃষ্টিকারিণী ইচ্ছা হইতে মহদাদি, মহদাদি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত প্রকাশিত হইয়াছে। অহঙ্কার ত্রিবিধ যথা— সাত্বিকাহঙ্কার, রাজসাহঙ্কার ও তামসাহঙ্কার। সাত্বিকাহঙ্কার হইতে মনোবিকার রূপ দশ দেবতা প্রকটিত হয়। সেই দশ দেবতা যথা—দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতাঃ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ও মিত্র। রাজ-

জীব নাম তটস্থাখ্য, এক নাম হয় ;
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় (১)।
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয় ;
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় (২)।
সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার ;
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার।
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ;
তিঁহ যাঁর অঙ্গ, সেই নিত্যানন্দ রাম।
অষ্টম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ ;
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ

'মায়া ভর্ত্তা জাণ্ড সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি মধ্যে

সাহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। দশেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু উপস্থ। তামসাহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান জন্মে। পঞ্চতন্মাত্র যথাঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ—এই সকল কারণের কারণ মহাসঙ্কর্ষণ।

জীবনাম……জীবের আশ্রয়—সকল জীব একমাত্র মহাসঙ্কর্ষণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জীবের পৃথক নাম হইতে পারে না। সকলের এক হইতে উৎপত্তি হেতু, একই নাম। কেবল পৃথক পৃথক জীবের পৃথক পৃথক কার্য্য দেখিয়া পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে। তটস্থ—কার্য্য দেখিয়া কারণ নির্ব্বাচন করা।

সেই পুরুষের—সমাশ্রয়—সকল জীব সঙ্কর্ষণকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহা সত্য। আবার কারণশায়ী প্রথম পুরুষ, যাঁহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে, তিনিও সঙ্কর্ষণকে আশ্রয় করিয়া আছেন।

যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে'।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম;
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম।
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি;
অনন্ত, অপার, তার নাহিক অবধি।
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়;
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় (১)।
চিনময় জল সেই পরম কারণ;
যার এক কণা গঙ্গা, জগৎ পাবন।
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ;
আপনার এক অংশে করেন শয়ন।
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহ জগৎ কারণ;
আদ্য অবতার করে মায়ার দর্শন। (২)
মায়া শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে;
কারণ সমুদ্র, মায়া পরশিতে নারে।
সেইত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি,
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি (৩)।

---

১ পৃথিব্যাদি—মৃত্তিকাদি সকলই চিৎপদার্থাত্মক; জড়ীয় পৃথিবী নহে। মায়িক ভূতের—মায়া দ্বারা নির্ম্মিত জড় পদার্থ।

২ মহৎস্রষ্টা—মহদাদিতত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। করে মায়ার দর্শন—মায়া বা সৃষ্টিকারিণী ইচ্ছাকে আশ্রয় করেন; কিন্তু স্বয়ং মায়া ধর্ম্মের অতীত থাকেন।

৩ সেইত......স্থিতি—মায়া দ্বিবিধ পাত্রে অবস্থিতি করে। প্রথমতঃ

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ;
শকতি সঞ্চারে তারে কৃষ্ণ করি কৃপা।
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ;
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যেন করয়ে জারণ (১)।
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগল স্তন (২)।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা, হেতু নারায়ণ ;
হেতু কর্ত্তা করে তাঁরে শক্তি সঞ্চারণ (৩)।
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার ;
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার।
কৃষ্ণ কর্ত্তা ; মায়া তাঁর করেন সহায় ;
ঘটের কারণ যেন দণ্ডাদি উপায়।

প্রাকৃতিক জড় পদার্থে থাকিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে কার্য্য করে ; আর প্রথম পুরুষাবতারে থাকিয়া নিমিত্ত কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা দণ্ডাদি। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে কোন কারণই কার্য্যকারী হয় না। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যকার কহেন যে প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহং হইতে পরমাণু ও পরমাণু হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে এই মত খণ্ডিত হইয়া পারমেশ্বরী ইচ্ছাকেই সৃষ্টির মূলকারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

১ জারণ—জীর্ণ বা পরিপাক করণ।

২ অজাগল স্তন—যেমন ছাগলের গলায় যে স্তন থাকে, তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না ; তদ্রূপ একা প্রকৃতিকে কারণ বলা কর্ম্মণ্য নহে।

৩ সেহ নহে.....শক্তি সঞ্চারণ—এই শ্লোকের আরও দুইটি পাঠ দেখা যায়।

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ; (১)
জীবরূপ বীর্য্য তা'তে করেন আধান।
এক অঙ্গাভাসে (২) করে মায়াতে মিলন ;
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ ;
তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ।
পুরুষ নাশাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ;
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ।
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ;
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে (৩) পুরুষ শরীরে।

প্রথমতঃ—'সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ;
ইচ্ছায় প্রকৃতি করে আজ্ঞার পালন।'
দ্বিতীয়তঃ—'মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ ;
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।'

ব্যাখ্যা—যদ্যপি নারায়ণকে সৃষ্টির কারণ বল, সেও কোন কাজের কথা নহে ; কারণ হেতু কর্ত্তা কৃষ্ণ তাঁহাতেও শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। অতএব সৃষ্টির মূল কারণ একমাত্র কৃষ্ণই হয়েন।

১ অবধান—অধিষ্ঠান। পুরুষ—ঈশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছারূপ যে জ্ঞানময় কারণ, তিনিই পুরুষ। বেদে ইনি সহস্র শীর্ষ পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; অপর নাম সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার তত্ত্ব।

২ এক অঙ্গাভাসে—পুরুষের এক অঙ্গ বা অংশ, আভাসে অর্থাৎ প্রতি বিম্বদ্বারা মায়ার সহিত যুক্ত হয়। অর্থাৎ নিজে মায়ার অতীত থাকিয়া মায়া যোগে সৃষ্টি করেন।

৩ পৈশে—প্রবেশ করে।

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রস রেণু চলে ; (১)
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি'। ১৩১।

'অথ' অনন্তরং 'যস্য' মহাবিষ্ণোঃ 'একনিশ্বসিতকালং' এক নিশ্বাসগ্রহণপরিমিতকালং 'অবলম্ব্য' অবলম্বনং কৃত্বা 'লোমবিলজাঃ' মহাবিষ্ণোর্লোমকূপস্থাঃ 'জগদণ্ড নাথাঃ' ব্রহ্মাদয়ঃ 'জীবন্তি' 'সঃ' 'মহান্' 'বিষ্ণুঃ' 'যস্য' গোবিন্দস্য 'কলাবিশেষঃ' অংশ বিশেষঃ,তং 'আদি পুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি'।১৩১।

যাঁহার এক নিশ্বাস গ্রহণে যত টুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদি জগৎকর্ত্তাগণ যাঁহার লোম কূপে বিরাজ করিতেছেন ; সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, আমি সেই আদি দেব গোবিন্দকে ভজনা করি। ১৩১।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বার্ভূ
সংবেষ্টিতাণ্ড ঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ড পরাণু চর্য্যা
বাতাধ্ব রোম বিবরস্য চ তে মহিত্বং'। ১৩২।

---

১ ত্রসরেণু—সূক্ষ্মরেণু ; ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুকের সমষ্টি। ছিদ্রপথে সূর্য্যকিরণ যোগে ইহা দৃষ্ট হয়।

হে ভগবন্! 'অহং' 'ক্ব' কুত্র 'তে' তব 'মহিত্বং' 'চ' মাহাত্ম্যংচ 'ক্ব' কুত্র উভয়োরত্যন্তং অন্তরং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ অহং কিম্ভূতঃ 'তমোমহদহং খচরাগ্নি বাভূ সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ' তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহদাদিঃ অহং অহঙ্কারঃ খং আকশঃ চরঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ অনলঃ বার্ জলং ভূঃ মৃত্তিকা এতৈঃ পদার্থৈঃ সংবেষ্টিতঃ পরিবৃতঃ যোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা আত্মমানেন সপ্ত বিতস্তিঃ কায়ং শরীরং যস্য সঃ। ভবতঃ কীদৃশস্য 'ঈদৃক্‌বিধাবিগণিতাণ্ড পরানু চর্য্যা বাতাধ্ব রোম বিবরস্য' ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি তান্যেব পরাণবঃ পরমাণব স্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোম বিবরাণি রোম কূপানি যস্য তস্য। অহোঽতি তুচ্ছত্বাৎ ত্বয়ানু কম্প্যোঽহমিতি। ১৩২।

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিতেছেন—হে ভগবন্! আমি কোথায়, আর আপনার মহিমাইবা কোথায়? আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হইতে পারে না। প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা সংবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহারই নিজ পরিমাণে সপ্ত বিতস্তি মাত্র আমার শরীর; আর গবাক্ষ পথে পরমাণু ভ্রমণের ন্যায় এইরূপ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আপনার রোম বিবরে নিয়তই গমনাগমন করিতেছে। আমি অতি তুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা করুন।১৩২।

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম।
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ,
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন।

যাঁহাকে ত কলা কহি তিঁহ মহাবিষ্ণু;
মহাপুরুষাবতারী, সেহ সর্ব্ব জিষ্ণু।
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম;
সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্ব ধাম (১)।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশ-শ্লোকে আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যস্য শ্রীধরস্বামি কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা লঘুভাগবতামৃতেচ পূর্ব্ব খণ্ডে অবতার-প্রকরণে নবমাঙ্ক ধৃতঞ্চ সাত্বততন্ত্রং

'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্ব ভূতস্থংতানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে' ।১৩।

'বিষ্ণোঃ' মহাবিষ্ণোঃ মহাসঙ্কর্ষণস্য 'তু' পাদ পূরণে 'পুরুষাখ্যানি' পুরুষনামানি 'ত্রীণি' 'রূপাণি' 'অথো' প্রশ্নোত্তরে 'বিদুঃ' জানন্তি পণ্ডিতা ইতিশেষঃ 'তু' পুনঃ 'একং' রূপং 'মহতঃ' মহত্তত্ত্বস্য প্রকৃতেরাদ্যশক্তেঃ মায়ায়া ইত্যর্থঃ 'স্রষ্টৃ' সৃষ্টি-কারকঃ মহাসঙ্কর্ষণ রূপ ইত্যর্থঃ 'তু' পুনঃ 'দ্বিতীয়ং' রূপং 'অণ্ড-সংস্থিতং' অণ্ডমধ্যস্থং গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্নরূপ ইত্যর্থঃ 'তৃতীয়ং' রূপং 'সর্ব্বভূতস্থং' সর্ব্ব জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদক শায়ী অনি-

---

১ গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি বা বিলাস রূপ বলরাম; ইঁহার অপর নাম মহাসঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার তত্ত্ব। মহাসঙ্কর্ষণের অংশকে পুরুষ বা মহাবিষ্ণু বলা যায়; ইনি ভগবানের কলা বা অংশাংশের মধ্যে পরিগণিত। মহাবিষ্ণু হইতে আবার দুইটি পুরুষ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন যথাঃ—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী; ইঁহারা বুদ্ধি তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ। জিষ্ণু—জয়শীল।

রূদ্ধ রূপ ইত্যর্থঃ; 'তানি' রূপাণি 'জ্ঞাত্বা' 'বিমুচ্যতে' ভবপাশাৎ লোকৈ রিতি শেষঃ ॥ ১৩৩ ॥

পুরুষ নামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ আছে। প্রথম রূপ প্রকৃতির আদি শক্তির সৃজন কর্ত্তা; তাঁহার নাম মহাসঙ্কর্ষণ। দ্বিতীয়, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী গর্ভোদকশায়ী, প্রদ্যুম্নরূপ; আর তৃতীয়, জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী, অনিরুদ্ধ। এই তিন রূপ জানিতে পারিলে ভব পাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ১৩৩।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি;
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহ অবতারী। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে
অষ্টাবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং
'এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং,
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে'।১৩৪।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ৫০ সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

সেই পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা;
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা।
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে সেই অংশের অবধান;
সেই ত অংশেরে কহি অবতার নাম। (২)

---

১ তাঁরে—সংকর্ষণের অংশ রূপী সেই প্রথম পুরুষকে। তিঁহ—তিনি অর্থাৎ পুরুষ। অবতারী—যিনি অবতার করান।

২ সংকর্ষণ নামে সেই পুরুষ সৃষ্টির জন্য যখন অংশেতে অবস্থিত থাকেন; তখনই তাঁহার অবতার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ অংশই তাঁহার অবতার।

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ, সর্ব্বাশ্রয় ধাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ্যাধ্যায়ে চত্বারিংশদাদি শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।
অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা
দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ;
স্বর্লোক পালাঃ খগ লোক পালা
নৃলোক পালা স্তল লোক পালাঃ
গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণেশা
যে যক্ষ রক্ষোরগনাগনাথাঃ
যে বা ঋষীণা মৃষভাঃ পিতৃণাং
দৈত্যেন্দ্র সিদ্ধেশ্বর দানবেন্দ্রাঃ
অন্যেচ যে প্রেত পিশাচ ভূত-
কুষ্মাণ্ড যাদো মৃগ পক্ষ্যধীশাঃ
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব
দোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ
শ্রী হ্রী বিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপ বদ স্বরূপং' !১৩৫।

অবতারান্ বিস্তরেণাহ। 'পরস্য' পরব্যোমাধীশস্য 'ভূম্নঃ' শ্রেষ্ঠস্য ভগবতঃ 'পুরুষঃ' প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ সঙ্কর্ষণরূপঃ 'আদ্যঃ'

প্রথমঃ 'অবতারঃ' উচ্যতে ইতিশষঃ। যদ্যপি সর্ব্বেষাং অবিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালাদি সর্ব্বমেতৎ পরং তত্ত্বমিত্যাহ। 'কালঃ' স্বভাবশ্চ 'সদসৎ' কার্য্যকারণরূপাপ্রকৃতিশ্চ 'মনঃ' মহত্তত্ত্বাদিকং 'দ্রব্যং' মহাভূতাদিকং 'বিকারঃ' অহঙ্কারঃ 'গুণঃ' সত্ত্বাদি গুণঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' কর্ণ নাসাদীনি, 'বিরাট্' সমষ্টি-শরীরং বিরাট্‌শরীরমিত্যর্থ 'স্বরাট্' বৈরাজঃ 'স্থাস্নু' স্থাবরং 'চরিষ্ণু' জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরমিতিযাবৎ। তথা 'অহং' ব্রহ্মা 'ভবঃ' রুদ্রঃ 'যজ্ঞঃ' বিষ্ণুঃ 'দক্ষাদয়ঃ' 'যে' 'ইমে' 'প্রজেসাঃ' প্রজা-পতয়ঃ 'ভবদাদয়শ্চ' নারদাদি ঋষয়ঃ 'স্বর্লোকপালাঃ' স্বর্গলো-কাধিপতয়ঃ 'খগলোক পালাঃ' আকাশচরনাথাঃ 'নৃলোকপালাঃ' 'তললোকপালাঃ' পাতালাধিপতয়ঃ 'গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণেশাঃ' গন্ধর্ব্বাদীনামীশাঃ 'যে' 'যক্ষ রক্ষো রগ নাগনাথাঃ' যক্ষাদীনাং-নাথাঃ(রক্ষোর গেতি সন্ধি রার্ষঃ)'যে' 'ঋষীণাং' 'বা'অথবা 'পিতৃণাং' 'ঋষভাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ 'দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ' 'যে' 'অন্যে' 'প্রেত পিশাচ ভূত কুষ্মাণ্ডয়াদোমৃগ পক্ষ্যধীশাশ্চ' প্রেতাদীনাম-ধীশাশ্চঃ (কুষ্মাণ্ডঃ শিবানুচর বিশেষঃ যাদঃ জল জন্তু বিশেষঃ)কিং বহুনা'লোকে' ভুবনে 'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ভগবৎ' ঐশ্বর্য্যযুক্তং 'মহস্বৎ' তেজো যুক্তং 'ওজঃ সহস্বৎ' ওজশ্চ সহশ্চ ওজঃ সহসী ইন্দ্রিয় মনঃ-শক্তী তদ্‌যুক্তং 'বলবৎ' দার্ঢ্যযুক্তং 'ক্ষমাবৎ' ক্ষমাযুক্তং'শ্রী হ্রীবিভূ-ত্যাত্মবৎ শ্রীঃ শোভা হ্রীঃ লজ্জা বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ আত্মা বুদ্ধিঃ তদ্‌যুক্তং' 'অদ্ভুতার্ণং' আশ্চর্য্যবর্ণং 'রূপবৎ' রূপযুক্তং 'অস্বরূপং' সৌন্দর্য্যহীনং যৎ তৎসর্ব্বং 'পরং' 'তত্ত্বং' তদ্বিভূতি রিত্যর্থঃ ॥১৩৫॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন ঃ—সঙ্কর্ষণ নামে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক পুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের আদ্য অবতার। কিন্তু কাল, স্বভাব, কার্য্য কারণ রূপ প্রকৃতি, মনাদি

মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি, অহঙ্কার, সত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, সমষ্টি-শরীররূপ বিরাট্‌দেহ, স্বরাট্ বা বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম ; এবং আমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতি সকল, তোমরা প্রভৃতি ঋষিগণ, স্বর্গাধিপতি, খগলোকাধিপতি, মনুষ্য লোকাধিপতি, এবং পাতালাধিপতিগণ ; গন্ধর্ব্বাধীশ, বিদ্যাধরেশ্বর, চারণেশ্বর, যক্ষনাথ, রক্ষনাথ, উরগনাথ, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃলোকশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও দানবেন্দ্র ; প্রেতাধিপতি, পিশাচাধিপতি, ভূতাধিপতি, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদঃপতি, মৃগাধিপতি, ও পক্ষ্যধিপতি ; এবং লোকে ঐশ্বর্য্য যুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়াদি শক্তিযুক্ত, মনঃশক্তি যুক্ত, বলযুক্ত, ক্ষমাযুক্ত, শোভাযুক্ত, লজ্জাযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ সকল, এবং রূপবান্ ও কুৎসিত যাহা কিছু আছে ; সে সকলই সেই ভগবানের বিভুতিরূপ পরতত্ত্ব ও অবতার। ১৩৫।

তত্রৈব প্রথম স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে
সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং
'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ,
সম্ভূতং ষোড়শ কল মাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া'।১৩৬।

'ভগবান্' 'আদৌ' প্রথমে 'মহদাদিভিঃ' মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ* 'সম্ভূতং' সুনিষ্পন্নং 'ষোড়শকলং' একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভুতানি ইতি ষোড়শকলাঃ অংশা যস্মিন্ তৎ 'পৌরুষং' পুরুষাখ্যং 'রূপং' বিগ্রহং 'লোক সিসৃক্ষয়া' লোক সৃষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছয়া 'জগৃহে' গৃহীতবান্॥ ১৩৬॥

---

* পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ।

সূত বলিতেছেনঃ—ভগবান্ লোক সকল সৃষ্টির মানসে প্রথমে মহদাদি দ্বারাসম্ভূত ও ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষাখ্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩৬। (১)

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহ, তাঁহাতে সংসার ;
অন্তরাত্মা রূপে তিঁহ জগৎ আধার ;
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ ;
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ। (২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত বচনং
'এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া' ।১৩৭।

৪৮ সংখ্যায় ইহার ব্যাখ্যা আছে।

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়।
'আমি ত জগতে বসি, জগৎ আমাতে ;
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে ;

---

১ ষোড়শকলা—একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতে ষোড়শ কলা হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

২ যদ্যপি……গন্ধ—যদিও তিনি সকলের আশ্রয় এবং সংসার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আত্মারূপে জগতের মধ্যে আধার রূপে রহিয়াছেন ; তথাপি তিনি প্রকৃতি বা মায়ার অতীত পুরুষ। উভয় সম্বন্ধ—তিনি প্রকৃতির মধ্যে ও প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে এই উভয় সম্বন্ধ।

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার'। (১)
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার।
সেই পুরুষ যাঁর অংশ, ধরে তাঁর নাম ;
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম। (২)
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ

'যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাত নালং
লোক স্রষ্টুঃ সূতিকা ধাম ধাতু
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে'।

সেই ত পুরুষানন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া।
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার ;
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার।
নিজ অঙ্গে স্বেদ জল করিল সৃজন ;
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ।
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন;
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক সম। (৩)

---

১ আমি ত ইত্যাদি—ভগবানের উক্তি দ্বারা গীতাতে ঈশ্বরতত্ত্ব যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই এখানে বর্ণিত হইল।

২ সেই পুরুষ—সঙ্কর্ষণ পুরুষ। যাঁর অংশ—কৃষ্ণের অংশ। ধরে তাঁর নাম—অর্থাৎ নিত্যানন্দ নাম। ঈশ্বরকেই নিত্যানন্দ বলে ; নিত্যানন্দ গোঁসাই সেই নাম ধারণ করিয়াছেন।

৩ আয়াম বিস্তার—দুই এক সম—দীর্ঘ প্রস্ত উভয়ই সমান।

জলে ভরি অর্দ্ধ, তাঁহা কৈল নিজবাস ;
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ।
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম ;
শেষ শয়ন জলে করিলা বিশ্রাম। (১)
অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন।
সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ ; (২)
সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ।
তাঁর নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ;
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম।
সেই পদ্ম নালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন। (৩)

---

১ কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ হইতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ অণ্ডসকল প্রসূত হওয়ার পর তাঁহার মায়াপ্রবিষ্ট অংশ গর্ভোদকশায়ী বা হিরণ্যগর্ভ (বুদ্ধিতত্ত্ব) সে সকলের মধ্যে দুই ভাগে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ আপন অঙ্গ হইতে স্বেদ জল (জলভাগ) সৃষ্টি করতঃ তদ্দ্বারা অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন ; এবং অপরার্দ্ধেকে চৌদ্দভুবন (স্থলভাগ) প্রকটিত করিয়া তন্মধ্যস্থ জীব হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; এবং আপনি শেষ শয্যায় শায়িত হইলেন অর্থাৎ অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইলেন। তখন তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব তিনটী গুণাবতার প্রকটিত হইয়া, সৃজন, পালন, ও সংহার করিতে লাগিলেন।

২ সহস্র—অনন্তার্থ বোধক।

৩ তাঁর নাভি পদ্ম—সৃজন=পুরুষ অশরীরী ; তাঁহার নাভিপদ্ম অর্থে, তিনি কেন্দ্র স্থান ; তাঁহা হইতে অনন্ত বিশ্বসৃজনী এক ইচ্ছা প্রকটিত হইল ; এবং ঐ বিশ্ব ব্যাপিনী সাধারণ ইচ্ছা হইতে জল ও স্থলাংশ-সৃষ্টির স্বতন্ত্র২ বিশেষ ইচ্ছা প্রসূত হইল ; এবং শেষোক্ত ইচ্ছারূপ সূত্রে

বিষ্ণু রূপ হঞা করে জগৎ পালনে ;
গুণাতীত বিষ্ণু, স্পর্শ নাহি মায়া সনে।
রুদ্র রূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার।
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী জগৎ জীবন ;
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন;
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ ;
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস। (১)
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ

'যস্যাং শাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী
ক্ষৌণী ভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে।

নারায়ণের নাভি নাল মধ্যেতে ধরণী ;
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি।

লম্বমান্ হইয়া চৌদ্দ ভুবন অবস্থিতি করিতে লাগিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিশ্বব্যাপিনী সাধারণ ইচ্ছাই তাঁহার নাভিস্থিতপদ্ম; আর তাহা হইতে প্রসূত বিশেষ ইচ্ছাই ব্রহ্মার আবাসপদ্ম রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁর অংশ করিকরে—অংশেরও অংশ—হিরণ্যগর্ভ বা জীবান্তর্যামী পুরুষ যে নারায়ণের অংশ রূপে কথিত হইয়াছেন; সেই নারায়ণও নিত্যানন্দ রামের অংশের অংশ। ইহাতে সকল হইতে নিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইল।

তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেত দ্বীপ নাম;
পালয়িতা বিষ্ণু, তাঁর সেই নিজ ধাম।
সকল জীবের তিঁহ হয় অন্তর্যামী;
জগত পালক তিঁহ জগতের স্বামী।
যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার।
দেবগণে নাহি পাই যাঁর দরশন
ক্ষীরোদক তীরে যাই করেন স্তবন। (১)
তবে অবতার করে জগত পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন।
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ;
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস।
সেই বিষ্ণু শেষ রূপে ধরেন ধরণী;
কাঁহা আছে মহীশিরে হেন নাহি জানি। (২)
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল;
সূর্য্য জিনি মণি গণ করে ঝল মল। (৩)
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার;
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার।

---

১ পাই—পাইয়া। যাই—যাইয়া।

২ কাঁহা আছে—জানি—অনন্ত পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কোন্ স্থানে আছেন তাহা কেহ জানে না।

৩ সহস্র বিস্তীর্ণ—ঝলমল—সর্পরূপী অনন্তের ফণা অনন্ত বিস্তীর্ণ। সূর্য্যের ন্যায় ঐ ফণাস্থিত মণি সকল উজ্জ্বল। প্রবাদ আছে যে সর্পের মাথায় মণি থাকে। সৌর জগতের গ্রহউপগ্রহগণই অনন্তের ফণাস্থিত মণিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার, (১)
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান;
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান;
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে;
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে।
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন,
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন;
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণ সেবা করে;
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে। (২)
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা;
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা?
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা?
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি;
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী।

---

১ অনন্ত শেষ—অনন্তকে সর্পরূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য্য এই যে, অনন্ত হইতে সকলই লয় বা ধ্বংশ হইতেছে; এবং সর্পেরও বিনাশকারিণী শক্তি আছে; অথচ সংস্কৃত ভাষায় শেষ শব্দে উভয়কেই বুঝায়। এই অনন্ত অসংখ্য প্রকারে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন; এই জন্য তিনি ভক্ত অবতার।

২ সহস্রবদনে—শেষ নাম ধরে।—সৃষ্টিরাজ্যের অসংখ্য বস্তু অসংখ্য প্রকারে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; অথচ কেহই তাঁহার অন্ত পাইতে-ছেনা। এই অনন্তের মুখ হইতে অর্থাৎ অনন্তরূপী বিশ্বসৃষ্টি হইতে

অবতার, অবতারী অভেদ যে জানে ;
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহ কাহ করি মানে। (১)
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ ;
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ;
কেহ কহে ক্ষীরোদকশায়ী অবতার ;
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ;
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয় ;
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়।
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে ;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে।
অতএব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ;
সর্ব্ব অবতার লীলা করি সবারে দেখাই।
এই রূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ। (২)
সেই ভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস।
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা ;
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা।

সনকাদি ভক্তগণ ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। অনন্ত কৃষ্ণের শেষত্ব অর্থাৎ ধ্বংশকারিণী শক্তি পাইয়াছেন ; সেইজন্য তাঁহার নাম শেষ হইয়াছে। শেষত্ব শব্দে সেবকত্ব বা প্রসাদও হইতে পারে।

১ যাঁহারা অবতারকারী ও অবতীর্ণ, এই উভয়কে অভিন্ন জানিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে অবতারকারী, ও কেহ কেহ অবতীর্ণ বলিয়াছেন। কাহ—কিছু। পূর্ব্বে—চৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে।

২ এইরূপে—যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সকল অবতার প্রকাশ করেন সেইরূপে। অনন্তপ্রকাশ—নিত্যানন্দ অনন্তের প্রকাশ ; অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশ।

বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাতামাতি রণ। (১)
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন।
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে;
কৃষ্ণের লীলার কলা আপনাকে মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে এক-বিংশতি শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং *

'বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা' ॥১৩৮॥

তৌ রামকৃষ্ণৌ 'বৃষায়মাণৌ' বৃষাবিব আচরন্তৌ তথা 'নর্দ্দন্তৌ' তদনুকারি শব্দং কুর্ব্বন্তৌ 'পরস্পরং' 'যুযুধাতে' যুদ্ধঞ্চক্রতুঃ 'রুতৈঃ' পশুশব্দৈঃ 'জন্তূন্' হংসময়ূরাদীন্ অনুকৃত্য 'প্রাকৃতৌ' 'যথা' প্রাকৃতবালকৌ ইব 'চেরতুঃ' বিচরণং চক্রতুঃ। ১৩৮।

গোচারণে গিয়া রাম কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা, কখন বৃষের ন্যায় শব্দ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেন; আর কখন হংস ময়ূরাদি জন্তুরশব্দ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন ॥ ১৩৮ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে পরী-ক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

---

১ বৃষহঞা—যিনি বলরাম, তিনিই নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনে গোচারণ কালে বলরাম বৃষ হইয়া কৃষ্ণকে আপন পৃষ্ঠে চড়াইতেন; ও ক্রীড়াচ্ছলে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন।

* দশমস্কন্ধের একাদশাধ্যায়ের এক বিংশতি শ্লোকের শেষ ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের প্রথম পাদ এই শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

'ক্বচিৎ ক্রীড়া পরিশ্রান্তং গোপোৎ সঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ' ॥ ১৩৯ ॥

'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিৎ সময়ে 'স্বয়ং' শ্রীকৃষ্ণঃ 'ক্রীড়া পরিশ্রান্তং' তথা 'গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং' গোপানাং গোপবালকানাং উৎসঙ্গএব ক্রোড়মেব উপবর্হণং শিরোধানং যস্য তং 'আর্য্যং' বলদেবং 'পাদসম্বাহনাদিভিঃ' পাদসেবাদিভিঃ 'বিশ্রাময়তি' বিশ্রামং কারয়তি। ১৩৯।

ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইলে বলদেব কখন গোপ বালকদিগের ক্রোড় দেশে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার পাদসেবাদি করত তাঁহাকে বিশ্রাম সুখ অনুভব করাইতেন ॥ ১৩৯ ॥

তত্রৈব ত্রয়োদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বলদেব বাক্যং

'কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যতাসুরী
প্রায়ো মায়াতু মে ভর্ত্তুর্নান্যামেঽপি বিমোহিনী' ॥১৪০॥

'ইয়ং' 'মায়া' 'কা' 'কুতঃ' কস্মাৎ 'আয়াতা' প্রযুক্তা 'দৈবী' দেবানাং বা 'নারী' নরাণাংবা 'উত' বিতর্কে 'আসুরী' অসুরাণাংবা, অপিতু 'ন' তত্রান্যমায়া ন সম্ভবতি; যতোমমাপি মোহো বর্ত্ততে। 'তু' অতএব 'মে' মম 'ভর্ত্তুঃ' স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য 'প্রায়ঃ' বাহুল্যেন ইয়ং মায়া স্যাৎ ইত্যহং মন্যে। যতঃ 'অন্যা' অন্যসম্পর্কীয়া মায়া 'মেঽপি' মমাপি 'বিমোহিনী' মোহকারিণী 'ন' ভবতীতি শেষঃ। ১৪০।

এ কোন্ মায়া এবং কোথা হইতে আসিল? ইহা কি

দৈবী না মানুষী না আসুরী মায়া? বোধ হইতেছে ইহা সেরূপ কোন প্রকারের মায়া নহে; ইহা আমার প্রভু কৃষ্ণেরই মায়া। তাহা না হইলে ইহা আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না ॥ ১৪০ ॥

তত্রৈব অষ্টষষ্ঠিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশতি শ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেব বাক্যং

'যস্যাংঘ্রিপঙ্কজ রজোঽখিললোক পালৈ
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃত মুপাসিত তীর্থ তীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনংক্ব' । ১৪১ ।

'যস্য' গোবিন্দস্য 'অংঘ্রি পঙ্কজ রজঃ' পাদপদ্মরেণুঃ 'অখিললোকপালৈঃ' সর্ব্বদেবগণৈঃ 'মৌল্যুত্তমৈঃ' মৌলিযুক্তৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ 'ধৃতং' কৃতং কথম্ভূতং তৎ 'উপাসিত তীর্থ তীর্থং' উপাসিততীর্থানাং পূজিততীর্থানাং তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তং পবিত্রকারকং। পুনঃ 'ব্রহ্মা' 'ভবঃ' শিবঃ 'অহমপি' অহংবলদেবা বিষ্ণুরূপঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীরপি কথম্ভূতা বয়ং 'যস্য' ভগবতঃ 'কলায়াঃ কলাঃ' অংশস্য অংশসমূহাঃ সর্ব্বে বয়ং তৎ অংঘ্রিরজঃ 'চিরং' চিরকালং 'উদ্বহেম' শিরসি প্রাপ্নুমঃ 'অস্য' এবম্ভূতস্য গোবিন্দস্য 'নৃপাসনং' ইন্দ্রপদং 'ক্ব' কুত্র তুচ্ছং তদিত্যর্থঃ । ১৪১ ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ দেবগণ যাঁহার পাদ পদ্মের রেণু আপনাদের শিরোভূষণ করিয়াছেন; যে রেণু দ্বারা পূজনীয় তীর্থ সকলও পবিত্রীকৃত হয়; ও ব্রহ্মা, শিব, আমি এবং লক্ষ্মী যাঁহার অংশ কলা; আমরা সকলেই যে চরণ রেণু

চির কাল মস্তকে ধারণ করিয়া আছি; সেই ভগবানের পক্ষে নৃপাসন অতি তুচ্ছ বিষয়। ১৪১।

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য;
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।
এ মতে চৈতন্য প্রভু একেলা ঈশ্বর;
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর। (১)
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য;
শ্রীনিবাস আদি যত লঘু, সম, আর্য্য। (২)
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায়;
সবে লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌর রায়।
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ;
দুই জনে লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর;
প্রভু গুরু করি মানে; তিঁহ ত কিঙ্কর। (৩)
আচার্য্যের তত্ত্ব কিছু না যায় কথন;
কৃষ্ণ অবতারি যিঁহ তারিল ভুবন।

---

১ এমতে—অতএব। আর সব—আর সকলের মধ্যে কেহ বা পারিষদ, ও কেহ বা কিঙ্কর।

২ লঘু, সম, আর্য্য—চৈতন্য দেব, শ্রীনিবাসাদি অপরাপরের মধ্যে কাহাকেও আপনার সমান, কাহাকেও কনিষ্ঠ, ও কাহাকেও আর্য্য বা পূজনীয় বলিয়া মানিতেন; কিন্তু সকলেই তাঁহার পারিষদ।

৩ তিঁহ ত কিঙ্কর—চৈতন্য তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেন; কিন্তু তিনি আপনাকে চৈতন্যের কিঙ্কর বলিয়া জানিতেন। অবতারি—অবতীর্ণ করাইয়া। বর্ণিত আছে যে ইঁহারই অর্চ্চনায় স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ জীব নিস্তার জন্য গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ স্বরূপ (১) পূর্ব্বে হইলা লক্ষণ ;
লঘু ভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন।
রামের চরিত্র যত দুঃখের কারণ ;
স্বতন্ত্র লীলায় (২) দুঃখ সহেন লক্ষণ।
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই ;
মৌন করি রহে লক্ষণ মনে দুঃখ পাই।
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণে ;
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদনে।
রাম লক্ষণ, কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ;
অবতার কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ। (৩)
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান ;' (৪)
অংশ অংশী রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকঃ

'রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ
ন্নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ;
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃপুমান্ যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি'। ১৪২।

'যঃ' গোবিন্দঃ 'রামাদিমূর্ত্তিষু' রামলক্ষণমৎস্যকূর্ম্মাদি-

নিত্যানন্দ স্বরূপ—স্বয়ং নিত্যানন্দ।

স্বতন্ত্র লীলায়—কৃষ্ণলীলায়।

রাম লক্ষণ, কৃষ্ণ রামের—কৃষ্ণের অংশ রাম, আর বল রামের অংশ লক্ষণ ;'

অবতার কালে—কৃষ্ণ অবতার কালে।

৪ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান—ছোট বড় জ্ঞান। কেহ রামকে বড় বা অংশী বলে; ও কৃষ্ণকে ছোট, রামের অংশ বলে। আবার কেহ তাহার বিপরীত বলে।

বিগ্রহেষু 'কলানিয়মেন' অংশপরিমাণেন অংশস্বরূপনেত্যর্থঃ 'তিষ্ঠন্' সন্ 'ভুবনেষু' জগতি 'নানাবতারং' 'অকরোৎ' চকার তেষু মধ্যে 'কিন্তু' 'পরমঃ পুমান্' পুরুষাণাং শ্রেষ্ঠঃ 'কৃষ্ণঃ' 'স্বয়ং' সাক্ষাদীশ্বরঃ 'সমভবৎ' অজায়ত 'তং' 'আদি পুরুষং গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি'। ১৪২।

রামাদি মূর্ত্তিতে যিনি অংশরূপে অবস্থিত থাকিয়া জগতে বিবিধাবতার প্রকাশ করিয়াছেন; আবার সেই সকল অবতারের মধ্যে যিনি পুরুষ প্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ১৪২।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সেই রাম;
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।
নিতাই মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার;
এক কণা স্পর্শি মাত্র, সে কৃপা তাঁহার। (১)
আর এক শুন তাঁর দয়ার মহিমা;
অধম জীবেরে (২) চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা।
বেদ গুহ্য কথা এই, অযোগ্য কহিতে;
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে।
'উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ;
নিত্যানন্দ প্রভো! মোর ক্ষম অপরাধ'।

---

১ স্পর্শিমাত্র—তাঁহারই কৃপায় তাঁহার মহিমাসিন্ধুর এক কণা বর্ণনা করিতেছি।

২ অধম জীবের—গ্রন্থ কর্ত্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়কে।

অবধূত প্রভুর এক ভৃত্য প্রেম ধাম ;
মীন কেতন রাম দাস হয় তাঁর নাম ;
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন ;
তাহাতে আইল তিঁহ পাঞা নিমন্ত্রণ।
মহা প্রেমময় তিঁহ বসিল অঙ্গনে ;
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে।
নমস্কার করিতে কা'র উপরেতে চড়ে ;
প্রেমে কা'কে বংশী মারে (১) কাহাকে চাপড়ে।
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার ; (২)
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার।
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব ;
এক অঙ্গে জাড্য (৩) তাঁর আর অঙ্গে কম্প।
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার ;
তা' দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার !
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য ;
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহ করে সেবা কার্য্য। (৪)
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহ না কৈল সম্ভাষ ;
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ;—

---

১ বংশী মারে—রামদাসের হস্তস্থিত বংশী। নিত্যানন্দের শিষ্যগণ সকলেই গোপবালকের ন্যায় বংশী ধারণ করিতেন।

২ যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু ইত্যাদি—তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিতে যখন যাহার মন হয়।

৩ জাড্য—স্তম্ভীভাব। ইহা মহাভাবের একটী লক্ষণ।

৪ আর্য্য—শ্রেষ্ঠ। শ্রীমূর্ত্তি—কৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি।

'এই ত দ্বিতীয় সূত রোম হরষণ;
বল ভদ্রে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম'। (১)
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ;
কৃষ্ণ কার্য্যকরে বিপ্র; না করিল রোষ। (২)
উৎসবান্তে গেল তিঁহ করিয়া প্রসাদ;
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর হৈল কিছু বাদ।
চৈতন্য প্রভুতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস;
নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস। (৩)
ইহা শুনি রাম দাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎর্সনে;
'দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ; (৪)
নিত্যানন্দ না মানি তব হবে সর্ব্বনাশ।
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান;

---

১ এই ত দ্বিতীয় সূত রোম হরষণ—সূত বংশোদ্ভব ব্যাস শিষ্য রোম হরষণ; ইনি উত্তম কথায় রোম হর্ষ করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার নাম রোম হর্ষণ। কোন সময়ে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়া ভগবান্ বলরাম নৈমিসারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে কুলপতি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া রোমহর্ষণকে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে ছিলেন। সঙ্কর্ষণকে দেখিয়া রোম হর্ষণ প্রত্যুত্থান বা প্রণামাদি না করায়, বলভদ্র রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। ভাগবত ১০স্ক ৭৮অঃ দেখ।

২ কৃষ্ণ কার্য্য করে—সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করিত; এই জন্য তাহার উপর রাগ করিলেন না।

৩ তার—আমার ভ্রাতার। বিশ্বাস আভাস—অল্প বা ক্ষীণ বিশ্বাস।

৪ দুই ভাই—চৈতন্য ও নিতানন্দ।

অর্দ্ধ কুক্কুটীয় ন্যায় (১) তোমার প্রমাণ।
কিম্বা তুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড। (২)
একে মানি, আরে না মানি এইমত ভণ্ড।
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস;
তৎকালে ভ্রাতার মম হৈল সর্ব্বনাশ।
এই ত কহিল তাঁর সেবক প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব।
ভাই কে ভৎর্সিনু মুঞি লঞা এইগুন (৩)
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন।
নৈহাটি নিকটে ঝামট পুর গ্রাম; (৪)

---

১ অর্দ্ধ কুক্কুটীয় ন্যায়, অথবা অর্দ্ধ জরতীয় ন্যায়, ন্যায়—শাস্ত্রোক্ত যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিশেষ। যেখানে প্রতি পক্ষের মতের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশ পরিত্যাগ করা যায়; পণ্ডিতেরা সেই খানে এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। এক মোল্লার একটি কুক্কুটী ছিল; সে বিক্রায়ার্থে তাহাকে বাজারে লইয়া মনে করিল যে ইহার বয়স অধিক বলিলে অধিক মূল্য হইবে। ঐরূপ বলাতে কিন্তু অধিক বয়স্ক কুক্কুটী বলিয়া কেহই ক্রয় করিল না। তখন অন্য এক জন তাহাকে পরামর্শ দিল যে ইহার বয়স কম না বলিলে ইহা কেহ ক্রয় করিবে না। মোল্লা একবার তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া এক্ষণে কিরূপে নবীনা বলেন, ইহা স্থির করিতে গিয়া ভাবিলেন যে ইহা আত্মাংশে বৃদ্ধা ও শরীরাংশে নূতন ইহাই বলিব; কিন্তু এরূপ বলাতে তাহাকে বাতুল ভাবিয়া কেহই ঐ কুক্কুটী ক্রয় করিল না।

২ মত ভণ্ড—বরং তুই জনকে না মানিয়া পাষণ্ড হওয়াও ভাল; তথাচ চৈতন্যকে মানিয়া নিত্যানন্দকে না মানা ভণ্ডামি মাত্র।

৩ লঞা এইগুণ—ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিলাম আমার এই গুণ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ এইগুণ দেখিয়া।

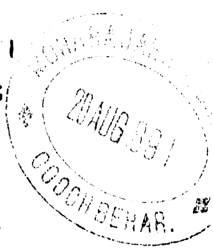
৪ ঝামটপুর গ্রাম—জেলা বর্দ্ধমানের কাটোয়া উপবিভাগের অন্তর্বর্ত্তী

তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হঞা আমি পড়িনু পায়েতে ;
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।
'উঠ! উঠ!' বলি মোরে বলে বার বার ;
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার!
শ্যাম, চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর ;
সাক্ষাত কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন ;
পট্ট বস্ত্র শীরে, পট্ট বস্ত্র পরিধান ;
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা ;
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা।
চন্দন লেপিত অঙ্গ, তিলক সুঠাম ;
মত্ত গজ জিনি মত্ত মন্থর পয়ান। (১)
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ ;
দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত, তাম্বুল চর্ব্বন।
প্রেমে মত্ত অঙ্গাদি ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোলবোলে ;
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ ;
চারিপাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ।
পারিষদ গণে দেখি সব গোপ বেশ ;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, সবে কহে প্রেমেতে আবেশ।

ভাগিরথীর পশ্চিম পারে প্রায় দুই মাইল দূরে নৈহাটী ও ঝামটপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান্ আছে।

পয়ান—গতি।

শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়,
চামর ঢুলায় কেহ তাম্বুল যোগায়। (১)
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব (২)
(কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব !)
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ঃ—
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণ দাস ! না করহ ভয় ; (৩)
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'।
এতবলি প্রেরিল মোরে হাত সানি দিয়া ; (৪)
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লৈয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে ;
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে।
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার ;
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবনে যাইবার।
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ;
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ ! নিত্যানন্দ রাম !
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম।



---

১ অন্য পাঠ—'সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়'।

২ নিত্যানন্দ স্বরূপের—নিত্যানন্দের স্বকীয় বা নিজ রূপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।

৩ অন্য পাঠ 'ওহে কৃষ্ণদাস তুমি না করিহ ভয়'।

৪ হাত সানি—হাত কড়ী দিয়া যেরূপ বন্দী লইয়া যায় ; তদ্রূপ বৈরাগ্য-হাত কড়ী দিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া চলিলেন।

জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয় কৃপাময় !
যাঁ'হতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ! (১)
যাঁহ'তে পাইনু রঘুনাথ মহাশয় !
যাঁহা হতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ! (২)
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ; (৩)
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ !
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা গোবিন্দ !
জগাই মাধাই হৈতে মুই যে পাপিষ্ঠ !
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ !
মোর নাম শুনে যেই তাঁর পুণ্যক্ষয় ;
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে ?
এক নিত্যানন্দ বিনা জগত সংসারে ?
প্রেমময় নিত্যানন্দ কৃপা অবতার ;
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।
যে আগে পড়য়ে (৪) তারে করয়ে নিস্তার ;

---

১ রূপ সনাতন=ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে থাকিয়া প্রেমভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন।

২ রঘুনাথ=রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অন্তর্ধানের পরে নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে ছিলেন।

৩ রসভাবপ্রান্ত=রস ও ভাবের শেষ সীমা। 'ভক্তি রস প্রান্ত' পাঠ ও আছে।

৪ যে আগে পড়য়ে=তাঁহার সম্মুখে যে উপস্থিত হয়।

নিস্তারিলা সে'হেতু মো'হেন দুরাচার। (১)
মো' পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন;
মো' হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ চরণ।
শ্রীমদন গোপাল গোবিন্দ দরশন!
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন;
বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল,
রাস বিলাসী সাক্ষাত ব্রজেন্দ্র কুমার;
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাসেতে বিলাস;
মন্মথ মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং

'তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'। ১৪৩।

'শৌরিঃ' শ্রীগোবিন্দঃ 'তাসাং' গোপাঙ্গনানাং মধ্যে 'আবির-ভূৎ' আগতবান্। কথম্ভূতঃ সঃ? 'স্ময়মানমুখাম্বুজঃ' স্ময়মানং মন্দহাস্যযুক্তং মুখাম্বুজং মুখপদ্মং যস্য সঃ; 'স্রগ্বী' পুষ্পমালা-ধারী 'পীতাম্বরধরঃ' পীতবস্ত্রধারী 'সাক্ষাৎ' মূর্ত্তিমান্ 'মন্মথ মন্মথঃ' কন্দর্পমোহনকারী। ১৪৩।

শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করতঃ, মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে কন্দর্পের মনো-মোহনকারী রূপে, গোপীদিগের মধ্যে আগমন করি-লেন॥ ১৪৩॥

---

২ মো'হেন = আমার মত। 'অতএব নিস্তারিল মোহেন দুরাচার' পাঠও আছে।

দুপাশে ললিতা রাধা করেন সেবন ;
স্ব মাধুর্য্যে লোক মন করে আকর্ষণ।
নিত্যানন্দ দয়া মোরে তাহা দেখাইল ;
রাধা মদন মোহনে প্রভু করি দিল।
বৃন্দাবনে যোগ পীঠ কল্প তরুবনে
রতন মণ্ডপ ; তাঁহা রত্ন সিংহাসনে
শ্রীগোবিন্দ বসেছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন্ জগত মোহন।
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে ; (১)
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কতরঙ্গে।
যাঁর ধ্যানে নিজ লোক (২) করি পদ্মাসন
অষ্টাদশাক্ষর (৩) মন্ত্রে করে উপাসন।
এ চৌদ্দ ভুবনে যাঁরে সবে করে ধ্যান ;
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলা গুণগান।
যাঁহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ ; (৪)
রূপ গোঁসাই ক'রেছেন সেরূপ বর্ণন।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তি-লহর্য্যাং সপ্তাশীতিতম শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'স্মেরাং ভঙ্গীত্রয় পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ

---

১ সখীগণ সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের লীলা বর্ণন।

২ নিজলোক—ভক্ত লোক।

৩ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপী জন বল্লভায় নমঃ'।

৪ লক্ষ্মী আকর্ষণ—লক্ষ্মীদিগকে আকর্ষণ করে।

গোবিন্দাখ্যং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধু সঙ্গে হস্তিরঙ্গঃ' ।১৪৪।

হে 'সখে' 'যদি' 'তব' 'বন্ধু সঙ্গে' স্বজনাদিসঙ্গে 'রঙ্গঃ' কৌতুকং 'অস্তি' ভবতি তদা 'ইতঃ' অস্মাৎ ব্রজাদিত্যর্থঃ 'কেশিতীর্থোপকণ্ঠে' কেশিনামকতীর্থস্য উপকণ্ঠে সমীপে 'গোবিন্দাখ্যং' 'হরিতনুং' কৃষ্ণ শরীরং 'মা' 'প্রেক্ষিষ্ঠাঃ' মাবলোকয়। হরিতনুং কথম্ভূতাং 'স্মেরাং' মন্দ হাস্যযুক্তাং 'ভঙ্গী-এয় পরিচিতাং' ত্রিভঙ্গিযুক্তাং 'সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং' সাচি বক্রা বিস্তীর্ণা দৃষ্টি নেত্রকটাক্ষঃ যস্যাং তাং। 'বংশী ন্যস্তাধরকিশলয়াং' বংশ্যা ন্যস্তো যুক্তোঽধর এব কিশলয়ো যস্যা স্তাং 'চন্দ্রকেণ' ময়ূর পুচ্ছ চূড়কেণ উজ্জ্বলাং শোভাময়ীং। ১৪৪।

গোবিন্দতনু কেশিতীর্থ সমীপে কি মনোহর রূপে শোভা পাইতেছে! ইহা মন্দ হাস্যময়ী ও ত্রিভঙ্গিভুক্তা, এবং ইহা হইতে বক্র কটাক্ষনিক্ষেপ বাহির হইতেছে; অধর কিশলয়ে মুরলী কেমন শোভা পাইতেছে! এবং চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গ কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে! হে সখে! যদি তোমার স্বজনাদির সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া আমোদ কৌতুক করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ঐরূপ কখনও দেখিও না ॥ ১৪৪ ॥

সাক্ষাত ব্রজেন্দ্র সুত ই'থে (১) নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি জ্ঞান;
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার;
ঘোর নরকেতে পড়ে; কি বলিব আর? (২)

---

১ ইথে—ইহাতে।
২ ঘোর নরকেতে=অন্য পাঠ 'সাক্ষাৎ দেখিয়ে তাঁরে নন্দের কুমার।'

হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে;
তাঁহার চরণ কৃপা কি পারি বর্ণিতে?
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল;
কৃষ্ণ নাম পরায়ণ পরম মঙ্গল;
যাঁর প্রাণ ধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য;
রাধা কৃষ্ণ ভক্তি বিনা নাহি জানে অন্য
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদছায়া
মো'অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া।
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন';
সেই সূত্র—(১) এই তাঁর কৈল বিবরণ।
সে'সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়; (২)
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়।
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া।
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার;
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় যার।
শ্রীরূপ রঘু নাথ পদে যার আশ,
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব-
নিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

---

১ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়—সেইসূত্র—তাঁহার এ আদেশ বাক্যের সূত্র ধরিয়া আমার নবজীবন লাভ হইয়াছে।

২ আয়=আসিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বন্দেতং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতং
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১৪৫॥

'তং' 'শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং' অহং 'বন্দে'; কিম্ভূতং 'অদ্ভুত চেষ্টিতং' অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং চেষ্টিতং আচরণং যস্য তং; পুনঃ 'যস্য' অদ্বৈতস্য 'প্রসাদাৎ' প্রসন্নতায়াঃ 'অজ্ঞঃ' মূর্খো জনঃ 'অপি' 'তৎস্বরূপং' তস্য অদ্বৈতস্য স্বরূপং তত্ত্বলক্ষণং 'নিরূপয়েৎ' বিনির্ণয়েৎ। ১৪৫।

অদ্ভুতচরিত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বন্দনা করি। তাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪৫ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়!
জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত মহাশয়!
পঞ্চশ্লোকে কহিল নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
শ্লোক দ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ব।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ং
'মহা বিষ্ণুর্জগৎ কর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ
তস্যাবতার এবায় মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ'।
'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি শংসনাৎ;
ভক্তাবতারমীশং তম দ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে'।

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ;
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।
মহাবিষ্ণু স্বষ্টি করে জগদাদি কার্য্য ;
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য।
যে পুরুষ স্বষ্টি স্থিতি করেন ইচ্ছায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বষ্টি করেন লীলায়,
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ,
এক এক মূর্ত্তিতে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ,
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ ;
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ। (১)
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান ; (২)
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড কোটি করেন নির্ম্মাণ।
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত, মঙ্গল-গুণ-ধাম ;
মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যাঁর নাম।
কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ;
এত লঞা স্বজে পুরুষ সকল সংসার। (৩)
মায়া যৈছে দুই অংশ ; নিমিত্ত, উপাদান ;
মায়া নিমিত্ত হেতু, উপাদান প্রধান।
পুরুষ প্রকৃতি ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া
বিশ্ব স্বষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লৈয়া। (৪)

---

১ শরীর বিশেষ—সেই পুরুষ ও অদ্বৈতে শরীর মাত্র ভেদ ; কিন্তু স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই।

২ লইয়া প্রধান—উপাদান কারণ স্বরূপ হইয়া স্বষ্টির সাহায্য করেন।

৩ পুরুষ—মহাবিষ্ণু।

৪ পুরুষ প্রকৃতি...লৈয়া—স্বষ্টি কর্ত্তা মহাবিষ্ণু স্বষ্টি করিবার জন্য আপনি

আপনে পুরুষ বিশ্ব নিমিত্ত কারণ;
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ।
নিমিত্তাংশে করে তিঁহ মায়াতে ঈক্ষণ; (১)
উপাদান অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা;
যাঁর (২) এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা।
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত। (৩)
'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

'নারায়ণ স্ত্বং নহি সর্ব্ব দেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া' ॥ ১৪৬ ॥

ইহার অর্থ সং ৪৬ শ্লোকে দেখ ॥ ১৪৬ ॥

দুই ভাগ হইলেন; তন্মধ্যে পুরুষভাগে নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতিতে উপাদান বা প্রধান কারণ রূপে থাকিলেন। নিমিত্তাংশে স্বয়ং পুরুষ মায়া দেখিতে লাগিলেন; আর উপাদান অংশে অদ্বৈত জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পুরুষ—ভগবৎ জ্ঞান বা ইচ্ছা; (intelligence) প্রকৃতি—ভগবৎ শক্তির বিকাশ; (nature)।

১ নিমিত্তাংশে ইত্যাদি—পুরুষভাগ দ্বারা মায়াতে বা প্রকৃতিতে অর্থাৎ প্রধান গুণ ভাগে 'ঈক্ষণ' অর্থাৎ আদি বা প্রথম কার্য্য করিলেন। তাৎ-পর্য্য—প্রকৃতিগুণে নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন।

২ যাঁর—অন্যান্য পুস্তকে 'আর' পাঠ আছে।

৩ সেই নারায়ণের—মহাবিষ্ণু নারায়ণের।

ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ, চিদানন্দ ময়;
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয়।
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ?
অংশ হৈতে অঙ্গ যা'তে হয় অন্তরঙ্গ।
মহা বিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণ ধাম;
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ণ নাম।
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন;
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন। (১)
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান;
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
'ভক্তি উপদেশ বিনা নাহি তাঁর কার্য্য;
অতএব নাম এবে হইল 'আচার্য্য'।
দুই নাম মিলি হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য'।
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহ জগতের আর্য্য।
কমল নয়নের তিঁহ যাতে অঙ্গ অংশ;
কমলাক্ষ করি নাম ধরে অবতংস।
ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ;
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ।
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশ বর্য্য;
তাঁর তত্ত্ব, নাম, গুণ, সকল আশ্চর্য্য।
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে,
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে।

---

১ পূর্ব্বে—সৃষ্টির প্রাক্কালে; এবে—এক্ষণে; কলিযুগে।

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার ;
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত নিস্তার।
আচার্য্য গোঁসাইর গুণ মহিমা অপার!
জীব কীট কোথা পাইবেক তার পার?
আচার্য্য গোঁসাই চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ;
হস্ত, মুখ, নেত্র, অঙ্গ, চক্রাদ্যস্ত্র সম।
এসব লইয়া প্রভু করেন বিহার ;
করেন এ সব লঞা বাঞ্ছিত প্রচার।
'মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহ শিষ্য' এই জ্ঞানে (১)
আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য গুরু করি মানে।
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ ;
স্তুতি ভক্তি করেন তাঁর চরণ বন্দন।
চৈতন্য গোঁসাইকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান ;
আপনাকে করে তাঁর দাস অভিমান।
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে ;
'কৃষ্ণ দাস হও' জীবে উপদেশ করে।
কৃষ্ণ দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু ;
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার একবিন্দু।
'মুই দাস চৈতন্যের আর নিত্যানন্দ'।
দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ।

---

১ মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহ শিষ্য—অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। মাধবেন্দ্রের অপর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট চৈতন্য শিষ্য হইয়াছিলেন।

পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি; (১)
তিঁহ দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি।
দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদ গণ;
বিধি, ভব, নারদাদি, শুক, সনাতন।
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল; (২)
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল।
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর,
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্র শেখর, বক্রেশ্বর,
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব; (৩)
চৈতন্যের দাস্যে সবে হইল উন্মত্ত।
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস;
লোকে উপদেশে 'হও চৈতন্যের দাস'।
'চৈতন্য গোঁসাই মোরে করে গুরুজ্ঞান;
তথাপি আমার হয় দাস অভিমান'।
কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব;
গুরু, সম, লঘুকে করায় দাস্য ভাব।
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান;
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ।
অন্যের কি কথা! সেই নন্দ মহাশয়;
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়;

---

১ হৃদয়ে বসতি—লক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপ শক্তির বৃত্তি হইয়াও দাস্য ভক্তি চাহিয়াছিলেন।

২ সবাতে আগল—সকলের আগে অর্থাৎ সকলের প্রধান ভাবে।

৩ মহত্ত্ব—মহৎ।

শুদ্ধ বাৎসল্য; ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার।
তিঁহ রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে;
তাঁহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে।
'শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
"তিঁহ ঈশ্বর" হেন যদি তব মনে লয়;
তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি; (১)
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউ মোর মতি'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে অষ্ট পঞ্চাশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং

'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বনাদিষু' ॥১৪৭॥

'নঃ' অস্মাকং 'মনসঃ' চিত্তস্য 'বৃত্তয়ঃ' মনোবৃত্তি সমূহাঃ 'কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ' কৃষ্ণস্য পাদাম্বুজমেব পাদপদ্মমেব আশ্রয়ো যাসাং তাঃ 'স্যুঃ' ভবন্তু। 'বাচঃ' 'অস্মাকং বাক্যানি 'নাম্নাং' কৃষ্ণনামসমূহানাং 'অভিধায়িনীঃ' অভিধায়িন্যঃ আর্ষত্বাদ্ বিভক্তেরাদিলোপঃ সদা প্রজল্পিন্যঃ ভবন্তু সদা কৃষ্ণনামানি কুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ 'কায়ঃ' অস্মাকং শরীরং 'তৎপ্রহ্বণাদিষু' প্রহ্বণং নম্রত্বং তদাদিষু আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকং তস্য সেবাকর্ম্মসু নিযুক্তো ভবতু ইত্যর্থঃ। ১৪৭।

আমাদের চিত্তবৃত্তি সকল কৃষ্ণ পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করুক, বাক্য সকল তাঁহার নাম কীর্ত্তন করুক, এবং শরীর তাঁহার সেবা কর্ম্মে নিযুক্ত হউক ॥ ১৪৭ ॥

---

১ রহু—রহুক, থাকুক। হউ—হউক।

তত্রৈব একোন ষষ্টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং

'কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে' ॥ ১৪৮ ॥

'ঈশ্বরেচ্ছয়া' 'যত্র' যস্মিন্ 'ক্ব' কুত্র স্থানে বিষয়ে বা 'কর্ম্মভিঃ' উৎপন্নৈঃ শুভাশুভকর্ম্মভিরিত্যর্থঃ 'ভ্রাম্যমাণানাং' ঘূর্ণায়মাণানাং 'অপি' 'নঃ' অস্মাকং 'ঈশ্বরে' 'কৃষ্ণে' 'মঙ্গলাচরিতৈঃ' শুভকর্ম্মভিঃ 'দানৈঃ' হেতুভিঃ 'রতিঃ' ভবত্বিতি শেষঃ। ১৪৮।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের শুভাশুভ কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে যে কোন অবস্থায় অনায়ন করুক না কেন, শুভানুষ্ঠান ও দানাদি দ্বারা যেন আমাদের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে রতি হয় ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়;
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন কেবল সখ্য ময়।
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ; (১)
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বচনং

'পাদ সম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ
অপরে হত পাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্' ॥১৪৯॥

'হত পাপ্মানঃ' বিগতকল্মষাঃ সখায়ঃ 'কেচিৎ' 'তস্য' 'মহা-

১ 'কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে মাতামাতি রণ;
সেহ দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।' এই পাঠও কোন কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্ঠনঃ' শ্রীকৃষ্ণস্য 'পাদসম্বাহনং' পাদসেবনং 'চক্রুঃ' কৃতবন্তঃ। 'অপরে' সখায়ঃ 'ব্যজনৈঃ' পল্লবাদিনির্ম্মিত চামরসঞ্চালনৈঃ 'সমবীজয়ন্' বীজয়ামাসুস্তমিতিশেষঃ। ১৪৯।

বিগত কল্মষ সখাগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবা করিতেন; এবং কেহ কেহ বা চামর-ব্যজন করিতেন ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ;
যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন;
যাঁ' সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন;
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী অভিমান ৷

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'ব্রজ জনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং, নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করী স্ম নো, জল রুহাননং চারু দর্শয়'॥১৫০

হে 'বীর' হে 'ব্রজজনার্ত্তিহন্' ব্রজজনানাং বৃন্দাবনবাসি-জনানাং আর্ত্তিং দুঃখাদিকং হন্তি য স্তৎসম্বুদ্ধৌ 'যোষিতাং' গোপীনাং অস্মাকমিত্যর্থঃ হে 'নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত' নিজ-জনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ তস্য ধ্বংসনং নাশকং ধ্বংসনশীলমিত্যর্থঃ স্মিতং মন্দহাস্যং যস্য তৎ সম্বুদ্ধৌ 'হে সখে' 'ভবৎ কিঙ্করীঃ' তব-দাসীঃ 'নঃ' অস্মান্ 'ভজস্ব' অঙ্গীকুরুস্ব। প্রথমং 'চারু' মনো-হরং 'জলরুহাননং' তব পদ্ম বদনং যোষিতাং নো 'দর্শয়'। ১৫০।

কৃষ্ণের অদর্শনে রাসস্থানে গোপীগণ বিলাপ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

সখে! তুমি ব্রজজনের দুঃখহারী; হে বীর! আমরা তোমার নিজ জন, একবার তোমার মন্দহাস্য প্রকাশ করিয়া আমাদের গর্ব্ব ধ্বংশ কর। আমরা তোমার কিঙ্করী ও যোষিৎ; আমাদিগকে গ্রহণ কর ও তোমার বদন কমল দর্শন করাও॥ ১৫০॥

তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি গোপী বাক্যং

'অপিবত মধু পুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কীঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্য ধাস্যৎ কদানু'॥ ১৫১॥

'বত' হর্ষে হে 'সৌম্য'! উদ্ধব! 'অধুনা' ইদানীং গুরু-কুলাদাগত্যেত্যর্থঃ 'আর্য্যপুত্রঃ' কৃষ্ণঃ 'মধুপুর্য্যাং' মথুরায়াং 'আস্তে' বর্ত্ততে কিং, 'সঃ' 'পিতৃ গেহান্ নন্দালয়ান্ 'গো-পান্' পুনঃ 'বন্ধূন্' 'স্মরতি' কিং? 'সঃ' 'কিঙ্করীণাং' 'নঃ' অ-স্মাকং 'কথাং' সংবাদং 'ক্বচিদপি' কুত্রচিৎ সময়ে অপি 'গৃণীতে' কথয়তি কিং? 'নু' ভোঃ 'অগুরু' সুগন্ধং 'ভুজং' অস্মাকং 'মূর্দ্ধ্নি' মস্তকে 'কদা' কস্মিন্ কালে 'অধাস্যৎ' পুনঃ দাস্যতি কিং?১৫১।

হে সৌম্য! গুরুকুল হইতে আসিয়া এক্ষণে কি আর্য্য-পুত্র মথুরায় আছেন? তিনি কি এক্ষণে তাঁহার পিতৃগৃহ, গোপগণ, ও বন্ধুগণকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী; কোন সময়ে কি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? আর কখন কি তিনি তাঁহার অগুরু সম্পৃক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে রক্ষা করিবেন?॥ ১৫১॥

তাঁ'সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা ;
সবা হৈ'তে সকলাংশে পরম অধিকা।
তিঁহ যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ ; (১)
যাঁর প্রেম গুণে কৃষ্ণ বশ অনুক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরাধিকাবাক্যং

'হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥১৫২॥

'হা' খেদে হে 'নাথ' হে 'রমণপ্রেষ্ঠ' রমণীয়াণাং শ্রেষ্ঠ! হে 'মহাভুজ' 'ক্বাসি ক্বাসি' কুত্র অসি। হে 'সখে' 'তে' তব 'দাস্যাঃ' 'কৃপণায়াঃ' দুঃখিতায়াঃ 'মে' মম 'সন্নিধিং' নিকটং 'দর্শয়' আত্মানমিত্যর্থঃ। ১৫২।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের অদর্শনে বিলাপ করিতেছেন—হে নাথ! হে রমণশ্রেষ্ঠ! হে মহাবাহো! তুমি কোথায় আছ? হে সখে! আমি তোমার দাসী, অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; আমার নিকট আসিয়া দেখা দাও ॥১৫২॥

দ্বারিকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী ;
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি মহিষীবাক্যং

'তপশ্চরন্তী মাজ্ঞায় স পাদস্পর্শনাশয়া
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী'॥১৫৩॥

---

১ সকল পুস্তকেই 'তিঁহ যাঁর' এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 'তিঁহ তাঁর' পাঠ হইলে অর্থ সঙ্গতি ভাল হয়।

হে দ্রৌপদি! 'পাদস্পর্শনাশয়া' শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশয়া মানসেন করণয়া 'তপশ্চরন্তীং' তপস্যাং কুর্ব্বন্তীং মাং 'আজ্ঞায়' জ্ঞাত্বা 'সখ্যা' অর্জ্জুনেন সহ 'উপেত্য' মাং প্রাপ্য 'সঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'পাণিং' 'অগ্রহীৎ' মাং বিবাহিতবানিত্যর্থঃ। তস্মা-দারভ্য 'অহং' সা কালিন্দীরিত্যর্থঃ 'তস্যা গৃহমার্জ্জনী' তস্য কৃষ্ণস্য গৃহমার্জ্জনী দাসী নতু পত্নীত্বযোগ্যেতিভাবঃ ॥ ১৫৩।

শ্রীকৃষ্ণ মহিষী কালিন্দী বলিলেন হে দ্রৌপদি! আমি কৃষ্ণের পাদস্পর্শলালসায় তপস্যা করিতেছিলাম শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা অর্জ্জুনের সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তদবধি আমি তাঁহার গৃহমার্জ্জনা করিবার দাসী হইয়াছি।১৫৩।

তত্রৈব চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি মহিষী বাক্যং

'আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ
সর্ব্ব সঙ্গ নিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম' ॥১৫৪॥ *

'ইমাঃ' মহিষ্যঃ 'বয়ং' সর্ব্বাঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'তপসা' স্বধর্ম্মেণ 'চ' পুনঃ 'সর্ব্ব সঙ্গ নিবৃত্ত্যা' সর্ব্বেষাং সঙ্গ নিবৃত্তি করণয়া 'অদ্ধা' সাক্ষাৎ ইদানীমেব 'তস্য' 'আত্মারামস্য' আত্মনি রমতে য স্তস্য সর্ব্বান্তর্যামিনঃ ভগবতঃ 'গৃহদাসিকাঃ' 'বভূবিম' অভবাম। ১৫৪।

কৃষ্ণ মহিষী লক্ষণা দ্রৌপদীকে বলিলেন—আমরা সকলে কত কত তপস্যা দ্বারা সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে সেই আত্মারাম ভগবানের গৃহদাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১৫৪॥

---

* ইহার পরে নৃত্যলাল শীলের পুস্তকে দশমস্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত হওয়া দৃষ্ট হয়; অন্য কোন গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট না হওয়ায় উহা মূলে সন্নিবেশিত হইল না। শ্লোকটী এইঃ—

আনের কি কথা ? বলদেব মহাশয় ; (১)
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদি ময় ;
তিঁহ আপনাকে করে দাস ভাবনা।
কৃষ্ণ দাস ভাব বিনা আছে কোন্ জনা ?
সহস্র বদনে যেঁহ শেষ সঙ্কর্ষণ ;
দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন। (২)
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ ;
গুণাবতার তেঁহ সর্ব্বদেব অবতংশ ; (৩)
তিনি ও করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ;
নিরন্তর কহে শিব 'মুই কৃষ্ণ দাস'।
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর ;
কৃষ্ণ গুণ লীলা গাই নাচে নিরন্তর।
পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেনে লয় ? (৪)
কৃষ্ণ প্রেমার স্বভাবে দাস্যভাব সে করায়।
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর ;
আর যত সব তাঁর সেবকানু চর।

'দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভির্ভটৈ দ্বিরদ বাজিভিঃ
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ।'

১ আনের—অন্যের।

২ দশ দেহ—অর্থাৎ দশদিক্‌।

৩ গুণাবতার—গুণাবতারের মধ্যে রুদ্র সকল দেবের শ্রেষ্ঠ।

৪ পিতা মাতা…করায়—পিতা মাতার ভাব অথবা অপর যে কোন ভাব কেন লওনা, কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে সকলকেই দাস ভাব করিয়া তুলে।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর ;
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর। (১)
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস ;
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ।
'চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস,
চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস'।
ইহা কহি নাচে গায় হুঙ্কারে গভীর ;
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির।
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে ; (২)
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।
তাঁর অবতার এক, শ্রীসঙ্কর্ষণ ;
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ।
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ ;
শ্রীরামের দাস্য তিঁহ কৈল অনুক্ষণ।
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী ;
তাঁহার হৃদয়ে ভক্ত ভাব অনুযায়ী। (৩)
তাঁহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য ;
কায়মনোবাক্যে সদা ভক্তি তাঁর কার্য্য।

---

১ আর সব—"আর জীব" পাঠও আছে।

২ শ্রীবলরামে—শ্রীবলরামের।

৩ অনুযায়ী—অনুগমন করিতেছে। সঙ্কর্ষণের ভক্তিভাব, তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ীর মনে অনুগমন করে। অদ্বৈত কারণাব্ধিশায়ীর প্রকাশ ভেদ ; সুতরাং তিনিও একজন ভক্ত। কেহ কেহ আবার অদ্বৈতকে রুদ্রের প্রকাশ বলেন। কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু ও রুদ্র বা শিব একই তত্ত্ব ; সেজন্য অদ্বৈতকে শিবও বলা যাইতে পারে।

শাক্যে কহে 'মুই চৈতন্যের অনুচর' ;
'মুই তাঁর ভক্ত' মনে ভাবে নিরন্তর।
জল তুলসী দিয়া তিঁহ করিল সেবন ;
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিল ভুবন।
পৃথিবী ধরেন্ যেই শেষ সঙ্কর্ষণ ; (১)
কায়ব্যূহ করি করে কৃষ্ণের সেবন। (২)
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ;
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার।
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার ;
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার।
এক এক অংশী কৃষ্ণ, অংশ অবতার ; (৩)
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার।
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান ;
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাকে ভক্ত অভিমান।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্ত বড় পদ ; (৪)
আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ, ভক্ত বড় করি মানে ;
তাহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে।

---

১ পৃথিবী—অর্থাৎ পৃথিবীকে।

২ কায়ব্যূহ ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ শেষ রূপে পৃথিব্যাদি ধারণ করেন ; ও আপনার শরীর রূপ ঐ সব পৃথিব্যাদি দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করেন।

৩ এক এক ইত্যাদি—কৃষ্ণই একমাত্র অংশী, আর অবতারগণ তাঁহার অংশ, সুতরাং অংশীকে অংশগণের জ্যেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এক এক—একমাত্র।

৪ সমতা—সমান আত্মা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্' ॥১৫৫॥

হে উদ্ধব 'মে' মম 'প্রিয়তমঃ' 'যথা' 'ভবান্' অস্তীতি শেষঃ মদ্‌ভক্তত্বাৎ 'তথা' মম প্রিয়তমঃ 'আত্মযোনিঃ' ব্রহ্মা পুত্রোঽপি 'ন'স্যাদিতিশেষঃ 'শঙ্করঃ'শিবঃ মৎ স্বরূপ ভূতোঽপি 'ন';'সঙ্কর্ষণঃ' বলরামঃ ভ্রাতাপি 'ন'; 'শ্রীঃ' লক্ষ্মীঃ ভার্য্যাপি 'ন'; 'চ' পুনঃ মম 'আত্মা' ন। ১৫৫।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম তেমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মা আমার পুত্র, সঙ্কর আমার স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা, লক্ষ্মী আমার স্ত্রী, অধিক কি আমার নিজের আত্মা, ইঁহারা কেহই তোমার মত প্রিয় নহে ॥১৫৫॥

কৃষ্ণ সাম্যে নাহি তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন; (১)
ভক্ত ভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বন।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব;
মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব।
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি বলদেব, লক্ষ্মণ,
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ সঙ্কর্ষণ,
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান;
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন।

১ কৃষ্ণসাম্যে—কৃষ্ণের সমান বা সাযুজ্য মুক্তিতে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাইতে পারে না।

অন্যের আছুক কার্য্য আপনি শ্রীকৃষ্ণ
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্ত ভাব বিনা নহে তার আস্বাদন।
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ—
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে, সর্ব্বভাবে পূর্ণ।
নানা ভক্ত ভাবে করে স্বমাধুর্য্য পান;
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান।
অবতার গণের ভক্ত ভাবে অধিকার; (১)
ভক্ত ভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর।
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ;
ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন। (২)
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাইর মহিমা অপার;
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার;
কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগত তারণ;
অদ্বৈত প্রসাদে লোক পাইল প্রেমধন।
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে?
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে।
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার;
ইথে কিছু অপরাধ না লইও আমার।

---

১ অবতারগণের—অংশ অবতার গণের।

২ তঁহি—সেই হেতু। অদ্বৈত সঙ্কর্ষণের অবতার; যখন সঙ্কর্ষণ মূল ভক্ত, তখন অদ্বৈতকেও ভক্তাবতার মধ্যে গণনা করিতে হয়।

তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ ;
তাহার যে তত্ত্ব কহি বড় অপরাধ। (১)
জয়! জয়! জয়! জয়! অদ্বৈত আচার্য্য!
জয় জয় শ্রীচৈতন্য! নিত্যানন্দ আর্য্য!
দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ ;
পঞ্চ তত্ত্বের বিচার এবে শুন ভক্তগণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীদ্বৈত তত্ত্ব-নিরূপণং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ। — পঞ্চ তত্ত্ব

গ্রন্থকারস্য।

অগত্যেক গতিং নত্বা হীনার্থাধিক সাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥১৫৬॥

'শ্রীচৈতন্যং' 'নত্বা' নমস্কারং কৃত্বা 'অস্য' চৈতন্যস্য 'প্রেম-ভক্তিবদান্যতা' প্রেমাচ ভক্তিশ্চ তয়োর্বদান্যতা দানশীলতা 'লিখ্যতে' ময়েতিশেষঃ শ্রীচৈতন্যং কীদৃশং 'অগত্যেকগতিং' অগতীনাং অকিঞ্চনানাং একা গতির্যস্মিন্ তং; পুনঃ 'হীনার্থাধিক-সাধকং' হীনায় নীচায় জনায় অর্থানাং প্রয়োজনানাং অধিকং আধিক্যং প্রেমেত্যর্থঃ সাধ্যতে দীয়তে যেন তং। ১৫৬।

যিনি অকিঞ্চন দিগের একমাত্র গতি, যিনি অধমদিগকে

---

১ কোন কোন পুঁথিতে "তাহার হি যত কহি এ বড় প্রসাদ" এইরূপ পাঠও আছে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রেমদান করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতার বিষয় লিখিতেছি। ১৫৬।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য !
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য !
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ;
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কোন ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্বে বিবিধ বিভেদ।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ
'পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং'
ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং।

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ;
গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি এবে পাঁচের বিচার।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একেলা ঈশ্বর ;
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক শেখর।
রাসাদি বিলাসী, ব্রজ ললনা নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর। (১)
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য।
একেলা ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর ;
ভক্ত ভাব ময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর।

---

১ পরিকর—সহচর বা পরিবার।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ;
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব।
ইথে ভক্ত ভাব ধরে চৈতন্য গোঁসাই। (১)
ভক্ত স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই।
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোঁসাই।
এই তিন তত্ব সবে প্রভু করি গাই। (২)
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন ;
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি ;
চতুর্থ যে ভক্ত তত্ব আরাধ্য করি জানি।
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ;
শুদ্ধ ভক্ত তত্ব মধ্যে তাঁ'সবার গণন।
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার ;
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার।
যাঁ' সবা লইয়া প্রভুর নিত্য বিহার ; (৩)
যাঁ' সবা লইয়া করে কীর্ত্তন প্রচার ;
যাঁ' সবা লইয়া করে প্রেম আস্বাদন ;
যাঁ' সবা লইয়া দান করে প্রেমধন,
সেই পাঁচ তত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া,
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া, (৪)

---

১ ইথে—এই জন্যে।
২ গাই—গায় অর্থাৎ বলে।
৩ যাঁ' সবা—যে সকলকে।
৪ মুদ্রা—মোহরাঙ্কিত ছাপ; অর্থাৎ প্রেম ভাণ্ডার ছাপমোহর করা বন্ধ ছিল। উঘাড়িয়া—খুলিয়া।

পাঁচে মিলি লুটি প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ;
নাচে, গায়ে, হাসে, কাঁদে, যেন উন মত্ত।
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ;
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান।
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে ;
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার ! প্রেম শত গুণ বাড়ে !
উছলিল প্রেম বন্যা ! চৌদিকে বেড়ায় ;
স্ত্রী বালক যুবা বৃদ্ধ সকলে ডুবায়।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ;
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন। (১)
জগত ডুবিল জীবের বীজ হৈল নাশ ; (২)
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস।
যত যত প্রেম বৃষ্টি করে পঞ্চ জনে ;
তত তত জল বাড়ে—ব্যাপে ত্রিভুবনে।
মায়াবাদী, কর্ম্ম নিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ,
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ; (৩)

---

১ প্রেম বন্যায় ইত্যাদি—"প্রেমের বন্যায় ডুবাইল জগজন" পাঠও আছে। "জগতের মন" পাঠ ও কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

২ বীজ হৈল নাশ ইত্যাদি—মায়া রূপ বীজ প্রেম ভক্তির দ্বারা নষ্ট হইল।

৩ পড়ুয়া অধম—যাহারা অদ্বৈত বাদাদি ভক্তি শূন্য শাস্ত্র পাঠ করে।

সেই সব মহাদক্ষ ধাঁয়া পলাইল ; (১)
সেই বন্যা তা সবাকে ছুঁইতে নারিল।
তাহা দেখি মহা প্রভু করেন চিন্তন :—
'জগত ডুবাতে আমি করিল যতন ;
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ ;
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ'। (২)
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার।
চব্বিশ বৎসর থাকি গৃহস্থ আশ্রমে
পঞ্চ বিংশতি বর্ষে কৈল যতি ধর্ম্মে।
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ
যতেক পলাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ।
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত ;
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত।
অপরাধ ক্ষমাইল—ডুবিল প্রেম জলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহা জালে ?
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার ;
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার।
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়া বাদী।
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়া বাদীগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে—

১ মহা দক্ষ—ব্যঙ্গোক্তি।
২ পাতিব কিছু রঙ্গ—কোন কৌশল জাল বিস্তার করিব ; অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব।

'সন্ন্যাসী হইয়া করে নাচন গায়ন ;
না করে বেদান্ত পাঠ—করে সংকীর্ত্তন ;
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে ;
ভাবক হইয়া ফেরে ভাবকের সনে'।
এসব শুনিয়া প্রভু হাঁসে মনে মনে ;
উপেক্ষা করিয়া কার না কৈল সম্ভাষণে।
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন ;
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন।
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্র শেখর ; (১)
তার ঘরে রৈলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ; (২)
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ।
সনাতন গোঁসাই আসি তাঁহাই মিলিলা ;
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা।
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ;
ভাগবত আদি শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ মর্ম্ম।
ইতি মধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্রতপন
দুঃখী হয়ে প্রভু পদে কৈল নিবেদন ঃ—
'কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন ?
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন !
তোমাকে নিন্দয়ে সব সন্ন্যাসীরগণ !
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ !'

---

১ লেখক—পুঁথি লিখিয়া জীবন যাপন করিতেন।

২ ভিক্ষা নির্ব্বাহন—ভীক্ষা দ্বারা ভোজন নির্ব্বাহ।

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ;
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া।
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ঃ—
'এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া।
সকল সন্ন্যাসী মুই কৈনু নিমন্ত্রণ ;
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন।
না যাহে সন্ন্যাসী গোষ্ঠে ইহা আমি জানি ; (১)
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি'।
হাঁসি প্রভু নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা হেতু এ ভঙ্গি তাঁহার। (২)
সে বিপ্র জানে প্রভু না যান্ কার ঘরে ;
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে। (৩)
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে ;
দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে।
সবা নমস্কারি গেলা পাদ প্রক্ষালনে ;
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলেন সেই স্থানে ;
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজাময় বপু কোটি সূর্য্যভাস।
প্রভাবে আকর্ষে সব সন্ন্যাসীর মন ;
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন।

---

১ সন্ন্যাসী গোষ্ঠে—সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী বা দল মধ্যে।

২ সন্ন্যাসীরে কৃপাহেতু—কাশীর সন্ন্যাসীগণকে কৃপা করিবার জন্য তিনি এই কৌশল করিলেন।

৩ তাঁহার প্রেরণায়—চৈতন্যের অজ্ঞাত উত্তেজনাতে।

প্রকাশানন্দ নাম এক সন্ন্যাসী প্রধান
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ঃ—
'ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ ; (১)
অপবিত্র স্থানে বৈস ; কিবা অবসাদ ?'
প্রভু কহে 'আমি হই হীন সম্প্রদায় ;
তোমার সম্প্রদায়ে বসিতে না জুয়ায়'। (২)
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া।
পুছিল 'তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ?
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য।
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে ; (৩)
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ?
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন ;
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সঙ্কীর্ত্তন।
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ;
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম ?
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন ? এর কি কারণ ?'
প্রভু কহে 'শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ ;
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ঃ—

১ শ্রীপাদ—উদাসীন পরম হংসের সম্বোধন বাক্য।

২ জুয়ায়—যোগ্য হই না।

৩ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী—শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশ সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীগণই গৌরব পাত্র তদ্ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসী গণ হীন সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত।

"মূর্খ তুমি! নাহি তব বেদান্তাধিকার;
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্র সার।
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন;
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম;
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম"।
এত বলি এই শ্লোক শিখাইল মোরে;
"কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে"।

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্থ একাদশবিলাসে দ্বিচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাঙ্ক ধৃত বৃহন্নারদীয়ং—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। ১৫৭।

অর্থ।

হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার;
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর। ১৫৭।

'এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ;
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মমত্ত;
হাঁসি, কাঁদি, নাচি, গাই, যেন মদমত্ত।
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিনু বিচার;
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার।
পাগল হইনু আমি ধৈর্য্য নাহি মনে;
এত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে:—

'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই! কিবা তার বল!
জপিতেই মোরে মন্ত্র করিল পাগল।
হাসায়, নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন।
"কৃষ্ণ নাম মহা মন্ত্রের এইত স্বভাব,
যেই জপে তার উপজয়ে কৃষ্ণে ভাব।
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ;
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ। (১)
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু;
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু। (২)
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয়। (৩)
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত মন ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায়ে লোভ। (৪)
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাঁসে, কাঁদে, গায়;
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়। (৫)

---

১ চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

২ মোক্ষাদি আনন্দ ইত্যাদি—"ব্রহ্মাদি আনন্দ" ইত্যাদি পাঠ কোন কোন পুঁথিতে দৃষ্ট হয়। সাযুজ্যাদি মুক্তি দ্বারা ত্রিতাপ নিবৃত্তি হইয়া যে আনন্দ হয় তার নাম মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। তাহা চতুর্থ পুরুষার্থ, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ; জীবের তাহাই চরম লক্ষ্য।

৩ তোমায় করিল উদয়—তোমাতে উদয় হইল। চৈতন্যোক্তি দ্বারা তাঁহার গুরুবাক্য।

৪ প্রাপ্ত্যে—প্রাপ্তির জন্য; উপজায়ে—জন্মায়।

৫ ইতি উতি—এদিক্ ওদিক্।

"স্বেদ, কম্প, গদ্ গদাশ্রু, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ,
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ;
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ;
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখ সাগরে ভাসায়।
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ ;
তোমার প্রেমাতে আমি হইলাঙ কৃতার্থ।
নাচ, গাও, ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন,
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন"। (১)
এতবলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ;
ভাগবতসার এই বলে বারে বারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধেদ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ'। ১৫৮।

শ্রীকৃষ্ণ ভজমানজনঃ 'এবং' এবংপ্রকারেণ 'ব্রতঃ' ব্রতবান্ ভবতি। কীদৃশঃ 'স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা' নিজপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য নামানি তেষাং কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনকরণতয়া 'জাতানুরাগঃ' জাতঃ সঞ্জাতঃ অনুরাগো যস্য সঃ পুনঃ 'দ্রুতচিত্তঃ' দ্রুতং দ্রবীভূতং চিত্তং মানসং যস্য সঃ সন্ 'উচ্চৈঃ' যথা তথা 'হসতি' 'অথো' অনন্তরং 'রোদিতি' 'রৌতি' ক্রোশতি হরি হরি শব্দং করোতি

১ তার—উদ্ধার কর।

ইত্যর্থঃ ‘গায়তি’ পুনঃ ‘উন্মাদবৎ’ ‘নৃত্যতি’। স এব ‘লোকবাহ্যঃ’। লোকানাং চতুর্দ্দশভুবনস্থ জনানাং বাহ্যঃ বহিঃস্থস্তিষ্ঠতি। ১৫৮।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল লোক এই প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়তমের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার মনে অনুরাগ জন্মায় ও চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়; তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন নাম উচ্চারণ করেন, কখন গান করেন এবং কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন। এইরূপ লোক সকল লোকের বহির্ভূত। ১৫৮।

‘এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করি।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়;
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন;
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম’।

তথাহি শ্রীহরিভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে ভক্তি-সামান্য লহর্য্যামষ্টাবিংশাঙ্কধৃত হরিভক্তিসুধোদয়স্য চতু-র্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকঃ

‘ত্বৎ সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে
মুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো’। ১৫৯।

হে ‘জগদ্‌গুরো’ নরসিংহ ‘মে’ মম সম্বন্ধে ‘ব্রহ্মণি’ সুখানি’, ব্রহ্মানন্দাদীনি ‘অপি’ নিশ্চিতং ‘গোস্পদায়ন্তে’ গোক্ষুরজলবৎ প্রতীয়ন্তে কথম্ভূতস্য মে ‘ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য’ তব সাক্ষাৎ করণং প্রত্যক্ষকরণং তস্মাৎ উৎপন্নো য

আহ্লাদঃ আনন্দঃ স এব বিশুদ্ধো নির্ম্মলোঽব্ধিঃ সমুদ্র স্তস্মিন্ তিষ্ঠতি নিমজ্জতি য স্তস্য। ১৫৯।

হে জগদ্গুরো! আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি; আমার নিকট ব্রহ্মানন্দাদি গোষ্পদ তুল্য বোধ হইতেছে। ১৫৯।

প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ
চিত্ত ফিরি গেল—কহে মধুর বচন।
'যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়;
কৃষ্ণ প্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ;
বেদান্ত না শুন কেন? তাহে কিবা দোষ'?
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন;
'দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন'।
ইহা শুনি বলে সব সন্ন্যাসীর গণ;
'তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ;
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন।
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন;
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন'।
প্রভু কহে 'বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাস রূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ।
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্র লিপ্সা, করণাপাটব;
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব। (১)

---

১ 'ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব'—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৬০ পৃষ্ঠার ৬ টীকা দেখ।

'উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব; (১)
মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণ বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য; (২)
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা (৩)
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।
'ব্রহ্ম' শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্;
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান। (৪)
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার;
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার;
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।
তাঁর দোষ নাহি; তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর;
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।

---

১ সূত্র—বেদান্ত সূত্র; যথা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। মুখ্যবৃত্তি—সেই অর্থ—সহজ ব্যাখ্যা দ্বারা যে অর্থলাভ হয়।

১ গৌণ বৃত্ত্যে—কষ্ট ব্যাখ্যার দ্বারা। যেবা ভাষ্য—অদ্বৈত মত। আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য।

৩ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা—কথিত আছে যে বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদান্ত ভাষ্য রচনা করেন।

৪ অনূর্দ্ধ সমান—তাঁহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধ বা তাঁহার সমান আর কেহ নাই। 'ষড়ৈশ্বর্য্য' পাঠও আছে।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন; (১)
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ।
জীবতত্ত্ব হৈ'তে কৃষ্ণ তত্ত্ব শক্তিমান; (২)
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং—

'অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' ॥১৬০॥

ভূমিরাপ ইত্যাদি অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা 'ইয়ম্' 'অপরা' নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ 'তু' কিন্তু 'ইতঃ' অস্যাঃ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ 'মে' মম 'অন্যাং' ভিন্নাং 'জীবভূতাং' জীবস্বরূপাং চেতন রূপাং ইত্যর্থঃ 'পরাং' শ্রেষ্ঠাং 'প্রকৃতিং' 'বিদ্ধি' জানিহি পরাত্বে হেতুঃ হে 'মহাবাহো' অর্জ্জুন 'যয়া' চেতনয়া প্রকৃত্যা 'ইদং' দৃশ্যমানং 'জগৎ' চরাচরং 'ধার্য্যতে'। ১৬০।

হে মহাবাহো! পূর্ব্বে যে আট্ প্রকার প্রকৃতির বিষয় বলিয়াছি, তাহা অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি। তদ্ভিন্ন আমার আর একটী জীব স্বরূপ পরাপ্রকৃতি আছে; তাহাই এজগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥ ১৬০ ॥

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেব মিত্যস্য

---

১ জ্বলিত জ্বলন—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

২ জীবতত্ত্ব ইত্যাদি—জীবতত্ত্ব হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব শক্তিমান্ ও পৃথক; ইহাই বেদান্ত সূত্র ও উপনিষদাদির তাৎপর্য্য। অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে জীব সৃষ্ট হইলেও উভয়ের স্বগত ভেদ আছে।

ব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্থ ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্থ ষষ্ঠিতম পদ্যং

'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরীষ্যতে' ॥ ১৬১ ॥

'বিষ্ণুশক্তিঃ' বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিঃ, "পরা' প্রধানা 'প্রোক্তা' কথিতা সাতু ত্রিবিধা যথা 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা' জীবশক্তিঃ 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা' মায়াশক্তিঃ 'তথা' পুনঃ 'অন্যা' এতয়ো ভিন্না 'তৃতীয়া' 'শক্তিঃ' চিচ্ছক্তিরিত্যর্থঃ 'পরা' শ্রেষ্ঠা 'ঈষ্যতে' কথ্যতে। ১৬১।

বিষ্ণুশক্তিই সকল শক্তির প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা তিন প্রকার; প্রথম ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা বা জীবশক্তি (তটস্থা); দ্বিতীয় অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা বা মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা); আর এই দুইটী হইতে ভিন্ন তৃতীয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই (অন্তরঙ্গা) পরাশক্তি বলিয়া উক্ত হয়। ১৬১।

'হেন জীব তত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব। (১)
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ। (২)
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ।

---

১ হেনজীব শক্তি ইত্যাদি—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে জীবশক্তি অবলম্বন করিয়া তাহার নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থাকে পরতত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্বারা পরমেশ্বরের মহত্ত্ব আচ্ছন্ন করা হইয়াছে। এই শ্লোকে 'লিখি' ও 'করিল' ক্রিয়ার কর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য।

২ সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ—অর্থাৎ'ব্যাস সূত্র দ্বারা পরিণাম বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে' এই জন্য শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবাদ তুলিয়াছেন।

"পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী;"
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি। (১)
বস্তুত পরিণাম বাদ সেই ত প্রমাণ;
দেহে আত্ম বুদ্ধি (২) এই বিবর্ত্তের স্থান।

---

১ পরিণাম বাদে...করি—শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্য পরিণাম বাদে এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যে ঈশ্বর বিকার বা মায়া যুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু পরিণাম বাদে বলে যে তিনি বিকার যুক্ত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ দোষারোপ করত তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলেন। 'করি'—অর্থাৎ করিলেন। যে মতে এক বস্তু এরূপ ভাবে অন্যবস্তুতে পরিণত হইয়া যায় যে তাহা আর পূর্ব্বাবস্থা পাইতে পারে না; যেমন কাষ্ঠের পরিণাম ভস্ম; অর্থাৎ ভস্ম কখন আর কাষ্টের অবস্থা পাইতে পারে না। কিন্তু যেমতে এক বস্তুর বিবর্ত্তনে অন্যবস্তুতে পরিণত হইয়াও তাহার পূর্ব্বভাব ধ্বংশ হয় না, তাহার নাম বিবর্ত্তবাদ। যেমন মৃত্তিকা বিবর্ত্তনে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও মৃত্তিকার স্বভাব ধ্বংশ হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়া পরিণাম বাদে দোষ দিলেন যে যদি ঈশ্বর বিকারী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশী সত্ত্বা লোপ হইয়া যায়। যখন তাহা অসম্ভব, তখন পরিণাম বাদের মতও অসম্ভব; সুতরাং ঈশ্বর জগদাদি রূপে পরিণত হন নাই। বরং জগদাদি মিথ্যা, কেবল পারমেশ্বরী মায়ার বিবর্ত্তনে তত্তৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে; ইহাই বলা যুক্তি যুক্ত। চৈতন্য প্রভু তাহার উত্তরে এই বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্তনীয়। তাঁহার ইচ্ছার পরিণামে জগদাদি উৎপন্ন হইলেও তাঁহার স্বত্বা জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রহিয়াছে। ইচ্ছা বা শক্তির পরিণামে স্বত্বার পরিণাম হয় না। এই কথার পোষকে চিন্তামণি বা স্পর্শমণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চিন্তামণি সংযোগে অন্যবস্তু স্বর্ণ হইয়া গেলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম জন্মায় না।

২ আত্মবুদ্ধি—অহং বুদ্ধি।

'অবিচিন্ত্য শক্তি যুক্ত শ্রীভগবান্ ;
ইচ্ছাই জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী ;
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।
নানা রত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ;
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয় ;
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময় ?
"প্রণব" সে মহাবাক্য বেদের নিদান ;
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম। (১)
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ;
"তত্ত্বমসি" বাক্য হয় বেদের এক দেশ। (২)
প্রণবের মহাবাক্যতা করি আচ্ছাদন
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন। (৩)
সর্ব্ব বেদ সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ;
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান। (৪)

---

১ প্রণব—ওঁকার, বা ওঁ তৎসত অর্থাৎ তিনিই সত্য। নিদান—মূল। সর্ব্ববিশ্বধাম—সর্ব্ব বিশ্ব যাঁহার ধাম, এরূপ প্রণব।

২ প্রণব উদ্দেশ—প্রণব দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ হয়। তত্ত্বমসি—গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন যে 'হে শিষ্য! তুমিই সেই অর্থাৎ তুমিই ঈশ্বর'। বেদের এক দেশ—একাংশ। 'প্রণব' বেদের মূল। আর 'তত্ত্বমসি' তাহার একাংশ।

৩ করি—করিয়া। করি—করিলেন অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিলেন।

৪ মুখ্যবৃত্তি—সহজ ব্যাখ্যান। লক্ষণা—প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়া যে শক্তি-দ্বারা অন্য অর্থের বোধ হয়।

'স্বতঃ প্রমাণ বেদ, প্রমাণ শিরোমণি ;
লক্ষণা হইলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি। (১)
এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া
গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া।' (২)
এই মত প্রতি সূত্রে করিলা দূষণ ;
শুনি চমৎকার সব সন্ন্যাসীর গণ !
সকল সন্ন্যাসী কহে 'শুনহ শ্রীপাদ !
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ সে নহে বিবাদ।
আচার্য্য কল্পিত অর্থ সবে ইহা জানি ;
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি।
মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।'
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল :—(৩)
'বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ ;
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য, তাঁর নাহি মায়া গন্ধ ; (৪)
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ।

---

১ প্রমাণশিরোমণি—শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। স্বতঃ প্রমাণতা—স্বাভাবিক প্রমাণতা বা সহজ প্রমাণতা।

২ গৌণার্থ—কাল্পনিক ব্যাখ্যা। করে—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য।

৩ লাগাইল—অর্থাৎ বেদান্ত সূত্রে সহজার্থ সংযোগ করিলেন। সকল—অর্থাৎ সকলে।

৪ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার স্বরূপ। ভগবান্ সে সম্বন্ধ—সকল বেদের সহিত ভগবানেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

'তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ; (১)
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে কিছু উপায়—
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায়। (২)
সেই সর্ব্ব বেদের 'অভিধেয়' নাম ;
সাধন ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম।
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ ;
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্রে তার নাহি রহে রাগ।
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ ;
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবা সুখ রস।
"সম্বন্ধ" "অবিধেয়" "প্রয়োজন" নাম ;
এই তিন অর্থ সর্ব্ব সূত্রে পর্য্যবসান।' (৩)
এই মত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ঃ—

---

১ নির্ব্বিশেষ—যাঁহার বিশেষত্ব কিছুই নাই।

২ শ্রবণাদি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন ইত্যাদি।

৩ সম্বন্ধ—বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের সহিত ক্ষুদ্রবস্তু জীবের নিত্য সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধ জনিত জ্ঞানাদি। অবিধেয়—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় ; ইহার অন্য নাম সাধন ভক্তি। প্রয়োজন—সাধন ভক্তির ফল প্রেম ও ভগবৎ সেবা ; তাহাই জীবের প্রয়োজন। সমস্ত বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করিলেন যে এই তিন তত্ত্বই সমস্ত সূত্রের লক্ষ্য।

'বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ!
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন'।
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন;
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ।
এইরূপে তা' সবার ক্ষমি অপরাধ
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিল প্রসাদ।
তবে সব সন্ন্যাসী মহা প্রভুকে লইয়া
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া। (১)
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাঁসাঘরে;
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
চন্দ্র শেখর, তপন মিশ্র, সনাতন,
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন।
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী;
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী।
বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য;
পুরী সহ সবলোক হৈল মহাধন্য।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে;
মহাভিড় হয় দ্বারে নারে প্রবেশিতে।
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে;
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে।
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর;
তাঁহাই সকল লোক আসি হয় ভিড়।

---

১ ভিক্ষা করিলেন ইত্যাদি—সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে আপনাদের মধ্যস্থলে বসাইয়া আহার করিলেন।

বাহুতুলি প্রভু বলে 'বল হরি হরি';
হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন;
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন।
রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল;
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল। (১)
এই লীলা আগে কহিব বিস্তার করিয়া; (২)
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া।
এই পঞ্চ তত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য;
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন;
দুই সেনা পতি কৈল ভক্তি প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে;
তিঁহ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে।
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা গমন;
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ।
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার;
কৃষ্ণ প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
এই ত কহিল পঞ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যান;
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য তত্ত্ব জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত তিন জন;
শ্রীনিবাস গদাধর আদি ভক্তগণ;

---

১ নীলাচল—জগন্নাথ পুরী।

২ এই লীলা আগে—অর্থাৎ মধ্য খণ্ডের ২৫ পরিচ্ছেদে।

সবার চরণ পদ্মে করি নমস্কার
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে পঞ্চতত্বাখ্যান-
নিরূপণং নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে চৈতন্য দেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ং॥১৬২॥

'তং' 'ভগবন্তং' 'চৈতন্যদেবং' অহং 'বন্দে'। 'যদিচ্ছয়া' যস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া 'জড়োঽপি' অবোধোঽপি 'অয়ং' জনঃ অহমিত্যর্থঃ 'লেখরঙ্গে' গ্রন্থকরণে 'প্রসভং' হঠাৎ 'চিত্রং' আশ্চর্য্যং যথাস্যা-ত্তথা 'নর্ত্ততে' নৃত্যতি। ১৬২।

যাঁহার কৃপায় এই ব্যক্তি (আমি) জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও গ্রন্থ রচনা বিষয়ে হঠাৎ আশ্চর্য্য রূপে নৃত্য করিতে সক্ষম হইতেছে; সেই ভগবান্ চৈতন্য দেবের আমি বন্দনা করি। ১৬২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌর চন্দ্র!
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ!
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়!
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়!

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তগণ !
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ।
মূক কবিত্ব করে যাঁ'সবার স্মরণে ;
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে।
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল ;
তা'সবার বিদ্যা পাঠ ভেক কোলাহল।
এ সব না মানি যেই করে কৃষ্ণ ভক্তি ;
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি।
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন। (১)
কৃষ্ণ নাহি মানে ; তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি।
'মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ' ;
এ লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্ন্যাস। (২)
'সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ;
তথাপি খণ্ডিবে দোষ, পাইবে নিস্তার'।
হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যে জন ;
সর্ব্বোত্তম হইলেহ তারে অসুরে গণন।

পূর্ব্বে যৈছে ইত্যাদি—জরাসন্ধাদি রাজাগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিয়া বেদ বিহিত পদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সকলে তাঁহাদিগকে দৈত্য বলিয়া থাকে। সেই রূপ চৈতন্যকে না মানিয়া বেদাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেও তাহাদিগকে দৈত্য বলা যায়।
এলাগি কৃপায় ইত্যাদি—"এই লাগি মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস" পাঠও দেখা যায়।

অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধ বাহু হঞা ;
চৈতন্য নিতাই ভজ কুতর্ক ছাড়িঞা।
যদি বা তার্কিক কহে 'তর্ক সে প্রমাণ ;
তর্ক শাস্ত্র সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান'।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদয়া করহ বিচার ; (১)
বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার।
বহু জন্ম কর যদি শ্রবণ কীর্ত্তন ; (২)
তবু না পাইবে কৃষ্ণ পদে প্রেমধন।

তথাহি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে ভক্তিলহর্য্যাং সামান্য প্রকরণে চতুর্ব্বিংশাঙ্কধৃত তন্ত্রং

'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুর্ক্তি র্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা' ॥১৬৩॥

'জ্ঞানতঃ' জ্ঞানসকাশাৎ 'মুক্তিঃ' সালোক্যাদিঃ 'সুলভা' ভবেদিতি শেষঃ 'যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ' গোমেধাশ্বমেধ দান তীর্থাদিসকাশাৎ 'ভুক্তিঃ' স্বর্গ ভোগাদি সুলভা ভবেৎ। 'সাধন সাহস্রৈঃ' সাধনানাং সহস্রানি তৈঃ করণভূতৈঃ 'ইয়ং' 'সা' 'হরিভক্তিঃ' 'সুদুর্ল্লভা' দুষ্প্রাপণীয়া ভবেদিতি শেষঃ।১৬৩।

জ্ঞান হইতে সালোক্যাদি মুক্তি লাভ, এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য হইতে স্বর্গ ভোগাদি লাভ সুলভ হয় ; কিন্তু বহু

১ করহ বিচার—যে তার্কিক কেবল তর্ককেই সার প্রমাণ বলিয়া জানেন, তাঁহাকে এই উত্তর দিই যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দয়ার বিষয় বিচার কর ; তাহা হইলে চমৎকৃত হইবে।

২ বহুজন্ম কর—ইহাও তার্কিকের প্রতি উত্তর দান। অর্থাৎ চৈতন্যকে না মানিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণ প্রেম পাইবে না।

সহস্র সাধন করিলেও হরি ভক্তি সহজে লাভ করা যায় না। ।১৬৩।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ; (১)
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'রাজন্ পতির্গুরু রলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করোবঃ
অস্ত্যেব মঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি যোগং' ॥১৬৪॥

হে 'রাজন্' 'বঃ' যুস্মাকং 'ভবতাং' পাণ্ডবানাং 'যদূনাং' 'চ' পাণ্ডু যদু কুলোদ্ভবানাং সম্বন্ধে ইত্যর্থঃ 'ভগবান্' 'পতিঃ' পালকঃ 'গুরুঃ' উপদেষ্টা 'অলং' পুনঃ 'দৈবং' উপাস্যঃ 'প্রিয়ঃ' সুহৃদ্ 'কুলপতিঃ' কুলনিয়ন্তা কিং বহুনা 'ক্বচ' কস্মিংশ্চিৎ সময়ে দৌত্যা-দিষু 'কিঙ্করঃ' আজ্ঞানুবর্ত্তী 'এবং' নিশ্চিতং 'অস্তি' ভবতি, হে 'অঙ্গ' মহারাজ! 'মুকুন্দঃ' 'ভজতাং' ভজনং কুর্ব্বতাং জনানাং সম্বন্ধে 'মুক্তিং' সালোক্যাদিং 'দদাতিস্ম' 'কর্হিচিৎ' 'ভক্তিযোগং' প্রেমভক্তিং 'ন' দদাতিস্ম ইতিশেষঃ। ১৬৪।

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন হে রাজন্! আপনা-দের ও যদুবংশীয়দের সম্বন্ধে ভগবান্ মুকুন্দ কখন পতি, গুরু ও দেবতা, ও কখন বন্ধু, কুলপতি এবং কোন সময়ে

১ কৃষ্ণ যদি ছুটে—কৃষ্ণ ভক্তকে মুক্তি ও স্বর্গ ভোগাদি দিয়া এড়াইতে পারিলে ভক্তি যোগ দেন না। ছুটে—এড়াইয়া যান।

কিঙ্করও হইয়াছেন সত্য ; এবং সাধকদিগকে তিনি সালোক্যাদি মুক্তিও দিয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি ভক্তি যোগ কখন কাহাকে দেন না।১৬৪।

হেন প্রেম চৈতন্য নিতাই দিল যথা তথা ;
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কি কথা ? (১)
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার।
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয় ;
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়।
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ;
অনায়াসে সর্ব্ব অঙ্গে অশ্রু গঙ্গা বয়।
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার ; (২)
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে সূতংপ্রতি সৌনকবাক্যং

'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্য মাণৈ র্হরিনাম ধেয়ৈঃ

১ জগাই মাধাই পর্য্যন্ত—অপকৃষ্ট পাপী জগাই মাধাইকেও এই প্রেম দিলেন ; অন্যের ত কথাই নাই।

২ কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার
..................না হয় বিকার } —কৃষ্ণ নাম দ্বারা কোন ব্যক্তি অপরাধী (পাপী) কি না তাহার বিচার (পরীক্ষা) করা যাইতে পারে। কি প্রকারে ঐ পরীক্ষা হইতে পারে তাহা পর চরণে বলিতেছেন ; অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে যদি পুলকাশ্রু প্রভৃতি বিকার লক্ষণ দেখা না যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে সে ব্যক্তি বাস্তবিক অপরাধী।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ' ॥১৬৫॥

'তৎ' 'ইদং' 'হৃদয়ং' 'বত' নিশ্চিতং 'অশ্মসারং' অশ্মবৎ লৌহবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য তৎ পাষাণতুল্যমিত্যর্থঃ 'যৎ' হৃদয়ং 'গৃহ্যমাণৈঃ' কীর্ত্ত্যমানৈ রপি 'হরি নাম ধেয়ৈঃ' হরি নাম সমূহৈঃ কর্ত্তৃভুতৈঃ 'ন' 'বিক্রিয়েত'। বিক্রিয়ালক্ষণমাহ 'অথ' 'যদা' 'বিকারঃ' ভবেদিতিশেষঃ তদা 'নেত্রে' চক্ষুষি 'জলং' বাষ্পঃ তথা 'গাত্ররুহেষু' রোমসু 'হর্ষঃ' রোমাঞ্চ ইত্যর্থঃ ভবতীতিশেষঃ ।১৬৫।

বহুবার হরি নাম উচ্চারণ করিলেও যে হৃদয়ে বিকার জন্মে না, সে হৃদয় নিশ্চয় পাষাণ তুল্য কঠিন। যখন নেত্রে অশ্রু পতিত হইতে থাকে ও গাত্রে রোমাঞ্চ হয়; তখনই বিকার উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায় ।১৬৫।

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ;
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার;
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি, গদ্গদ অশ্রুধার।
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন;
এক কৃষ্ণ নাম ফলে পাই এত ধন।
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার;
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর;
কৃষ্ণ নাম বীজ তাঁহা না করে অঙ্কুর।

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার ;
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার। (১)
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ;
তাঁরে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার।
ওহে মূঢ় লোক ! শুন চৈতন্য মঙ্গল ; (২)
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল।
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ;
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল ; (৩)
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ;
যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা।
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার ;
লিখিয়াছেন ইঁহা আনি করিয়া উদ্ধার।
চৈতন্য মঙ্গল যদি শুনে পাষণ্ড যবন ;
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।

---

১ নাম লৈতে প্রেম দেন—প্রচুর অপরাধী ব্যক্তি বহুবার কৃষ্ণ নাম লইলেও প্রেম পায় না ; কিন্তু চৈতন্য নিত্যানন্দ হইতে যে নাম লইয়াছে, সেই প্রেম পাইয়াছে।

২ চৈতন্য মঙ্গল—চৈতন্যের মঙ্গল কথাপূর্ণ পুস্তক।

৩ চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর পুত্র বৃন্দাবন দাস কর্ত্তৃক চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ রচিত হইবার পর লোচন দাস ঠাকুর 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্দৃষ্টে বৃন্দাবন দাস মহাশয় নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'চৈতন্যভাগবত' নাম রাখিলেন। বোধ হয় ঐ নাম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ;
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার ;
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহ তারিলা সংসার।
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন ;
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন। (১)
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র বর্ণন !
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন।
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ !
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাইবে আনন্দ।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল ;
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল।
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন ; (২)
পাছে বিস্তারিঞা তাহা কৈল বিবরণ।
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।

---

১ নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্কন্যা। কথিত আছে ইঁহার চারি বৎসর বয়স সময়ে চৈতন্য প্রভুর কৃপায় ইনি প্রেম পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ প্রেমে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ যে দিন শ্রীবাসের গৃহে ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন, সেই দিন ঐ পূজার নৈবেদ্য চৈতন্য প্রভু ভোজন করিয়া ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাসের উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্যে চৈতন্যের শক্তি সঞ্চার হেতু নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।

২ সূত্র করি—প্রথমতঃ সংক্ষেপে সকল লীলা বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃত রূপে বর্ণিয়াছেন।

বিস্তার দেখিয়া কিছু সংকোচ হৈল মন ;
সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন।
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ ;
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ। (১)
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ
বৃন্দাবন বাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন। (২)
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন ;
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন।
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
শ্রীগোবিন্দ দেব নাম সাক্ষাৎ মদন।
রাজ সেবা হয় তাঁর বিচিত্র প্রকার ;
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার।
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন।
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
যাঁর যশঃ গুণ সব জগতে প্রকাশ।
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর ;
মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, অতি ধীর ;

---

১ চৈতন্যের শেষ লীলা ইত্যাদি—দুই কারণে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ গ্রন্থের অতিশয় বিস্তৃতি ভয়ে ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ইষ্ট দেব নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনার আবেশে। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ ভক্ত ছিলেন।

২ বৃন্দাবন বাসী ইত্যাদি—'বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের উৎকণ্ঠিত মন' এই পাঠও আছে।

সবার সম্মান কর্ত্তা করে সর্ব্ব হিত ;
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা শূন্য তাঁর চিত।
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ ;
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে প্রকাশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ-শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবো বাক্যং

'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথে না সতি ধাবতো বহিঃ' ॥১৬৬॥

'যস্য' জনস্য 'ভগবতি' ঈশ্বরে 'অকিঞ্চনা' নিষ্কামা 'ভক্তিঃ' 'অস্তি' ভবতি 'তত্র' তস্মিন্ জনে 'সর্ব্বৈঃ' সকলৈঃ গুণৈঃ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃ সহ 'সুরাঃ' দেবাদয়ঃ 'সমাসতে' সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি পুনঃ 'হরৌ' গোবিন্দে 'অভক্তস্য' ভক্তিরহিতস্য জনস্য 'মহদ্‌গুণাঃ' সাধু গুণাদয়ঃ জ্ঞান বৈরাগ্যাদয় ইত্যথঃ 'কুতঃ'সম্ভবন্তি ন সম্ভবন্তি ইত্যর্থঃ। অভক্তস্য কীদৃশস্য 'মনোরথেন' কামনয়ৈব 'অসতি' অসারে মায়াময়ে ইত্যর্থঃ 'বহিঃ' বহির্বিষয়ে বিষয় সুখে ইত্যর্থ 'ধাবতঃ' নিরন্তরং গচ্ছতঃ। ১৬৬।

যাঁহার ভগবানে নিষ্কাম ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে দেবগণ সকল গুণের সহিত নিত্য বসতি করেন; কিন্তু যে ব্যক্তি হরি ভক্তি বিহীন, তাহার তদ্রূপ মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়? সে বিষয় কামনায় মুগ্ধ হইয়া নিরন্তর বহির্বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বেড়ায়।১৬৬।

পণ্ডিত গোসাঞিের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য; (১)
কৃষ্ণ প্রেমময় তনু, উদার সর্ব্ব আর্য্য।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ?
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস।
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস;
চৈতন্য চরিতে তাঁর পরম উল্লাস;
বৈষ্ণবের গুণ গ্রাহী, না দেখয়ে দোষ;
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ।
নিরন্তর শুনে তিঁহ চৈতন্য মঙ্গল;
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল।
কথায় উজলে সভা যেন পূর্ণচন্দ্র;
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ;
'তিঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে,
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে।
কাশীশ্বর গোসাঞিের শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি;
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাঞি। (২)
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী;
চৈতন্য চরিতে তিঁহ অতি বড় রঙ্গী।
পণ্ডিত গোসাঞিের শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি;
গৌর কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই।

---

১ পণ্ডিত গোসাঞির—গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর।
২ গোবিন্দের প্রিয় সেবক—অর্থাৎ গোবিন্দ বিগ্রহের বা কৃষ্ণের।

তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস। (১)
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণ দাস।
আর এক মহাশয় চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ;
অহর্নিশ ভাবে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ;
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত করে সদা পান;
মদন মোহন বিনা নাহি জানে আন। (২)
আর যত বৃন্দাবন বাসী ভক্তগণ;
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া;
তা' সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে;
মদন গোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে। (৩)
দর্শন করিয়া কৈল চরণ বন্দন;
গোঁসাঞি দাস পূজারী করে চরণ সেবন।
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল;
গোঁসাই দাস আনি মোর গলে মালা দিল।
আজ্ঞা মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ;
তাঁহাই গ্রন্থের তবে করিল প্রবন্ধ। (৪)

---

১ গোবিন্দ পূজক—বৃন্দাবনস্থ গোবিন্দ বিগ্রহ পূজক।

২ আর এক—জানে আন——এই দুই শ্লোক কোন প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথিতে দেখা গেল না।

৩ মদন গোপালে—মদন গোপালের মন্দিরে।

৪ প্রবন্ধ—'আরম্ভ' পাঠ ও দেখা যায়।

এ গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন ; (১)
আমার লিখন যেন শুকের পঠন।
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায় ;
কাষ্ঠের পুতলী যৈছে কুহকে নাচায়।
কুলাধি দেবতা মোর মদনমোহন ; (২)
যাঁর সেবক রঘুনাথ, রূপ, সনাতন।
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান ;
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ;
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ। (৩)
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস।
রূপ রঘুনাথ চরণের মাত্র বল ;
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থবিবরণং নামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ ॥

---

১ মদন মোহন—মদন মোহন ও মদন গোপাল একই বিগ্রহ।

২ কুলাধি দেবতা—কবিরাজ গোস্বামীর গুরুকুল রঘুনাথ, রূপ ও সনাতন, তাঁহাদের উপাস্য দেবতা।

৩ অন্যে না হয় প্রকাশ—বৃন্দাবনের কৃপা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিতে গ্রন্থতত্ত্ব প্রকাশ হইতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য দেবং বন্দে জগদ্গুরুং
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং। ১৬৭।

'জগদ্গুরুং' জগতাং উপদেষ্টারং 'তং' 'শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং' 'অহং' 'বন্দে' 'যস্য' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য 'অনুকম্পয়া' কৃপয়া 'শ্বা' কুক্কুরঃ 'অপি' 'মহাব্ধিং' প্রেমসমুদ্রং 'সুখং' যথাস্যাত্তথা 'সন্তরেৎ' তস্মিন্ প্রেমার্ণবে সুখেন বিচরেদিত্যর্থঃ। ১৬৭।

জগদ্গুরু শ্রীমান্ কৃষ্ণচৈতন্য দেবের বন্দনা করি। তাঁহার অনুকম্পায় কুক্কুরেও পরমসুখে প্রেমসমুদ্রে ক্রীড়া করিতে পারে। ১৬৭।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরচন্দ্র!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় প্রভু নিত্যানন্দ!
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ!
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি করে যাঁহার স্মরণ।

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে।১৬৮।

'স্বয়ং' 'কৃষ্ণঃ' 'প্রেমামর তরুঃ' প্রেমকল্পতরুঃ ভবেদিতি শেষঃ। 'য'ঃ চৈতন্যঃ 'স্বয়ং' 'মালাকারঃ' ভূত্বা 'তৎফলানাং' তস্য প্রেম-কল্প তরোঃ ফলানাং 'দাতা' বিতরণকর্ত্তা 'ভোক্তা' ভোজন-কর্ত্তা ভবেদিতি শেষঃ। 'তং' 'চৈতন্যং' অহং 'আশ্রয়ে' শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ। ১৬৮।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রেমকল্পতরু। যে চৈতন্যদেব স্বয়ং মালাকার হইয়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াছেন ও দান করিয়াছেন; আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হই।১৬৮।

প্রভু কহে 'আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি;
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি'।
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম;
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম। (১)
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি
ভক্তি কল্পতরু রুইল, সিঞ্চি ইচ্ছাপানী।
জয় শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণ প্রেম পূর! (২)
ভক্তি কল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর।
ঈশ্বর পুরী রূপে সে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল; (৩)

---

১ ফলোদ্যান কর্ম্ম—উদ্যানপালক অর্থাৎ মালীর কর্ম্ম।

২ কৃষ্ণ প্রেম পূর—যাহার হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। মাধব পুরী—মাধবাচার্য্য মঠের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। চৈতন্যের মন্ত্র-গুরু ঈশ্বরপুরী ইহাঁর শিষ্য। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে ভক্তিরসের অঙ্কুর বপন করেন। সে জন্য তিনি ভক্তি কল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। অদ্বৈতাচার্য্যও ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। যখন চৈতন্যাবতার হয় নাই ও যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ভক্তিবিহীন ছিল, তখনও এই মহাত্মা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন ও লোকের দুঃখ দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

৩ ঈশ্বর পুরীরূপে—ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ভক্তি শিক্ষা করত তাহা অধিকতর পুষ্ট করেন। ইহার আদিবাস কুমারহট্ট (হালিসহর) নগরে ছিল। ইনি চৈতন্যের দীক্ষা গুরু ছিলেন।

আপনি চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল। (১)
নিজ চিন্তা শক্ত্যে মালী আপনি স্কন্ধ হয় ; (২)
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়।
পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী, (৩)
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী,
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ,
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ; (৪)
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষ মূলে ;
তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।
মধ্য মূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর ;

---

১ স্কন্ধ উপজিল—ঈশ্বর পুরীর নিকট চৈতন্য ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ লইয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করেন, এই জন্য তিনি ভক্তি কল্পবৃক্ষের স্কন্ধ বা গুঁড়ি স্বরূপ।

২ চিন্তা শক্ত্যে—চিন্তা শক্তির দ্বারা।

৩ পরমানন্দপুরী—ইনিও মাধবেন্দ্রপুরীর একজন প্রিয় শিষ্য। ইঁহার আদিবাস ত্রিহুত। চৈতন্যের শেষ লীলায় ইনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। কেশব ভারতী—চৈতন্যদেব ইঁহার নিকট কাটোয়া নগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪ ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী — ইঁহারা সকলেই চৈতন্যের গুরু বর্গ ও ভক্তি প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী। ইঁহাদিগকে চৈতন্য উদ্দেশে নিবেদিত ভোগ প্রদত্ত হয় না।

অষ্ট মূলে অষ্টদিকে বৃক্ষ কৈল স্থির। (১)
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল;
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল।
বিশ বিশ শাখা করে একৈক মণ্ডল। (২)
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল।
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত
যত উপজিল; তাহা কে গণিবে কত?
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন
আগেতে করিব; শুন বৃক্ষের বর্ণন। (৩)
শাখার উপরে বৃক্ষ হৈল দুই স্কন্ধ;
একত অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ।
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল;
তার উপশাখাগণে জগত ছাইল।
বড় শাখা, ছোট শাখা, তার উপশাখা,
জগত ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা?
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপ শিষ্য গণ
জগত ব্যাপিল তার নাহিক গণন।

---

১ এই নব কৈল স্থির।—ভক্তি বৃক্ষের মূল দেশ হইতে এই নয়টী মূল বা শক্তি নির্গত হইল। তাহার মধ্যে পরমানন্দপুরী মধ্য স্থানে ও অপর আট জন আট দিকে বিস্তৃত হইয়া বৃক্ষটীকে স্থির ভাবে রাখিল। "মধ্যমূল" স্থানে "মধ্য জড়" পাঠও আছে।

২ বিশ বিশ শাখা করে—প্রতি বিশটী শাখাতে একটী একটী মণ্ডল হইল।

৩ আগেতে করিব—প্রধান প্রধান শাখার বিষয় গ্রন্থের উত্তর ভাগে বলিব; সংপ্রতি বৃক্ষের বর্ণনা করিতেছি।

উডুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে ; (১)
এই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে।
মূল স্কন্ধ-শাখা, উপশাখা, শাখাগণে
লাগিল যে প্রেম ফল অমৃতকে জিনে।
পাকিল সে প্রেম ফল অমৃত মধুর ;
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি ;
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি।
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র,
ইহার বিচার নাহি ; জানে দিব মাত্র।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে ; (২)
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাঁসে।
মালাকার কহে 'শুন বৃক্ষ পরিবার !
মূল শাখা উপশাখা যতেক প্রকার !
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম ;
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম।
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ;
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন।
একা মালাকর আমি কাঁহা কাঁহা যাব ?
একেলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ?
একেলা উঠায়া দিতে হয় পরিশ্রম ;
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম।

---

১ উডুম্বর—অর্থাৎ ডুমুর গাছ।

২ ফেলে চতুর্দ্দিশে—"ডারে চতুর্দ্দিশে" পাঠও দেখা যায়।

'অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে ;
যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে।
একেলা যে মালী আমি কত ফল খাব ?
না দিয়া বা এত ফল কি আর করিব ?
আত্ম ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ;
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর। (১)
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে ;
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।
জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ;
সুখী হঞা লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি।
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার ;
জন্ম সার্থক করে, করি পর উপকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে চতুর্বিংশ শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচনং

'এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু
প্রাণৈরর্থৈ র্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা'। ১৬৯।

'দেহিষু' শরীরধারিষু মধ্যে 'ইহ' জগতি 'দেহিনাং' দেহধারিণাং প্রাণিনামিত্যর্থঃ কর্ত্তৃভূতানাং 'সদা' সর্ব্বদা 'শ্রেয় আচরণং' মঙ্গলাচরণং যৎ কৈঃ করণৈঃ 'প্রাণৈঃ' প্রাণত্যাগেনাপীত্যর্থঃ 'অর্থৈঃ' ধনব্যয় করণৈঃ 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা সুযুক্তিকরণেনৈবেত্যর্থঃ 'বাচা' বাক্যেন সদুপদেশ প্রদানেনৈবেত্যর্থঃ কল্যাণকৃজ্জনানাং 'এতাবৎ' 'জন্ম সাফল্যং' ভবতীতিশেষঃ। ১৬৯।

১ অসংখ্য ফল—"অক্ষয় ফল" পাঠও আছে।

এ সংসারে ধন, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতির দ্বারা সকলের উপকার করাই দেহধারীদিগের জীবনধারণের সার্থকতা। ১৬৯।

'মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন।
মালী হঞা বৃক্ষ হৈলাঙ এইত ইচ্ছাতে;
সর্ব্ব প্রাণী উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবিনাং
সুজন স্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ'। ১৭০।

'অহো' আশ্চর্য্যং 'সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং' সকলপ্রাণিনাং উপকারিণাং 'এষাং' বৃক্ষাণাং 'জন্ম' জন্মগ্রহণং 'বরং' শ্রেষ্ঠং ভবতীতিশেষঃ। যতো 'যেষাং' বৃক্ষাণাং সম্বন্ধে 'সুজনস্য' কৃপালোঃ 'অর্থিনঃ' যাচ্ঞা কারিণঃ জনাঃ 'ইব' 'বৈ' নিশ্চিতং 'বিমুখাঃ' 'ন' 'যান্তি' ন গচ্ছন্তি। যথা সুজনাস্তথা বৃক্ষাঃ যাচ্ঞাকারিজনানামুপকারায় শরীরাদীন্যপি দদন্তীত্যর্থ।১৭০।

অহো! সর্ব্ব জীবের উপকারী এই বৃক্ষগণেরই জন্মগ্রহণ সার্থক। কারণ সাধুদিগের ন্যায় ইহারা যাচ্ঞাকারী ব্যক্তিদিগকে কখনই বিমুখ করে না। অর্থাৎ যেরূপ সাধুগণ আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া অন্যের উপকার করেন; তদ্রূপ ইহারাও পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া এবং শরীর পর্য্যন্ত দিয়া প্রার্থী ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকে। ১৭০।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার ;
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বি চত্বারিংশ শ্লোকঃ

'প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ। ১৭১।

'ইহ' অস্মিন্ লোকে 'চ' পুনঃ 'পরত্র' পরলোকে 'প্রাণিনাং' 'উপকারায়' নিমিত্তায় 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'এব' পুণ্যমেব স্যাদিত্যর্থঃ 'মতিমান্' বুদ্ধিমান্ জনঃ 'তদেব' পুণ্যং 'কর্ম্মণা' কায়ক্লেশশ্রমেণ 'মনসা' মনোবৃত্তিপরিচালনেন 'বাচা' উপদেশপূর্ণবচনেন 'ভজেৎ' কুর্য্যাৎ সর্ব্বথা পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ যঃ পরোপকারং করোতি তস্য ইহ পরলোকেচ সফলত্বং ভবতীতিভাবঃ। ১৭১।

প্রাণীগণের উপকার করিতে পারিলে যখন ইহলোকে ও পরলোকে পুণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তখন কায়মনোবাক্য দ্বারা পরোপকার করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।১৭১।

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেম ফল।
প্রেম ফলাস্বাদে মত্ত, ব্যাপিল সকল।
মহা মাদক প্রেম ফল পেট ভরি খায় ;
মাতিল সকল লোক হাসে, নাচে, গায়।
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার ;
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার।

এই মালাকার খায় এই প্রেম ফল, (১)
নিরবধি মাতি রহে বিবশ বিহ্বল।
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান;
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন।
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল;
সেহ ফল খায় নাচে, বলে 'ভাল ভাল'।
এইত কহিল কল্প বৃক্ষ বিবরণ;
এবে শুন মূল স্কন্ধ শাখার গণন। (২)
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে ভক্তি কল্পতরু-বর্ণনংনাম নবম পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজ মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধ ভাগ্ ভবেৎ।১৭২।

'শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজ মধুপেভ্যঃ' শ্রীচৈতন্যস্য পদে চরণে ইব অম্ভোজে পদ্মে তয়োর্ম্মধুপা ভ্রমরাস্তেভ্যঃ ভক্ত মধুকরেভ্যঃ ইত্যর্থঃ 'নমোনমঃ' পুনঃ পুনঃ নমস্কারং করোমি। 'এষাং' ভক্তমধু

---

১ খায়—খাইয়া।

২ এই শ্লোকের অপর পাঠ যথা—
'এই ত কহিল প্রেম ফল বিবরণ,
এবে শুন ফল দাতা যে যে শাখা গণ'।

করাণাং 'কথঞ্চিৎ' কেন প্রকারেণ 'আশ্রয়াৎ' শরণপ্রাপণাৎ 'শ্বাপি' কুক্কুরোঽপি 'তদ্গন্ধভাক্' তস্য চৈতন্য চরণাম্ভোজস্য গন্ধং ভক্তিং প্রাপ্নোতীতি তস্য চরণাশ্রয়প্রাপণ যোগ্যঃ ইত্যর্থঃ 'ভবেৎ'। ১৭২।

শ্রীচৈতন্যের চরণ পদ্মে যাঁহারা মধুপ হইয়া রহিয়াছেন; সেই ভক্তদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। কোন প্রকারে তাঁহাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, কুক্কুরও তাঁহার চরণপদ্মের গন্ধ পাইতে পারে। ১৭২।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌর ভক্তবৃন্দ!
এ মালীর এ বৃক্ষের অকথ্য কথন। (১)
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম বিবরণ।
চৈতন্য প্রভুর যত পারিষদ চয়;
লঘু গুরু ভাব কারও না হয় নিশ্চয়।
যে যে মহান্ত তাঁ'সবার করিব গণন;
কেহ নাহি করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম।
অতএব তাঁ'সবার পদে নমস্কার;
নাম মাত্র করি, দোষ না লও আমার।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রেমামর তরোঃ প্রিয়ান্
শাখা রূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেম ফল প্রদান্।১৭৩।

'ভক্তগণান্' অহং 'বন্দে' কথম্ভূতান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামরতরোঃ

---

১ অকথ্য কথন—কথার দ্বারা যাহার বর্ণনা করা যায় না। অর্থাৎ চৈতন্য-মালীর ভক্তি কল্প বৃক্ষের বর্ণন কথার দ্বারা করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব প্রেম্নঃ অমরতরুঃ কল্পবৃক্ষস্তস্য 'প্রিয়ান্' আত্মীয়ান পুনঃ 'শাখারূপান্' শিষ্যপ্রশিষ্যানুরূপান্ পুনঃ 'কৃষ্ণপ্রেম-ফলপ্রদান্' কৃষ্ণস্য প্রেম এব ফলং তৎ যচ্ছন্তি যে তে তান্। ১৭৩।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ প্রেম কল্প তরুর প্রিয়তম শাখারূপ, কৃষ্ণ প্রেম ফলদাতা ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি। ১৭৩।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত; (১)
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত।
শ্রীপতি শ্রীনিধি আর দুই সহোদর;
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর;
দুই শাখার উপশাখা তাঁসবার গণন;
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন।
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা;
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা।
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম এক বড় শাখা;
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা।
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর;
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর। (২)

---

১ শ্রীবাস পণ্ডিত—নবদ্বীপ বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইঁহারা চারি সহোদর চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্ব হইতে ভক্তি পথাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার অপর বাস-স্থান কুমার হট্টে ছিল। পুরুষোত্তম হইতে আসিয়া চৈতন্য ইঁহার কুমার হট্টের ভবনে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন।

২ দেবী ভাবে নাচেন—এক সময় সমস্ত সঙ্গী লইয়া চৈতন্যদেব নবদ্বীপ নগরে চন্দ্রশেখরের গৃহে বিবিধ সাজ সাজিয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্য গীত ও অভিনয় করিয়াছিলেন; এবং আপনি রুক্মিণী ও মহালক্ষ্মীর বেশ ধারণ

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি ;
যাঁর নাম লঞা প্রভু কাঁদিলা আপনি। (১)
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই ; (২)
তিঁহ লক্ষ্মী রূপা তাঁর সম আর নাই।
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এই মত সব শাখার উপশাখায় লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য ; (৩)
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে ;
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ঃ—
'দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ !
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ'।

করিয়া নাচিয়াছিলেন। বিশেষ বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখ।

১ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—ইঁহার বাসস্থান চট্টগ্রামে। মিলনের পূর্ব্বে ইঁহার জন্য চৈতন্যদেব সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন। ইনি একজন ধনী লোক ও পরম ভক্ত। গদাধর পণ্ডিত ইঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ইঁহাকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পাদস্পর্শ হইবে বলিয়া ইনি গঙ্গা স্নান করিতেন না। চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ৭ম অধ্যায় দেখ।

২ গদাধর পণ্ডিত—নবদ্বীপস্থ মাধব মিশ্রের পুত্র। ইনি শিশুকাল হইতে সংসারে বিরক্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষ লীলায় ইনি সর্ব্বদা চৈতন্যকে ভাগবত শুনাইতেন। চৈতন্যের পূর্ব্ব হইতেই ইনি নবদ্বীপের বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে, লক্ষ্মীর অবতার বলা গিয়া থাকে।

৩ বক্রেশ্বর পণ্ডিত—ইঁহার জন্ম স্থান সেটেরী।

প্রভু বলেন 'তুমি মোর পক্ষে এক পাখা ;
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাইলে আর পাখা'। (১)
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ রূপ ;
লোকে খ্যাতি যিঁহ সত্যভামার স্বরূপ।
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন ;
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কথন।
দুই জনে খট মটি লাগয়ে কোন্দল ;
তাঁর প্রীতি কথা আগে কহিব সকল।
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর ; (২)
তাঁর মুখ্য শাখা এক মকরধ্বজ কর।
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী ;
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি।
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া ;
রাঘব লইয়া যায় গুপ্ত করিয়া।
বার মাস তাহা প্রভু করে অঙ্গীকার ;
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার।
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার।
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস ;

---

১ আকাশে উড়িয়া যাঙ—তোমার ন্যায় আর এক জনের সাহায্য পাইলে আমি চিদানন্দ আকাশে উড়িয়া যাইতে পারিতাম।

২ রাঘব পণ্ডিত—পানীহাটী নিবাসী ব্রাহ্মণ। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ইহার গৃহে চৈতন্যদেব কতকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দও ইহার গৃহে তিন মাস কাল ছিলেন।

যাঁহার স্মরণে হয় ভব বন্ধ নাশ॥ (১)
চৈতন্য পার্ষদ শ্রী আচার্য্য পুরন্দর;
পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড;
প্রভুর উপরে যিঁহ কৈল বাক্য দণ্ড। (২)
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া;
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইল নদীয়া।
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত;
'প্রভু পাদ উপাধান' যাঁর নাম বিদিত।
সদাশিব পণ্ডিত, যাঁর প্রভু পদে আশ;
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস।
নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী;
প্রভু তাঁর নাম থুইল নৃসিংহানন্দ করি।
নারায়ণ পণ্ডিত শাখা পরম উদার;
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আর।
শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য; (৩)
দিয়াটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য।

---

১ পণ্ডিত গঙ্গাদাস—নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইঁহার টোলে চৈতন্য প্রথমে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

২ দামোদর পণ্ডিত—নীলাচলে অবস্থিতি কালে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র চৈতন্যের নিকট সর্ব্বদা আসিত। চৈতন্য ঐ শিশুটীকে বড় ভাল বাসিতেন। ঐ শিশুর মাতা পরমাসুন্দরী যুবতী ইহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। পাছে চৈতন্য চরিত্রের উপর লোকে সন্দিহান হয়,সেজন্য দামোদর চৈতন্য প্রভুকে ঐ কথা খুলিয়া বলিয়া বালকের আশা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

৩ শ্রীমান পণ্ডিত—নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। চৈতন্যের পূর্ব্ব হইতে

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্; (১)
যাঁর অন্ন মাগি, কাড়ি খাইল ভগবান্।
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত; (২)
লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী; (৩)
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি।

ইনি বৈষ্ণব ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা ইনিই প্রথমে বৈষ্ণব সমাজে জানাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভবনে চৈতন্য লক্ষ্মী ভাবে নৃত্য করার কালে ইনি মশাল ধরিয়াছিলেন। দিয়াটি—মশাল।

১ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক। ইনি পরমভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর ইঁহারই গৃহে চৈতন্য সর্ব্ব প্রথমে আপন মনের পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম ভাব কতিপয় বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। ও আর এক দিন ঈশ্বরাবেশে ইঁহার ভিক্ষার ঝুলী হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া খাইয়াছিলেন; এবং অন্য দিন ইঁহার পাক করা অন্ন মাগিয়া খাইয়াছিলেন।

২ নন্দন আচার্য্য—বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ জনৈক নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ। তীর্থ পর্য্যটনের পর নিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে আসিয়া প্রথমতঃ ইঁহার গৃহে গোপনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এইখানেই গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। তৎপরে বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুর হইতে আসিয়া ইঁহারই গৃহে অদ্বৈত লুকাইয়াছিলেন। চৈতন্য দেব তাহা জানিতে পারিয়া সংবাদ পাঠান; তখন অদ্বৈতের মনের ভ্রম দূর হয়।

৩ মুকুন্দ দত্ত—নবদ্বীপ বাসী জনৈক বৈদ্য কুলোদ্ভব। ইঁহার সহিত চৈতন্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন ও পরস্পর সর্ব্বদা বিচার বিতণ্ডা করিতেন। চৈতন্য যখন পাণ্ডিত্যাহঙ্কারে মত্ত, ইনি তখনও শান্ত ও শুদ্ধ ভাবে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; ও অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ;
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহনে না যায়।
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা
নরক ভুঞ্জিতে চায় জীবে ছোড়াইঞা।
হরিদাস ঠাকুর শাখা অদ্ভুত চরিত ;
তিন লক্ষ নাম তিঁহ লয় অপতিত।
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিক মাত্র ;
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র।
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ ;
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ।
তিঁহ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে ;
নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহা কুতূহলে।
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ;
যে বা অবশিষ্ট ; আগে করিব প্রকাশ।
তাঁর উপশাখা যত কুলীন গ্রামী জন ;
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন।
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার ; (১)
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর।

দিগের সহিত সহবাস করিতেন। ইনি অতি সুগায়কও ছিলেন। সঞ্জয় ও মুকুন্দের সহিত বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। ইনি কীর্ত্তন করিলে চৈতন্য নৃত্য করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বে বাস শ্রীহট্ট।

১ মুরারি গুপ্ত—নবদ্বীপবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব। বাল্যকালে ইনিও চৈতন্যের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িয়াছিলেন। ইনি চৈতন্যের অতি বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। গয়া হইতে আসিয়া চৈতন্য প্রথমে যে সব বন্ধু গণের নিকট আপন মনের নব ধর্ম্মভাব প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে ইনি

প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কারও ধন ;
আত্ম বৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয় ;
দেহ রোগ, ভব রোগ, দুই তার ক্ষয়।
শ্রীমান সেন প্রভুর সেবক প্রধান ;
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন।
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি ; (১)
কাজিগণের মুখে যে বোলাইল হরি।
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ ;
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ।
প্রতিবর্ষে প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইঞা ;
নীলাচলে যান, পথে পালন করিঞা।
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে ঃ—
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব রূপে।
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ ;
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ।
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আগে প্রভুর আবির্ভাব ;
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব।

একজন। ইনি চৈতন্যের প্রথম জীবনের এক স্মৃতি লিপি লেখেন ; তাহার নাম মুরারী গুপ্তের কড়চা। ইনি চৈতন্যের বরাহ রূপ দেখিয়াছিলেন।

১ শ্রীগদাধর দাস—নিবাস এঁড়িয়াদহ ; ইনি সর্ব্বদা গোপী ভাবে মগ্ন থাকিতেন। চৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ যখন পুরুষোত্তম হইতে বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রত্যাগমন করেন, সেই সঙ্গে ইনিও আসিয়াছিলেন। ইনি ইঁহার গ্রামের দুর্দ্দান্ত কাজিকে হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

আস্বাদিল এ সব রস সেন শিবানন্দ;
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ। (১)
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর;
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর।
চৈতন্য দাস, রাম দাস, আর কর্ণ পূর,
তিন পুত্র শিবানন্দের, তিন ভক্ত শূর।
বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত;
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত;
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত।
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া; (২)
প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া।
'রত্ন বাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম;
অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম।
খোলা বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস; (৩)
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২ পরিচ্ছেদ দেখ।

২ শ্রীবিজয় দাস—ইনি চৈতন্যের পুস্তকাদি লিখিতেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত না থাকায় পুস্তকাদি লেখার ভার এক শ্রেণীর লোকের উপর অর্পিত ছিল; তাঁহারা দ্বারা স্ব স্ব উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা অক্ষর গণনা করিয়া মূল্য লইতেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে আখরিয়া বলিত।

৩ খোলা বেচা শ্রীধর—নবদ্বীপস্থ একজন দরিদ্র ব্যক্তি। ইনি তরকারি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এই জন্য ইহাকে সকলে খোলা বেচা শ্রীধর বলিত। বিদ্যামদে মত্ত হইয়া যখন নিমাই পণ্ডিত

প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়, মোচা, ফল ;
যাঁর ফুটা লৌহ পাত্রে প্রভু পীল জল।
প্রভুর প্রিয় দাস অতি ভগবান পণ্ডিত ;
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত।
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয় ; (১)
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে ;
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে।
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ;
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়।
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে ! (২)
সুবর্ণ মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে।

সকলের সঙ্গেই বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত ছিলেন ; তখনও সময় সময় তিনি শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া তাহার সহিত পরিহাস করিতেন। কথিত আছে যে তিনি শ্রীধরকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন, যে যদি শ্রীধর তাঁহাকে কলা থোড় আদি প্রত্যহ না দেন, তবে তাহার যে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ আছে তাহা সকলকে বলিয়া দিবেন। শ্রীধর একজন সরল প্রকৃতি ও সাধু বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীবাস ভবনে মহা প্রকাশ কালে ইহাকে চৈতন্য দেব অশেষ প্রকারে কৃপা করিয়াছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত—নবদ্বীপের দুইটী ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে চৈতন্য একদিন জেদ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন যে একাদশী দিনে বিষ্ণু উদ্দেশে তাঁহাদিগের প্রস্তুতীকৃত নৈবেদ্য খাইবেন। শচী দেবী অগত্যা ঐ কথা তাঁহাদিগকে জানানতে তাঁহারা পূজার অগ্রেই ঐ নৈবেদ্য বালককে দিয়া সান্ত্বনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বনমালী পণ্ডিত—কোন সময়ে শ্রীবাসের গৃহে খট্টার উপর বসিয়া

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান ; (১)
আজন্মাজ্ঞাকারী তিঁহ সেবক প্রধান।
গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল ;
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল।
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস,
অক্রুর বলি প্রভু তাঁরে কৈল পরিহাস।
ভাগবতী দেবানন্দ, বক্রেশ্বর কৃপাতে ;
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।
খণ্ড বাসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন ; (২)
নরহরি, দাস চিরঞ্জীব, সুলোচন।
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপা ধাম
প্রেম ফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান।
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ (৩)
যদুনাথ, পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যারত্ন,

মহাপ্রভুর বলরামের ভাব হইয়াছিল। কথিত আছে সেই সময়ে ইনি তাঁহার হাতে স্বর্ণ হল ও মুষল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১ বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপস্থ জনৈক বর্দ্ধিষ্ট লোক ; ইঁহার চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যের টোল ছিল; ও ইনি চৈতন্যের এক জন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

২ খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া উপবিভাগের সামিল শ্রীখণ্ডগ্রামবাসী বৈদ্য কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ। ইহাদের বংশ পরম্পরা অদ্যাপিও গুরুগিরি ব্যবসা করিতেছেন। কাশীম বাজারের শ্রীমতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও তাঁহার স্বামীর পূর্ব্ব পুরুষগণ উর্দ্ধতন কান্ত বাবু পর্য্যন্ত এই বংশের শিষ্য।

৩ কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ—কুলীন গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মৈয়ারী

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন ;
সবেই চৈতন্য ভৃত্য, চৈতন্য প্রাণধন।
প্রভু কহে 'কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর ;
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন বহুদূর'।
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায় ;
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়।
অনুপম, শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন, (১)
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন।
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা ;
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা।
মালীর ইচ্ছায় শাখা বহু ত বাড়িল ;
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল।
আদি সিন্ধু নদীতীর, আর হিমালয় ;
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয় ;
দুই শাখার প্রেম ফলে সকল ছাইল।
প্রেম ফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল।

ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। ইঁহাদের বংশীয়গণ অদ্যাপিও গোস্বামীর ব্যবসা করিতেছেন।

অনুপম, রূপ, আর শ্রীসনাতন—তিন ভ্রাতা। ইঁহারা তিন জনেই গৌড় বাদসাহের প্রধান প্রধান রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন ; ও সনাতন বাদসাহের উজির ছিলেন। পরে সকলেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের অনুবর্ত্তী হয়েন। রূপের ও সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের নাম রূপ ও সাকর মল্লিক, ও পদবী বীর খাস ও দবীর খাস ছিল। জীব অনুপমের পুত্র। চৈতন্যের আদেশে ইঁহারা বৃন্দাবনে আপনাদের কার্য্য ক্ষেত্র করিয়া পশ্চিম দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার ;
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি সদাচার।
শাস্ত্র দৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ; (১)
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি পূজার প্রচার।
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস ; (২)
সব ছাড়ি কৈল প্রভুপদতলে বাস।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে ;
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাতে। (৩)
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন ;
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন।
'বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ বন্দিয়া ;
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া'। (৪)

সকলেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বহু বিধ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার—কথিত আছে যে বৃন্দাবনের বিশেষ বিশেষ তীর্থ-স্থান সকল, রূপ ও সনাতন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্রীমূর্ত্তি পূজা—গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি পূজার প্রচার।

২ রঘুনাথ দাস—সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাসের পুত্র। ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব। শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে চৈতন্যের সহিত ইহার প্রথম সাক্ষাত হয়। বাল্য সময় হইতেই ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যৎকালে জগন্নাথ ক্ষেত্রে চৈতন্য দেব অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই সময় ইনি গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। কথিত আছে যে সপ্তগ্রাম হইতে ১২ দিনে ইনি পদব্রজে পুরুষোত্তমে যান, তন্মধ্যে তিন দিন মাত্র পথে ভোজন করিয়াছিলেন।

৩ গুপ্ত সেবা—মহাভাবের অবস্থায় প্রভুর দেহ রক্ষা করার নাম গুপ্ত সেবা।

৪ ভৃগুপাত—পর্ব্বত হইতে পতন।

এই ত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে ;
আসি রূপ সনাতনে কৈল দরশনে।
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল ;
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল।
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর,
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর।
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন ;
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ। (১)
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম ;
সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম।
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানসে সেবন ;
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ;
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ;
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান।
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে ;
চারিদণ্ড নিদ্রা—সেহ নহে কোন দিনে।
তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার !
সেই রূপ, রঘুনাথ প্রভু যে আমার।
ইঁহা সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন ;
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন।
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা ; (২)
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র, উপশাখা লেখা।

---

১ পল দুই তিন মাঠা—দুই তিন পলা পরিমিত ঘোলের মাঠা। "দধি" পাঠও আছে।

২ শঙ্করারণ্য—চৈতন্য দেবের অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম।

শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন;
যাঁর কৃষ্ণ সেবা দেখি বশ ত্রিভুবন।
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস;
প্রভুর আজ্ঞাতে যেই কৈল গঙ্গাবাস।
কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত শেখর;
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠি বর।
নাথমিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান;
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান।
সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন;
মহেশ পণ্ডিত, কর শ্রীমধুসূদন।
পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম, জগন্নাথ দাস,
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস।
রামদাস কবিচন্দ্র, শ্রীগোপাল দাস;
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুরশারঙ্গ দাস।
জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকী নাথ;
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ।
গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই; (১)
যাঁ' সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।
রামদাস অভিরাম, সখ্য প্রেম রাশি;
ষোল সাঙ্গের কাষ্ট তুলি যে করিল বাঁশি। (২)

---

১ তিন ভাই—ইঁহারা তিন ভ্রাতা কীর্ত্তনীয়া ছিলেন; ও পুরুষোত্তম হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

২ রামদাস—অপর নাম অভিরাম গোস্বামী; নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। প্রকাণ্ড বাহাদুরী কাষ্ঠ ষোল জন লোকে সাঙ্গ (সাঁই) করিয়া আনিতে

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা;
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভুর আজ্ঞায় আইলাঃ—
শ্রীরাম দাস, মাধব, বাসুদেব ঘোষ।
প্রভুসঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ। (১)
ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন;
মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন।
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই;
পতিত পাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই।
নবদ্বীপের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না হয় গণন।
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে
দুইস্থানে প্রভু সেবা কৈল বহু রঙ্গে। (২)
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ;
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব গণন।
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্তগণ;
সবার অধিক প্রভুর মর্ম্মী দুই জনঃ—
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর। (৩)
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর;

ছিল; ইনি তাহা তুলিয়া আনিয়া ফুৎকার দ্বারা রন্ধ্রাদি নির্ম্মাণ করতঃ বংশী করিয়া বাজাইয়াছিলেন।

১ প্রভু সঙ্গে—অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে।

২ দুই স্থানে—পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণ নীলাচল ও নবদ্বীপ উভয় স্থানেই প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

৩ পরমানন্দ পুরী— পূর্ব্ব নিবাস ত্রিহুত। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস ;
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ;
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন।
আর যত ভক্তগণ গৌড় দেশ বাসী
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি।
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন ;
সে ভক্ত গণের এবে করিব গণন।
বড় শাখা এক সার্ব্ব ভৌম ভট্টাচার্য্য ;(১)
তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য্য।
কাশী মিশ্র, প্রত্যুম্ন মিশ্র ; রায় ভবানন্দ, (২)
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ।

স্বরূপ দামোদর—ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, নিবাস নবদ্বীপ ; মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনিও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কাশী যাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সেখানে বেদান্তাদি পড়িয়া মহা পণ্ডিত হইয়া উঠেন। চৈতন্য দেব তীর্থ যাত্রা হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে ইনি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন ও তদবধি বরাবর তাঁহার নিকটে থাকিতেন। (১১৮ পৃঃ ২ টীকা দেখ)

১ সার্ব্ব ভৌম ভট্টাচার্য্য—ইঁহার নাম বাসুদেব ; নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন ও সপরিবারে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। ইনি এক জন মায়াবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন ; পরে চৈতন্যের নিকট ভক্তি ব্যাখ্যা শুনিয়া ঐ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হন।

২ রায় ভবানন্দ—পাঁচ পুত্র সহ ইনি উৎকল রাজের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই চৈতন্যের সেবক। বিশেষতঃ ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় রামানন্দ চৈতন্যের অত্যন্ত প্রীতি পাত্র ছিলেন। রামানন্দ রায় নর্ম্মদা প্রদেশে উৎকল রাজ্যের শাসনকর্ত্তা

আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিলা-বচন :—
'তুমি পাণ্ডু, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ;
রামানন্দ রায়, পট্ট নায়ক গোপী নাথ,
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ;
এই পঞ্চ পুত্র তব মোর প্রেম পাত্র ;
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র'।
শ্রীপ্রতাপ রুদ্র রাজা, ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ ;
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ।
ভগবান আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ;
শ্রীশিখী মাহিতি আর মুরারি মাহিতি। (১)
মাধবী দেবী, শিখী মাহিতির ভগিনী ;
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ;
শ্রীগোবিন্দ নাম আর প্রিয় অনুচর ;
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা (২)
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আসিঞা।
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে ;
তাঁর আজ্ঞা শুনি সেবা দিলেন দোঁহারে।
অঙ্গ সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ;
জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে চলে আগে কাশীশ্বর।

ছিলেন। কাশী মিশ্র—পুরুষোত্তমে ইঁহার গৃহে চৈতন্যের বাসা ছিল।
প্রদ্যুম্ন মিশ্র—জগন্নাথ বিগ্রহের প্রধান সেবক।

(১) শিখী মাহিতি ও মুরারি মাহিতি—দুই ভাই। ইঁহারা জগন্নাথের লিখনাধিকারী।

(২) তাঁর সিদ্ধিকালে—ঈশ্বরপুরীর স্বর্গারোহণ কালে।

অপরশ যান প্রভু মনুষ্য গহনে; (১)
লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।
রামাই নন্দাই দুই প্রভুর কিঙ্কর,
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর।
বাইশ ঘড়া পানী দিনে ভরেন রামাই;
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই।
কৃষ্ণ দাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ; (২)
যারে সঙ্গে লঞা কৈল দক্ষিণে গমন।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী;
মথুরা গমনে প্রভুর যিঁহ ব্রহ্মচারী।
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস,
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ।
রাম ভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর;
তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর।
সিংহা ভট্ট, কামা ভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ;
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ।
অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত আচার্য্য তনয়;
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়।
নির্লোম শ্রীগঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস;
এ সবার প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস।
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন :—
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন;

১ অপরশ—অন্য লোককে স্পর্শ না করিয়া।
২ কৃষ্ণদাস—ইঁহাকে কালা কৃষ্ণদাস বলিত।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন;
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস;
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস।
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন;
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন।
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুস্থানে;
অষ্ট মাস রহিল; ভিক্ষা দিলেন কোন দিনে।
'তার আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা;
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাই নিকটে রহিলা।
তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাই শুনেন ভাগবত;
প্রভুর কৃপায় তিঁহ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত।
এই মত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ;
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন।
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল;
তাঁর শিষ্য উপডাল, তার উপডাল;
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফল ফুলে;
ভাসাইল ত্রিজগত কৃষ্ণ প্রেম জলে।
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা;
সহস্র বদন যার দিতে নারে সীমা।
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ;
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-
শাখা গণনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য—

নিত্যানন্দ পদাম্ভোজ ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া।১৭৪।

'প্রেমমধূন্মদান্' প্রেমৈব মধু তেন তৎপানেন করণেন উন্মদান্ উন্মত্তান 'অখিলান্' সমুদয়ান্ 'নিত্যানন্দপদাম্ভোজ ভৃঙ্গান্' নিত্যানন্দস্য পদমেব অম্ভোজং পদ্মং তস্মিন্ ভৃঙ্গান্ ভ্রমররূপান্ শাখারূপভক্তানিত্যর্থঃ 'নত্বা' নমস্কৃত্য 'তেষু' ভক্তেষু মধ্যেষু 'ময়া' 'কতিচিৎ' 'মুখ্যাঃ' প্রধানাঃ 'লিখ্যন্তে' বর্ণয়ন্তে। ১৭৪।

প্রেম মধুপানোন্মত্ত, নিত্যানন্দ পাদপদ্মের ভৃঙ্গরূপী ভক্তবৃন্দকে নমস্কার পূর্ব্বক, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী মুখ্য ভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি। ১৭৪।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য !
জয় জয়াদ্বৈত ! জয় নিত্যানন্দ ধন্য !

গ্রন্থকারস্য—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৎ প্রেমামর শাখিনঃ
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ।১৭৫।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৎ প্রেমামরশাখিনঃ' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সৎ-প্রেমা বিশুদ্ধপ্রীতিঃ স এব অমরশাখী কল্পবৃক্ষ স্তস্য 'ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ' ঊর্দ্ধস্কন্ধঃ প্রধানশাখা এব অবধূতঃ নিত্যানন্দঃ স এব ইন্দুশ্চন্দ্র স্তস্য নিত্যানন্দ চন্দ্র রূপপ্রধান স্কন্ধ শাখায়া ইত্যর্থঃ

'শাখা রূপান্' নিত্যানন্দ পদাশ্রিতান্ 'গণান' 'নুমঃ' নমস্কুর্ম্মঃ বয়মিতি শেষঃ। ১৭৫।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সৎপ্রেমের কল্প বৃক্ষ স্বরূপ; নিত্যানন্দ চন্দ্র ঐ বৃক্ষের প্রধান স্কন্ধ শাখা; আমি অবধূতেন্দুর পদাশ্রিত শাখা রূপীগণ দিগকে নমস্কার করিতেছি।১৭৫।

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর;
যাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর।
মালাকারের ইচ্ছা জলে বাড়ে শাখাগণ;
প্রেম ফল ফুলে ভরি ছাইল ভুবন।
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন?
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন।
শ্রীবীর ভদ্র গোঁসাই মূল স্কন্ধ শাখা; (১)
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা।
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত;
বেদ ধর্ম্মাতীত হঞা বেদ ধর্ম্মে রত।
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ;
চৈতন্য ভক্তি মণ্ডপে তিঁহ মূল স্তম্ভ।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা প্রভাব হইতে
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।
সেই বীরভদ্র গোঁসাইর লইনু শরণ;
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।

শ্রীবীরভদ্র—ইনি নিত্যানন্দের পুত্র।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস ;
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত—রহে তাঁর পাশ।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়ে যাইতে ;
মহাপ্রভু এই দুই জনে দিল সাথে।
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ। (১)
রামদাস মুখ্য শাখা, সখ্য প্রেম রাশি ; (২)
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশি।
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ ;
যাঁর ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ। (৩)
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে ;
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে।
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে ;
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।
মুরারি চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা ; (৪)
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্প সঙ্গে খেলা।
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজ সখা ;
শিঙ্গা, বেত্র, গোপবেশ, শিরে শিখীপাখা।

---

১ এই বিবরণ—অর্থাৎ মাধব বাসুদেব ঘোষও মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ২৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

২ রামদাস—২৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

৩ গদাধর দাস—ইঁহার বাসস্থান এঁড়িয়াদহ। ইঁহার গৃহে নিত্যানন্দ দানখণ্ডের সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। ২৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৪ মুরারি চৈতন্য দাস—নিবাস খড়দহ।

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয় ;
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি হয়।
সুন্দরানন্দ, নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম ; (১)
যাঁর সনে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম্ম।
কমলাকর পিপ্পলাই, অলৌকিক চরিত; (২)
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত।
সূর্য্য দাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণ দাস ;
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস।
শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত, প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি ;
কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে যিঁহ শক্তি।
নিত্যানন্দের প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর ;
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছেন মন্দর। (৩)
পরমেশ্বর দাস, নিত্যানন্দৈক শরণ ;
কৃষ্ণ ভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ।
জগদীশ পণ্ডিত, সর্ব্ব জগৎ পাবন ;
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন।
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় ;
অন্তরে বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময়।
মহেশ পণ্ডিত, ব্রজের উদার গোপাল ;
ঢক্কা বাদ্যে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল।

---

১ মর্ম্ম—জীবন স্বরূপ।

২ কমলাকর পিপ্পলাই—মাহেশের জগন্নাথদেবের প্রথম সেবক। তাঁহার বংশীয়গণ এক্ষণেও ঐ সেবার অধিকারী আছেন।

৩ যৈছেন—যেমন।

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ;
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়।
বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেম রসাস্বাদী ;
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী।
মহা ভাগবত যদুনাথ কবি চন্দ্র ;
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ।
রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ;
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহ পরম কিঙ্কর।
কালা কৃষ্ণ দাস বড় বৈষ্ণব প্রধান ;
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন।
সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ;
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে।
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ;
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর।
মহা ভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ; (১)
সর্ব্ব ভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ।
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী ;
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী।
বিষ্ণু দাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই ;
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোঁসাই। (২)

১ উদ্ধারণ দত্ত—নিবাস ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম, জাতি স্মুবর্ণ বণিক। নিত্যানন্দের দ্বাদশ সখার এক সখা।

২ ২১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায় ;
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায়।
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণ ভক্ত মহামতি ;
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
নারায়ণ, কৃষ্ণ দাস, আর মনোহর,
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর।
বিহারী, কৃষ্ণদাস, নিত্যানন্দ প্রভুপ্রাণ ;
নিত্যানন্দ বিনা তারা নাহি জানে আন।
নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর ;
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর।
শ্রীমন্ত, গোকুল দাস, হরি হরানন্দ ;
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ।
বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন ;
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন। (১)
কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ ;
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ,কুমুদ—তিন কবিরাজ।
পিতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর ;
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞান দাস মনোহর।
নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গ দাস ;
নৃসিংহ, চৈতন্য, মীন কেতন রামদাস।
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন ;
চৈতন্য মঙ্গল যিঁহ করিলা রচন।

---

১ বিষ্ণাই—কোন কোন গ্রন্থে 'কৃষ্ণা' পাঠ আছে।

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস;
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
সর্ব্ব শাখা শ্রেষ্ঠ বীর ভদ্র গোঁসাই;
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই।
অনন্ত নিত্যানন্দ গণ কে করু গণন?
আপনা পবিত্র হেতু লিখি কত জন।
এই সব শাখা পূর্ণ পাকা প্রেম ফলে;
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে।
অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে ধরে সবে বল।
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ গণ;
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে নিত্যানন্দস্কন্ধ-শাখা বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জ ভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসার ভৃতোঽখিলান্
হিত্বা সারান্ সার ভৃতো নৌমি চৈতন্য জীবনান্।১৭৬।

'তান্' সুবিদিতান্ 'অখিলান্' সমুদয়ান্ 'সারাসার ভৃতঃ' সারঃ অদ্বৈতমতং অসারঃতস্য বিরুদ্ধমতং তৌ বিভ্রতি যে তান্ 'অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জ ভৃঙ্গান্' অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রিশ্চরণমেব অব্জং পদ্মং তস্মিন্ ভৃঙ্গাঃ

ভ্রমররূপা স্তান্ ভক্তান্ উদ্দিশ্য তেষাং মধ্যে 'অসারান্' অদ্বৈত-বিরুদ্ধমতগৃহ্নতঃ 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'সারভূতঃ' তস্য মতাবলম্বিনঃ কিম্ভূ-তান্ 'চৈতন্য জীবনান্' চৈতন্য এব জীবনানি যেষাং তান্ ভক্তান্ অহং 'নৌমি' নমস্করোমি। ১৭৬।

অদ্বৈত চরণারবৃন্দে ভ্রমররূপ ভক্তগণের মধ্যে কেহ অদ্বৈতের সার মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ বা তাঁহার বিরুদ্ধ অসার মতাবলম্বী হইয়াছেন। অসার মতাবলম্বী-দিগকে ত্যাগ করত, চৈতন্য গত প্রাণ, সার মতাবলম্বী ভক্ত দিগকে নমস্কার করিতেছি।১৭৬।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য !

জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয়াদ্বৈত ধন্য !

গ্রন্থকারস্য—

শ্রীচৈতন্যামর তরোর্দ্বিতীয় স্কন্ধ রূপিণঃ

শ্রীমদদ্বৈত চন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ।১৭৭।

'শ্রীমদদ্বৈত চন্দ্রস্য' 'শাখারূপান্' 'গণান্' ভক্তান্ 'নুমঃ' নমস্কুর্ম্মঃ বয়মিতিশেষঃ। অদ্বৈত চন্দ্রস্য কথম্ভূতস্য শ্রীচৈন্যামরতরোঃ' শ্রীচৈতন্য রূপ কল্পবৃক্ষস্য 'দ্বিতীয়স্কন্ধ রূপিণঃ' দ্বিতীয়স্কন্ধ এব রূপং যস্য তস্য।১৭৭।

শ্রীমদদ্বৈত চন্দ্র শ্রীচৈতন্য রূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয়স্কন্ধ রূপী। তাঁহার শাখা রূপ ভক্তগণকে নমস্কার করিতেছি।১৭৭।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোঁসাই ;

তাঁর যত শাখা হৈল তার অন্ত নাই।

চৈতন্য মালীর কৃপা জলের সেচনে ;

সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে।

সেই স্কন্ধে যত প্রেম ফল উপজিল ;
সেই কৃষ্ণ প্রেম ফলে জগৎ ভরিল।
সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার ;
ফল ফুলে বাড়ি শাখা হইল বিস্তার।
প্রথমে ত এক মত আচার্য্যের গণ ;
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ।
কেহ আচার্য্যের মতে, কেহ ত স্বতন্ত্র ;
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র। (১)
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার ;
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে, সেই ত অসার।
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন ;
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন।
ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে ;
উড়াই পাতনা পাছে সংস্কার করিতে। (২)
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য নন্দন ;
আজন্ম সেবিলা যিঁহ চৈতন্য চরণ।
'চৈতন্য প্রভুর গুরু কেশব ভারতী'
এই পিতৃ বাক্য শুনি দুঃখ পাইলা অতি।
'জগদ্‌গুরু ! তুমি কর ঐছে উপদেশ ; (২)
তোমার এ উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ।

১ দৈব পরতন্ত্র—দৈব ক্রমে তাঁহারা নিজ মত উদ্ভাবন করিলেন।

২ পাতনা—ধান্যের অসার ভাগ ; চিটা। ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্য প্রথমতঃ চিটার সহিত মাপিয়া পরে ঝাড়িয়া লওয়ার প্রথা আছে।

৩ জগদ্‌গুরু—অর্থাৎ চৈতন্য।

'চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাই ;
তাঁর গুরু অন্য, ইহা কোন শাস্ত্রে নাই'।
পঞ্চ বর্ষ শিশু কহে সিদ্ধান্তের সার ;
শুনিয়া পাইলাচার্য্য সন্তোষ অপার।
কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্য্য তনয় ;
চৈতন্য গোঁসাই বৈসে যাঁহার হৃদয়।
শ্রীগোপাল নাম আর আচার্য্যের সুত ;
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত !
গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে ; (১)
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে বড় প্রেম সুখে।
নানা ভাবোদ্গম দেহে, অদ্ভুত নর্ত্তন !
দুই গোঁসাই হরি বলে আনন্দিত মন।
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত ;
ভূমিতে পড়িলা—দেহে নাহিক সম্বিত। (২)
দুঃখিত হইলাচার্য্য পুত্র কোলে লঞা ;
রক্ষা করে শ্রীনৃসিংহের মন্ত্র পড়িঞা। (৩)
পড়েন আচার্য্য মন্ত্র না হয় চেতন ;
আচার্য্যের দুঃখে সবে করেন ক্রন্দন।

গুণ্ডিচা মন্দিরে—জগন্নাথ দেব রথারোহণের পর যে মন্দিরে বাস করেন, সচরাচর ইহাকে "গুণ্ডাবাড়ী" বা "গুণ্ডাবাড়ী" বলে। প্রথম রথের পর উল্টা রথ পর্য্যন্ত জগন্নাথ দেব এই মন্দিরে অবস্থিতি করেন। পুরীর মন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূর।

সম্বিত—জ্ঞান, চৈতন্য।

শ্রীনৃসিংহের মন্ত্র—নৃসিংহ মন্ত্রে বিপদ থাকে না।

তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি;
'উঠহ গোপাল' বলি বলে হরি হরি।
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি; (১)
আনন্দিত হঞা সবে করে হরি ধ্বনি।
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম;
আর পুত্র রূপ শাখা জগদীশ নাম। (২)
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য কিঙ্কর;
আচার্য্য ব্যবহার সব তাঁহার গোচর।
নীলাচলে তিঁহ এক পত্রিকা লিখিয়া
প্রতাপ রুদ্রের স্থানে দিলা পাঠাইয়া।
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে;
কোন পাকে সে পত্রী আইলা প্রভু স্থানে। (৩)
সে পত্রীতে লেখা আছে এই ত লিখন;—
'ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন।
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ;
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রাশত তিন'।
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ;
বাহিরে হাঁসিয়া কিছু বলে চন্দ্র মুখ:—
'আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর;
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবে ত ঈশ্বর।

১ স্পর্শ ধ্বনি—স্পর্শ ও হরি ধ্বনি।

২ রূপ শাখা—কোন কোন পুস্তকে 'স্বরূপ শাখা' পাঠ আছে। জগদীশ রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

৩ কোন পাকে—ঘটনাক্রমে।

'ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা ; (১)
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা'।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা, ইঁহা আজি হৈতে ;
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবা আসিতে'। (২)
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরম দুঃখিত ;
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত।
বিশ্বাসেরে কহে 'তুমি বড় ভাগ্যবান্ ;
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্।
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান ;
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান।
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান ; (৩)
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান।

---

১ ঈশ্বরের দৈন্য করি—ঈশ্বরের দৈন্য ভান করিয়া।

২ ইঁহা—এখানে। বাউল্যা—বাউলিয়া বা বাউল।

৩ মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান—অদ্বৈতকে মহাপ্রভু গুরু জ্ঞানে মান্য করিতেন ; অদ্বৈতের তাহা ভাল লাগিত না। সে জন্য তিনি মহাপ্রভুর বিরাগ ভাজন হইবার উদ্দেশে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়া যান। বিশ্বম্ভরও নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করতঃ তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে আচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন ; চৈতন্যদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? অদ্বৈত তাঁহার বিরাগ উৎপন্ন করিবার জন্য জ্ঞানকে ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছিলেন। তখন অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী মধ্যখানে পড়িয়া চৈতন্য প্রভুকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ১৯ অধ্যায় দেখ॥

'দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ সে মুকুন্দ।(১)
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী; (২)
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোকে পাবে কতি' ?

---

১ মুকুন্দ—মুকুন্দ দত্ত কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মজলিসে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ভক্তি হইতে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন; এবং পুনরায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বসিয়া ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই অপরাধের জন্যে শ্রীবাসালয়ে মহাপ্রভুর যে দিন মহাপ্রকাশ হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার গৃহ প্রবেশ ও দর্শন বারণ হইয়াছিল। অন্যান্য পার্ষদগণ তাঁহার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন যে কোটি জন্মের পর মুকুন্দ তাঁহার দর্শন পাইবে। গৃহের বহির্ভাগ হইতে বিশ্বাসী মুকুন্দ এই কথা শ্রবণ করতঃ 'পাইব পাইব' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও অলিঙ্গন দেন। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ১০ অধ্যায়।

২ শচী ভাগ্যবতী—শচীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা অদ্বৈত প্রভুর সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে শচীমাতার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে বুঝি অদ্বৈতের পরামর্শেই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন। আবার যখন কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভরও অদ্বৈতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন, তখন শচার এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল ও তিনি মনে করিলেন যে বুঝি এ পুত্রও অদ্বৈতের পরামর্শে গৃহত্যাগী হয়; এজন্য তিনি অদ্বৈতের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর তাহা জানিতে পারিয়া মাতাকে অদ্বৈতের পদধূলি লওয়াইয়া অপরাধ খণ্ডাইয়াছিলেন। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ২২ অধ্যায়। কতি—কোথায়।

এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস ;
আনন্দিত হঞা আইলা মহাপ্রভুর পাশ।
প্রভুরে কহেন 'তোমার না বুঝি এ লীলা ;
আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র করিলে কমলা ! (১)
আমারে হ কভু যেই না হয় প্রসাদ ;
তোমার চরণে আমি কি কৈল অপরাধ' ?
এত শুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিলা ;
বোলাইলা কমলাকান্তে, প্রসন্ন হইলা।
আচার্য্য কহে 'ইহাকে কেন দিলে দরশন ?
দুই প্রকারে এই মোরে করে বিড়ম্বন'। (২)
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল ;
দোঁহার অন্তর কথা দোঁহে সে বুঝিল।
প্রভু কহে 'বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর ?
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর।
প্রতি গ্রহ না করিয়ে কভু রাজ ধন।

---

১ করিলে কমলা—কথন কখন ভালবাসার স্থলে ক্রোধ হয় ও দণ্ড দেওয়া হয়। কমলাকান্ত বিশ্বাসের প্রতি চৈতন্য প্রভু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়াতে অদ্বৈত মনে করিলেন যে চৈতন্য তাঁহা অপেক্ষাও কমলাকান্তকে অধিক প্রসন্ন হইয়াছিলেন। চৈতন্যের ক্রোধ ভাজন ও দণ্ডাজ্ঞা পাইলেও সকলে সৌভাগ্য জ্ঞান করিত।

২ দুই প্রকারে করে বিড়ম্বন—প্রথমতঃ অদ্বৈতের অজ্ঞাতে তাঁহার জন্য প্রতাপ রুদ্রের নিকট অর্থ যাচ্ঞা ; দ্বিতীয়তঃ তজ্জন্য মহাপ্রভু হইতে দণ্ড প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈত অপেক্ষা তাঁহার অধিক প্রসাদ পাত্র হওয়া এই দুই প্রকারে।

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ;
কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন।
লোক লজ্জা হয়, ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি ;
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি'।
এই সবাকারে শিক্ষা সবে মনে কৈল ; (১)
আচার্য্য গোঁসাই মনে আনন্দ পাইল।
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে ;
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে।
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার ;
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার।
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা ;
তাঁর শাখা, উপশাখাগণের নাহি লেখা।
বাসুদেব দত্তের তিঁহ কৃপার ভাজন ;
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ।
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য ;
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য।
নন্দনী আর কামদেব, চৈতন্য দাস ;
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস।

এই সবাকারে শিক্ষা সবে মনে কৈল—সকল অনুচর বর্গ মনে করিল যে উপরি উক্ত উপদেশ কেবল কমলাকান্তের শিক্ষার জন্য নহে ; সকলের প্রতিই ঐ উপদেশ প্রদত্ত হইল।

জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ ;
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ।
যাদব, বিজয় দাস, দাস জনার্দ্দন ;
অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ।
শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস ;
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণ দাস।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ ;
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত ;
শ্রীহরি চরণ আর মাধব পণ্ডিত।
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত শাখা, কত লব নাম ?
মালী দত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায় ; (১)
সেই জলে জীয়ে শাখা ফল ফুল হয়। (২)
ইহার মধ্যে মালী পাছে কোন শাখা গণ।
না মানে চৈতন্য মালী দুর্দ্দৈব কারণ। (৩)

---

১ মালী দত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায় ;—চৈতন্য মালীর প্রদত্ত প্রেমজল অদ্বৈতরূপ স্কন্ধ দ্বারা এই সব শাখাতে সিঞ্চিত হইয়াছে ; অর্থাৎ চৈতন্যের উপদিষ্ট প্রেম ভক্তি অদ্বৈত এই সব ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিয়াছেন।

২ জীয়ে—জীবন ধারণ করে। "ফল উপজায়" পাঠও আছে।

৩ মালিনী পাছে—চৈতন্যের তিরোভাবের পশ্চাৎ অথবা পরে। দুর্দ্দৈব কারণ—দুর্ভাগ্য বশতঃ চৈতন্য প্রভুর তিরোভাবের পরে এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অমান্য করিয়া অদ্বৈতকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্থাপন করতঃ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী হইয়াছিল।

যে জন্মাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিল;
কৃতঘ্ন হইলা তারে, স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল। (১)
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে; (২)
জলাভাবে সেই শাখা শুকাইঞা মরে।
চৈতন্য বিহীন দেহ শুষ্ক কাষ্ঠ সম; (৩)
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম।
কেবল এ গণ প্রতি, নহে এই দণ্ড;
চৈতন্য বিমুখ যেই, সেই ত পাষণ্ড।
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতী;
চৈতন্য বিমুখ যেই, তার এই গতি।
যেই যেই লইল অচ্যুতানন্দের মত;
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত।
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন;
অনায়াসে পাইল সে চৈতন্য চরণ।
সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার;
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার। (৪)

---

১ যে জন্মাইল, জীয়াইল—যে চৈতন্য ঐ শাখাগণকে জন্ম দিলেন ও প্রেম জল দানে বাঁচাইলেন; তাহারা তাঁহাকে না মানিয়া কৃতঘ্ন হইল। সে জন্য অদ্বৈত রূপ স্কন্ধ তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

২ জল না সঞ্চারে—প্রেম ভক্তি প্রবাহ রুদ্ধ করিলেন।

৩ চৈতন্য বিহীন দেহ—স্বার্থ; জীবন ও চৈতন্য প্রভু।

৪ অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার—অদ্বৈত নন্দন অচ্যুতানন্দ চৈতন্যকে আপন জীবন স্বরূপ দেখিতেন; তাঁহার মত যাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও তদ্রূপ চৈতন্যময় জীবন হইলেন।

এই ত কহিল আচার্য্য গোঁসাঞির গণ ;
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপ গণন।
শাখার উপশাখা, তার নাহিক গণন ;
কিছু মাত্র কহি করি দিগ্ দরশন। (১)
শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম ;
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন।
শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ; (২)
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী।
অনন্ত আচার্য্য, কবি দত্ত, মিশ্র নয়ন :
গঙ্গা মন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ।
ভূগর্ভ গোঁসাই আর ভাগবত দাস ;
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস।
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্য দাস কৃষ্ণ প্রেমময়।
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধারণ দাস ;
জিতা মিশ্র, কাষ্ঠ-কাটা জগন্নাথ দাস।
শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়া গোপাল ;
কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প গোপাল।
শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ;
রঙ্গ বাটী চৈতন্য দাস, শ্রীরঘু নাথ।

---

১ করি দিগ্ দরশন—চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া।

২ শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ—গদাধর পণ্ডিত প্রধান উপশাখা ; তাঁহার প্রধান শাখা ধ্রুবানন্দ ইত্যাদি।

অমোঘ পণ্ডিত আর চৈতন্য বল্লভ;
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।
এই ত সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতের গণ; (১)
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন।
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য;
প্রাণ বল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই তিন স্কন্ধের কৈল সংক্ষেপ গণন;
যাঁ' সবা স্মরণে হয় বন্ধ বিমোচন।
যাঁ' সবা স্মরণে পাই চৈতন্য চরণ;
যাঁ' সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
অতএব তাঁ' সবার বন্দিয়া চরণ;
চৈতন্য মালীর কহি লীলা অনুক্রম।
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ;
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ?
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন;
অতএব তটে রহি চাকি এক কণ। (২)

---

১ পণ্ডিতের গণ—গদাধর পণ্ডিতের গণ বা শাখা।

২ তাহার মাধুরী...এক কণ—চৈতন্যের লীলারূপ অমৃত সিন্ধু অতলস্পর্শ ও অপার; তাহাতে মগ্ন হইয়া পান করণের সাধ্য নাই; তবে তাহার মাধুর্য্য গন্ধে আমার মন অত্যন্ত মুগ্ধ হওয়াতে এ সমুদ্রের উপকূলে থাকিয়া তাহার অমৃতের এক কণা মাত্র আস্বাদন করিতেছি। চাকি—আস্বাদ লই।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধ শাখা বর্ণন নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

স প্রসীদতু চৈতন্যো দেবো যস্য প্রসাদতঃ
তল্লীলা বর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ।১৭৮।

'সঃ' 'চৈতন্যঃ' চৈতন্যাখ্যঃ 'দেবঃ' 'প্রসীদতু' "ময়ি প্রসন্নো ভবতু। 'যস্য' চৈতনস্য দেবস্য 'প্রসাদতঃ' প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ 'অয়ং' মাদৃশোজনঃ 'অধমঃ' 'অপি' নীচোঽপি 'তল্লীলাবর্ণনে' তস্য জীবনলীলারচনে 'যোগ্যঃ' যোগ্যতা সম্পন্নঃ 'সদ্যঃ' তৎ-ক্ষণাদেব 'স্যাৎ' ভবতি ।১৭৮।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রসন্ন হউন! তাঁহার প্রসাদে আমার ন্যায় অধম জনও তাঁহার লীলা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় ।১৭৮।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় জয় নিত্যানন্দ!
জয় জয় গদাধর! জয় শ্রীনিবাস!
জয় শ্রীমুকুন্দ বাসুদেব হরিদাস!
জয় দামোদর স্বরূপ! জয় মুরারি গুপ্ত!
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত।

জয় শ্রীচৈতন্য ভক্ত পূর্ণ চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন।
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ;
এবে কহি চৈতন্য লীলা ক্রম অনুবন্ধ। (১)
প্রথমেতে সূত্ররূপে করিব গণন; (২)
পাছে বিস্তারিঞা তার করিব বিবরণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি; (৩)
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ; (৪)
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ বাস;
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।

---

১ চৈতন্য—অনুবন্ধ—যাহার পর যে লীলা তাহার বৃত্তান্ত বলিব।

২ সূত্র রূপে—সংক্ষিপ্ত রূপে।

৩ নবদ্বীপে—কোন কোন গ্রন্থে "পৃথিবীতে" পাঠ আছে। প্রকট বিহারী—প্রকাশ্য ভাবে লীলা করিয়াছেন।

৪ চৌদ্দ শত সাত শকে—অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ১৪৮৫ সালে তাঁহার জন্ম ও ১৫৩৩ সালে তিরোধান হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে শাসিত হইতেছিল। তখন বঙ্গ দেশের রাজধানী গৌড় নগরে ছিল; এবং সুলতান সাজাদা, ফেরোজ শাহা, মামুদ শাহা, মজঃফর শাহা, হোসেন শাহা, অথবা দ্বিতীয় আলাউদ্দিন, নছরত শাহা ও মামুদ শাহা ক্রমান্বয়ে বঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। চৈতন্যের জীবন সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে লোদি বংশীয় সম্রাটগণ ও পরে মোগল বংশীয় বাবর ও হুমায়ুন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস (১)
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন;
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে;
কৃষ্ণ প্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে।
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান। (২)
মধ্য, অন্ত্য, দুই লীলা শেষ লীলা নাম।
আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত;
সূত্র রূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর;
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।
সেই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া। (৩)

---

১ চব্বিশ বৎসর ইত্যাদি—অর্থাৎ চব্বিশ বৎসর বয়সের শেষে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনের চব্বিশ বৎসর কাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। এই ২৪ বৎসর মধ্যে ছয় বৎসর কাল তিনি দেশ পর্য্যটনে ক্ষেপণ করেন; অবশিষ্ট ১৮ বৎসর পুরীতে থাকিয়া নাম ও প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

২ গার্হস্থ্যে—গৃহাশ্রমে থাকা সময়ে।

৩ সূত্র রূপে মুরারি গুপ্ত ইত্যাদি—মুরারি গুপ্ত চৈতন্য প্রভুর বাল্যজীবনের এক পুস্তক লেখেন, তাহার নাম মুরারি গুপ্তের কড়চা। শেষ জীবনের সংক্ষিপ্ত কড়চা স্বরূপদামোদর দ্বারা লিখিত হয়; এই দুই কড়চাবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ক্রম যে করিয়া—শৃঙ্খলা করিয়া।

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, চারিভেদ; (১)
অতএব আদি খণ্ডে লীলা চারি ভেদ।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

সর্ব্ব সদ্গুণ পূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাং;
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণ নামভিঃ।১৭৯।

'সর্ব্ব সদ্গুণ সম্পূর্ণাং' গ্রহণাদিযুক্তাং 'তাং' সুবিখ্যাতাং 'ফাল্গুনপূর্ণিমাং' তিথিং 'বন্দে'। বন্দনায়াঃ কারণং 'যস্যাং' তিথৌ 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ' 'কৃষ্ণ নামভিঃ' উচ্চার্য্যমাণৈঃ হরি-নামভিঃ সহ 'অবতীর্ণঃ' প্রকটোঽভূদিতিশেষঃ। চন্দ্র গ্রহণহেতোঃ কৃষ্ণ নামোচ্চারণ মিতি ধ্বনিতং।১৭৯।

সর্ব্ব সদ্গুণযুক্ত সেই সুবিখ্যাত ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথির বন্দনা করি। ঐ তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া সকলে উচ্চরবে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছিল; এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হইলেন।১৭৯।

তত্রৈব গ্রন্থকারস্য—

বৈবস্বত মনোরষ্টাবিংশতি যুগ সম্ভবে;
চতুর্দ্দশ শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে।
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভ মহার্ণবে
রাহু গ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গ প্রকটোঃ ভবেৎ (২)।১৮০।

'বৈবস্বত মনোঃ' বর্ত্তমান মন্বন্তরাধিপস্য 'অষ্টাবিংশতিযুগ সম্ভবে' অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলি যুগস্য

১ বাল্য পৌগণ্ড—১২০ পৃষ্ঠায় ২টীকা দেখ।
২ কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোক দেখা গেল না।

প্রথমভাগে ইত্যর্থঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'সপ্তবর্ষসমন্বিতে' 'চতুর্দ্দশশতাব্দে' চতুর্দ্দশশত সপ্তবর্ষাদিকে ইত্যর্থঃ 'রাহুগ্রস্তে' চন্দ্র গ্রহণসময়ে 'পূর্ণিমায়াং' তিথৌ 'রম্যে' মনোহরে 'ভাগীরথীতটে' নবদ্বীপধাম্নি ইত্যর্থঃ 'শচীগর্ভমহার্ণবে' শচীদেব্যাঃগর্ভসিন্ধৌ 'গৌরাঙ্গঃ' 'প্রকটোঽভবৎ' প্রাদুরাসীৎ।১৮০।

বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথমভাগে চৌদ্দশতসাত শকাব্দে চন্দ্রগ্রহণযুক্ত পূর্ণিমা রজনীতে ভাগীরথীতীরস্থ রম্য নবদ্বীপ নগরে, শচী দেবীর গর্ভে গৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।১৮০।

ফাল্‌গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়;
সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা;
জন্মিল চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া। (১)
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে;
হরি নাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে।
বাল্য ভাবে ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন;
'হরি' 'কৃষ্ণ' নাম শুনি রহয়ে রোদন। (২)
অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ;
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধু জন।
গৌর হরি বলি তাঁরে হাঁসে সব নারী;
অতএব নাম তাঁর হৈল 'গৌর হরি'।

---

১ নাম জন্মাইয়া—জন্মের পূর্ব্বে হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া আপনি জন্মিলেন।
২ রহয়ে রোদন—ক্রন্দন থামে।

বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল;
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল।
বিবাহ হইল তবে নবীন যৌবনে; (১)
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ত্তনে।
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে;
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যানে।
সূত্র, বৃত্তি, টীকা, কৃষ্ণ নামের তাৎপর্য্য; (২)
শিষ্যের প্রতীত হয়, সবার আশ্চর্য্য!
যারে দেখে তারে কহে 'কহ কৃষ্ণ নাম';
কৃষ্ণ নামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম।
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন; (৩)
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ।
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া;
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া।
চব্বিস বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে;
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ প্রেম নামে।
চব্বিস বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস;
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর;
নৃত্য গীত; প্রেম ভক্তি দান নিরন্তর;

---

১ "বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন" এরূপ পাঠও আছে।

২ সূত্র, বৃত্তি, টীকা ইত্যাদি—সর্ব্বত্রেই কৃষ্ণ নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

৩ কিশোর বয়সে—যৌবনের প্রারম্ভে।

সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ।
এই মধ্য লীলা নাম, লীলা মুখ্য ধাম ;
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম।
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ;
প্রেম ভক্তি লওয়াইল নৃত্য গীত রঙ্গে।
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে ;
প্রেমাবস্থা শিক্ষাইল আস্বাদন ছলে। (১)
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ বিরহ স্ফুরণ ;
উন্মাদের চেষ্টা করে, প্রলাপ বচন।
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে ;
সেইরূপ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
বিদ্যাপতি জয় দেব চণ্ডীদাসের গীত
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম চেষ্টিত (২)
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত।

---

১ প্রেমা বস্থা—সকল পুস্তকের পাঠ ঐক্য নাই। 'প্রেম বস্তু' ও 'প্রেমাবস্থা' এই দুই প্রকার পাঠ দেখা যায়। অর্থ—নিজে প্রেম আচরণ করিয়া তাহা যে কি বস্তু তাহা অন্যকে শিক্ষা দিলেন। নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রেম শিক্ষা দিলেন।

২ যত প্রেম চেষ্টিত—পুঁথির পাঠ 'কৃষ্ণের বিয়োগ যোগে'। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জনিত যে যে প্রেমোন্মাদ হইতে পারে, সেই সেই অবস্থা উপস্থিত হইলে, তত্তৎ অবস্থোপযোগী ভাবরস আস্বাদন করিয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

অনন্ত চৈতন্য লীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিঞা ?
সূত্র করি গণে যদি আপনি অনন্ত
সহস্র বদনে ; তবু নাহি পায় অন্ত ।
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ;
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে ;
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ।
প্রভুর লীলামৃত তিঁহ করিয়াছে আস্বাদন ;
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিব চর্ব্বণ ।
আদিলীলা সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ ;
সংক্ষেপে লিখিব সম্যক্ না যায় লিখন ।
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্র কুমার ;
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার ।
আগে অবতারিল যে গুরু পরিবার ;
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার । (১)

---

১ কোন বাঞ্ছা ইত্যাদি—কোন অনির্দ্দিষ্ট বাঞ্ছা পূর্ণ জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইয়া যে যে গুরু পরিবার পূর্ব্বে অবতীর্ণ করাইলেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বলিব ।

শ্রীশচী, জগন্নাথ, শ্রীমাধব পুরী ;
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী ;
অদ্বৈত আচার্য্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস,
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস।
শ্রীহট্ট দেশেতে ঘর উপেন্দ্র মিশ্র নাম ;
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ প্রধান।
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র, সপ্ত ঋষীশ্বর :—
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর,
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্য নাথ।
নদীয়ায় গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ। (১)
জগন্নাথ মিশ্রবর, পদবী পুরন্দর ; (২)
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর।
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী ;
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী।
রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ।
অসংখ্য ভক্তের করাইয়া অবতার
শেষে অবতীর্ণ হৈল ব্রজেন্দ্র কুমার।
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে করিঞা গমন ;

---

১ গঙ্গাবাস—গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বাস।

২ জগন্নাথ মিশ্রবর—কোন কোন পুঁথিতে 'জগন্নাথ দ্বিজ পদবী মিশ্র পুরন্দর' পাঠ আছে।

গীতা, ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি ;
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি কহে ভক্তির বড়াই ; (১)
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যান ;
জ্ঞান যোগ তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন।
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণব গণ ;
কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ পূজা, নাম সংকীর্ত্তন।
কিন্তু সর্ব্ব লোক দেখি কৃষ্ণ বহির্মুখ ;
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ।
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন :—(২)
'কেমত এ লোক সব হইব তারণ।
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার ;
তবে সে সকল লোকের হয় ত নিস্তার'।
কৃষ্ণে অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া
কৃষ্ণ পূজা করেন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া।
কৃষ্ণ আহ্বানিঞা করেন সঘন হুঙ্কার ;
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার।
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল ; জন্মি জন্মি মরে।
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ;
পুত্র লাগি আরাধিল বিষ্ণুর চরণ।

---

১ বড়াই—বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় প্রশংসা।

২ 'চিন্তন'—'শোচন' পাঠও দেখা যায়।

তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম;
মহাগুণবান তেঁহ বলদেব ধাম।
বলদেব প্রকাশ, পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ;
তেঁহ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ। (১)
তাঁহা বিনু বিশ্ব কিছু বস্তু নহে আর;
অতএব বিশ্বরূপ নাম হৈল তাঁর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

'নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে;
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ' ।১৮১।

'ভগবতি' ঐশ্বর্য্যময়ে 'জগদীশ্বরে' জগৎকর্ত্তরি 'অনন্তে' সঙ্কর্ষণে বলরামে ইত্যর্থঃ 'এতৎ' কার্য্যাদিকং 'ন' 'চিত্রং' আশ্চর্য্যং ন অসম্ভবং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। 'অঙ্গ!' হে মহারাজ! পরীক্ষিৎ 'যস্মিন' সঙ্কর্ষণে 'ইদং' দৃশ্যমানং বিশ্বং 'হি' নিশ্চিতং 'যথা' 'তন্তুষু' সূত্রেষু 'পটঃ' বস্ত্রং 'ওতং' ঊর্দ্ধতন্তুষু পটইব গ্রথিতং 'প্রোতং' তির্য্যক্ তন্তুষু পটইব গ্রথিতং সর্ব্বেতো অনুস্যূতংবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।১৮১।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জগৎকর্ত্তা ভগবান্ অনন্ত দেবের পক্ষে এ সকল কার্য্য কিছুই অসম্ভব নহে! কারণ বস্ত্রাঙ্গে তন্তুর ন্যায় তাঁহাতেই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে।১৮১।

১ বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে যিনি সঙ্কর্ষণ তিনিই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ (Intelligence & Power)। পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ। এই সঙ্কর্ষণের প্রকাশ মূর্ত্তি বলদেব ও চৈতন্যাগ্রজ বিশ্বরূপ। তিনি ভিন্ন এই বিশ্বের বস্তুত্ব বা অস্তিত্ব নাই; এই জন্য তাঁহার নাম বিশ্বরূপ।

অতএব প্রভুর তিঁহ হৈল বড় ভাই ;
কৃষ্ণ বলদেব দুই চৈতন্য নিতাই। (১)
পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন ;
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ চরণ।
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে ;
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে। (২)
মিশ্র কহে শচীস্থানে 'দেখি অন্যরীত ;
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ;
যাঁহা তাঁহা সর্ব্ব লোক করয়ে সম্মান ;
ঘরে পাঠাইয়া দেন ধন, বস্ত্র, ধান'
শচী কহে 'মুই দেখোঁ আকাশ উপরে ;
দিব্য মূর্ত্তি লোক সব স্তুতি যেন করে'।
জগন্নাথ কহে 'আমি স্বপন দেখিল ;
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে ;
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে' !
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হঞা ;
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিঞা।
হৈতে, হৈতে, হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস ;
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে ; মিশ্রের হৈল ত্রাস।

---

১ চৈতন্য নিতাই—বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ উভয়েই বলদেবের প্রকাশ মূর্ত্তি ; সে জন্য নিত্যানন্দও চৈতন্যের বড় ভাই।

২ 'প্রবেশে'—কোন কোন পুস্তকে 'প্রকাশে' পাঠ আছে।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া ঃ
'এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা'।
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্‌গুন ;
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ;
ষড় বর্গ, অষ্ট বর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ।
'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন ;
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন' ?
এত জানি চন্দ্র রাহু করিল গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন।
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি ;
সেই ক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমে অবতরি। (১)
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন ;
'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন।
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলী ;
স্বর্গে নৃত্য বাদ্য করে দেব কুতূহলী।
প্রসন্ন হৈল দশদিক, প্রসন্ন নদী জল ;
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল।

যথা রাগ।

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণ চন্দ্র গৌর হরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগৎ ভরি হরিধ্বনি হয়।

১ গৌরচন্দ্র—'গৌর কৃষ্ণ' পাঠও আছে।

সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়
নৃত্য করে আনন্দিত মনে;
হরি দাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।
দেখি উপরাগ শশী, শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি, (১)
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান;
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনো বলে, (২)
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান।
জগত আনন্দ ময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাসঃ
'তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
জানি কিছু কার্য্যে আছে ভাস'। (৩)
আচার্য্য রত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে;
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সংকীর্ত্তন;
নানা দান কৈল মনোবলে।
এই মত ভক্ত, যতী, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে;
নাচে, করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে।

---

১ উপরাগ—গ্রহণ।

২ মনোবলে—মনোগতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া চৈতন্যাবতীর্ণের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করত।

৩ জানি কিছু ··ভাস—এতদ্বারা কোন কার্য্যের পূর্ব্বাভাস বুঝা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ, সজ্জন, নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইল সবে যৌতুক লইঞা;
যেন কাঁচা সোনা জ্যোতিঃ, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা।
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব নারীগণ
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন।
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত;
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,(১)
আসি সবে নাচে পাঞা প্রীত।
কেবা আসে, কেবা যায়, কেবা নাচে, কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারি কার বোল; (২)
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদ পূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিভোল।
আচার্য্য রত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তারে করি সাবধান,
করাইল জাত কর্ম্ম, যে আছিল বিধি ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান।

---

১ নবদ্বীপে যার নাট—নবদ্বীপে যাহাদের আড্ডা বা অবস্থিতি।

২ সম্ভালিতে—নির্ব্বাচন করিতে।

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল যত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ;
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, (১)
ধন দিয়া কৈল সবার মান।
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে ;
সিন্দুর, হরিদ্রা, জল, খই, কলা, নানা ফল, (২)
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎ বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী ;
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, চলে উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি।
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতপত্র পাশুলি, (৩)
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ ; (৪)
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ। (৫)

---

১ গায়ন—গায়ক। অকিঞ্চন জন—দুঃখী লোক।

২ খই কলা নানা ফল—হাতের লেখা পুঁথির পাঠ—'নারিকেল'।

৩ কড়ি বউলি - কর্ণাভরণ বিশেষ ; বীরবৌলীও বলে। সোনার তারে মুক্তা দেওয়া বলয়াকারে নির্ম্মিত। পাশুলি—পাঁইজোড়ের ন্যায় পদাভরণ বিশেষ।

৪ অঙ্গদ—বাজু। কঙ্কণ—হস্তাভরণ।

৫ মল বঙ্ক—বাঁকা মল। স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ—মোহর গাঁথা ও স্বর্ণ নির্ম্মিত অন্যান্য হার।

ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটি পট্ট সূত্র ডোরি, (১)
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণ পট্ট শাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি, (২)
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ;
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিঞা ;
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী, (৩)
বস্ত্রালঙ্কারে পেটারি ভরিঞা ;
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান, (৪)
বর্ণ মাত্র দেখে বিপরীত।
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণ ময় ;
বালকের দিব্য মূর্ত্তি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।

---

১ ব্যাঘ্র নখ ইত্যাদি—সূত্রগ্রথিত ও সুবর্ণজড়িত ব্যাঘ্রনখ সমূহ ; ইহা কটি দেশে কোমর পাটার ন্যায় পরিতে হয়।

২ ভুনী দোগজা—কোন কোন পুস্তকে 'ভুনি থোপ' ও কোন কোন পুস্তকে 'ওড়নী দোগজা' পাঠ আছে। রেশমের পাইড় লাগান ওড়নী বা চাদর।

৩ বস্ত্র গুপ্ত দোলা—বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত শিবিকা বা ডুলী। চেড়ী—সামান্য চাকরাণী।

৪ ঠাম—গঠন কান—কানু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশিষে,
'চিরজীবী হও দুই ভাই'। (১)
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ভয়ে নাম থুইল নিমাই।
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি; (২)
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী।
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত।
মিশ্র, বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধন ভোগে নাহি অভিমান;
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান।
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে;
'মহা পুরুষের চিহ্ন, লগ্নে, অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, (৩)
দেখি—এই তারিবে সংসারে।'

---

১ দুই ভাই—বিশ্বরূপ ও গৌরাঙ্গ।

২ পুত্র মাতা স্নান দিনে—প্রসবের পর পঞ্চম কোথাও বা সপ্তম দিনে প্রসূতি স্নান করেন। সীতাদেবী এই কয়দিন শচীজগন্নাথের বাটীতে ছিলেন।

৩ লগ্নে, অঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন—জন্ম লগ্নে ও বালকের অঙ্গে মহাপুরুষের চিহ্ন রহিয়াছে।

ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে;
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ;
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ।
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌর গুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল;
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষ গর্ত্ত পানী,
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈত চন্দ্র,
স্বরূপ, রূপ, রঘুনাথ দাস;
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে ধরি নিজ ধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্ম মহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ বিংশতিবিলাসে প্রথম-শ্লোকঃ।

'কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুস্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতিঞ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে' ॥১৮২॥

'অমুং' 'শ্রীচৈতন্যং' শচীনন্দনং 'ভজে' শরণং ব্রজামি; 'যস্মিন্ চৈতন্যে 'কথঞ্চনস্মৃতে' কথমপি চিন্তাবিষয়ীভূতে সতি 'দুষ্করং দুঃসাধ্য ব্যাপার রূপং 'সুকরং' অনায়াসসাধ্যং 'ভবেৎ' 'চ' পুনঃ

'বিস্মৃতিং' বিস্মৃতধর্ম্মাদিকং 'স্মৃতিং' স্মরণং 'যাতি' গচ্ছতি ৷ ১৮২ ৷

যাঁহাকে অল্পমাত্র স্মরণকরিতে পারিলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার সুসাধ্য হয়; এবং বিস্মৃত বিষয়সকল স্মরণপথে উদিত হয়; সেই চৈতন্য দেবের শরণাপন্ন হইতেছি ৷১৮২৷

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
প্রভুর কহিল এই জন্ম লীলা সূত্র ;
যশোদানন্দন যৈছে হৈলা শচী পুত্র। (১)
সংক্ষেপে কহিল জন্ম লীলা অনুক্রম ;
এবে কহি বাল্য লীলা সূত্রের গণন।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দে চৈতন্য কৃষ্ণস্য বাল্য লীলাং মনোহরাং ;
লৌকিকীমপি তামীশ চেষ্টয়া বনিতান্তরাং ৷১৮৩৷

'চৈতন্য কৃষ্ণস্য' চৈতন্য রূপিণঃ কৃষ্ণস্য 'তাং' 'মনোহরাং' চমৎকারিণীং 'বাল্যলীলাং' শৈশববিহারং 'বন্দে'। কীদৃশীং 'লৌকিকীং' মানুষচেষ্টিতাং 'অপি' 'ঈশচেষ্টয়া' ঐশ্বর্য্যচেষ্টয়া সহ 'অবনিতান্তরাং' অবনিতং অপ্রাপ্তং অন্তরং ভেদো যস্যা স্তাং অপ্রাপ্তভেদাং অভিন্নামিত্যর্থঃ। ১৮৩।

চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলার বন্দনা করি। এই লীলা মানুষী হইলেও ঈশ্বর লীলা হইতে অভিন্ন ৷১৮৩৷

যশোদা নন্দন যৈছে হৈলা শচী পুত্র—যেরূপে ভগবান্ যশোদানন্দন শচী নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সূত্র কথিত হইল।

বাল্য লীলায় প্রভুর উত্থান শয়ন ;
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ।
গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন ;
তাহে শোভে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন। (১)
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময় ;
কার পদ চিহ্ন যবে না পায় নিশ্চয় ;
মিশ্র কহে 'বাল গোপাল আছে শিলা সঙ্গে ; (২)
তেঁহ মূর্ত্তি হঞা জানি খেলে ঘরে রঙ্গে'?
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন ;
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন।
স্তন পিয়াইতে তাঁর চরণ দেখিল ;
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল।
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি ;
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাঁসিয়া ;
'লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিঞাছি লিখিয়া।
বত্রিশ লক্ষণ মহা পুরুষ ভূষণ ;
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ।'

তথাহি সামুদ্রিকে তৃতীয়শ্লোকঃ—

'পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চ সূক্ষ্মঃ সপ্ত রক্তঃ ষড়ুন্নতঃ
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্' ।১৮৪।

---

১ ধ্বজ ব্রজ ইত্যাদি—এই সব চিহ্ন বিষ্ণুর চরণে থাকে।

২ শিলা সঙ্গে—শাল গ্রামের সহিত গোপাল মূর্ত্তি আছে।

মহাপুরুষস্য দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি যথা। 'পঞ্চদীর্ঘঃ' কেশনেত্র—নাসিকা বাহু জংঘেতি পঞ্চ অঙ্গানি দীর্ঘানি যস্য সঃ। 'পঞ্চসূক্ষ্মঃ' নখকেশত্বগ্দন্তাঙ্গুলীতি পঞ্চ। 'সপ্তরক্তঃ' নেত্রজিহ্বাতাল্বধরৌষ্ঠহস্তপাদেতি সপ্ত। 'ষড়ুন্নতঃ' নাসিকা গ্রীবোরো ভাল কপোল চিবুকেতি ষট্। 'ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরঃ' ত্রীণিহ্রস্বানি শিশ্নোরু জানুরিতি, ত্রীণি পৃথুনি বিস্তৃতানি বক্ষঃ কুক্ষি উরু ইতি, ত্রীণি গম্ভীরাণি নাভি স্বর নিতম্ব মধ্যেতি।১৮৪।

মহা পুরুষের বক্ষ্যমাণ বত্রিশটি সুলক্ষণ থাকে। তাঁহার কেশ, নেত্র, নাসিকা, বাহু ও জংঘা এই পাঁচটি দীর্ঘ হয়; নখ, কেশ, ত্বক্, দন্ত ও অঙ্গুলি এই পাঁচটি সূক্ষ্ম হয়; নেত্র, জিহ্বা, তালু, অধর, ওষ্ঠ, হস্ত ও পদের অগ্রভাগ রক্ত বর্ণ হয়; নাসিকা, গ্রীবা, বক্ষঃস্থল, ভাল, কপোলদেশ ও চিবুক উন্নত হয়; শিশ্ন, উরু, ও জানু দেশ হ্রস্ব হয়; বক্ষঃ কুক্ষি ও উরুদেশ বিস্তার হয়; এবং নাভিরন্ধ্র, স্বর ও নিতম্বের মধ্যভাগ গম্ভীর হয়।১৮৪।

'নারায়ণের চিহ্ন যুক্ত হস্ত চরণ;
এই শিশু সব লোকে করিবে তারণ।
এই ত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার;
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার।
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ;
আজি দিন ভাল, কর নাম করণ।
সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ;
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এই ত কারণ'। (১)

---

১ 'নারায়ণের...কারণ'—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উ

শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল;
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল।
তবে কত দিনে প্রভুর জানু চক্রমণ; (১)
তাঁহা নানা চমৎকার করাইল দর্শন।
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরি নাম;
নারী সব হরি বলে, হাঁসে গৌর ধাম।
আর কত দিনে কৈল পদ চক্রমণ;
শিশুগণ লঞা কৈল বিবিধ খেলন।
এক দিন শচী খই সন্দেস আনিয়া
বাটা ভরি দিঞা বলে 'খাওত বসিয়া'।
এত বলি গেলা শচী গৃহ কর্ম্ম করিতে;
লুকাঞা লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে।
দেখি শচী ধাঞা আইল করি 'হায়! হায়!'
মাটি কাড়ি লঞা বলে 'মাটি কেন খায়'?
কাঁদিয়া কহিল শিশু 'কেন কর রোষ?'
তুমি মাটি খাইতে দিলা; মোর কিবা দোষ?
খই, সন্দেস, অন্ন, যত মাটির বিকার;
এহ মাটি, সেহ মাটি; কি ভেদ বিচার?
মাটি দেহ, মাটি ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি;
অবিচারে দাও দোষ; কি বলিতে পারি?
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে;
'মাটি খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখাল তোরে?

---

১ জানু চক্রমণ—হামাগুড়ি দিয়া চলা।

'মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয় ;
মাটি খা'লে রোগ হয় ; দেহ যায় ক্ষয়।
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি ;
মাটিপিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানী।'
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিল তাহারে ঃ—
'আগে কেন ইহা মাতা না বলিলা মোরে ?
এবে ত জানিল আর মাটি না খাইব ;
ক্ষুধা লাগে যবে, তব স্তন দুগ্ধ পিব।'
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া ;
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া।
এই মতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায় ;
বাল্য ভাব প্রকটিয়া পশ্চাতে লুকায়।
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিন বার ;
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার। (১)
চোরে লঞা গেল প্রভু বাহিরে পাইয়া ; (২)
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা, তারে ভুলাইয়া।

---

১ অতিথি বিপ্রের অন্ন—এক দিন এক তৈথিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। পাক সমাপ্ত করিয়া যেই ইষ্টদেবে নিবেদন করিলেন, অমনি বালক নিমাই কোথা হৈতে আসিয়া তাহার এক গ্রাস খাইয়া ফেলিল। তাহাতে বিপ্রের অন্ন উচ্ছিষ্ট হওয়াতে পুনরায় তিনি পাক করিলেন। সেবারও ঐরূপ হইল। কথিত আছে যে তৃতীয় বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ যোগ নিদ্রায় পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপাল বেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ আদি খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

২ চোরে লঞা—একদিন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর

ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে
বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে। (১)
শিশুগণে লঞা পাড়া পড়সীর ঘরে
চুরি করি দ্রব্য খায়; মারে বালকেরে।
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন;
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন। (২)
'কেন চুরি কর? কেন মারহ শিশুরে?
কেন পর ঘরে যাহ? কিবা নাহি ঘরে?
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা;
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিঞা।
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ;
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ।
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন;
মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখি করয়ে ক্রন্দন। (৩)
নারীগণ কহে 'নারিকেল দেহ আনি;
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী।'

গঙ্গাতীরে চলিয়া গিয়াছিলেন। দুই জন চোর তাঁহার গাত্রের অলঙ্কার লোভে তাঁহাকে ভুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে তাহারা বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্য স্থানের পথহারা হওত ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়া উঠিয়াছিল ও বালককে নামাইয়া দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। চৈঃ ভাঃ ৪র্থ অধ্যায়।

১ ব্যাধি ছলে—পূর্ব্বে ২৭৯ পৃষ্ঠায় ১ টীকা দেখ।

২ ওলাহন—তাড়ন ভৎর্সনা।

৩ মাতাকে মূর্চ্ছিত—কৃত্রিম মূর্চ্ছিত।

বাহির হইঞা প্রভু আনিল দুই ফল ;
দেখিয়া বিস্মিত হৈল বনিতা সকল।
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে ;
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে।
গঙ্গা স্নান করি পূজা করিতে লাগিলা ;
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা।
কন্যাকে কহে 'আমা পূজ ; আমি দিব বর ;
গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।'
আপনি চন্দন পরে ; পরে ফুল মালা ;
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেস চাল্ কলা।
ক্রোধে কন্যাগণ কহে 'শুনহ নিমাই !
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই।
আমা সবার উপর হেন করিতে না জুয়ায় ;
না লহ দেবতা সজ্জ ; না কর অন্যায়।'
প্রভু কহে 'তোমা সবায় দিল এই বর ;
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর।
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধন ধান্য বান্। (১)
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান।' (২)
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ ;
বাহিরে ভৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ।
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইঞা ;
তারে ডাকি কহে প্রভু ক্রোধ যুক্ত হঞা।

---

১ বিদগ্ধ—রসিক।
২ মতিমান—"ধনবান্" পাঠও দেখা যায়।

'যদি মোরে নৈবেদ্য না দিবে হইয়া কৃপণী ;
বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর সাত সতিনী।'
ইহা শুনি তা'সবার মনে হৈল ভয় ;
কোন কিছু জানে কিম্বা দেবাধিষ্ঠ হয় ? (১)
আনিয়া নৈবেদ্য তবে সম্মুখে ধরিল ;
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্ট বর দিল।
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় ;
দুঃখ কেহ নাহি মানে, সবে সুখ পায়।
এক দিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী নাম ;
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান।
তাঁরে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মনে ;
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শনে।
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয় ;
বাল্য ভাবাচ্ছন্ন ; তবু হইল নিশ্চয়।
দোঁহে দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস ;
দেব পূজা ছলে দোঁহে করিল প্রকাশ।
প্রভু বলে 'আমা পূজ আমি মহেশ্বর;
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর'।
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল কুসুম চন্দন ;
গলে মালা দিয়া কৈল চরণ বন্দন। (২)

---

১ "কোন কিছু...হয়"—"না জানি ইহাতে কোন দেবাধিষ্ঠ হয়" এইরূপ পাঠও আছে।

১ গলে মালা ইত্যাদি—কোন পুস্তকের পাঠ "মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন"।

প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাঁসিতে লাগিল ;
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে একোনবিংশতিশ্লোকে শ্রীকাত্যায়নীব্রতপরাঃ গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনে
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যোভবিতুমর্হতি' ।১৮৫।

ভোঃ 'সাধ্ব্যঃ' কুমার্য্যঃ 'ভবতীনাং' যুষ্মাকং 'মদর্চ্চনে,' মম পূজাবিষয়ে মদর্চ্চনং পাঠেতু মদর্চ্চনমেব 'সংকল্পঃ' মনোরথঃ লজ্জয়া যুষ্মাভির্ন কথিতোপি 'ময়া' 'বিদিতঃ' পরিজ্ঞাতঃ 'অনুমোদিতঃ' ভদ্রং কৃতং ইতি সমাস্বাদিতশ্চ। 'সঃ' 'অসৌ' সংকল্পঃ 'সত্যঃ' 'ভবিতুং' 'অর্হতি' যোগ্যো ভবতি। সদ্যস্ত পাঠে তৎক্ষণমেবাসৌ সংকল্পঃ সিদ্ধো ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ।১৮৫।

শ্রীকাত্যায়নীর ব্রতচারিণী গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে কুমারীগণ! আমার অর্চ্চনা বিষয়ে তোমাদের যে মনোরথ তাহা লজ্জা প্রযুক্ত তোমরা না বলিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি ও তাহা অনুমোদন করিয়াছি। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তোমাদের সেই মনোরথ পূর্ণ হউক ॥ ১৮৫ ॥

এই মত লীলা করি দোঁহে গেল ঘরে ;
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে ?
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন
শচী জগন্নাথে আসি দেন ওলাহন।

এক দিন শচী দেবী পুত্রেরে ভং'সিয়া ;
ধরিবারে গেলা ; পুত্র গেল পলাইয়া।
উচ্ছিষ্টের গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শচী কহে 'কেন তুমি অশুচি ছুঁইলা ?
গঙ্গাস্নান কর যাই, অপবিত্র হৈলা'।
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান ; (১)
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল স্নান।
কভু পুত্র সহ শচী করিল শয়ন ;
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল অঙ্গন। (২)
শচী বলে 'যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে ;
মাতৃ আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিল বাহিরে।
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন ঝন ;
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন।
মিশ্র কহে 'এই বড় অদ্ভুত কাহিনী ;
শিশু শূন্য পদে ; কেন নূপুরের ধ্বনি ?'
শচী কহে 'আর এক অদ্ভুত দেখিল ;
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল।
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি ;
কারে স্তুতি করে হেন অনুমান করি'।

---

১ ব্রহ্ম জ্ঞান—যখন সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম রহিয়াছেন তখন কোন স্থানই অশুচি নহে ; তাঁহার সংস্পর্শে সর্ব্বত্রই মহাতীর্থময় হয় ইত্যাদি ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২ "ভরিল অঙ্গন"—"ভরিল ভবন" পাঠও আছে।

মিশ্র বলে 'কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই; (১)
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই।'
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া
ধর্ম্ম শিক্ষা দিলা বহু ভৎর্সন করিয়া।
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন:—
'মিশ্র তুমি পুত্রের স্বরূপ নাহি জান;
ভৎর্সন, তাড়ন কর; পুত্র করি মান'।
মিশ্র কহে 'দেব সিদ্ধ মুনি কেন নয়? (২)
যে সে বড় হউক, এবে আমার তনয়।
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম;
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম মর্ম্ম?' (৩)
বিপ্র কহে 'এহ যদি দেব সিদ্ধ হয়; (৪)
স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান; তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়'।
মিশ্র কহে 'পুত্র কেন নহে নারায়ণ?
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ'।
এই মতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার;
শুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর।
এত শুনি দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত।

---

১ কিছু হউক—যাহা হউক।

২ দেব সিদ্ধ মুনি কেন নয়—দেবতা, অথবা সিদ্ধ বা মুনি হউক না কেন?

৩ ধর্ম্ম মর্ম্ম—"ধর্ম্মাধর্ম্ম" ও "ধর্ম্ম কর্ম্ম" পাঠও দেখা যায়।

৪ দেব সিদ্ধ—"দেবশ্রেষ্ঠ" পাঠও আছে।

বন্ধু বান্ধবের স্থানে স্বপন কহিল ;
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল।
এই মত শিশু লীলা করে গৌরচন্দ্র ;
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়য়ে আনন্দ।
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল ; (১)
অল্প দিনে দশ ফলা অক্ষর শিখিল। (২)
বাল্য লীলা সূত্রের এই কৈল অনুক্রম ;
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল ;
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না লিখিল।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে বাল্যলীলা সূত্র-বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ
সুমনোঽর্পণ মাত্রেণ তং চৈতন্যং প্রভুং ভজে। ১৮৬।

'যস্য' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য 'পদাব্জয়োঃ' পাদপদ্মযুগলে 'সুমনোঽর্পণ মাত্রেণ' সু শোভনং কৌটিল্যরহিতঞ্চ তৎ মনশ্চেতি তস্য ক্ষণমপি অর্পণমাত্রেন করণেন 'কুমনাঃ' কুৎসিতং মনো যস্য সঃ

---

১ হাতে খড়ি—বিদ্যারম্ভ।

২ দশ ফলা অক্ষর—অন্য পাঠ "দ্বাদশ কলা অক্ষর"।

জনঃ 'সুমনস্তং' নির্ম্মলমানসত্বং 'হি' নিশ্চিতং 'যাতি' প্রাপ্নোতি 'তং' 'চৈতন্যং' 'প্রভুং' 'ভজে' সেবেঽহমিতি শেষঃ। ১৮৬।

কুটিল ভাব পরিত্যাগ করত যাঁহার পাদপদ্ম যুগলে মন অর্পণ করিবা মাত্র কুৎসিত মনও নির্ম্মল হয়; সেই চৈতন্য প্রভুকে আমি ভজনা করি। ১৮৬।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন;
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

পৌগণ্ড লীলাং চৈতন্য কৃষ্ণস্যাতি সুবিস্তৃতা
বিদ্যারম্ভ মুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা। ১৮৭।

'চৈতন্যকৃষ্ণস্য' 'পৌগণ্ডলীলা' পঞ্চবর্ষাৎ দশবর্ষপর্য্যন্তস্য লীলা 'অতি সুবিস্তৃতা' অতি বিস্তীর্ণা অস্তীতি শেষঃ। কথম্ভূতা? 'বিদ্যারম্ভ মুখা' 'পাণি গ্রহণান্তা' বিদ্যারম্ভাদারভ্য বিবাহ পর্য্যন্তা পুনঃ কথম্ভূতা 'মনোহরা' চমৎকারিণী। ১৮৭।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পৌগণ্ড লীলা অতি বিস্তীর্ণ ও মনোহর। তাহা বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ হইয়া বিবাহ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। ১৮৭।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত পাশে পড়ে ব্যাকরণ;
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র বৃত্তি গণ। (১)

---

১ বৃত্তি—সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

অল্পকালে হৈলা পাঁজী টীকাতে প্রবীণ ; (১)
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।
অধ্যয়ন লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন। (২)
এক দিন মাতার করি চরণে প্রণাম ;
প্রভু কহে 'মাতা মোরে দেহ এক দান'।
মাতা কহে 'তাহা দিব যে তুমি মাগিবা' ;
প্রভু কহে 'একাদশীতে অন্ন না খাইবা'।
শচী কহে 'না খাইব ভালই কহিলা' ;
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন,
কন্যা মাগি বিভা দিতে করিল যতন।
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা ;
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা।
শুনি মিশ্র পুরন্দরের দুঃখী হৈল মন ;
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন ঃ
'ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল ;
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন ;
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা মাতার মন।

---

১ পাঁজী—মূল গ্রন্থের সাধারণ নাম পুঁথি পাঁজী ; অর্থ—মূল গ্রন্থ ও তাহার টীকাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

২ চৈতন মঙ্গলে—ঐ গ্রন্থের আদিখণ্ড নবম অধ্যায় দেখ।

একদিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইঞা
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা।
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানী ;
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অদ্ভুত কাহিনী ঃ—
'এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা ;
"সন্ন্যাস করহ তুমি" আমারে কহিলা।
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা ;
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা ?
গৃহস্থ হইঞা করি পিতৃ মাতৃ সেবন ;
ইহাতে সন্তুষ্ট হবে লক্ষ্মী নারায়ণ।
তবে বিশ্বরূপ ইঁহা পাঠাইল মোরে ;
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে।'
এই মত নানা লীলা করে গৌর হরি।
কি কারণে লীলা ? ইহা বুঝিতে না পারি !
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক ;
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদে শোক।
বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহে প্রবোধিল ;
পিতৃ ক্রিয়া বিধি মতে ঈশ্বর করিল।
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন ঃ
'গৃহস্থ হইলাঙ এবে চাহি গৃহ ধর্ম্ম ;
গৃহিণী বিনু গৃহ ধর্ম্ম না হয় শোভন' ;
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন।

তথাহি উদ্বাহ তত্ত্বে সপ্তমাঙ্কে ভট্টস্য ধৃতা স্মৃতিঃ

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে' ।১৮৮।

'গৃহং' কেবলং নিবাস স্থানং 'ন' 'গৃহং' 'ইতি' 'আহুঃ' ব্রুবন্তি পণ্ডিতা ইতি শেষঃ। 'গৃহিণীগৃহং' গৃহিণ্যা সহ গৃহং যদ্বা গৃহিণ্যেব গৃহং 'উচ্যতে' কথ্যতে। 'হি' নিশ্চিতং 'তয়া' গৃহিণ্যা 'সহিতঃ' যুক্তঃ সন্ 'সর্ব্বান্ পুরুষার্থান' ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাদীন্ 'সমশ্নুতে' উপভুঙক্তে গৃহীতিশেষঃ ।১৮৮।

কেবল বাসস্থানকে গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহার নাম গৃহ হয়। অতএব গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি পুরুষার্থ সকল উপভোগ করিবে।১৮৮।

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা পথে।
পূর্ব্ব সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় হইল; (১)
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল।
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন;
লক্ষ্মীকে করিল বিভা শচীর নন্দন।
বিভা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন;
পুনরুক্তি ভয়ে ইঁহা না কৈল বর্ণন।

---

১ পূর্ব্ব সিদ্ধভাব—বাল্যাবস্থায় গঙ্গাতীরের ভাব; অথবা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণের ভাব।

পৌগণ্ড লীলায় লীলা বহু ত প্রকার;
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার।
অতএব দিঙ্মাত্র ইঁহা দেখাইল; (১)
চৈতন্য মঙ্গলে সব লোকে খ্যাত হৈল। (২)
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলা-সূত্র বর্ণনং নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

কৃপা সুধা সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।১৮৯।

'তং চৈতন্য প্রভুং' 'ভজে' শরণং ব্রজামি। 'যস্য' চৈতন্য-প্রভোঃ 'কৃপাসুধাসরিৎ' কৃপৈব অনুগ্রহরূপৈব সুধাসরিৎ অমৃত নদী 'বিশ্বং' সর্ব্বং জগৎ 'আপ্লাবয়ন্তী' অভিসিঞ্চন্তী 'অপি' 'সদা' সর্ব্বদা 'নীচগা' নীচং জনং গচ্ছতীতি নিম্ন গামিনী 'এব' 'ভাতি' দেদীপ্যতে। ১৮৯।

যাঁহার করুণা রূপ অমৃতনদী সমস্ত বিশ্বমণ্ডল অভি-প্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগামিনী হইয়া প্রকাশ পায়; আমি সেই চৈতন্য প্রভুর শরণাপন্ন হইতেছি। ১৮৯।

---

১. দিঙমাত্র—এখানে তাহার আভাস মাত্র দেখাইলাম।

২ চৈতন্য মঙ্গলে—সকলে তাহা চৈতন্য মঙ্গল পাঠে জানিতে পারিয়াছেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

জীয়াৎ কৈশোর চৈতন্যো মূর্ত্তি মত্যা গৃহাগমাৎ
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথবাগ্ দেব্যা দিশাংজয়ী জয়চ্ছলাৎ।১৯০।

'কৈশোর চৈতন্যঃ' কিশোর বয়স্ক চৈতন্যাখ্য প্রভুঃ 'জীয়াৎ' জয়োযুক্তো ভূয়াৎ স চৈতন্যঃ কথম্ভূতঃ 'গৃহাগমাৎ' গৃহেস্থিতি-কালাৎ গৃহস্থঃ যাবৎ তিষ্ঠতি তাবদিত্যর্থঃ 'মূর্ত্তি মত্যা' শরীর-ধারিণ্যা 'লক্ষ্ম্যা' স্বভার্য্যয়া কর্ত্র্যা 'অর্চ্চিতঃ' সেবিতঃ 'অথ' এবং 'দিশাং' সর্ব্বদিশাং 'জয়চ্ছলাৎ' জয়েচ্ছয়া জিগীষয়েত্যর্থঃ 'বাগ্ দেব্যা' সরস্বত্যা করণভূতয়া 'জয়ী' জিতবানিত্যর্থঃ।১৯০।

কিশোরবয়স্ক চৈতন্যদেব জয় যুক্ত হউন। গৃহস্থাব-স্থায় মূর্ত্তি মতী লক্ষ্মী তাঁহার সেবা করিতেন; এবং দেশ জয় করণোদ্দেশে বাগ্দেবী সরস্বতীর প্রভাবে তিনি সমস্ত দেশ জয় করিলেন।১৯০।

এই ত কৈশোর লীলা সূত্র অনুবন্ধ:—
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ।
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন;
ব্যাখ্যা শুনি সব লোকের চমকিত মন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়;
বিনয় ভঙ্গীতে কারও দুঃখ নাহি হয়।
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগন সঙ্গে;
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে।

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন ;
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন।
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে ;
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে।
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন।
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ;
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়। (১)
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে 'শুনহ তপন !
নিমাই পণ্ডিত স্থানে করহ গমন।
তিঁহ তোমার সাধ্য সাধন করিবে নিশ্চয় ;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহ নাহিক সংশয়।'
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে।
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য সাধন কহিল ঃ
'নাম সংকীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল।
তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি ;
প্রভু আজ্ঞা দিল 'তুমি যাও বারাণসী।
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন ;'
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন।

---

১ সাধ্য, সাধন—সাধ্য, বস্তু, ঈশ্বর ; সাধন—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি উপাসনা প্রণালী। অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া তপন মিশ্রের চিত্তভ্রম জন্মিয়াছিল ; সেজন্য কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও কোন্ পথই বা প্রকৃত সাধনের পথ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। 'সাধ্য সাধন তত্ত্ব' পাঠ থাকিলে অধিক সুসঙ্গত হইত।

প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি ;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী ?
এই মতে বঙ্গে লোকের কৈল মহা হিত ;
নাম দিয়া বৈষ্ণব কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত।
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা।
প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ;
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।
অন্তরে জানিল প্রভু, যাতে অন্তর্যামী ;
দেশেরে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি।
ঘরেতে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন ;
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন। (১)
শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস ;
বিদ্যা বলে সবে জিনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ।
তবে বিষ্ণু প্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয় ;
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ; (২)
স্ফুট করি নাহি করেন গুণ দোষ বিচার। (৩)

---

১ তত্ত্ব কহি—লক্ষ্মীদেবীর পরলোকে শচী শোক করিয়া ছিলেন ; চৈতন্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ঈশ্বর ইচ্ছায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় দেখ।

২ বৃন্দাবন দাস—আদিখণ্ড চৈতন্য ভাগবত একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় দেখ।

৩ স্ফুটকরি—স্পষ্ট করিয়া দিগ্বিজয়ী জয়ের বিচারের গুণ ও দোষ তিনি বলেন নাই।

সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার
যা'শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি ; প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে।
হেন কালে দিগ্বিজয়ী তথায় আইলা ;
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা।
বসাইল প্রভু তাঁরে আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ঃ—
'ব্যাকরণ পড়াও ! নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ;
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণ গ্রাম। (১)
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াও কলাপ ;
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের প্রতাপ।' (২)
প্রভু কহে 'ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি ;
শিষ্যেহ না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি।
কাঁহা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে, কবিত্বে প্রবীণ ;
কাঁহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন। (৩)
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন ;

---

১ বাল্য শাস্ত্রে—বালকের পাঠ্য শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণাদি সহজ শাস্ত্রে।

২ ফাঁকি—কঠিন কঠিন স্থানের জটিল প্রশ্ন। অধ্যাপকগণ এই প্রকার প্রশ্নোত্তর করাকে ফাঁকির সিদ্ধান্ত কহেন। অদ্যাপিও শ্রাদ্ধাদির মজলিসে এইরূপ বিচার হইয়া থাকে। শুনিল—শুনিয়াছি। তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকি বিষয়ের প্রতাপ অর্থাৎ যশঃ শুনিয়াছি। 'সংলাপ' পাঠে তোমার শিষ্যগণের মধ্যে পরস্পরফাঁকির সিদ্ধান্তকরণ শুনিয়াছি।

৩ সবশিশু—'সব শিষ্য' পাঠও আছে। অর্থাৎ আমরা সকলে তোমার নিকট বালক পড়ুয়া মাত্র।

কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন'।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিল;
ঘড়ী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিল। (১)
শুনি প্রভু কৈল তাঁর অনেক সৎকার; (২)
'তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর।
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝে শক্তি কার?
তুমি ভাল জান অর্থ কিম্বা সরস্বতী।
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে;
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে'।
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল; (৩)
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িলঃ—

তথাহি দিগ্বিজয়ি বাক্যং

'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈ রর্চ্চ্য চরণা
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা'।১৯।

'গঙ্গায়াঃ' 'ইদং' দৃশ্যমানং 'মহত্ত্বং' মহিমানং 'সততং' সর্ব্বদৈব 'নিতরাং' বাহুল্যেন 'আভাতি' দেদীপ্যতে 'যৎ' যস্মাৎ 'এষা' গঙ্গা 'শ্রীবিষ্ণোঃ' বৈকুণ্ঠনাথস্য 'চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা' চরণ কমলাৎ পাদপদ্মাৎ উৎপত্তয়ে নিমিত্তং সুভগা সু সুন্দরো ভগ ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা পুনঃ 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব' দ্বিতীয়গো-

১ ঘড়ী একে—এক ঘটিকার মধ্যে।
২ সৎকার—সাধুবাদ।
৩ ব্যাখ্যার শ্লোক—অর্থাৎ কোন্ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোকেশ্বরীব 'সুরনরৈঃ' দেব মনুষ্যৈঃ কর্ত্তৃভুতৈঃ 'অর্চ্চ্যচরণা' অর্চ্চ্য বন্দনীয়ে চরণে যস্যাঃ সা। 'যা' গঙ্গা 'ভবানীভর্ত্তুঃ' শিবস্য 'শিরসি' মস্তকে মস্তকস্থিতজটাজুটে ইত্যর্থ 'বিভবতি' বিহরতি অতএব 'অদ্ভুতগুণা' অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং গুণং যস্যাঃ সা।১৯১।

গঙ্গার মহিমা সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রূপে প্রকাশ পাইতেছে ; কারণ ইনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা হেতু সুভগা ; দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর ন্যায় সুর ও নরগণ ইঁহার চরণ পূজা করিয়া থাকে ; এবং ইনি শিবের জটাজুটে বিহার করেন বলিয়া অতি আশ্চর্য্য গুণশালিনী।১৯১।

'এই শ্লোকের অর্থ কর' যদি প্রভু বৈল ;
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল !
'ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল ; (১)
তা'র মধ্যে শ্লোক তোমার কণ্ঠে কৈছে হৈল' ?
প্রভু কহে 'দেববরে তুমি কবিবর ;
তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতি ধর'।
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল পণ্ডিত পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে 'কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ?'
বিপ্র কহে 'শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ ;
উপমালঙ্কারগুণ, কিছু অনুপ্রাস'।
প্রভু কহে 'কহি যদি না করহ রোষ ;
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ?
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে ; (২)
ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে।

১ ঝঞ্ঝাবাত প্রায় ইত্যাদি—আমি ঝড়ের মত শ্লোক আবৃত্তি করিলাম।

২ প্রতিভার বাক্য—'প্রতিভার কাব্য' পাঠও আছে। বিবেচনা ও বিচার

'তা'তে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার'।
কবি কহে 'যে কহিলে সেই বেদ সার। (১)
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার ;
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?'
প্রভু কহে 'অতএব পুছি যে তোমারে ;
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে।
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ ;
তা'তে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ?' (২)
কবি কহে 'কহ দেখি কোন্ গুণ দোষ ?'
প্রভু কহে 'কহি শুন, না করিহ রোষ।
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার ; (৩)
ক্রমে আমি কহি, শুন করহ বিচার।
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিন ;
বিরুদ্ধ মতি, ভগ্ন ক্রম, পুনঃ দোষ তিন। (৪)
'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকের মূল বিধেয় ;
'ইদং' শব্দ অনুবাদ পাছে অবিধেয়।

না করিয়া যে কবিতা প্রতিভা বা দৈবশক্ত বলে সহজে ও শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম প্রতিভার কবিতা। তুমি এইরূপ কবিতা দেবতা সন্তোষার্থে যাহা বলিলে, ভাল করিয়া বিচার করিলে তবে তাহার দোষ গুণ জানা যাইতে পারে।

১ সেই বেদসার—ব্যঙ্গোক্তি।

২ বহু দোষগুণ—দোষ ও গুণ উভয়ই আছে।

৩ পঞ্চ অলঙ্কার—অলঙ্কার বিষয়ে পাঁচটি দোষ আছে।

৪ দুই ঠাঁই চিন ইত্যাদি—কবিতার দুই স্থানে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষের চিহ্ন, একস্থানে বিরুদ্ধ মতি ও দুইস্থানে ভগ্নক্রম এই পাঁচটি দোষ আছে।

'বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ ; (১)
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রত লক্ষণকথনে ত্রয়োদশাঙ্কধৃত-ন্যায়ঃ

'অনুবাদ মনুক্ত্বাতু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ
নহ্য লব্ধা স্পদং কিঞ্চিৎ কুম্প চিৎ প্রতি তিষ্ঠতি'।১৯২।

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা ৫০ সং শ্লোকে দেওয়া গিয়াছে। ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ। ১৯২।

"দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মী' ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈলে অর্থ গেল ক্ষয়। (২)
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে ;
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে।
'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' এই দোষ নাম। (৩)
আর এক দোষ কহি শুন সাবধান।
'ভবানী ভর্ত্তু' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ ;
'বিরুদ্ধ মতি কৃত' নাম এই মহাদোষ।
'ভবানী' শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী ;
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি।
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা' ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ ;
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ।

---

১ বিধেয় আগে ইত্যাদি—পূর্ব্বে ৬১ পৃষ্ঠার ১ টীকা দেখ।

২ দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়—তুল্যার্থ জ্ঞাপক। গৌণ—'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মী' এই পদের 'দ্বিতীয়' ও 'লক্ষ্মী' শব্দের মধ্যে 'শ্রী' শব্দ থাকাতে গৌণরূপে অর্থ বোধ হয়।

৩ অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ—পূর্ব্বে ৬১ পাতে ১টীকা দেখ।

"ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান'
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান।
'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ—
'অদ্ভুত গুণা'—এই পুনরায় দূষণ। (১)
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম; (২)
এক পাদে নাহি, এই দোষ ভগ্ন ক্রম।
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার;
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছার খার।
দশ অলঙ্কার যদি এক শ্লোকে হয়;
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়।
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত;
এক শ্বেত কুষ্ঠে যেন করয়ে নিন্দিত।

তথাহি ভরত মুনি বাক্যং *

'রসালঙ্কারবৎকাব্যং দোষ যুক্ চেদ্বিভূষিতং
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং'।১৯৩।

'কাব্যং' কবিবচনং 'রসালঙ্কারবৎ' রসস্য শৃঙ্গারাদেঃ 'অলঙ্কারবৎ' ভূষণতুল্যং 'বিভূষিতং' স্যাদিতিশেষঃ। 'চেৎ' যদি তৎকাব্যং 'দোষ যুক্' দোষ যুক্তং ভবতি; 'সুন্দরমপি' 'বপুঃ' শরীরং যথা 'একেন' 'শ্বিত্রেণ' শ্বেতকুষ্ঠেন 'দুর্ভগং' নিন্দিতং ভবতি তদ্বৎ তদপি দূষিতং ভবতি ইত্যর্থঃ।১৯৩।

---

১ পুনরায় দূষণ—অর্থাৎ ভগ্ন ক্রম দোষ।

২ তিন পাদে অনুপ্রাস—প্রথম পাদে 'ত', তৃতীয় পাদে 'র' ও চতুর্থ পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে। দ্বিতীয় পাদে কিছুই নাই ইহা ভগ্ন ক্রম দোষ।

* ভরত মুনি—পূর্ব্বে ১৫৭ পৃষ্ঠায় ২টীকা দেখ।

কবি বাক্য সকল শৃঙ্গারাদি রসের অলঙ্কার তুল্য সুন্দর; কিন্তু তাহা দোষ যুক্ত হইলে সুন্দর শরীরে শ্বেত কুষ্ঠের ন্যায় অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে।১৯৩।

'পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার;
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ অলঙ্কার। (১)
শব্দালঙ্কার—তিন পাদে আছে অনুপ্রাস;
'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে পুনরুক্তি বদাভাস। (২)
প্রথম চরণে পঞ্চ'ত'কারের পাঁতি;
তৃতীয় চরণে শ্লোকের পঞ্চ রেফ স্থিতি।
চতুর্থ চরণে চারি'ভ'কার প্রকাশ;
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস।
'শ্রী' শব্দে 'লক্ষ্মী' শব্দে এক বস্তু উক্ত;
পুনরুক্তি প্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত।
শ্রীযুত লক্ষ্মীর অর্থে, অর্থের বিভেদ; (৩)
পুনরুক্তি বদাভাসে শব্দালঙ্কার ভেদ।

---

১ দুই শব্দালঙ্কার ইত্যাদি—প্রথম তিন পাদে অনুপ্রাস, ও দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মী পদের প্রয়োগ; এই দুইটী শব্দালঙ্কার। তিন অর্থালঙ্কার—লক্ষ্মীর সহিত উপমাহেতু উপমালঙ্কার; বিষ্ণুর চরণ রূপ কমল হইতে গঙ্গা নদীর উৎপত্তিবিরোধাভাস অলঙ্কার; ও সাধ্য বস্তু 'গঙ্গার মহত্ত্ব' তাহা বিষ্ণু পাদোদ্ভবা বলায় অনুমান অলঙ্কার এই তিনটী।

২ পুনরুক্তি বদাভাস—পুনরুক্তির ন্যায় আভাস।

৩ বিভেদ—বিভিন্নতা। পুনরুক্তি ইত্যাদি—পুনরুক্তির ন্যায় আভাস হেতু, ইহা শব্দালঙ্কারের একটী প্রকার ভেদ।

"লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ ;
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম বিরোধাভাস।
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ ;
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ।
ইঁহা বিষ্ণু পাদ পদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি ; (১)
বিরোধালঙ্কার, ইহার মহা চমৎকৃতি !
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ ;
ইহাতে বিরোধ নাহি—বিরোধ আভাস। (২)

তথাহি শ্রীভগবৎ শ্রীচৈতন্য পাদোক্তঃ শ্লোকঃ

'অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাত মম্বুজাদম্বু
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা'।১৭৪।

'অম্বুনি' জলে 'অম্বুজং' পদ্মং 'জাতং' 'অম্বুজাৎ' কমলাৎ 'অম্বু' জলং 'ক্বচিদপি' কদাচিদপি 'ন জাতং' ন ভবতি। 'মুরভিদি' মুরারৌ গোবিন্দে 'তদ্বিপরীতং' লক্ষিতমিতিশেষঃ অম্বুজাদম্বু ভবেদিত্যর্থঃ। যস্মাৎ তস্য মুরভিদঃ 'পাদাম্ভোজাৎ' পাদপদ্মাৎ 'মহানদী' মহতী নদী মন্দাকিনীত্যর্থঃ 'জাতা' উদ্ভাবিতা বভূব।১৭৪।

জলে পদ্ম জন্মে ; পদ্ম হইতে কখনও জল জন্মে না। কিন্তু গোবিন্দে ইহার বিপরীত লক্ষিত হয়। কেন না তাঁহার পাদ পদ্ম হইতে মন্দাকিনী সমুৎপন্না হইয়াছে।১৭৪।

---

১ ইহা—কয়েকখানি পুস্তকেই এই পাঠ দেখা যায়। অর্থ—এখানে বা এ স্থল।

২ বিরোধ আভাস—সাধারণতঃ কমল হইতে জল জন্মান বলা বিরোধ অর্থাৎ অসম্ভব। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় গঙ্গা বিষ্ণুপাদ পদ্ম হইতে উদ্ভাবিতা হইয়াছে ; তাহা বিরোধ নহে ; তবে আপাততঃ বিরোধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"গঙ্গার মহত্ত্ব' সাধ্য; সাধন তাহার
বিষ্ণু পাদোৎপত্তি—অনুমান অলঙ্কার। (১)
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার;
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার।
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে;
অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে। (২)
বিচারি কবিতা কৈলে হয় সুনির্ম্মল;
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল'।
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত!
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত।
বলিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর;
মনে কিছু বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর:—
'পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ!
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছে কোপ।
যে ব্যাখ্যা করিল নিমাই মনুষ্যের নাহি শক্তি;
ইহার মুখে রহি জানি বলে সরস্বতী'।
এত ভাবি কহে 'শুন নিমাই পণ্ডিত!
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত।
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস;
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ?

১ গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য—গঙ্গার মহিমা নির্ণেয় বিষয়; তাহার সাধন অর্থাৎ নির্ণীত বিষয় বিষ্ণু পাদোৎপত্তি; এইটী অনুমান অলঙ্কার।

২ অবিচার কবিত্বে—প্রতিভার কবিতাকে অবিচারের কবিতা বলা যায়। তাহাতে দোষ বাধে।

তাঁর প্রশ্ন শুনি প্রভু হৈলা বড় রঙ্গী ;
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ঃ—
'শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি ;
সরস্বতী যে বলান কহি সেই বাণী।'
ইহা শুনি দিগ্বীজয়ী করিল নিশ্চয় ;
'শিশু দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়।
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ ধ্যান ;
শিশু দ্বারে করে মোরে এত অপমান' ?
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল ;
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল।
তবে শিষ্যগণ সব হাঁসিতে লাগিল।
তা'সবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল ঃ—
'তুমি মহা পণ্ডিত হও কবি শিরোমণি !
যাঁর মুখে বাহিরায় এহেন কাহিনী।
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গা জল ধার ;
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর।
ভবভূতি, জয়দেব, আর কালীদাস ;
তাঁ'সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ।
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি ;
কবিতা করণে শক্তি তাহা সে বাখানি। (১)

---

১ দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি ইত্যাদি—দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে তোমার কবিতায় যে দোষ আছে তাহা অতি অল্পই বলিতে হয়। তোমার কবিতা করার যে অদ্ভুত শক্তি আছে তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য।

'শৈশব চাপল্য কিছু না লইও আমার ;
শিষ্যের সমান মুই না হঙ তোমার।
আজি বাঁসা যাহ কালি মিলিব আরবার ;
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার,
এই মতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন।
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল ;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল।
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইল শরণ ;
প্রভু কৃপা কৈল ; তাঁর খণ্ডিল বন্ধন।
ভাগ্যবান দিগ্বিজয়ী সফল জীবন ;
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ। (১)
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ;
যে কিছু বিশেষ, ইহা করিল প্রকাশ। (২)
চৈতন্য গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার ;
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা সূত্রবর্ণনংনাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

---

১ এই শ্লোকটী কোন কোন পুঁথিতে নাই।

২ যে কিছু বিশেষ ইত্যাদি—অপর পাঠ 'চৈতন্যের পাদপদ্মে যাঁহার বিশ্বাস'।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহিতং চৈতন্যং যৎ প্রসাদতঃ
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণ নাম প্রজল্পকাঃ ॥ ১৯৫ ॥

'চৈতন্যং' শচীনন্দনং 'বন্দে' কথম্ভূতং 'স্বৈরাদ্ভুতেহিতং' স্বৈরং সচ্ছন্দং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ঈহিতং চেষ্টিতং লীলাদিকমিত্যর্থঃ যস্য তং। 'যৎ প্রসাদতঃ' যস্যানুগ্রহাৎ 'যবনাঃ' ম্লেচ্ছাঃ মুসলমানা ইত্যভিপ্রায়ঃ 'কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ' কৃষ্ণনামানি প্রজল্পন্তি কীর্ত্তয়ন্তি যে তে সন্তঃ 'সুমনায়ন্তে' সুমনসঃ সু শোভনং মনো যস্য তস্য সাধোরিব আচরন্তি নির্ম্মলান্তঃকরণাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ। ১৯৫।

যাঁহার অনুগ্রহে যবনগণও কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়াছিল, আমি সেই অদ্ভুত চরিত্র চৈতন্যদেবের বন্দনা করি। ১৯৫।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ।
কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন;
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম।

তথাহি গ্রন্থকারস্য

বিদ্যা সৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ নৃত্য কীর্ত্তনৈঃ
প্রেমনাম প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥১৯৬॥

'গৌরঃ' শচীনন্দনঃ 'যৌবনে' যৌবন সময়ে 'দীব্যতি' ক্রীড়তি।

কৈঃ করণৈঃ 'বিদ্যাসৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ নৃত্য কীর্ত্তনৈঃ' 'চ' পুনঃ 'প্রেমনাম প্রদানৈঃ' প্রেম্না সহ হরিনাম বিতরণৈঃ ।১৯৬।

যৌবন সময়ে গৌরাঙ্গ সৌন্দর্য্য ও বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বিদ্যালোচনায়, ক্রীড়াদিতে, নৃত্য এবং সংকীর্ত্তনে ও প্রেমভরে হরিনাম বিতরণ করতঃ সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯৬ ॥

যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ—
দিব্য বস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্য, চন্দন।
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহু না করে গণন ; (১)
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন।
বায়ুব্যাধিচ্ছলে কৈল প্রেম পরকাশ ; (২)
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস।
তবেত করিল প্রভু গয়াকে গমন ;
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথাই মিলন।
দীক্ষা অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ ;
দেশে আগমন পুনঃ বিবিধ বিলাস। (৩)

---

১ কাহু—কাহাকে।

২ বায়ুব্যাধি—গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের পর কৃষ্ণ প্রেমাবেশ হেতু বিশ্বম্ভর সর্ব্বদা পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতেন ; মাতা ও স্ত্রীকে কখন মারিতে যাইতেন, কখন বৃক্ষে উঠিতেন, কাঁদিতেন ও হাসিতেন। সকলে বায়ুব্যাধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খল দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিতে ও শিবাঘৃত সেবন করাইতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত শচীকে বুঝাইয়া দিলেন যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রকাশ হেতু ঐরূপ হইতেছে ; তখন শচী নিশ্চিন্তা হইলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

৩ তবেত করিল প্রভু...বিবিধ বিলাস—গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর

(১) শচীকে প্রেম দান ; তবে অদ্বৈত মিলন ; (২) অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন। (৩)

বায়ুব্যাধির ঘটনা প্রকাশিত হয় ; কিন্তু এখানকার "তবে ত" শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে বায়ুব্যাধির পর গয়া যাত্রা হইয়াছিল। এই শ্লোক পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অগ্রে বসাইলে আর কোন গোল যোগ থাকে না। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে করিতে গৌরচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশে গয়া তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বর পুরী পরম বৈষ্ণব ছিলেন ; চৈতন্য তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। কুমারহট্ট গ্রাম ঈশ্বর পুরীর জন্ম স্থান ; গৌরাঙ্গ তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে কোন সময়ে তাঁহার গ্রামের মৃত্তিকা ভক্তি পূর্ব্বক অঞ্চলে বান্ধিয়া লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাইলেন ; এবং এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবন এত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল যে তাঁহাকে পূর্ব্বের দাম্ভিক পণ্ডিত বলিয়া আর চেনা যাইত না। গয়ায় থাকিতে থাকিতেই তিনি সংসারত্যাগী হইয়া মথুরায় যাইতেছিলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। চৈঃ ভাঃ আদিখণ্ড ১৫ অধ্যায়।

১ শচীকে প্রেমদান—গয়া হইতে আগমনের পর গৌরাঙ্গের প্রেমোদয় হইয়াছিল। টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ ভক্তির গৌরব ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন ভোজনের সময় শচী অদ্য কি পড়াইলে? জিজ্ঞাসা করিলে শচীকে তিনি নাম মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণ ভক্তির গৌরব বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে শচীর জ্ঞানোদয় হইল। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১ম অধ্যায়।

২ তবে অদ্বৈত মিলন ;—গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর বিশ্বম্ভর এক দিন গদাধরের সহিত অদ্বৈত মন্দিরে যাইয়া অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অদ্বৈত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; অদ্য পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস ; (১)
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।

করিলেন। তাহাতে গদাধর ও চৈতন্য উভয়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। চৈতন্য অদ্বৈতকে স্তুতি করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন; এবং তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্রে কৃষ্ণ নাম করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। এদিকে অদ্বৈত ইঙ্গিত দ্বারা গদাধরকে বুঝাইয়া দিলেন যে যাঁহার অবতারের জন্য তিনি (অদ্বৈত) কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। কথিত আছে যে অদ্বৈতের সহিত প্রথম মিলনের সময় চৈতন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মিলনের পূর্ব্বে স্বপ্ন যোগে তাঁহাকে আপনার অবতার বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

৩ অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন—একদিন গোপীভাবে উন্মত্ত হইয়া অদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতেছিলেন; এমন সময় বিশ্বম্ভর আসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বিষ্ণু মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'তিনি কি দেখিতে চাহেন'? অদ্বৈত বলিলেন যে ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুনের রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন। এই কথা বলিতে বলিতে অদ্বৈতাচার্য্য সেই গৃহ মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্র দর্শন ও সৈন্য কোলাহল শ্রবণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের রথে বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও তাঁহার অঙ্গ মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে; আর সম্মুখে অর্জ্জুন করযোড়ে স্তুতি করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২৪অধ্যায়।

১ প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস—'প্রভুর অভিষেক গৃহে কৈল শ্রীনিবাস' পাঠও আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনের পূর্ব্বে শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রভুর পূজা হইয়াছিল; মহাপ্রকাশ বা সাতপ্রহরিয়া ভাবের দিনই প্রকৃতরূপে অভিষেক হয়; তাহা নিত্যানন্দ আগমনের পরে। এখানে প্রথম ঘটনাটী উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্বৈতের সহিত মহাপ্রভুর

তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন ; (১)
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্‌ভুজ দর্শন।
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ;
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ, বেণুধর।
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র ;
দুই হাতে বংশী, দুই হাতে শঙ্খ চক্র।

মিলনের পর একদিন শ্রীবাস নিজ দেব মন্দিরে বসিয়া নৃসিংহ পূজা করিতেছিলেন ; এমন সময় বিশ্বম্ভর ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া লাথি মারিয়া দ্বারমুক্ত করতঃ একেবারে বিষ্ণু খট্টায় যাইয়া বসিলেন ও 'আমি সেই' 'আমি সেই' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নয়নোন্মিলন করিয়া সম্মুখে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন ও পূজার যত আয়োজন ছিল তাহা দ্বারা বিশ্বম্ভরের পূজা ও স্তব করিলেন। শ্রীবাসের সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁহার এই ভাব দেখিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা বালিকা নারায়ণীকে মহাপ্রভু এই দিন কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

১ নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন—জেলা বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা বীরচন্দ্রপুর গ্রামে হাড়ওঝার ঔরসে ও পদ্মাবতী দেবীর গর্ব্ভে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের পণ্ডিত। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাদের গৃহে এক সন্ন্যাসী কোন সময়ে অতিথি হইয়াছিল ও তাঁহার পিতামাতার নিকট বালকটী ভিক্ষা করিয়া লইয়া গমন করিয়াছিল। সেই হইতে নিত্যানন্দ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মথুরায় যাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ; ও নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হওয়া বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। প্রথমে নন্দন আচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দ লুকাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়।

তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন;
শ্যাম অঙ্গ, পীত বস্ত্র, ব্রজেন্দ্র নন্দন। (১)
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞীর ব্যাস পূজন। (২)
নিত্যানন্দা বেশে কৈল মুষল ধারণ। (৩)

---

১ প্রথমে ষড়্ভুজ...ব্রজেন্দ্রনন্দন—নিত্যানন্দের সহিত মিলনের পর প্রথম দিন শ্রীবাস গৃহে চৈতন্য তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ও তৎপরে একদিন রাত্রে নিজালয়ে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ও পরক্ষণেই দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ষড়্ভুজ—রামাবতারের ধনুর্ব্বাণধারী দুই, কৃষ্ণাবতারের বংশীধারী দুই, ও গৌরাঙ্গাবতারের দণ্ড কমণ্ডলুধারী দুই, এই ছয় হস্ত বিশিষ্ট মূর্ত্তি বিশেষ। চৈঃ মঙ্গল মধ্যখণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা।

২ ব্যাস পূজন—চৈতন্যের ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসকে আয়োজনাদি করিতে বলিলেন; ও পূর্ণিমা রজনীতে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্দ্ধারিত সময়ে উন্মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন শ্রীবাস নিত্যানন্দকে ব্যাস পূজা করিতে বলায় নিত্যানন্দ পূজার আয়োজনীয় পুষ্পমালা লইয়া চৈতন্যের গলদেশে অর্পণ করিলেন। সেই সময় চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ব্যাস পূজা আর হইল না। নৈবেদ্যাদি লইয়া মহাপ্রভু বণ্টন করিয়া সকল ভক্তগণকে খাইতে দিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৫ অধ্যায়।

৩ নিত্যানন্দাবেশে—কোন কোন পুঁথিতে 'বলরামাবেশে' পাঠ আছে। ব্যাস পূজার পূর্ব্ব রজনীতে শ্রীবাস গৃহে দ্বার রুদ্ধ করতঃ মহাপ্রেমের সহিত সংকীর্ত্তন হইতেছিল। হঠাৎ বিশ্বম্ভর বলরামবেশে খট্টার উপর বসিলেন ও নিত্যানন্দকে হল ও মুষল দিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। 'এই লও' বলিয়া নিত্যানন্দ তাঁহার হাতে হাত দিলেন। সেই সময় কোন কোন ভক্ত তাঁহার হস্তে প্রত্যক্ষ হল ও মুষল দেখিয়াছিলেন।

তবে শচী দেখে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ; (১)
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই। (২)
তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিল ভাবাবেশে ;
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে। (৩)

---

১ রামকৃষ্ণ দুই ভাই—একদিন রাত্রিতে শচী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার দেবালয়স্থিত কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি ও বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ এই চারিজনে নৈবেদ্য সকল কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছেন। পর দিন বিশ্বম্ভরকে শচী ঐ কথা বলিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ ভোজনে বসিলে কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন দেখিয়া শচী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৮অধ্যায়।

২ জগাই মাধাই—নবদ্বীপস্থ দুইটী ব্রাহ্মণ সন্তান। ইহারা মদ্যপান ব্যভিচার নরহত্যাদি বহুবিধ পাপাচরণ করিয়া নগরে নগরে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। চৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস সমস্ত নগরে নাম প্রচারে বহির্গত হইলে ইহারা তাঁহাদিগকে মারিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু মদ্য পানে উন্মত্ত থাকায় সে দিন তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিল না। আর একদিন রাত্রে নিত্যানন্দ একাকী নগর ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় ইহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল ও মাধাই মুটকী ছুড়িয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করায় মাথা কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল। মাধাই পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। এদিকে চৈতন্য ইহা শুনিতে পাইয়া সশিষ্যে সেই স্থানে আগমন করতঃ কোপভরে জগাই মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন ; কিন্তু নিত্যানন্দের নিকট জগাইর সাধু ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। তখন উভয় পাপী অনুতপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে নাম দিয়া পবিত্র করিলেন। চৈঃ ভাঃ ১৩।১৪।১৫ অধ্যায়।

৩ সপ্ত প্রহর ইত্যাদি—একদিন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাসের

বরাহ আবেশ হৈল মুরারি ভবনে ;
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে। (১)
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ ; (২)
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ।

বাটীতে আসিয়া সশিষ্যে মহোন্মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে গৌরচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় ভাবাবেশে ভোর হইয়া বিষ্ণু খট্টার উপর বসিলেন ও তাঁহার অভিষেক সঙ্গীত করিতে আদেশ দিলেন। তখন সমস্ত ভক্তগণ পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন। বর্ণিত আছে যে চৈতন্য প্রভু হাত পাতিয়া ক্রমে ক্রমে স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এইদিন তিনি সাত প্রহর কাল ঐরূপ ভাবাবেশে ছিলেন ও সর্ব্ব অবতার ভাব দেখাইয়াছিলেন ; এবং ভক্তগণের মনের গুহ্য কথা সকল ব্যক্ত করিয়া বলিয়া সকলের মনের সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন ; ও সকলকে স্ব স্ব অভিলষিত বর দিয়াছিলেন। এই দিন তাঁহার ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাকে 'সাত প্রহরিয়া' বা 'মহাপ্রকাশ' বলে। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৯।১০ অধ্যায়।

১ বরাহ আবেশ—একদিন বরাহাবতারের শ্লোক পাঠ শুনিয়া মহাপ্রভুর বরাহ ভাব হইয়াছিল। এইভাবে মত্ত হইয়া তিনি 'শূকর! শূকর!' বলিয়া চীৎকার করতঃ মুরারি গুপ্তের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; এবং বরাহ আকার হইয়া হস্তে ও চরণে চলিতে লাগিলেন ও সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র ছিল, তাহা দশন দ্বারা উত্তোলন করিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়। আর একদিন শ্রীবাসালয়ে গৌরচন্দ্রের চতুর্ভুজ নারায়ণ ভাবের আবেশ হইলে তিনি গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তখন মুরারি গুপ্ত গরুড়ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়।

২ শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ—পূর্ব্বে ২৭৫ পৃষ্ঠায় ১ টীকা দেখ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশ বিলাসে দ্বিচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয়ং

'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' ।১৯৭।

ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে সং ১৫৭ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ২৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। ১৯৭।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ;
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার।
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার ;
জড় লোক বুঝাইতে, পুনরেবকার। (১)
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ ;
জ্ঞান, যোগ, তপ, কর্ম্ম আদি নিবারণ।
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার ; (২)
নাহি, নাহি, নাহি, তিন উক্তি এবকার।
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম ;
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান।
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব ;
ভর্ৎসন, তাড়ন, কারে কিছু না বলিব।
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয় ;
শুকাইলে কারও পাশে পানী না মাগয়। (৩)

---

১ পুনরেবকার—এবকার—পুনরায় 'এব' শব্দ দেওয়া হইয়াছে।

২ অন্যথা যে মানে—'অন্যথা যে না মানে' পাঠও আছে।

৩ শুকাইলে…মাগয়—অন্য পাঠ 'শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়'।

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব ;
অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব। (১)
নিরন্তর নাম লৈব, যথা লাভে সন্তোষ ;
এমত্ত আচার করি ভক্তি ধর্ম্ম পোষ।

তথাহি শ্রীমুখ শিক্ষা শ্লোকঃ

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। ১৯৮।

'অমানিনা' মানহীনেন জনেন কর্ত্তৃভূতেন 'সদা' সর্ব্বদা 'হরিঃ' 'কীর্ত্তনীয়ঃ' আরাধনীয়ঃ ভবেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন 'মানদেন' অন্যেভ্যঃ মানং সম্মানং দদাতীতি তেন ; পুনঃ 'তরোরিব' বৃক্ষবৎ 'সহিষ্ণুনা' সহনশীলেন ; পুনঃ 'তৃণাৎ অপি' প্রাণহীন শাকাদিভ্যঃ 'সুনীচেন' অহঙ্কার রহিতেন। ১৯৮।

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ ও অন্যের সম্মান সম্বর্দ্ধন করতঃ হরি নাম কীর্ত্তন করিবে। ১৯৮।

ঊর্দ্ধ বাহু করি কহোঁ শুন ভক্ত লোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক।
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ ;
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ;
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর।

---

১ অযাচিত বৃত্তি—খাইব—অন্য পাঠ 'অযাচিত বৃত্তি করি উদর ভরিব।'

কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে ;
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে।
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে ;
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।
এক দিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল ;
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল ;
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইল ;
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল, (১)
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল ;
মদ্য ভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল ;
প্রাতঃকালে শ্রীবাস দ্বারে তা'দেখিল।
বড় বড় লোকে সব আনিল বোলাঞা ;
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিঞা হাসিঞা :—
'নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন ;
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন'।
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার ;
'হেন কর্ম্ম ইঁহা কৈল কোন্ দুরাচার ?'
হাড়ী আনি দ্রব্য সব দূর করাইল ;
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল।
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল ;
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্ত ধার।

---

১ ওড় ফুল—এক প্রকার জবার ফুল।

সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে ; কাটে নিরন্তর ;
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর।
গঙ্গা ঘাটে বৃক্ষ তলে রহে ত বসিয়া ;
এক দিন কহে কিছু প্রভুকে দেখিয়া :—
'গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমার মাতুল ;
ভাগিনা মুই কুষ্ঠ ব্যাধে হঞাছি ব্যাকুল। (১)
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ;
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার।'
এত শুনি হৈলা প্রভু মহাক্রোধ মন ;
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন :—
'আরে ! পাপী, ভক্ত দ্বেষী তোরে উদ্ধারিমু ? (২)
কোটি জন্ম ঐছে তোরে কীড়ায় খাওয়াইমু।
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানী পূজন ;
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন।

---

১ গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমার মাতুল ;
ভাগিনা মুই কুষ্ঠ ব্যাধে হইয়াছি ব্যাকুল। } কোন কোন পুস্তকের পাঠ কিছু স্বতন্ত্র, যথা:—'গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ; কুষ্ঠ ব্যাধিতে হইয়াছি পরম ব্যাকুল।' এই পাঠে চাপাল গোপাল চৈতন্যের মাতুল ; কিন্তু উপরের পাঠ ইহার বিপরীত। তবে উপরের পাঠের দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট 'ভাগিনা' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় ঐ পাঠই প্রকৃত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কুষ্ঠ ব্যাধে অর্থাৎ ব্যাধিতে।

২ তোরে উদ্ধারিমু ?—কোন কোন গ্রন্থের পাঠ 'তোরে না উদ্ধারিমু'। কিন্তু শ্লেষার্থ প্রযুক্ত মূলের পাঠই সুসঙ্গত।

'পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ;
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।'
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান ;
সে পাষণ্ডী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে নীলাচলে গেলা ;
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ;
তবে সেই পাপী প্রভুর হইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ :—
'শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে আছে অপরাধ ;
তাঁহা যাহ, তিঁহ যদি করেন প্রসাদ ;
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন ;
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ।'
তবে সেই লইলেক শ্রীবাস শরণ ;
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন।
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে ;
দ্বারে কপাট ; না পাইল ভিতরে যাইতে। (১)
ফিরি গেলা বিপ্র ঘরে মনে দুঃখী হঞা ;
আর দিনে প্রভুকে কহে গঙ্গাতে দেখিঞা :—
'শাপিব তোমারে আমি পাঞাছি মনো দুঃখ' ;
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ :—
'সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ'।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে বাড়য়ে উল্লাস।

---

১ দ্বারে কপাট—অন্য পাঠ 'দুয়ারি না দিল তারে ভিতরে যাইতে'।

প্রভুর শাপ বার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্ ;
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ।
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড পরসাদ ; (১)
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ।
আচার্য্য গোঁসাইরে প্রভু করে গুরু ভক্তি ;
ইহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখ মতি।
ভঙ্গী করি জ্ঞান মার্গ করিল ব্যাখ্যান ;
ক্রোধাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল অবজ্ঞান।
তবে আচার্য্য গোঁসাইর আনন্দ হইল ;
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল। (২)
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম ;
ললাটে লিখিল তাঁর রাম দাস নাম। (৩)
শ্রীধরের লৌহ পাত্রে কৈল জলপান ; (৪)
সকল ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান। (৫)

---

১ মুকুন্দ দত্তেরে—২৭৫ পৃষ্ঠার ৩ টীকা ও ৩০২ পৃষ্ঠার ১ টীকা দেখ।

২ লজ্জিত হইয়া ইত্যাদি—৩০১ পৃষ্ঠার ৩টীকা দেখ।

৩ মুরারিগুপ্ত মুখে ইত্যাদি—মুরারি গুপ্ত রাম মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এক দিন ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'তোমার রচিত শ্লোক পাঠ কর'। মুরারি স্বরচিত রামাষ্টক আবৃত্তি করিলে চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে মুরারির ললাটে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন ও সীতার সহিত তাঁহাকে রামরূপ দেখাইয়াছিলেন। মুরারিকে হনুমানের অবতার বলা গিয়া থাকে চৈঃ মঙ্গল মধ্য খণ্ড।

৪ শ্রীধরের লৌহ পাত্রে—২৭৮ পৃষ্ঠা ৩ টীকা দেখ।

৫ সকল ভক্তেরে দিল ইত্যাদি—৩৬৫—৩৬৬ পৃষ্ঠা ৩ টীকা দেখ।

হরিদাস ঠাকুরকে করিল প্রসাদ। (১)
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ। (২)
ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল;
শুনি এক পড়ুয়া তাঁহা অর্থ বাদ কৈল।—
নামে স্তুতি বাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ;
সবে নিষেধিল 'ইহার না দেখিহ মুখ।'
স্বগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান;
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ;
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেম রস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা'।১৯।

হে 'উদ্ধব' 'মম' মৎস্বসম্বন্ধীয়া 'উর্জ্জিতা ভক্তিঃ' সাধনাত্মিকা ভক্তিঃ 'যথা' যেন প্রকারেণ 'মাং' 'সাধয়তি' বরায় উন্মুখং করোতি বশীকরোতীত্যর্থঃ 'তথা' তেন রূপেণ 'যোগঃ' ষট্‌চক্র ভেদ চান্দ্রায়ণাদিরূপঃ 'ন' সাধয়তি। তথা 'সাংখ্যং' সাংখ্যযোগঃ তথা 'ধর্ম্মঃ' সদাচারাদিঃ তথা 'স্বাধ্যায়ঃ' বেদাধ্যয়নাদিঃ তথা 'তপঃ' তথা 'ত্যাগঃ' দানাদিঃ ন মাং সাধয়তীত্যন্বয়ঃ।১৯।

---

১ হরিদাস ঠাকুরকে—মহাপ্রকাশের দিন গৌরচন্দ্র হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। হরিদাসকে প্রহ্লাদের অবতার বলা যায়। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ১০ অধ্যায়।

২ আচার্য্য স্থানে মাতার—৩০২ পৃষ্ঠার ২টীকা দেখ।

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে উদ্ধব! মৎস্বম্বন্ধীয় সাধনভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে, চান্দ্রায়ণাদি কি সাংখ্যযোগ, কি সদাচার, কি বেদাধ্যয়নাদি, কি তপস্যা, কি দানাদি, কিছুতেই তেমন পারে না।১৯৯।

মুরারিকে কহে 'তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা';
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরুক্মিণীপ্রেরিতব্রাহ্মণবাক্যং—

'ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ
ব্রহ্ম বন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ' ।২০০।

'দরিদ্রঃ' ধনহীনস্তথা 'পাপীয়ান্' দুর্ভগঃ 'অহং' 'ক্ব' কুত্র 'শ্রীনিকেতনঃ' পুনঃ 'কৃষ্ণঃ' স্বয়ং ভগবান্ 'ক্ব' কুত্র; কৃষ্ণত্ব পাপীয়ত্বয়োস্তথা দারিদ্র্য শ্রীনিকেতনত্বয়ো বিরোধঃ। তথাপি 'ব্রহ্মবন্ধুঃ' বিপ্রকুলজাতঃ 'ইতি' অনেন কারণেন 'অহং' 'বাহুভ্যাং' দ্বাভ্যামেব 'পরিরম্ভিতঃ' আলিঙ্গিতঃ' 'স্ম' বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণ মুক্তং নতু সখ্যং তত্রাত্মনো অতীবাযোগ্যত্ব মননাৎ। ২০০।

রুক্মিণী প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া স্বগত বলিতেছেন—নীচ ও দরিদ্র আমিই বা কোথায়! আর শ্রীনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়! আহা! তথাপি আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে তিনি দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।২০০।

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা;
সংকীর্ত্তন করি, বৈসে শ্রম যুক্ত হঞা;

এক আম্র বীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল ;
তখনি জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত ;
পাকিল অনেক ফল ; সবেই বিস্মিত !
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ;
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল।
রক্ত পীত বর্ণ,—নাহি অষ্ঠি বল্কল ;
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল।
দেখিঞা সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন ;
সবারে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ।
অষ্ঠ্যাঁস বল্কল নাহি অমৃত রসময় ; (১)
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়।
এইমত প্রতি দিন ফলে বার মাস ;
বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস।
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন ;
অন্য লোকে নাহি জানে বিনা ভক্তগণ।
এই মত বার মাস কীর্ত্তনাবসানে ;
আম্র মহোৎসব প্রভু, করে দিনে দিনে।
কীর্ত্তন করিতে প্রভু, আইলা মেঘগণ ;
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ।
এক দিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল ;
'বৃহৎ সহস্র নাম পড়, শুনিতে ইচ্ছা হৈল'। (২)

---

১ অষ্ঠ্যাঁস—অষ্ঠি ও আঁস অর্থাৎ আঁঠি ও আঁস।

২ বৃহৎ সহস্র নাম—মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সহস্র যুক্ত অধ্যায় বিশেষ।

পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম ;
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা শ্রীগৌরাঙ্গ ধাম।
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইঞা।
নৃসিংহ আবেশ দেখি মহা তেজোময়,
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়।
লোক ভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল ;
শ্রীবাস গৃহেতে আসি গদা ফেলাইল।
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ :—
'লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ।'
শ্রীবাস বলেন 'যে তোমার নাম লয় ;
তার অপরাধ কোটি কোটি ক্ষয় হয়'।
অপরাধ নাহি কৈলে—লোকের নিস্তার ; (১)
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার।'
এতবলি শ্রীনিবাস করিল সেবন ;
তুষ্ট হঞা প্রভু আইল আপন ভবন।
আর দিন শিবভক্ত শিব গুণ গায় ;
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডমরু বাজায়।
মহেশ আবেশ হৈল শচীর নন্দন ;
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ।

---

১ অপরাধ নাহি কৈলে ইত্যাদি —তুমি অপরাধ কর নাই ; কিন্তু লোকের উদ্ধার সাধন করিলে।

আর দিন এক ভিক্ষুক আইল মাগিতে ;
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম আবেশে ;
প্রভু তারে প্রেম দিল ; প্রেমরসে ভাসে।
আর দিনে এক জ্যোতিষ্ সর্ব্বজ্ঞ আইল ; (১)
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ঃ—
'কে আছিলাঙ্ আমি পূর্ব্ব জন্মে' ? কহগণি।
গণিতে লাগিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর বাক্য শুনি।
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহা জ্যোতির্ম্ময় ;
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় !
পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর ;
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর।
বলিতে না পারে কিছু মৌন হইল ;
প্রভু প্রশ্ন কৈল ; পুনঃ কহিতে লাগিল ঃ—
'পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি পরম আশ্রয় ; (২)
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্যময় !
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ ;
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ !'
প্রভু হাঁসি কহে 'তুমি কিছু না জানিলা ;
পূর্ব্বে আছিলাঙ্ আমি জাতিতে গোয়ালা।
'গোপ গৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল ;
সেই পুণ্যে এবে হৈনু ব্রাহ্মণ ছাওয়াল'।

১ জ্যোতিষ্ সর্ব্বজ্ঞ—জ্যোতিষ্ বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ।

২ পূর্ব্ব জন্মে—অন্য পাঠ 'পূর্ব্বে আছিলা' ইত্যাদি।

সর্ব্বজ্ঞ কহে 'আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ্;
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাঙ।
সেইরূপ এই রূপে দেখি একাকার;
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার।
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার'।
প্রভু তাঁরে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার।
একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিঞা
মধু আন! আন মধু! বলেন ডাকিঞা।
নিত্যানন্দ গোঁসাই প্রভুর আবেশ জানিল;
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল।
জল-পান করি নাচেন হইয়া বিহ্বল;
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখয়ে সকল। (১)
মদমত্তগতি বলদেব অনুকার;
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার।
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল;
সবে মিলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল।
এই মত নৃত্য হইল চারি প্রহর;
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেল ঘর।
নগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল;
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

---

১ যমুনাকর্ষণ লীলা——দ্বারকাবস্থান কালে কোন সময়ে বলদেব বৃন্দাবনে যাইয়া গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিতে করিতে বারুণী পানে উন্মত্ত হইয়া উপবন মধ্যে জলকেলি করিবার উদ্দেশে যমুনাকে আহ্বান করিলেন; 'আমি মত্ত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আগমন করিল না'

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' !
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি ;
হরি হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন ;
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইলা ;
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিলা :—
'এত কাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানী ;
এবে উদ্যম চালাও কার বল জানি ?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে ;
আজি মুই ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু ;
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু'।
এত বলি কাজী গেল ; নগরীয়া লোক
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক।
প্রভু আজ্ঞা দিল 'যাহ করহ কীর্ত্তন !
আমি সংহারিব আজি সকল যবন'।
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন ;
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন।
তা' সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি :—

ভাবিয়া তিনি ক্রোধভরে হলাগ্র দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিলেন ও সেই খানে আনয়ন পূর্ব্বক জলক্রীড়া সম্পন্ন করিলেন। ভাঃ ১০স্ক ৬৫ অধ্যায়।

'নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন ;
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।
'সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে' ?
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় ;
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস ;
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোঁসাই পরম উল্লাস।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ;
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে ; (১)
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপা বলে।
এইমত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজী দ্বারে গেলা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল ;
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল। (২)
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ;
তর্জ্জ গর্জ্জ শুনে, তবু না হয় বাহিরে।
উদ্ধত লোক কাজীর ভাঙ্গে পুষ্প বন ; (৩)
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।

---

১ বৃন্দাবন দাস ইহা—চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় দেখ।

২ গৌরচন্দ্র বলে—গৌরচন্দ্রের সাহসে প্রশ্রয় পাইয়া লোকে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

৩ ভাঙ্গে পুষ্পবন—অন্য পাঠ 'ঘর পুষ্পবন' ইত্যাদি।

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা;
ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা। (১)
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া;
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া।
প্রভু বলেন 'আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত;
আমা দেখি লুকাইলা; এ ধর্ম্ম কেমত'?
কাজী কহে 'তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া;
তোমা শান্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া।
এবে তুমি শান্ত হৈলা, আসি মিলিলাঙ;
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা;
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা। (২)
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়'।
এই মতে দুঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের তত্ত্ব কেহ বুঝিতে না পারে। (৩)

---

১ ভব্য—শান্ত প্রকৃতি।

২ গ্রাম সম্বন্ধ সাচা—কাজী এখানে চৈতন্তের সহিত সন্ধির ইচ্ছুক হইয়া রক্ত সম্বন্ধ হইতেও গ্রাম সম্বন্ধের গৌরব বর্ণনা করিতেছেন।

৩ ভিতরের তত্ত্ব—অন্ত পাঠ 'ভিতরের অর্থ'। ভিতরের তত্ত্ব—ইহার পরে কাজী আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছে। ভীষণস্বপ্ন দৃষ্টে ভীত হইয়া সে বিনম্রভাবে চৈতন্তের নিকট আসিয়াছিল এবং ইহার পূর্ব্ব হইতেই চৈতন্তের পক্ষপাতী হইয়াছিল।

প্রভু কহে 'প্রশ্ন লাগি আইলাঙ তোমার স্থানে'।
কাজী কহে 'আজ্ঞা কর যে তোমার মনে'।
প্রভু কহে 'গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা;
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহ পিতা।
পিতা মাতা মারি খাও এ বা কোন ধর্ম্ম?
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম'?
কাজী কহে 'তোমার যৈছে বেদ পুরাণ;
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ।
সেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ;
নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ।
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়;
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়।
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী;
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি'।
প্রভু কহে 'বেদে কহে গোবধ নিষেধ;
অতএব হিন্দু মাত্রে না করে গোবধ।
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী;
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা বাণী।
অতএব জরদ্গাব মারে মুনি গণ; (১)
বেদ মন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন।

১ জরদ্গাব—অন্য পাঠ 'জরাতুর'। অর্থ—বৃদ্ধ বৃষ। ঋষিগণ বৃদ্ধ বৃষ মারিয়া খাইয়া পুনরায় বেদ মন্ত্রবলে তাহাকে যৌবনাবস্থায় জীবিত করিতে পারিতেন; সে জন্য তাঁহাদের গোবধের পাপ হইত না।

'জরদ্গব হঞা যুবা হয় আর বার ;
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার।
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ;
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে।

তথাহি মলমাসতত্ত্বে ন্যাস নিষেধ বিচারে ধৃতো ব্রহ্ম বৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্ম খণ্ডস্থ পঞ্চাশীত্যধিক শতাধ্যায়স্থাশীত্যধিক শতশ্লোকঃ।

'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ' ।২০১।

'কলৌ' কলিযুগে বক্ষ্যমাণান্ 'পঞ্চ' প্রকারান্ 'বিবর্জ্জয়েৎ' ন আচরেৎ। 'অশ্বমেধং' যজ্ঞং 'গবালম্ভং' গোমেধ যজ্ঞং 'সন্ন্যাসং' সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ রূপাশ্রমং 'পলপৈতৃকং' মাংসেন পিতৃ কার্য্যং 'দেবরেণ সুতোৎপত্তিং'। ২০১।

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাসধর্ম্ম, মাংস দ্বারা পিতৃ শ্রাদ্ধাদি, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপত্তি, এই পাঁচটী কলি যুগে বর্জ্জন করিবে। ২০১।

'তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার ;
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।
গে অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর ;
গোবধ রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর।
তোমা সবার শাস্ত্র কর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল ;
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল'।

শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী ;
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ঃ—
‘তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয় ;
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয়। (১)
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি ;
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।’ (২)
হাঁসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার ঃ—
‘আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা ;
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা।
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন ;
বাদ্যগীত কোলাহল সংগীত নর্ত্তন।
তুমি কাজী হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী ;
কি লাগি না কর মানা বুঝিতে না পারি’ ?
কাজী বলে ‘সবে তোমায় বলে গৌর হরি ;
সেই নামে তোমায় সম্বোধন করি।
শুন গৌর হরি! এই প্রশ্নের কারণ ;
নিভৃতে যাও যদি তবে করি নিবেদন।’
প্রভু বলে ‘এলোক আমার অন্তরঙ্গ হয় ;
স্ফুট করি কহ তুমি, না করিহ ভয়’।
কাজী কহে ‘যবে আমি হিন্দু ঘর গিয়া ;
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।

---

১ বিচার সহ নয়—মুসলমান শাস্ত্র বিচারের মুখে টিকে না।
২ অদৃঢ় বিচার—অদৃঢ় বিচার ও বিচার সহ নয়, একার্থক।

'সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর
নর দেহ সিংহ মুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি !
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে ঃ—
"ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্? করিমু তোরে ক্ষয়,
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় !
"সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত। (১)
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত।
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু ;
স বংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু"।
এত কহি সিংহ গেল ; আমার হৈল ভয় ;
এই দেখ নখ চিহ্ন আমার হৃদয়'।
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল ;
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল !
কাজী কহে 'ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল।
আসি কহে "গেল মুঁই কীর্ত্তন নিষেধিতে ;
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে।
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ"।
যে পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ।

১ সেদিন...ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'সে দিবসে তুমি বহুত না কৈলে উৎপাত'।

'তাহা দেখি বলিল মুই মহাভয় পাঞা :—
"কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিঞা"।
তবে ত নগরে হয় স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন ;
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন :—
"নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার ;
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর"।
আর ম্লেচ্ছ কহে "হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
হাসে কাঁদে নাচে গায় গড়ি যায় ধুলি।
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল ;
পাতশা শুনিলে তোমার করিবেক ফল"।
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল :—
"হিন্দু নাম লয় তার স্বধর্ম্ম জানিল। (১)
তুমিহ যবন হঞা কেন অনুক্ষণ
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ" ?
ম্লেচ্ছ কহে "হিন্দুরে আমি করি পরিহাস
কহিল কেহ কৃষ্ণ দাস, কেহ রাম দাস।
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি ;
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি।
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি ;
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি" ?
আর ম্লেচ্ছ কহে "শুন আমি এই মতে
হিন্দুকে পরিহাস কৈল ; সে দিন হইতে

১ হিন্দু নাম লয় ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল।'

"জিহ্বা কৃষ্ণ নাম করে, না মানে বৰ্জ্জন ;
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ" ?
এত শুনি তা'সবারে ঘরে পাঠাইল ;
হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ শত আইল।
আসি কহে "হিন্দুর ধৰ্ম্ম নাশিল নিমাই ; (১)
যে কীৰ্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।
মঙ্গল চণ্ডী বিষ হরি করি জাগরণ ;
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ। (২)
পূৰ্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ;
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত। (৩)
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় কর তালি ;
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায় ;
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে গড়াগড়ি যায়।
নগরীয়া পাগল কৈল ; সদা সংকীৰ্ত্তন ;
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ।
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি ;
হিন্দুর ধৰ্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি। (৪)

---

১ নাশিল—'ভাঙ্গিল' পাঠও আছে।

২ তাতে নৃত্য গীত ইত্যাদি—মঙ্গল চণ্ডী ও বিষহরির পূজাতে রাত্রি জাগরণ করিবারই প্রথা আছে ও তাহাই উচিত ; এরূপ সংকীৰ্ত্তন করা কখনই শুনি নাই। অন্য পাঠ 'এমন কীৰ্ত্তন মোরা না জানি কখন'।

৩ চালায় বিপরীত—পূর্ব্বের আচরণ হইতে বিপরীত আচরণ করে।

৪ পাষণ্ডী সঞ্চারি—হিন্দুর ধর্ম্মের মধ্যে নিমাই প্রভৃতি পাষণ্ডী জন্মিয়া ঐ ধৰ্ম্ম নষ্ট করিল। সঞ্চারি—সঞ্চারিত বা উৎপন্ন হইয়া।

"কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড় ; (১)
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহা মন্ত্র জানি ;
সর্ব্ব লোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন ;
নিমাই বোলাঞা তারে করহ বর্জ্জন"। (২)
তবে আমি প্রীতি বাক্য কহিনু সবারে ;
"সবে ঘরে যাহ ; আমি নিষেধিব তারে"।
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ ;
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন'।
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া :—
'তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম এ বড় বিচিত্র !
পাপক্ষয় গেলা ; হৈলা পরম পবিত্র।
হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ লইলে তিন নাম ;
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান' !
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী ;
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয় বাণী :—
'তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি ;
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি !'

---

১ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়—সকল পুস্তকেই এই পাঠ। নীচ জাতিতে বাড়াবাড়ি করিয়া কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতেছে ; এই পাপে নবদ্বীপ নষ্ট হইবে।

২ বর্জ্জন—নিষেধ।

প্রভু কহে 'এক দান মাগিয়ে তোমায় ;
সংকীর্ত্তন বাদ যেন নহে নদীয়ায়'।
কাজী কহে 'মোর বংশে যত উপজিবে ;
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে।'
শুনি প্রভু 'হরি বলি' উঠিলা আপনি ;
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি।
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন ;
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন।
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন ;
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন।
এই মতে কাজীরে প্রভু করিল প্রসাদ ;
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ।
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই।
শ্রীবাস পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক ;
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক।
মৃত পুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন ; (১)
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস নন্দন।

মৃত পুত্র মুখে—শ্রীবাসনন্দন।—একদিন শ্রীবাস মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছিল। ঐ সময়ে শ্রীবাসের একটী পুত্রের ব্যাধি ছিল ; রাত্রি ৪ দণ্ডের সময় দৈবাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। গৃহ মধ্যে স্ত্রীদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া শ্রীবাস বাটীর মধ্যে আসিয়া দেখিলেন পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি পুত্র শোক বিস্মৃত হইয়া, পাছে রোদন শুনিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন ও নৃত্য ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় স্ত্রীদিগকে নানা প্রবোধ দিয়া ক্ষান্ত করিলেন ও আপনি বহির্বাটীতে

তবে ত করিলা সব ভক্তে বরদান ;
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান। (১)
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে দরজী যবন ;
প্রভু তারে করাইল নিজ রূপ দর্শন।
'দেখিনু ! দেখিনু !' বলি হইল পাগল ;
প্রেমে নৃত্য করে ; হৈল বৈষ্ণব আগল।
আবেশে শ্রীবাস ঠাঁই বংশী মাগিল ;
শ্রীবাস কহে 'বংশী তোমার গোপী হরি নিল'।
শুনি প্রভু 'বোল বোল' বলেন আবেশে ;
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলা রসে।

আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ সকল ভক্তগণ জানিতে পারিলেন ; এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় চৈতন্য দেবও সমস্ত শুনিতে পাইয়া 'গোবিন্দ ! গোবিন্দ!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে আমার প্রেমে যাহারা পুত্র শোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারে তাহাদিগকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইব ? তৎপরে সকলে সমবেত হইয়া বালকটীকে সৎকার করিতে লইয়া গেলেন। সেই সময় চৈতন্য প্রভু শবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "শ্রীবাসের গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছ কেন" ? শব উত্তর করিল যে 'যতদিন এই দেহে বাস নির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা ভোগ করিলাম ; এক্ষণে অন্য নির্ব্বন্ধ পুরীতে যাইতেছি ; এ সংসারে কেহই কাহার পিতামাতা নহে ; সকলেই আপন আপন কার্য্যফল ভোগ করে। আমার অপরাধ লইবেন না, বিদায় দিন'। ইহা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। তৎপরে চৈতন্য প্রভু এই বলিয়া শ্রীবাসকে আশ্বস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি ও নিত্যানন্দ শ্রীবাসের দুই পুত্র হইলেন। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ২৫ অধ্যায়।

১ উচ্ছিষ্ট...সম্মান—২৫৫ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ।

প্রথমেতে বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিল ;
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল।
শুনি 'বোল বোল' প্রভু বলে বারবার ;
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার।
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ ;
তাসবার সঙ্গে যৈছে বন বিহরণ ;
তার মধ্যে ছয় ঋতুর লীলার বর্ণন ;
মধুপান, রাসোৎসব, জল কেলি কথন।
'বোল বোল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস ;
শ্রীবাস কহেন তবে রাস বিলাস।
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল ;
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল।
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণ লীলা ; (১)
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা।
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছক্তি ;
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি।
এক দিন মহা প্রভুর নৃত্য অবসানে
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে।
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার ;
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার।
সেই ক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল ;
নিত্যানন্দ, হরিদাস ধরি উঠাইল।

---

১ আচার্য্যের ঘরে...আপনে হৈলা—পূর্ব্বে ২৭১ পৃষ্ঠা ২টীকা দেখ। আচার্য্যের ঘরে—চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে।

বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা;
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞা গেলা। (১)
এক দিন গোপী ভাবে গৃহেতে বসিয়া
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে;
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা বলিতে:—
'কৃষ্ণ নাম না লও কেন কৃষ্ণ নাম ধন্য!
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য'?
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণ দোষোদ্গার; (২)
ঠেঙ্গা লঞা উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার।

---

১ এক ব্রাহ্মণী আসি...লঞা গেলা—চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখণ্ড ১৫৮ পৃষ্ঠাতেও এই উপাখ্যানটী আছে; কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে যে আখ্যায়িকাটী আছে তাহা অন্যরূপ। একদিন নগর ভ্রমণান্তে নৃত্য করিতে করিতে চৈতন্য বলিলেন যে 'আজ আমার প্রেমানুভব হইতেছেনা কেন? বোধ হয় তোমাদের কাহারও নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিব'। এই কথায় অদ্বৈত উত্তর করিয়াছিলেন যে এখন নগরে নগরে তিলি মালীর সঙ্গে তোমার প্রেমের প্রসঙ্গ; অবধূত নিত্যানন্দ কা'ল আসিয়া তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী হইয়াছে; আমি ও শ্রীবাস বাহিরের লোক হইয়াছি। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু 'প্রেমশূন্য শরীর রাখার প্রয়োজন কি' বলিয়া ছুটিয়া যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গঙ্গায় পড়িলেন ও তাঁহাকে তুলিয়া বাঁচাইলেন। তখন প্রভু তাঁহাদের প্রতি অনুযোগ করিয়া সে রাত্রি লুকাইয়া নন্দন আচার্য্যের বাটীতে থাকিলেন। এদিকে অদ্বৈত আপন অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সে দিন অতিবাহিত করিলেন। পর দিন চৈতন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মধ্যখণ্ড চৈঃ ভাঃ ১৭ অধ্যায়।

২ দোষোদ্গার—কৃষ্ণের দোষ কীর্ত্তন অর্থাৎ নিন্দা করিলেন। মধ্য খণ্ড চৈঃ ভাঃ ২৫ অধ্যায় দেখ।

ভয়ে পলায় পড়ুয়া ; প্রভু পাছে পাছে ধায় ;
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়।
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে ;
পড়ুয়া পলাঞা গেল পড়ুয়া সভারে।
পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি ;
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাঞি।
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ারগণ ;
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন ঃ—
'সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একেলা নিমাঞি ;
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্ম ভয় নাঞি।
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে ;
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে' ?
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ ;
সুপঠিত বিদ্যা, কারও না হয় প্রকাশ।
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয় ;
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাঁসি সে করয়।
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা'সবার দুর্গতি ;
ঘরে বসি চিন্তেন তা'সবার অব্যাহতি।
'যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ ;
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন।
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে ;
আমি লওয়াইলেও ভক্তি না পারে লইতে। (১)

১ আমি লওয়াইলেও—'আমি না লওয়াইলে' পাঠও দেখা যায় ; কিন্তু তাহা শুদ্ধ বোধ হয় না। কারণ চৈতন্যের স্বগত চিন্তার তাৎপর্য্য

'নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হৈল বিপরীত ;
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ?
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপ ক্ষয় ;
তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে লয়।
মোরে নিন্দাকরে, যে না করে নমস্কার ;
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার।
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ;
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে প্রণত হইব।
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয় ;
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়।
এসব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার ;
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার'।
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে ;
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে।
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ ;
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন :—
'তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ ;
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন।'
ভারতী কহেন 'তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী ;
যে কহ সে করিব ; স্বতন্ত্র নহি আমি।'

এই যে তিনি ভক্তি প্রচার করিতেছেন, তথাচ এই সব লোক নিন্দা-পরাধ জন্য ঐ ভক্তি গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ; সেজন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তি প্রচার করিবেন ; তখন সন্ন্যাসী জ্ঞানে ঐ সকল লোক তাঁহার কথা শুনিবে ইত্যাদি।

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাঁটোয়াতে গেলা ;
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা। (১)
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য,
মুকুন্দ দত্ত, এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য।
এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন ;
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন ;
চতুর্ব্বিধ ভক্তি ভাব করে আস্বাদন।
স্বমাধুর্য্য, রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে ;
রাধা ভাব অঙ্গীকরিয়াছে ভালমতে।
গোপী ভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত ;
ব্রজেন্দ্র নন্দনে মানে আপনার কান্ত। (২)
গোপীকা ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় ;
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনু অন্য না জানয়। (৩)
শ্যাম সুন্দর শিখি পিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ ;
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন ;

---

১ তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা—সন্ন্যাসী বা উদাসীনের আশ্রম গ্রহণ করিলেন। বিশেষ বৃত্তান্ত চৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ড ২৬শ অধ্যায় ও শেষ খণ্ড প্রথম অধ্যায় এবং চৈতন্য মঙ্গল শেষ ভাগ দেখ।

২ ব্রজেন্দ্রনন্দনে—চৈতন্যাবতারে মহাপ্রভু গোপীভাব বা মধুর রসাত্মক ভক্তভাব অঙ্গীকার করা হেতু শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। মানে—মানিতেন। 'মতি' পাঠও আছে।

৩ অন্য না জানয়—'অন্যত্র না হয়' পাঠও আছে। গোপীভাবের এই একটি বিশেষ প্রকৃতি যে তাহা নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতায় স্ফূর্ত্তি হয় না।

ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার;
গোপী ভাব নাহি যায় নিকটে তাহার।

তথাহি ললিত মাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে সূর্য্য-পত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যং

'গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষোভাবস্য কস্তাংকৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ পদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুত রুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি।' ।২০২।

'চতুর্ভিঃ' 'জিষ্ণুভিঃ' জয়শীলৈঃ 'ভুজৈঃ' সহ 'অদ্ভুতরুচিং' মনোহরকান্তিং 'বৈষ্ণবীতনুং' বিষ্ণু সম্বন্ধি শরীরং চতুর্ভুজ নারায়ণ-শরীরমিত্যর্থঃ 'আবিষ্কুর্ব্বত্যপি' প্রকাশমানেঽপি 'তস্মিন্' শ্রীকৃষ্ণে 'যাসাং' গোপীনাং 'হন্ত' আশ্চর্য্যে 'রাগোদয়ঃ' অনুরাগ-প্রকাশঃ 'কুঞ্চতি' সঙ্কুচিতোভবতি; তাসাং 'গোপীনাং' 'পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ' পশুপেন্দ্রঃ গোপেন্দ্রঃ নন্দ ইত্যর্থঃ তস্য নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তং জুষতে সেবতে যস্তস্য তথা 'দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ' দুরূহ পদবীং দুর্গম মার্গং সঞ্চারিতুং শীলং যস্য তস্য 'ভাবস্য' অনুরাগস্য 'তাং' সুপ্রসিদ্ধাং 'প্রক্রিয়াং' প্রকৃতিং 'বিজ্ঞাতুং' 'কঃ' 'কৃতী' পণ্ডিতঃ 'ক্ষমতে' শক্নোতি ন কোঽপীত্যর্থঃ।২০২।

অদ্ভুত শোভাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশিত দেখিয়াও যাঁহাদের ভাবোদয় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; নন্দনন্দন ভজনশীলা ও দুরূহ পথাবলম্বিনী সেই গোপীগণের ভাব প্রক্রিয়া বুঝিতে কোন্ পণ্ডিত সমর্থ হইবে? ।২০২।

বসন্ত কালে রাস লীলা করি গোবর্দ্ধনে;
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধাসনে।
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট,
অন্বেষিতে আইল তাহাঁ গোপাকার ঠাট।
দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ;
'এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্র নন্দন।'
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস;
লুকাইতে নারিলা, তাহে হইলা বিরস।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া;
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়াঃ--
'ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি';
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি স্তুতি।
'নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ;
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ, মোর ঘুচাহ বিষাদ'।
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ;
হেন কালে রাধা আসি দিল দরশন।
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে;
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে।
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে;
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে। (১)
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব;
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব।

---

১ লুকাইল......রাখিতে——এই শ্লোকটী কোন কোন পুঁথিতে নাই।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং—

'রাসারম্ভে৷ বিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষী গণৈ
দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুম্
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা' ।২০৩।

'রাসারম্ভবিধৌ' রাসস্য আরম্ভবিধৌ আরম্ভনে ইত্যর্থঃ 'কুঞ্জে' নিকুঞ্জ কাননে 'বসতা' কৃষ্ণেন 'সমুদ্ধরধিয়া' শঙ্কিতমনসা 'মৃগাক্ষীগণৈঃ' গোপীভিঃ 'দৃষ্টং' রূপং দ্বিভুজমুরলীধররূপমিত্যর্থঃ 'গোপয়িতুং' গোপনং কর্ত্তুং তদ্রূপং 'নিলীয়' লুপ্ত্বা আত্মনি সম্বৃত্যেত্যর্থঃ 'যা' 'চতুর্ব্বাহুতা' সুষ্ঠু সুন্দরং যথাস্যাৎ তথা 'সন্দর্শিতা' গোপীগণানিতিশেষঃ 'রাধায়াঃ' 'প্রণয়স্য 'হন্ত মহিমা' আশ্চর্য্য মহিমা বর্ত্তত ইতিশেষঃ 'যস্য' মহিম্নঃ 'শ্রিয়া' হেতুনা তস্যা আগমনমাত্রেণৈবেতিভাবঃ 'প্রভবিষ্ণুনা' প্রভাবশালিনা 'হরিণা' বিষ্ণুরূপধারিণা কৃষ্ণেন 'সা' চতুর্ব্বাহুতা 'রক্ষিতুং' 'শক্যা' 'ন' 'আসীৎ' ইত্যর্থঃ ।২০৩।

নিকুঞ্জ কাননে রাসারম্ভকালে শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ গোপন করতঃ মৃগ নয়নী গোপীদিগকে সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কারণ তাঁহার আগমন মাত্রেই কৃষ্ণ যত্ন করিয়াও সে মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না ।২০৩।

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ জগন্নাথ পিতা;
সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ শচী দেবী মাতা।

সেই নন্দসূত ইহঁা চৈতন্য গোঁসাই ;
সেই বলদেব ইহঁা নিত্যানন্দ ভাই।
বাৎসল্য দাস্য সখ্য ভাব ময়—
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য সহায়।
প্রেম ভক্তি দিয়া তিঁহ ভাসাইল জগতে ;
তাঁহার চরিত্র লোকে না পারে বুঝিতে।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই ভক্ত অবতার ;
কৃষ্ণ অবতারী কৈল ভক্তির প্রচার।
সখ্য দাস্য দুই ভাব সহজে তাঁহার ;
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার।
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ ;
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন।
পণ্ডিত গোঁসাই আদি যাঁর যেই রস ;
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ।
তিঁহ শ্যাম, বংশীমুখ, গোপবিলাসী ;
ইঁহ গৌর, কভু দ্বিজ, কভু ত সন্ন্যাসী।
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি।
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ ;
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ !
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয় ;
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয়।
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্য বিহার ;
চিত্র ভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার !

তর্কে ইহা নাহি মানে, সেই দুরাচার ;
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়ীভাবলহর্য্যাং ঊনপঞ্চ-শদঙ্কধৃত প্রভাসখণ্ড বচনং

'অচিন্ত্যাঃখলু যেভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং' ।২০৪।

'যে' 'ভাবাঃ' বিষয়াঃ 'খলু' নিশ্চিতং 'অচিন্ত্যাঃ' অচিন্ত্যনীয়াঃ মানবীয় চিন্তা বহির্ভূতা ইত্যর্থ 'তান্' ভাবান্ 'তর্কেণ' বিচারেণ 'ন' 'যোজয়েৎ' তৎসম্বন্ধে তর্কো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ 'তু' তথাহি 'যৎ' কিঞ্চ 'প্রকৃতিভ্যঃ' মায়াভ্যঃ 'পরং' শ্রেষ্ঠং মায়াতীত মিত্যর্থঃ 'তৎ' বস্তু 'অচিন্ত্যস্য' 'লক্ষণং' ইতি বিজানীয়াদিতি শেষঃ ।২০৪।

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া জানিবে। অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে ।২০৪।

অদ্ভুত চৈতন্য লীলায় যাহার বিশ্বাস ;
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ।
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার ;
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার।
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ;
তবে সে গ্রন্থের অর্থের পাইয়ে আস্বাদ।
দেখি ইহা ভাগবতে ব্যাসের আচার ; (১)
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার।

---

১ দেখি ইহা ভাগবতে – 'অতএব ভাগবতে' পাঠও আছে।

তা'তে আদি লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন ;
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ ;
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
তিঁহ চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ;
যুগধর্ম্ম, কৃষ্ণনাম, প্রেমপ্রচারণ।
তঁহি মধ্যে প্রেম দান বিশেষ কারণ।
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন ;
স্বমাধুর্য্য, প্রেমানন্দ রস আস্বাদন।
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ ;
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণী নন্দন।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার ;
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার।
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চ তত্ত্বের আখ্যান ;
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান।
অষ্টমে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ
এক কৃষ্ণ নামের মহামহিমা কথন।
নবমেতে ভক্তি কল্প বৃক্ষের বর্ণন ;
শ্রীচৈতন্য মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ।
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন ;
সর্ব্ব শাখা গণের যৈছে ফল বিতরণ।
একাদশে নিত্যানন্দ শাখা বিবরণ ;
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার কথন।

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ;
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম।
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ড লীলা সংক্ষেপ কথন।
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর লীলার উদ্দেশ;
সপ্তদশে যৌবন লীলা কহিল বিশেষ।
এই সপ্ত দশ আদিলীলার প্রবন্ধ;
দ্বাদশ প্রবন্ধ তা'তে গ্রন্থ মুখ বন্ধ। (১)
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত;
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত।
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে;
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞা বলে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা অদ্ভুত অনন্ত;
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যার নাহি পায় অন্ত।
যেই যেই অংশ কহে, শুনে, সেই ধন্য;
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ,
শ্রীবাস, গদাধর আদি যত ভক্ত বৃন্দ;
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে;
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁ' সবার চরণে।

দ্বাদশ প্রবন্ধ ইত্যাদি—আদিলীলার প্রথমদ্বাদশপরিচ্ছেদ গ্রন্থের মুখ বন্ধ বা উপক্রমণিকা স্বরূপ; শেষ পাঁচ পরিচ্ছেদে জন্ম হইতে যৌবন পর্য্যন্ত পাঁচ বয়সের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধে—পরিচ্ছেদে।

আদিলীলার টীকা ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন,
শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব চরণ,
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে যৌবন লীলা সূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্ত।

